সোমদেব ভট্ট রচিত

কথাসরিৎসাগর

চতুর্থ খণ্ড

মুখবন্ধ : ডঃ কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী

অনুবাদক : শ্রীহীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস

অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স

৫এ ভবানী দত্ত লেন : কলিকাতা-৭৩

মূল্য ঃ বার টাকা মাত্র

"Fifth Five Year Plan—Promotion of Modern Indian Language and Literature :—State Plan-Development of Regional Languages—The popular price of the book has been possible through subvention received from the Govt. of West Bengal."

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে সুলভ মূল্যে মুদ্রিত

অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স, ৫-এ ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা-৭০০০৭৩-এর পক্ষে শ্রীবিমল কুমার ধর কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীপ্রাণ কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক এস্. অ্যানটুল অ্যাণ্ড কোং. প্রাঃ. লিঃ., ৯১ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত।

সোদোরোপম অভিন্নহৃদয় সুহৃৎ

শ্রীপবিত্র কুমার বসুকে

যাহার উৎসাহে এই গ্রন্থের অনুবাদকর্মের ভার গ্রহণ করি।

প্রকাশকের নিবেদন

'কথাসরিৎসাগর'-এর যে তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে তাতে স্বয়ং গ্রন্থকারই ভূমিকাস্বরূপ তাঁর বক্তব্য নিবেদন করেছেন, গ্রন্থপ্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েই প্রকাশকের কর্তব্য সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থকার তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের কালে ইহলোক ত্যাগ করেছেন, তাই অত্যন্ত বেদনার্ত হৃদয়ে আমাকে বর্তমান খণ্ডের ভূমিকাস্বরূপ কয়েকটি কথা লিখতে হচ্ছে।

তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখেছেন যে গ্রন্থখানি পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হবে। বস্তুত গ্রন্থের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি তিনি আমাদের হাতে অনেকদিন আগেই তুলে দিয়েছিলেন। নানা প্রতিকূলতার জন্য আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেও লেখকের জীবদ্দশায় সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করতে পারিনি—এ মর্মপীড়া আমাদের প্রতিনিয়ত ক্লিষ্ট করছে।

গ্রন্থকারের অবর্তমানে বর্তমান চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হল, পঞ্চম খণ্ডের কাজও শুরু হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা পাঠকসমাজে গ্রন্থখানি যোগ্য সমাদর লাভ করেছে। বর্তমান খণ্ডের গ্রন্থপরিচয় লিখে দিয়েছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী মহাশয়। তাঁর এই শ্রম স্বীকারের জন্য আমরা তাঁর কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞ। ইতি—

বিনীত

প্রকাশক

মুখবন্ধ

ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরবোজ্জল ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে কথাসাহিত্যের একটা বিশিষ্ট মর্যাদা আছে। গল্প শুনিবার জন্য মানুষের আকর্ষণ চিরকালের—উহা তাহার সহজাত প্রবৃত্তি। এই আগ্রহের ফলেই প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে কথা-সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে। ইহার প্রসারকল্পে প্রধানতঃ তিনটি প্রয়োজনের গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। অবসরযাপন, চিত্তবিনোদন এবং শিশুগণের শিক্ষাদান। শিশু-শিক্ষার বাহনরূপে গল্প বলিবার ভঙ্গী ও শৈলীও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। পশুপক্ষী ও দৈত্যদানার জগৎসংসারে মানুষের মত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন শিশুর কল্পনাপ্রবণ চিত্তে গভীর রেখাপাত করে। শিশুকাল হইতেই মানুষ প্রকৃতি ও সমাজের পরিবেশের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই শিশুশিক্ষার পুরোধাবৃন্দ একদিকে মানুষ এবং অন্যদিকে প্রকৃতি পরিবেশের পশুপক্ষী লইয় তাহাদের উপর মানুষের ভাবরাজি আরোপ করিয়া কত সহজ ও সুন্দরভাবে অর্থ ও নীতিশাস্ত্রের উপদেশগুলিকে গল্পের আঙ্গিকের মধ্যে চুম্বকাকারে গ্রথিত করিয়াছেন। বালক-বালিকার কল্পনারাজ্যে এই ধরনের গল্পগুলির মধ্যে একটা মায়ার আকর্ষণ আছে। উপকথার রহস্যঘন পরিবেশ শিশুর মনে অপূর্ব পুলক জাগায়—তাহারা আনন্দে বিভোর হয়।

কিন্তু ভারতবর্ষের গল্পসাহিত্যে শিশুচিত্ত কেন, গ্রামবাসী ও নগরবাসী সকল বয়সের মানুষের মধ্যেও গল্পলোলুপ অনুভূতিশীল আগ্রহী চিত্ত চির-জাগরূক আছে। যক্ষ-রক্ষঃ গন্ধর্ব-কিন্নরের রোমাঞ্চকর কাহিনী, রাজরাজড়ার দিগ্বিজয় ও বিস্ময়কর অভিযান, রাজপুত্র ও রাজকন্যার বিচিত্র প্রেমের কাহিনী উচ্চাবচ সমাজের বড় ছোট ভালমন্দ সকল শ্রেণীর মানুষের বিচিত্র ঘটনার আখ্যান ও উপাখ্যান অজস্র সম্ভারে গল্পসাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছে। আমাদের কর্মক্লান্ত, সন্তপ্ত ও বিড়ম্বিত জীবনযাত্রায় সেগুলির মধ্যে স্নিগ্ধ শান্তির প্রলেপ খুঁজিয়া পাই। কথারসে প্রাণমন ভরিয়া উঠে—কৌতুক ও আনন্দের হিল্লোল জাগে।

সেইসব গল্প বলিবার আঙ্গিক ও বিশিষ্ট ভঙ্গী আমাদের চিত্তবিনোদনের আগ্রহটিকে যুগে যুগে নিত্য উদ্বোধিত করে। বেদ, পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতেও আমরা উর্বশী-পুরূরবার এবং আরও কত সহজপ্রাণের অকৃত্রিম ভাবরসের কাহিনী বারবার শুনিয়াছি। ভাস, কালিদাস প্রভৃতি শিল্পী কবিবৃন্দের প্রতিভার যাদু-স্পর্শে সেগুলি নিত্য নূতন হইয়া উঠিয়াছে।

গল্পসাহিত্যের ঐতিহ্য পরম্পরায় বহুশ্রুত নাম গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'। মহাকবি কালিদাস 'মেঘদূত' গীতিকাব্যে অবন্তি জনপদের উদয়নকথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধগণের প্রতি যে সংকেত করিয়াছেন, গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'র কথাবস্তুতে তাহার পরিচয় সুবিদিত। অনেকেই মনে করেন, ভাস, শূদ্রক, সুবন্ধু, বাণভট্ট প্রভৃতি 'বৃহৎকথা' হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অবন্তিরাজ্যের প্রদ্যোত মহাসেনের কন্যা বাসবদত্তা উদয়নের প্রধানা মহিষী। বাসবদত্তা ও উদয়নকে কেন্দ্র করিয়া যে নাটকীয় ঘটনার আখ্যান রচিত হইয়াছে, প্রদ্যোত মহাসেনেরও যে বিস্ময়কর উপাখ্যান আছে, 'আবশ্যক-কথানকে'ও তাহার সংকেত আছে। রাজা প্রদ্যোত বিম্বিসারের রাজত্বকালে রাজগৃহ আক্রমণ করেন এবং তক্ষশীলার রাজা পুষ্করশারীর বিরুদ্ধেও অভিযান করেন। উদয়নের দিগ্বিজয় 'বৃহৎকথা' অবলম্বনে রচিত কথা-সরিৎসাগরের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ। গল্পের কাঠামোর মধ্যে কল্পনা ও কিংবদন্তীর মিশ্রণ থাকিলেও ইহা সত্য যে উদয়নকথার ঐতিহাসিকতা সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় নহে। অধ্যাপক Felix Lacote তাঁহার 'Essays and the Brihat-katha'য় এই আলোচনায় অনেক আলোকপাত করিয়াছেন। প্রখ্যাত অধ্যাপক ডাঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীও 'Political History of Ancient India' পুস্তকে এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। উদয়নকথার প্রাচীনতা ও চমৎকারিতা সুবিদিত। গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'য় সেই সকল কাহিনী যে সংকলিত হইয়াছিল, এবং উহা হইতেই কোনো কোনো কবি যে উপাদান সংগ্রহ করিয়া নানাবর্ণের ও নানাগন্ধের কাব্যপুষ্প উপহার দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রাচীন ভারতের কবি ও কাব্যমীমাংসকগণ 'বৃহৎকথা'র প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা জানাইয়াছেন। দণ্ডী তাঁহার কাব্যাদর্শে বলিয়াছেন—'ভূতভাষাময়ীং প্রাহুরদ্ভুতার্থাং বৃহৎকথাম্'। সুবন্ধুর উক্তিও লক্ষণীয়—'বৃহৎকথালম্বৈরিক-সাল-ভঞ্জিকা নিবহৈঃ' (বাসবদত্তা)। বাণভট্ট বলিয়াছেন—'সমুদ্দীপিতকন্দর্পা কৃতগৌরী প্রসাধনা হরলীলেব নো কস্য বিস্ময়ায় বৃহৎকথা।' (হর্ষচরিত)

কবি গোবর্ধন রামায়ণ, মহাভারত ও বৃহৎকথার কবিবৃন্দকে একই সঙ্গে প্রণাম জানাইয়াছেন এবং স্বয়ং ব্যাসদেবই যে গুণাঢ্যরূপে অবতীর্ণ—এই বিশ্বাসও তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন।

দুঃখের বিষয় গুণাঢ্যের জীবন-ইতিহাসও পৈশাচী ভাষায় লিখিত। তাহার বিরাট গল্পসাহিত্যের সম্ভার রূপকথার মতই রহস্যজালে আবৃত এবং কালক্রমে 'বৃহৎকথা' নামমাত্রে পর্যবসিত। গুণাঢ্য যে খ্রীষ্টাব্দ তৃতীয় বা চতুর্থ শতকে বর্তমান ছিলেন, এ বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও উহা স্বীকার্য বলিয়া মনে হয়। কালক্রমে 'বৃহৎকথা' অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় তিনখানি গ্রন্থ রচিত হয়। নেপালের বুদ্ধস্বামীর (বা বুধস্বামীর) 'বৃহৎকথা-শ্লোকসংগ্রহ', কাশ্মীরের অনন্তের সভাকবি ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী' এবং কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর'। ইহাদের মতে প্রতিষ্ঠানপুরে গুণাঢ্যের জন্ম হয়। প্রতিষ্ঠানপুরের রাজা ছিলেন অন্ধ্রবংশীয় হাল সাতবাহন (শালিবাহন)। সাতবাহনের কাল সম্পর্কে মতভেদ

আছে বলিয়াই গুণাঢ্যের কাল সম্পর্কে সঠিক কিছু বলা যায় না। Keith অবশ্য গুণাঢ্যের কাল পঞ্চম শতাব্দীর পরবর্তী নহে, এই সিদ্ধান্ত করেন।

গুণাঢ্য প্রণীত 'বৃহৎকথা'র তৃতীয় প্রাচীন সংকলন 'কথাসরিৎসাগর' ১০৭০ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরে অনন্তরাজার রাজত্বকালে রচিত হয়। বাণভট্টের পুত্র সোমদেব ভট্ট অনন্তের রাজমহিষী বিদূষী সূর্যবতীর চিত্তবিনোদনের জন্য তাহারই অনুপ্রেরণায় অষ্টাদশ লম্বকে বিরাট 'বৃহৎকথা'র সংস্কৃত ভাষায় এক নাতিদীর্ঘ, নাতিস্বল্প সংকলন রচনা করেন। 'বৃহৎকথা' সম্বন্ধে তাহার অভিমত যে এইসব কাহিনী কিংবদন্তী পরম্পরায় মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত ছিল; গুণাঢ্য ইহা পৈশাচী ভাষায় গ্রথিত করেন। এইসব গল্প কাহিনী বহুকাল ধরিয়া যে জনমানসের চিত্ত আকৃষ্ট করিত এবং কতকগুলি যে প্রেমোপাখ্যানের সামগ্রী হইয়া উঠে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কাদম্বরী কথাকাব্যে বাণভট্ট চন্দ্রাপীড় ও কাদম্বরীর প্রেমের কাহিনী লিখিতে গিয়া তাহার রচনাকে 'অতিদ্বয়ী কথা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' এবং সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' এই দুই কথাবস্তুর গৌরব অতিক্রম করিয়া তিনি তঁাহার কথাকাব্য লিখিয়াছেন। অবশ্য বাণভট্ট অপূর্ব কবিপ্রতিভায়, বর্ণনার নৈপুণ্যে ও বাগ্‌বিস্তারের অসামান্য দক্ষতায় অলঙ্কারমণ্ডিত যে কাদম্বরী-কথা উপহার দিয়াছেন গদ্যকাব্যের ইতিহাসে তাহা সত্যই অপূর্ব।

কিন্তু 'বৃহৎকথা' অবলম্বনে সরল, সাবলীল ও নিরাড়ম্বর ভাষায় রচিত তৃতীয় সংকলন সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' সত্যই সদর্থক। শত শত কথার নদী উদ্বেলিত তরঙ্গমালার হিল্লোলে একত্রিত হইয়া যথার্থই সাগরের ব্যাপ্তি ও গভীরতার মধ্যে পর্যাপ্তি লাভ করিয়াছে। লম্বক ও তরঙ্গমালায় বিভাগের রীতিও গ্রন্থটির সেই তাৎপর্যই সূচিত করে। সমুদ্রের বেলাভূমি থাকে। কবি হয়তো সেই ব্যঞ্জনায় বেলা নাম্নী এক স্ত্রী ও বণিকের কথাবস্তু বিন্যাস করিয়াছেন। অবশ্য 'কথাসরিৎসাগরে' তরঙ্গের সমাবেশই সঙ্গত কারণে সর্বাধিক —সংখ্যায় ১২৪। প্রায় বাইশ হাজার শ্লোকে গ্রন্থটি রচিত। ইহার কলেবর শ্লোক সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে রামায়ণেরই মত প্রায় তুল্যকক্ষ। ইহাতে উদয়ন-বাসবদত্তার ও নরবাহনদত্ত এবং মদনমঞ্চুকার রোমাঞ্চকর কাহিনী প্রধান। কিন্তু উহাদের ছত্রচ্ছায়ায় আরও কতশত কাহিনী আসিয়া ভিড় করিয়াছে। মোট প্রায় নয়শত কাহিনীর মধ্যে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'বৌদ্ধ জাতকে'র বহু কাহিনীও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

ভারতবর্ষের গল্পসাহিত্যের বৈভব ও বৈচিত্র্যের মধ্যে জনপ্রিয়তার যে আকর্ষণ আছে, উহাই তাহাকে দেশ ও কালের ব্যবধান ঘুচাইয়া শাশ্বত গৌরবের প্রতিষ্ঠা দিয়াছে। খ্রীষ্টাব্দ ষষ্ঠ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া দশম শতকের মধ্যেই ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র, বিশেষতঃ ইরাণ, আরবে এবং মধ্য এশিয়ায় 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ' ও 'জাতকে'র প্রধান আখ্যায়িকাগুলি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সেখান হইতে গল্পগুলি পশ্চিম ইউরোপে প্রসারলাভ করে। কিছু কিছু প্রেম

কাহিনীও ভারতবর্ষের সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ইরাণী ভাষায় গৃহীত হয়। ইন্দোচীনে ও কম্বুজ অঞ্চলে (কাম্বোডিয়ায়) গুণাঢ্যের প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। 'কথাসরিৎ-সাগরে'র আদর্শে বিরচিত ইরাণীয় ও আরবীয় গল্পকথার সমাহার 'হাজার ও এক রজনীর কাহিনী' একটি বহু সমাদৃত গ্রন্থ। ভারতবর্ষের উপচিত গল্প সাহিত্য নানাভাবে বিশ্বের গল্পসাহিত্যের দিগন্তকে উহারই আলোকদ্যুতিতে উজ্জ্বল করিয়াছে।

কিছুকাল পূর্বে C. H. Tawney 'কথাসরিৎসাগরের' ইংরাজী অনুবাদ লিখিয়াছেন। ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ জনমণ্ডলীর কাছে 'কথাসরিৎসাগরের' সেই অনুবাদে উহার রত্নরাজির পরিচয় তিনি তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার এই মহৎ কার্য বিশ্ববাসীর মুগ্ধ অভিনন্দন লাভ করে। জার্মান ভাষাতেও কথাসরিৎসাগরের অনুবাদ হইয়াছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতীয় ভাষায় ইহার কোন অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই। ঊনবিংশ শতকের শেষ দিক হইতে আজ পর্যন্ত মাত্র কয়েকটি ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হইলেও, বা বাংলা ভাষায় গ্রন্থটির আংশিক অনুবাদ হইলেও বাংলায় সম্পূর্ণ অনুবাদ এ যাবৎ প্রকাশিত হয় নাই। এই সুমহৎ কর্তব্য পালনের ভার লইয়াছেন শ্রদ্ধেয় শ্রীহীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস মহাশয়। এ পর্যন্ত তিন খণ্ডে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, বর্তমান খণ্ডটি চতুর্থ। আর এক খণ্ড শুধু মুদ্রণের অপেক্ষায় আছে। তাঁহার অনুবাদের ভাষা মূলগত ভাবটিকে অব্যাহত রাখিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশভঙ্গীর নৈপুণ্য উহাকে স্বচ্ছ, সুন্দর ও সাবলীল করিয়া তুলিয়াছে। সদর্থক অনুবাদ যথার্থ শিল্পকর্ম। সেই শিল্পকর্মে তিনি একাধারে পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যিকের কৃতিত্ব অভিব্যক্ত করিয়াছেন। দীর্ঘকাল ভারতীয় রেল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন থাকিয়া কর্ম হইতে অবসর লইবার সঙ্গে সঙ্গেই কি ভাবে তিনি এই বিরাট অনুবাদ-কর্মের উদ্যোগপর্বের সূচনা করিলেন, উহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও নিরলস সাধনা না থাকিলে এইরূপ দুর্লভ কৃতিত্ব সম্ভবপর নহে। বাঙ্গালী কথারসপিপাসু পাঠকবৃন্দের পক্ষ হইতে তাঁহাকে আমার অভিনন্দন জানাই। কর্মক্লান্ত জীবনের অপরাহ্ন বেলায় শ্রীযুক্ত বিশ্বাস মহাশয় দেহের অস্বস্তি সত্ত্বেও 'কথাসরিৎসাগরের' অমৃততীর্থে অবগাহন করিয়া মূল্যবান রত্ন আহরণে দুর্লভ প্রযত্ন করিয়াছেন, এবং বাঙ্গালী পাঠকসমাজে উহা যে পাত্র ভরিয়া দান করিয়াছেন, ইহাতে বাঙ্গালী মাত্রেই তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই।

তিনি আমাকে তাঁহার চতুর্থ খণ্ডের অনুবাদের মুখবন্ধ রচনার ভার দিয়াছেন। ইহার পূর্বে প্রথিতযশাঃ বিদ্বদ্বরেণ্য প্রখ্যাত পণ্ডিত আচার্য ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রাক্তন ভাণ্ডারকর অধ্যাপক ডঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় পর পর তিন খণ্ডের যে সুচিন্তিত মুখবন্ধ যোজনা করিয়াছেন, তাহার পরে আর কিছু নতুন কথা বলিবার সুযোগ আমার নাই—সত্যই আমার মুখবন্ধের অবন্ধ্যাই হইয়াছে। তথাপি শ্রীযুক্ত বিশ্বাস

মহাশয়ের আন্তরিক অনুরোধে পূর্বসূরীদের পথপরিক্রমাতেই আমার এই মুখবন্ধ রচনা সমাপ্ত করিলাম। মূল্যবান অনুবাদ কার্যে বিশ্বাস মহাশয়ের সহিত দুই একবার মাঝে মাঝে আমি যে আলোচনা করি, তিনি তাঁহার দ্বিতীয় খণ্ডের নিবেদন প্রসঙ্গে আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আমাকে এইভাবে যে গৌরব দান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমিও তাঁহার নিকটে চিরবাধিত। আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও এই মুখবন্ধ প্রসঙ্গে তাঁহার সুমহৎ অনুবাদকর্মের জয়-গৌরব ঘোষণার যে অমূল্য সুযোগ আমি পাইলাম, তাহাতে আমিও নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

একাদশ লম্বক

বেলা

এই কথামৃত প্রাচীনকালে শিব এবং পার্বতীর প্রণয়রূপ মন্দার পর্বতের আলোড়নের ফলে হরমুখ-সমুদ্র হইতে উদ্গত হইয়াছিল। যাহারা এই অমৃত কাহিনী পান করে, মহাদেবের প্রসাদে তাহাদের সকল বিঘ্ন নাশ হইয়া ঐশ্বর্য লাভ হয় এবং ভূতলে জীবিতাবস্থায় তাহারা উচ্চ অমরপদ লাভ করে।

সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ক, দুঃখার্ণবত্রাণকারী, সর্ববিঘ্নবিনাশক গজানন দেবকে নমস্কার করি।

এইরূপে নরবাহনদত্ত শক্তিযশঃকে প্রাপ্ত হইল। তাহাকে ছাড়াও তাহার রত্নপ্রভাদি অন্যান্য পত্নী এবং মুখ্য মহিষী মদনমঞ্চুকা ছিল এবং তাহাদের ও বয়স্যাদিগের সহিত সে কৌশাম্বীতে পিতৃসকাশে সুখে বাস করিতে লাগিল।

গজ এবং অশ্বদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনী

একদিন যখন নরবাহনদত্ত উদ্যানে ছিল, দুই রাজপুত্র-ভ্রাতা বিদেশ হইতে আগমনপূর্বক অচিরাৎ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। সে তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলে তাহারা তাহাকে প্রণাম করিল এবং উহাদের মধ্যে একজন বলিল, 'আমরা বৈশাখনগরীর মহিপতির সন্তান। আমাদের ভিন্ন ভিন্ন মাতা। আমার নাম রুচিরদেব এবং আমার এই ভ্রাতার নাম পোত্রক। আমার এক দ্রুতগামিনী হস্তিনী আছে এবং উহার দুইটি অশ্ব আছে। আমাদের দুইজনের মধ্যে উহাদের সম্বন্ধে কলহ উপস্থিত হইয়াছে। আমি বলিতেছি যে আমার করিণী সর্বাপেক্ষা বেগশালিনী কিন্তু পোত্রক বলিতেছে যে তাহার উভয় ঘোটকই অধিকতর বেগবান। আমি সম্মত হইয়াছি যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমি যদি পরাজিত হই তবে আমি আমার করিণী উহাকে প্রদান করিব এবং পোত্রক যদি পরাজিত হয় তবে সে তাহার অশ্বদ্বয় আমাকে প্রদান করিবে। উহাদের পারস্পরিক বেগ সম্বন্ধে বিচার করিতে আপনি ব্যতীত আর কোন উপযুক্ত ব্যক্তি নাই। অতএব প্রভো, মদ্গৃহে আগমনপূর্বক উহাদের পরীক্ষা করুন। আপনি কল্পতরু-স্বরূপ, সকলের অনুরোধই রক্ষা করিয়া থাকেন। আমরা বহুদূর হইতে এই বিষয়ে আপনাকে অনুরোধ করিতে আগমন করিয়াছি; আপনি সম্মত হউন।' রুচিরদেবের নিকট হইতে এই নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়া সে করিণী এবং অশ্বদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া সৌজন্যবশতঃ স্বীকৃত হইল। ভ্রাতাদিগের দ্বারা আনীত বেগবান অশ্বকর্তৃক বাহিত রথে সে বৈশাখনগরীতে আগমন করিল। সেই নগরীতে প্রবেশ করিলে তত্রস্থ

পুরস্ত্রীগণ নেত্রপল্লব ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্তপূর্বক তাহার সম্বন্ধে এই কথা বলিতে লাগিল, 'ইনি কে? ইনি কি ভস্ম হইতে সঞ্জাত রতিবিহীন কামদেব? অথবা আকাশে সঞ্চরমান কলঙ্কহীন দ্বিতীয় শশী? বিধাতা ইঁহাকে তরুণীদিগের হৃদয় সমূলে উৎপাটন করিবার নিমিত্ত মনুষ্যাকৃতি কামশররূপে সৃষ্টি করিয়াছেন।' অতঃপর যুবরাজ পূর্বকালীন ব্যক্তিদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কামদেবের মন্দির দর্শন করিয়া তথায় প্রবেশপূর্বক পরমানন্দদায়ক দেবতার অর্চনা করিয়া পথশ্রান্তি অপনোদনার্থ কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিল। অতঃপর মন্দির সন্নিকটস্থ রুচিরদেবের গৃহে বন্ধুভাবে প্রবেশ করিয়া তাহার অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া সম্মানিত হইল। তাহার আগমনে উল্লসিত বহু উত্তম ঘোটক এবং হস্তীপূর্ণ উত্তম রাজপ্রাসাদ দর্শন করিয়া বৎসরাজপুত্র হর্ষান্বিত হইল। তথায় রুচিরদেব নানাপ্রকারে অতিথি সৎকার করিল এবং নরবাহনদত্ত রুচিরদেবের অদ্ভুত সৌন্দর্যশালিনী ভগিনীর সাক্ষাৎ লাভ করিল। তাহার মন এবং নেত্র উহার সৌন্দর্যে এতই অভিভূত হইয়াছিল যে সে প্রবাসবাসের বেদনা এবং স্বজন বিরহের কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইল। সেই কন্যাও যেন প্রফুল্লনীলোৎপল আয়ত চক্ষুস্বরূপ মাল্যনিক্ষেপ দ্বারা স্বয়ম্বর কার্য সম্পাদিত করিল। তাহার নাম ছিল নরেন্দ্রসেনা এবং নরবাহনদত্ত তাহার কথা এত চিন্তা করিতে লাগিল যে নিদ্রাদেবী অথবা অন্যান্য রমণীবৃন্দ তাহাকে জয় করিতে সমর্থ হইল না। (১-২৩)

পরদিবস পোত্রক বায়ুবেগশীল অশ্বদ্বয়কে আনয়ন করিল কিন্তু চালনায় অভিজ্ঞ রুচিরদেব স্বয়ং করিণীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া স্বীয় কৌশলবত্তা এবং করিণীর সহজাত বেগবত্তায় উহাদিগকে দৌড়ে পরাস্ত করিল। রুচিরদেব ঐ অশ্বরত্নদ্বয়কে পরাজিত করিলে বৎসরাজতনয় প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল এবং সেই মুহূর্তেই তাহার পিতার নিকট হইতে একজন দূত আগমনকরতঃ রাজকুমারের পদতলে প্রণত হইয়া বলিল, 'আপনার অনুচরগণের নিকট হইতে আপনার এই স্থানে আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া বৎসরাজ আমাকে আপনার নিকট এই বার্তাসহ প্রেরণ করিয়াছেন: 'আমাকে না বলিয়া তুমি উদ্যান হইতে এত দূরদেশে প্রস্থান করিয়াছ কেন? তোমার দর্শনের নিমিত্ত আমি অধৈর্য হইয়াছি, সুতরাং তুমি তোমার ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া সত্বর আমার নিকট প্রত্যাবর্তন কর।' দূতপ্রমুখাৎ পিতার আদেশ শ্রবণ করিয়া প্রিয়তমালাভে কৃতসংকল্প নরবাহনদত্তের হৃদয় দোলায়মান হইল।

সেই মুহূর্তে অনেক বণিক হৃষ্টচিত্তে দূর হইতে প্রণতিপূর্বক রাজকুমারকে এই বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল, 'পুষ্পশায়কবিহীন কন্দর্পদেবের জয় হউক। ভাবী বিদ্যাধর রাজচক্রবর্তীর জয় হউক। বাল্যবয়সে আপনি কিরূপ মনোহারী ছিলেন, এখন বয়োবৃদ্ধি হওয়াতে শত্রুদিগের ভীতি উৎপাদন করিতেছেন না কি? দেবতারা নিশ্চয়ই স্বর্গে অধিষ্ঠিত বলিজয়ী বিষ্ণুর ন্যায় আপনাকে প্রত্যক্ষ করিবেন।' এইরূপ বাক্যাদির দ্বারা সেই মহাবণিক রাজপুত্রের স্তুতিবাদ করিলে তৎকর্তৃক সম্মানিত এবং পুষ্ট হইয়া স্বীয় জীবনবৃত্তান্ত বলিতে লাগিল। (২৪-৩৫)

বণিক এবং তাহার পত্নী বেলার কাহিনী

পৃথিবীর শিরোভূষণ লম্পা নামক নগরীতে কুসুমসার নামক বণিক বাস করিত। হে বৎসেশ নন্দন, আমি সেই ধর্মে অধিষ্ঠিত বণিকের শিবারাধনার ফলস্বরূপ প্রাপ্ত একমাত্র পুত্র। একদা বন্ধুদিগের সহিত দেবযাত্রা দর্শন করিতে গমন করিয়া দেখিতে পাইলাম যে ধনীব্যক্তিগণ দরিদ্রদিগকে দান করিতেছে। উহা দর্শন করিয়া পিতার বহু ধন থাকা সত্ত্বেও আমি দান করিবার নিমিত্ত অর্থ উপার্জন করিতে অভিলাষী হইলাম। বাণিজ্যার্থে বহুরত্নসহ সমুদ্র লঙ্ঘনপূর্বক দেশান্তরে গমন করিবার নিমিত্ত আমি অর্ণবপোতে যাত্রা করিলে অনুকূল বায়ুভরে কতিপয় দিবসের মধ্যেই সেই দ্বীপে উপনীত হইলাম। তথায় নৃপতি আমাকে অজ্ঞাতনামা বহুমূল্য রত্নব্যবসায়ী দেখিয়া ধনলোভে আমাকে বন্দী করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিল। তথায় প্রেতসদৃশ ক্রন্দনরত ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত দুষ্কৃতিকারীদিগের সহিত সেই নরকসদৃশ কারাগারে অবস্থানকালে মদীয় কুলাভিজ্ঞ সেই নগরীর অধিবাসী মহীধর নামক মহাবণিক আমার কথা ভূপতিকে বলিল, 'প্রভো! এই ব্যক্তি লম্পা নগরবাসী এক মহাবণিকের নির্দোষ পুত্র। উহাকে কারাগারে বন্দী রাখা আপনার উচিত হয় নাই।' সে আমার সম্বন্ধে এইরূপ বলিলে নৃপতি আমাকে কারাগৃহ হইতে মুক্ত করিয়া তৎসমীপে সসম্মানে আহ্বান করিয়াছিলেন। এইরূপে রাজানুগ্রহে এবং সেই বণিকের সহায়তায় আমি তথায় উত্তম ব্যবসায়ে রত রহিলাম। (৩৬-৪৭)

একদা বসন্তোৎসবে এক উদ্যানে আমি শিখর নামক বণিকের পরমাসুন্দরী কন্যার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া সেই কন্দর্পদর্প সমুদ্রের লহরীর

ন্যায় কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার পরিচয় জ্ঞাত হইয়া তাহার পিতার নিকট গমনকরতঃ উহার পাণিপ্রার্থী হইলাম। তাহার পিতা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া অবশেষে আমাকে বলিল, 'আমি স্বয়ং তোমার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারি না। ইহার কারণ আছে। কিন্তু আমি উহাকে সিংহলদ্বীপে উহার মাতামহের নিকট প্রেরণ করিব। তুমি তথায় গমন করিয়া পুনরায় উহার পাণিপ্রার্থনা কর। আমি এইরূপ বার্তাসহ উহাকে তথায় প্রেরণ করিব যে তোমার প্রার্থনা নিশ্চয়ই গ্রাহ্য হইবে।' শিখর যথাবিধি সম্মানপ্রদর্শনপূর্বক আমাকে আমার গৃহে প্রেরণ করিল। পরদিবস সে ঐ কুমারীকে অর্ণবযানে আরোহণ করাইয়া সানুচর সমুদ্রপারে সিংহলদ্বীপে প্রেরণ করিল।

আমি যখন সোৎসুক্যে তথায় গমন করিতে উদ্যত হইলাম তখন আমি যথায় অবস্থান করিতেছিলাম তথায় বজ্রপাতের ন্যায় এই বার্তা রটিয়া গেল 'যে অর্ণবপোতে শিখরদুহিতা যাত্রা করিয়াছিল তাহা উম্মুক্ত সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়াছে—একজনও জীবিত নাই।' এই বার্তাশ্রবণে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভগ্ন হইল এবং আমি অর্ণবপোতের নিমিত্ত বিষাদসাগরে নিমজ্জিত হইলাম। বয়োজ্যেষ্ঠগণ প্রবোধদান করা সত্ত্বেও আমি আমার সম্পত্তি এবং উচ্চাভিলাষ জলাঞ্জলি দিয়া সত্য নির্ধারনার্থ সেই দ্বীপে গমন করিতে কৃতসংকল্প হইলাম। তখন নৃপতির প্রিয়পাত্র হইয়া বহুপ্রকার ধনরত্নাদিসহ সমুদ্রবক্ষে অর্ণবযানে আরোহণপূর্বক যাত্রা করিলাম। সমুদ্র-যাত্রাকালে একটি মেঘ বিরাট দস্যুর ন্যায় আবির্ভূত হইয়া আমার উপর শায়কের ন্যায় তীক্ষ্ন বারিধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। সহাগত প্রতিকূল বাত্যা দুর্দান্ত বিধির ন্যায় ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত করিয়া আমার পোতকে ভগ্ন করিল। আমার অনুচরেরা আমার বিত্তরাজিসহ সমুদ্রের কুক্ষিগত হইলে আমি স্বয়ং সমুদ্রবারিতে পতিত হইয়া একখণ্ড কাষ্ঠফলক ধৃত করিলাম। মনে হইল বিধাতা যেন তাঁহার একখানি হস্ত আমার দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন এবং উহার সাহায্যে বায়ু দ্বারা ধীরে ধীরে চালিত হইয়া আমি সমুদ্র পুলিনে উপস্থিত হইলাম। বিধির বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে করিতে আমি অতিকষ্টে তীরে আরোহণ করিয়া একটি বিজনস্থানে তীরে নিক্ষিপ্ত স্বর্ণ দৈনাৎ প্রাপ্ত হইলাম। আমি নিকটস্থ একটি গ্রামে উহা বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থে খাদ্য এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির সহিত দুইপ্রস্থ পরিচ্ছদ ক্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে সমুদ্র নিমজ্জনজনিত ক্লান্তি কথঞ্চিৎ অপানোদন করিলাম। (৪৮-৬৪)

পথ আমার অজ্ঞাত ছিল। আমি প্রিয়াবিরহে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম যে সমুদ্রতীরদেশ বালুকানির্মিত শিবলিঙ্গ দ্বারা পূর্ণ এবং মুনিকন্যারা বিচরণ করিতেছে। তথায় একস্থানে বনবাসিনীর বেশে সজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও এক কন্যাকে আমি শিবার্চনায় রত দেখিতে পাইলাম। আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম, 'এই কন্যার সহিত আমার প্রিয়তমার সৌসাদৃশ্য বর্তমান। ইনি কি আমারই প্রিয়তমা? উহাকে এইস্থানে প্রাপ্ত হইবার মত এতবড় সৌভাগ্য আমার কি হইতে পারে?' আমার চিত্তে যখন এইরূপ ভাবনার উদয় হইতেছিল তখন আমার দক্ষিণনয়ন বারংবার সানন্দে স্পন্দিত হইয়া যেন বলিতেছিল: ইনি আমার প্রিয়তমা ব্যতীত আর কেহ নহেন। আমি তাহাকে বলিলাম, 'সুন্দরি, তোমার ত প্রাসাদে বাস করা উচিত। তুমি এই বনবাসে কেন?' সে কোনই প্রত্যুত্তর করিল না এবং আমি ঋষিশাপ ভয়ে লতাগুল্মের অন্তরালে অবস্থানপূর্বক তাহাকে অতৃপ্ত নয়নে অবলোকন করিতে লাগিলাম। অর্চনান্তে সে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল এবং গমনকালে যেন কোন কিছুর বিষয় চিন্তা করিয়া মুহুর্মুহু ফিরিয়া আমার দিকে সপ্রেম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সে দৃষ্টি বহির্ভূতা হইলে সমস্ত দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারে আবৃত হইল এবং আমার অবস্থা নিশাকালের চক্রবাকের ন্যায় হইল। (৬৫-৭২)

তখন আমি দেখিতে পাইলাম অচিন্তিতভাবে মতঙ্গমুনিকন্যা যমুনা তথায় অকস্মাৎ আবির্ভূতা হইলেন। তিনি অর্কের ন্যায় দীপ্তিমতী, আবাল্য ব্রহ্মচারিণী, তপঃদেহধারিণী, দিব্যদৃষ্টিসম্পন্না এবং মূর্তিমতী ধৃতির ন্যায় শুভাননা ছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, 'চন্দ্রসার, ধৈর্যধারণপূর্বক শ্রবণ কর, অন্য এক দ্বীপে শিখর নামে এক মহাবণিক আছে। তাহার একটি সুন্দরী কন্যার জন্ম হইলে জিনরক্ষিত নামক দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন তাহার এক প্রব্রাজক মিত্র তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'এই কন্যাকে কদাচ তুমি স্বহস্তে সম্প্রদান করিবে না, কারণ উহার অন্য একজন মাতা বর্তমান আছেন। ধর্মের বিধিই এইপ্রকার যে তুমি উহাকে সম্প্রদান করিলে তোমার পাপ হইবে।' প্রব্রাজক এই কথা বলাতে কন্যা যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া বিবাহযোগ্যা হইলে তুমি যখন উহার পাণিপ্রার্থনা করিয়াছিলে তখন বণিক উহার মাতামহকর্তৃক তোমার সহিত উহার বিবাহ দিবার নিমিত্ত উহাকে মাতামহের নিকট সমুদ্রপথে সিংহলদ্বীপে প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু অর্ণবপোত ভগ্ন হওয়াতে সে সমুদ্রজলে পতিত হইয়াছিল। কিন্তু

উহার ভাগ্যে মৃত্যু ছিল না বলিয়া একটি বিরাট ঊর্মি বণিকসুতাকে দৈববশে সমুদ্রতটে নিক্ষেপ করিয়াছিল। তৎকালে আমার পিতা ঋষি মতঙ্গ সশিষ্য তথায় স্নানার্থ গমন করিয়া উহাকে মৃতকল্প অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিলেন। উহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া আমার দয়ালু পিতা তাহার আশ্রমে উহাকে আনয়ন করিয়া আমার হস্তে প্রদানকরতঃ বলিলেন, 'যমুনে, তুমি এই কন্যাকে লালন-পালন করিবে।' উহাকে সমুদ্রতটে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া অখিলমুনি জনপ্রিয়া এই কন্যার নাম রাখিয়াছিলেন 'বেলা'। যদিও আমি সংসারত্যাগী আজন্ম ব্রহ্মচারিণী তথাপি অপত্যস্নেহবশে আমার হৃদয় আলোড়িত হয়। নবযৌবনশোভিনী অবিবাহিতা এই কন্যাকে দেখিয়া, হে চন্দ্রসার, উহার দিকে বারংবার দৃষ্টিপাত করিয়া আমি বিষাদগ্রস্তা হই। অধিকন্তু, সে পূর্বজন্মে তোমার পত্নী ছিল। সুতরাং বৎস, তুমি এইস্থানে আগমন করিয়াছ, ধ্যানবলে অবগত হইয়া আমি তোমার দর্শনলাভের নিমিত্ত হেথায় আগমন করিয়াছি। আমার পশ্চাদানুসরণকরতঃ বেলাকে বিবাহ কর। আমি তাহাকে তোমার হস্তে সম্প্রদান করিব। তোমরা উভয়ে যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছ তাহা এখন সুখফলপ্রসূ হউক।' (৭৬-৮৭)

বারিবিহীন জলদের ন্যায় সেই তাপসীকল্পা রমণী তাঁহার বাক্যদ্বারা আমাকে আনন্দিত করিয়া তাহার পিতা মহর্ষি মতঙ্গমুনির আশ্রমে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহার অনুরোধে মতঙ্গমুনি মনোরাজ্যসম্পত্তিবৎ মূর্তিমতী বেলাকে আমার হস্তে সম্প্রদান করিলেন। যখন বেলার সহিত সুখে বাস করিতেছিলাম তখন একদিন তড়াগে তাহার সহিত জলক্রীড়ায় মত্ত হইয়াছিলাম। মতঙ্গমুনি তথায় স্নানার্থ আগমন করিলে আমরা তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার গাত্রে দৈবাৎ জল নিক্ষেপ করিলে তিনি বিরক্ত হইয়া আমাকে এবং আমার পত্নীকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন, 'রে পাপী দম্পতি, তোরা বিযুক্ত হইবি।' তখন বেলা বিলাপ করিতে করিতে তাঁহার পাদলগ্না হইয়া শাপমুক্তির কাল নিরূপণ করিতে প্রার্থনা করিলে তিনি কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া শাপমুক্তির কাল সম্বন্ধে আমাকে বলিলেন, 'যখন বিদ্যাধরদিগের ভাবী রাজচক্রবর্তী নরবাহনদত্ত বেগবতী করিণী দ্বারা বেগবান অশ্বদ্বয়কে পরাজিত করিবে তখন তুমি দূর হইতে উহা দর্শন করিলে তোমার শাপ-মুক্তি হইবে এবং তুমি তোমার পত্নীর সহিত পুনর্মিলিত হইবে।' ঋষি মতঙ্গ এই কথা বলিয়া স্নান ও অন্যান্য কর্মাদি সমাপন করিয়া বিষ্ণু মন্দির দর্শনার্থ ব্যোমপথে শ্বেতদ্বীপে গমন করিলেন। তখন যমুনা আমাকে

এবং আমার পত্নীকে বলিল, 'বালচাপল্যবশতঃ প্রাপ্ত শিবপদচ্যুত মূল্যবান রত্নাবৃত, বহুপূর্বে জনৈক বিদ্যাধর কর্তৃক আহৃত একখণ্ড পাদুকা আমি তোমাদিগকে প্রদান করিতেছি।' অতঃপর যমুনাও শ্বেতদ্বীপে প্রস্থান করিলেন। তখন প্রিয়তমাকে প্রাপ্ত হইয়া পত্নী হইতে বিযুক্ত হইবার ভয়ে, বনবাসে বিরক্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে আমার অভিলাষ হইল। স্বদেশমুখে যাত্রা করিয়া যখন পত্নীকে একটি বাণিজ্যপোতে স্থাপিত করিয়া আমি স্বয়ং উহাতে আরোহণ করিতে উদ্যত হইতেছিলাম তখন মুনির অভিশাপের সহিত যুক্তি করিয়াই যেন বায়ুভরে পোতটি দূরে নীত হইল। অর্ণবযান যখন আমার চক্ষুর সম্মুখেই আমার ভার্য্যাকে লইয়া প্রস্থান করিল তখন আমি বিহ্বল হইয়া পড়িলে ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়াই যেন মূর্চ্ছা আমার ভিতর প্রবেশ করিয়া আমার চেতনা অপহরণ করিল। তখন একজন মুনিবর আমাকে তথায় মূর্চ্ছিত দেখিয়া অনুকম্পাভরে আমাকে সত্বর তাহার আশ্রমে লইয়া গেলেন। (৮৮-১০৩) তৎকর্তৃক পৃষ্ট হইয়া আমি আমার বৃত্তান্ত তাহাকে বলিলে অভিশাপের নিমিত্ত আমার এই দশা হইয়াছে এবং অভিশাপ মুক্ত হইব জ্ঞাত হইয়া আমাকে ধৈর্যধারণ করিতে উপদেশ দিলেন। অতঃপর আমি সমুদ্রে নিমজ্জিত অর্ণবপোত হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত এক উত্তম বণিক বন্ধুর সহিত পত্নী অন্বেষণার্থ যাত্রা করিলাম। শাপমুক্তির আশার উপর নির্ভর করিয়া বহুদিবস বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে বৈশাখী নগরীতে আগমন-পূর্বক শ্রবণ করিলাম যে উচ্চ বৎসরাজকুলোদ্ভব আপনি হেথায় আগমন করিয়াছেন। হস্তিনী দ্বারা বেগবান অশ্বদ্বয়কে আপনি পরাজিত করিয়াছেন, দূর হইতে তাহা দর্শন করাতে আমি শাপমুক্ত হইয়াছি এবং আমার চিত্ত উৎফুল্ল হইয়াছে। অবিলম্বে আমি দেখিতে পাইলাম যে প্রিয়তমা বেলা উত্তম বণিকদিগের দ্বারা তাহাদের পোতে আনীতা হইয়া আমার দিকে আগমন করিতেছে। যমুনাকর্তৃক প্রদত্ত রত্নে ভূষিত আপনার কৃপায় বিরহসাগর উত্তীর্ণ হইয়া বেলার সহিত পুনর্মিলিত হইয়া হে বৎসরাজপুত্র, আমি আপনাকে সম্মান প্রদর্শনার্থ হেথায় আগমন করিয়াছি। এখন সানন্দে আমি পত্নীর সহিত স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিব।'

সেই সাধু বণিক চন্দ্রসার চরিতার্থ হইয়া রাজপুত্রের সমীপে স্বীয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া তাহার পদে প্রণত হইয়া প্রস্থান করিলে রুচিরদেব তাহার অতিথির মাহাত্ম্য দর্শনে অধিকতর হৃষ্ট হইল। অতিথিসৎকারছলে হস্তিনী এবং অশ্বদ্বয় সহিত স্বীয় ভগিনীকে সৌন্দর্যাভিভূত রাজপুত্রের হস্তে সমর্পণ করিল। সে রাজপুত্রের উপযুক্ত সৎপাত্রী ছিল এবং রুচিরদেব

বহুকালাবধি তাহাকে রাজকুমারের হস্তে প্রদান করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিল। নববাহনদত্ত তখন রুচিরদেবের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণপূর্বক নববধূ, হস্তিনী এবং অশ্বদ্বয় সহিত কৌশাম্বী নগরীতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক পিতার হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করিয়া প্রধানা মহিষী মদনমঞ্চুকা প্রমুখ অন্যান্য পত্নীদিগের সহিত সুখে বাস করিতে লাগিল। (১০৪-১১৫)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের বেলা লম্বকের প্রথম তরঙ্গ সমাপ্ত
শ্লোক সংখ্যা=১১৫
ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা=১২৯১৩
ইতি বেলা নামক একাদশ লম্বক সমাপ্ত।

দ্বাদশ লম্বক

শশাঙ্কবতী

এই কথামৃত প্রাচীনকালে শিব এবং পার্বতীর প্রণয়রূপ মন্দার পর্বতের আলোড়নের ফলে হরমুখ-সমুদ্র হইতে উদ্গত হইয়াছিল। যাহারা এই অমৃতকাহিনী পান করে, মহাদেবের প্রসাদে তাহাদের সকল বিঘ্ননাশ হইয়া ঐশ্বর্য লাভ হয় এবং ভূতলে জীবিতাবস্থায় তাহারা উচ্চ অমরপদ লাভ করে।

বিঘ্নবিধ্বংসজনিত স্থাপিত কীর্তিস্তম্ভ যেরূপ অক্ষরদ্বারা আবৃত থাকে ক্রীড়াচ্ছলে উত্থিত গণেশদেবের শুণ্ডও তদ্রূপ অনবরত ক্রীড়ারত ভ্রমরদ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

রাগদ্বেষবর্জিত হওয়া সত্ত্বেও নব নব অদ্ভুত রাগসমূহের রচনাচতুর শিবকে আমরা নমস্কার করি। পুষ্পদ্বারা নির্মিত হওয়া সত্ত্বেও কামদেবের শায়কসমূহ হস্তেধৃত বজ্রাদি শস্ত্রসমূহের ধার নষ্ট করিয়া বিজয়ী হয়।

বৎসরাজপুত্র নরবাহনদত্ত ভার্যার পর ভার্যা লাভ করিয়া কৌশাম্বীতে অবস্থান করিতে লাগিল। কৃষ্ণ যেরূপ রুক্মিণীকে ভালবাসিতেন বহু-সংখ্যক পত্নী থাকা সত্ত্বেও প্রধানা মহিষী মদনমঞ্চুকাকে সে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত। এক রজনীতে সে স্বপ্নে দেখিল যে জনৈকা দিব্য রমণী আগমনপূর্বক তাহাকে হরণ করিয়াছে। জাগ্রত হইয়া সে দেখিতে পাইল যে সে একটি মহাশৈলের সানুদেশে ছায়াতরুসমন্বিত স্থানে তার্ক্ষ্যমণি নির্মিত শিলাতলে উপবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। পৃথিবীকে মোহিত করিবার নিমিত্ত কামদেব যেরূপ ওষধি ব্যবহার করেন সেই রমণীও তদ্রূপ তাহার পার্শ্বে অবস্থানপূর্বক রজনী হওয়া সত্ত্বেও বনদেশ আলোকিত করিয়াছে। রাজকুমার মনে করিল যে রমণী তাহাকে তথায় আনয়ন করিয়া লজ্জাবশতঃ স্বীয় ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে না। সুতরাং তাহাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নিদ্রার ছল করিয়া ঐ অবস্থাতেই যেন কথা বলিতেছে এইরূপে সেই ধূর্ত রাজপুত্র বলিতে লাগিল, 'প্রিয়ে মদনমঞ্চুকাকে, আমি কোথায়? আইস, আমাকে আলিঙ্গন কর।' ইহা শ্রবণ করিয়া সে রাজপুত্রের কল্পনামত সমস্ত লজ্জা বিসর্জনপ্রদানপূর্বক পত্নীরূপে তাহাকে আলিঙ্গন করিল। অতঃপর চক্ষু উন্মীলনপূর্বক পত্নীরূপী তাহাকে দর্শন করিয়া রাজপুত্র বলিল, 'তোমার কত বুদ্ধি!' এবং সহাস্যে তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিল। তখন সে সমস্ত লজ্জা ত্যাগ করিয়া তাহার প্রকৃতরূপ ধারণ করিয়া বলিল, 'আর্যপুত্র, এই কুমারী স্বয়ংবরা হইয়াছে, ইহাকে গ্রহণ করুন।' সে এই কথা বলিলে রাজকুমার তাহাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করিল!

পরদিবস প্রাতঃকালে সৌৎসুক্যে তাহার কুলপরিচয়াদি সুকৌশলে জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত সে তাহাকে বলিল, 'প্রিয়ে, তোমাকে একটি অপূর্ব গল্প বলিব, শ্রবণ কর :—

গজরূপে রূপান্তরিত শৃগালের কাহিনী

কোনও তপোবনে ধ্যানবলে অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মসিদ্ধি নামক মুনি বাস করিত। (১-১৬) তাহার আশ্রম সমীপস্থ গুহাতে একটি বৃদ্ধা শৃগালী বাস করিত। দুর্দিনে বহুকালযাবৎ খাদ্য প্রাপ্ত না হওয়াতে ঐ শৃগালী খাদ্যান্বেষণে বহির্গত হইলে হস্তিনীবিরহে একটি হস্তী উহাকে বধ করিতে ধাবিত হইল এবং মুনি তদ্দর্শনে দয়ালু হইয়া যাদুবলে উভয়কে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত শৃগালীকে করিণীতে রূপান্তরিত করিলেন। তখন হস্তিনীকে দেখিয়া হস্তী বিগতক্রোধ হইয়া উহার প্রতি অনুরক্ত হইল। এইরূপে সে মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। হস্তিনীতে রূপান্তরিত শৃগালীর সহিত অরণ্যে বিচরণ করিতে করিতে সে গজপদ্ম আনয়ন করিবার নিমিত্ত একটি শরৎপঙ্কাকুল সরোবরে প্রবেশ করিলে তথায় পঙ্কে নিমজ্জিত হইল এবং বজ্রাঘাতে ছিন্নপক্ষ পর্বতের ন্যায় তথায় অচল হইয়া রহিল। হস্তিনীতে রূপান্তরিত শৃগালী উহা দর্শন করিয়া তম্মুহূর্তে অন্য একটি গজের পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিল। তখন সেই গজের পূর্বসঙ্গিনী পতির অন্বেষণে ঘটনাচক্রে তথায় আগমন করিয়া পতিকে ঐ পঙ্কে নিমজ্জিত দেখিয়া পতির সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত সরোবরপঙ্কে প্রবেশ করিল।

তম্মুহূর্তে মুনি ব্রহ্মসিদ্ধি সশিষ্য তথায় সমাগত হইয়া ঐ গজযুগলকে দেখিয়া করুণান্বিত হইলেন এবং তৎপ্রেরিত শক্তিপ্রাপ্ত হইয়া তাহার শিষ্যগণ পুরুষ এবং স্ত্রী গজদ্বয়কে কর্দমমুক্ত করিল। অতঃপর মুনি প্রস্থান করিলে বিরহমুক্ত এবং মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত হস্তী দম্পতী যথেচ্ছ বিচরণ করিতে লাগিল।

সুতরাং প্রিয়ে, দেখা যাইতেছে যে উত্তমকুলোদ্ভব জন্তুও পতি কিংবা মিত্র বিপদে পতিত হইলে তাহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করে। কিন্তু চপল-স্বভাব নীচকুলোদ্ভবগণের হৃদয়ে স্নেহ কিংবা অনুরূপ উচ্চবৃত্তির উদয় হয় না।

বৎসরাজতনয় এই কথা বলিলে সেই দিব্যাঙ্গনা তাহাকে বলিল, 'এইরূপ যে ঘটে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কাহিনী বলিবার আপনার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, আর্যপুত্র, আমি তাহা অবগত আছি। প্রতিদানস্বরূপ আমার একটি আখ্যায়িকা শ্রবণ করুন ঃ—(১৭-৩২)।

রামদত্ত এবং তাহার দুষ্টা ভার্যার কাহিনী

কান্যকুব্জে নৃপতি বাহুশক্তি কর্তৃক সম্মানিত শত প্রাণের অধীশ্বর শূরদত্ত নামক এক উত্তম ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাহার বসুমতী নাম্নী সাধ্বী পত্নী ছিল এবং তাহার গর্ভে রামদত্ত নামক এক ভব্য পুত্রের জন্ম হইল। পিতৃপ্রিয় রামদত্ত সর্ববিদ্যা পারঙ্গম হইয়া অবিলম্বে শশিপ্রভা নাম্নী রমণীকে বিবাহ করিল। কালক্রমে তাহার পিতা স্বর্গে গমন করিলে এবং মাতাও তাহার অনুসরণ করিলে পুত্র ভার্যার সহিত গার্হস্থ্য ধর্ম অবলম্বন করিল। তাহার অজ্ঞাতে তাহার পত্নী স্বেচ্ছাচারিণী হইল এবং দৈবাৎ ডাকিনীমন্ত্র আয়ত্ত করিল।

একদা ব্রাহ্মণ স্কন্ধাবারে রাজার কার্যে নিযুক্ত থাকিলে তাহার পিতৃব্য আগমনকরতঃ গোপনে তাহাকে বলিল, "বৎস, আমাদের কুলে কলঙ্ক লিপ্ত হইয়াছে, কারণ আমি তোমার ভার্যাকে তোমার মহিষপালকের সংসর্গে দেখিয়াছি।" রামদত্ত স্কন্ধাবারে পিতৃব্যকে রাখিয়া একমাত্র খড়্গকে সঙ্গী করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনপূর্বক পুষ্পোদ্যানে লুক্কায়িত রহিল। রজনীতে মহিষপালক সমাগত হইলে নানাপ্রকার ভোজ্যদ্রব্যাদি হস্তে তাহার পত্নী সোৎসুকচিত্তে তাহার উপপতির সহিত মিলিত হইল। ভোজনান্তে সে উপপতির সহিত শয়ন করিতে গমন করিলে উদ্যত খড়্গহস্তে রামদত্ত তাহাদের দিকে অগ্রসর হইয়া চিৎকার করিয়া বলিল, "রে পাপাত্মাগণ, তোরা কোথায় গমন করিতেছিস্?" সে এই কথা বলিলে তাহার পত্নী উত্থিত হইয়া 'রে মূঢ়, প্রস্থান কর'—এই কথা বলিয়া তাহার মুখে একমুষ্টি ধূলি নিক্ষেপ করিলে রামদত্ত মনুষ্য হইতে একটি মহিষে রূপান্তরিত হইল। কিন্তু তাহার পূর্বের কথা স্মরণে রহিল। তখন তাহার দুষ্টা ভার্যা তাহাকে মহিষপালের ভিতর নিক্ষেপ করিলে সে মহিষপালক দ্বারা লগুড়াহত হইতে লাগিল। (৩৩-৪৬) সেই ক্রূরা রমণী তাহাকে অসহায় জন্তুরূপে রূপান্তরিত অবস্থায় কোন মহিষার্থী বণিকের নিকট বিক্রয় করিল। মহিষভাব প্রাপ্ত হইয়া সে অত্যন্ত পীড়িত বোধ করিতেছিল এবং বণিক উহার পৃষ্ঠে ভার আরোপন করিয়া উহাকে গঙ্গাতীরস্থ একটি গ্রামে লইয়া গেল। রামদত্ত চিন্তা করিতে লাগিল, 'পুরস্ত্রীর কক্ষাভ্যন্তরে ভুজগীর প্রবেশের ন্যায় অতীব দুশ্চরিত্রা ভার্যা কোন বিশ্বাসশীল পুরুষের গৃহে প্রবেশ করিয়া কদাচ তাহার নিমিত্ত কোন সমৃদ্ধি আনয়ন করে না। যখন বিমর্ষচিত্তে সে এই প্রকার চিন্তায় নিমগ্ন ছিল তখন তাহার চক্ষু হইতে বারি নির্গত হইতে

লাগিল। ভারবহনজনিত ক্লান্তিতে সে অস্থিচর্মসার হইয়াছিল এবং এই অবস্থাতে জনৈকা যোগিনী তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিল। যাদুবলে সে যোগিনী সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া মন্ত্রপূতবারি তাহার উপর নিক্ষেপ করিলে সে মহিষত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিল। মনুষ্যাকৃতি প্রাপ্ত হইলে তিনি তাহাকে স্বগৃহে আনয়নপূর্বক তাহার কুমারী কন্যা কান্তিমতীকে তাহার হস্তে সম্প্রদান করিলেন। রামদত্তকে কিয়ৎ পরিমাণ মন্ত্রপূত সর্ষপ প্রদান করিয়া বলিলেন, 'তোমার প্রথমা স্ত্রীর গায়ে এই সর্ষপ নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে বড়বায় পরিণত করিও।' অতঃপর রামদত্ত তাহার নব-পরিণীতা পত্নী এবং সর্ষপসহ স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনকরতঃ মহিষপালককে বধ করিয়া পূর্ব পত্নীকে সর্ষপ দ্বারা ঘোটকীতে পরিবর্তিত করিল এবং তাহাকে অশ্বশালায় বন্ধন করিয়া রাখিল। প্রতিশোধ গ্রহণস্পৃহায় সে প্রত্যহ ভোজন করিবার পূর্বে উহাকে সপ্তবার লগুড়াঘাত করিত। (৪৭-৫৬)

কান্তিমতীসহ সে যখন এইরূপে তথায় বাস করিতেছিল তখন একজন অতিথি তাহার গৃহে উপস্থিত হইল। অতিথি আহার্য গ্রহণে উদ্যত হইলে রামদত্তের স্মরণ হইল যে সেদিন তাহার দুষ্টা পত্নীকে লগুড়াঘাত করা হয় নাই। তখন ভোজন না করিয়া সে অকস্মাৎ গাত্রোত্থানপূর্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইল। অতঃপর তাহার বড়বায় রূপান্তরিত পত্নীকে নিরূপিত সপ্ত লগুড়াঘাতের পর তাহার মন সুস্থির হইল এবং সে ভোজন সমাধা করিল। তখন অতিথি বিস্মিত হইয়া, ভোজন ত্যাগ করিয়া সে কোথায় ত্বরিৎগতিতে গমন করিয়াছিল, সৌৎসুক্যে তাহা জিজ্ঞাসা করিলে সে সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত অতিথির নিকট বিবৃত করিলে তাহার অতিথি তাহাকে বলিল, 'এই দুর্বার প্রতিশোধ গ্রহণের কি প্রয়োজন আছে? যিনি তোমাকে জন্তু অবস্থা হইতে প্রথমে মুক্ত করিয়াছিলেন তোমার সেই শ্বশ্রূমাতার নিকট আবেদন করিয়া সুফল প্রাপ্ত হও।' অতিথির এই উপদেশ গ্রহণ করিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে সে তাহাকে যথাবিধি বিদায় প্রদান করিল। (৫৭-৬৩)

অতঃপর তাহার যোগিনীশ্বশ্রূমাতা অচিরে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলে সে বারংবার তাহার নিকট বর প্রার্থনা করিতে লাগিল। সেই যোগেশ্বরী তাহাকে এবং তাহার পত্নীকে যথাবিধি কালসংকর্ষিণী বিদ্যায় দীক্ষিত করিলে রামদত্ত শ্রীপর্বতে গমন করিয়া সেই মন্ত্র প্রাপ্ত হইল। উহা দৃশ্যমানরূপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে একটি উত্তম খড়্গ প্রদান করিল। সফলকাম রামদত্ত খড়্গ প্রাপ্ত হইয়া ভার্যা কান্তিমতীসহ

উত্তম বিদ্যাধরত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন যাদুমন্ত্রবলে সে মলয় পর্বতে রজতকূট নামক সমৃদ্ধিশালী নগরী নির্মাণ করিল। তথায় সেই বিদ্যাধরাধিপতির রাজ্ঞীর গর্ভে সুলক্ষণা কন্যা লোলিতলোচনার জন্ম হইল। তাহার জন্মমাত্রই আকাশবাণী হইল যে সে বিদ্যাধরদিগের ভাবী রাজচক্রবর্তীর পত্নী হইবে।

আর্যপুত্র, আমাকেই সেই লোলিতলোচনা বলিয়া জানিবে। বিদ্যাবলে আমি সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া তোমার প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া তোমাকে আমার আবাসস্থল মলয় পর্বতে আনয়ন করিয়াছি।

এইরূপে সে তাহার কাহিনী বর্ণনা করিলে নরবাহনদত্ত অতিশয় প্রীত হইয়া তাহার নববধূ সেই বিদ্যাধরীর প্রতি অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করিল। সে তথায় অবস্থান করিতে থাকিলে সপার্ষদ বৎসরাজ রত্নপ্রভা এবং নরবাহনদত্তের অন্যান্য পত্নীদিগের অলৌকিক বিদ্যাবলে এই সত্য বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিল। (৬৪-৭৩)

ইতি মহাকবি সোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শশাংকবতী লম্বকের প্রথম তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা—৭৩
ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা = ১২, ৯৮৬।

নববধূ ললিতলোচনাকে প্রাপ্ত হইয়া, বসন্তের প্রথম সমাগমে বনান্তে পুষ্পিততরুসমন্বিত সেই মলয় পর্বতে নরবাহনদত্ত তাহার সহিত বিহার করিতে লাগিল।

একটি লতাকুঞ্জে তাহার প্রিয়তমা পুষ্পচয়ন করিতে করিতে ঘন গহন বনে তাহার দৃষ্টি বহির্ভূত হইল। নরবাহনদত্ত ভ্রমণ করিতে করিতে স্বচ্ছ বারিপূর্ণ একটি তড়াগ দেখিতে পাইল। তাহার তটদেশে পুষ্পরাজি পতিত হওয়ায় মনে হইল যেন আকাশ তারকাপূর্ণ হইয়াছে।

সে চিন্তা করিল, 'পুষ্পচয়নরতা প্রিয়তমার প্রত্যাগমন পর্যন্ত আমি এই স্থানেই অপেক্ষা করিব। বরং ইতোমধ্যে এই স্থানে স্নান সমাপন করিয়া ইহার তীরদেশে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করি।' তথায় স্নানান্তে দেবার্চনা করিয়া চন্দন বৃক্ষচ্ছায়াতলে একটি শিলার উপর সে অবস্থান করিল। রাজহংসীদিগের গতি, আম্রবল্লরীস্থিতা কোকিলাগণের সুমধুর সঙ্গীত এবং হরিণীদিগের নয়ন প্রিয়তমা মদনমঞ্চুকার সহিত সাদৃশ্যবশতঃ তাহার কথা নরবাহনদত্তের স্মৃতিপথে উদিত হওয়ামাত্র তাহার হৃদয়ে কামাগ্নি প্রজ্বলিত হইল এবং সে উহার সন্তাপে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সেই মুহূর্তে তথায় স্নানার্থ পিশঙ্গজট নামক মুনিপুঙ্গবের আবির্ভাব হইল। রাজকুমারকে এই অবস্থায় দর্শন করিয়া তিনি প্রিয়াস্পর্শতুল্য শীতল চন্দনবারি সিঞ্চন করাতে তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল এবং সে মুনির পদে প্রণত হইল। দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মুনি তাহাকে বলিলেন, 'বৎস মনোরথসিদ্ধির নিমিত্ত ধৈর্যের প্রয়োজন আছে। ঐ গুণ থাকিলেই সমস্ত বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা অনুধাবন করিবার নিমিত্ত তুমি আমার আশ্রমে আগমনপূর্বক, যদি পূর্বে শ্রবণ না করিয়া থাক, তবে মৃগাঙ্কদত্তের কাহিনী শ্রবণ করিবে।' এই কথা বলিয়া স্নান সমাপনকরতঃ রাজকুমারকে স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করিয়া সত্বর আহ্নিক-কার্যাদি সমাপন করিলেন। পিশঙ্গজট ফলদ্বারা অতিথিসৎকার করিয়া স্বয়ং ফল ভোজনান্তে মৃগাঙ্কদত্তের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন :--(১-১৪)

মৃগাঙ্কদত্ত কথা

ত্রিভুবনবিশ্রুত অযোধ্যানগরীতে পুরাকালে অমরদত্ত নামক নরপতি বাস করিত। স্বাহা যেরূপ বহ্নির সহিত সর্বদাযুক্ত, তাহার দীপ্তিশালিনী

সুরতপ্রভা নাম্নী পত্নীও তাহার প্রতি নিত্য অনুরক্ত ছিল। সেই পত্নীর গর্ভে তাহার স্বীয় কোদণ্ডের ন্যায় কোটিগুণে আনত মৃগাঙ্কদত্ত নামক পুত্রের জন্ম হইয়াছিল।

সেই তরুণ রাজপুত্রের নিজের দশজন সচিব ছিল—প্রচণ্ডশক্তি, স্থূলবাহু, বিক্রমকেশরী, দৃঢ়মুষ্টি, মেঘবল, ভীমপরাক্রম, বিমলবুদ্ধি, ব্যাঘ্রসেন, গুণাকর এবং দশমজন বিচিত্রকথ। তাহারা সকলেই উচ্চকুলোদ্ভব, তরুণ যুবা, সাহসী, জ্ঞানী এবং প্রভুর হিতৈষী ছিল। মৃগাঙ্কদত্ত তাহাদের সহিত পিতৃগৃহে সুখে বাস করিত, কিন্তু তাহার কোন পত্নী ছিল না।

একদিন তাহার মন্ত্রী ভীমপরাক্রম তাহাকে গোপনে বলিল, 'রাজপুত্র, অবধান করুন, রাত্রে আমার ভাগ্যে কি ঘটিয়াছিল। আমি কল্য রজনীতে প্রাসাদোপরি নিদ্রিত হইলে স্বপ্নে দেখিলাম যে একটি বজ্রনখ ভয়ংকর সিংহ আমাকে আক্রমণ করিতেছে। ছুরিকাহস্তে আমি উত্থিত হইলে সিংহ পলায়ন করিতে লাগিল এবং আমি দ্রুতবেগে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলাম। সে একটি নদী উত্তরণপূর্বক তাহার দীর্ঘজিহ্বা আমার দিকে বহির্গত করিলে আমি উহা ছুরিকাদ্বারা ছেদন করিয়াছিলাম। ইহা সেতুর ন্যায় সুবিস্তৃত থাকায় আমি উহার সাহায্যে নদী পার হইয়াছিলাম। তখন সিংহটি একটি বিকৃতাকৃতি পুরুষ হইয়া আমি 'সে কে?' জ্ঞাত হইতে চাহিলে সে বলিল, 'আমি বেতাল, হে বীর, আমি তোমার সাহসে তুষ্ট হইয়াছি।' আমি তখন তাহাকে বলিলাম, 'যদি তাহাই হইয়া থাকেন, তবে বলুন, আমার প্রভু মৃগাঙ্কদত্তের পত্নী কে হইবে।' আমি এই কথা বলিলে বেতাল প্রত্যুত্তর করিল, 'উজ্জয়িনীতে কর্মসেন নামক নরপতি আছে। বিধাতার লাবণ্যাধার-স্বরূপ, সৌন্দর্যে অপ্সরা বিনিন্দিতা তাহার এক দুহিতা আছে। তাহার নাম শশাঙ্কবতী এবং সে তাহার জায়া হইবে। তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া মৃগাঙ্কদত্ত নিখিল পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে।' এই কথা বলিয়া বেতাল অন্তর্ধান করিলে আমি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলাম। প্রভো, রজনীতে আমার ভাগ্যে ইহাই ঘটিয়াছিল।' (১৫-৩২)

ভীমপরাক্রমের নিকট হইতে উহা শ্রবণ করিয়া মৃগাঙ্কদত্ত তাহার সমস্ত সচিবদিগকে তাহা জ্ঞাত করিয়া বলিল, 'আমিও স্বপ্নে কি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, শ্রবণ কর। আমার মনে হইল আমরা সকলে একটি অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে তৃষ্ণার্ত হইয়া অতিকষ্টে একটি জলাশয়ের নিকট উপনীত হইয়া বারিপান করিতে উদ্যত হইলে পঞ্চজন সশস্ত্র পুরুষ উত্থিত হইয়া আমাদিগকে বারণ করিলে উহাদিগকে হত্যা করিয়া তৃষ্ণায় কাতর

হইয়া পুনরায় জলপান করিতে উদ্যত হইলে সেই মনুষ্যগণ অথবা জল কিছুই দেখিতে পাইলাম না। যখন আমরা এইপ্রকার কৃচ্ছ্রদশা প্রাপ্ত হইলাম তখন অকস্মাৎ চন্দ্রমৌলি মহাদেব বৃষভারোহণে তথায় আগমন করিলেন। আমরা তাঁহার স্তুতিগান করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার দক্ষিণ নেত্র হইতে একবিন্দু অশ্রু পতিত হইয়া সমুদ্রের আকার ধারণ করিল এবং আমি উহা হইতে একটি মুক্তাহার গ্রহণ করিয়া আমার কণ্ঠদেশে ধারণ করিলাম এবং একটি রক্তরঞ্জিত নরকপালের সাহায্যে ঐ সমুদ্র পান করিলাম। তৎক্ষণাৎ জাগ্রত হইয়া দেখিলাম যে নিশা অবসান হইয়াছে।'

স্বপ্নে দৃষ্ট এই অদ্ভুত কাহিনী মৃগাঙ্কদত্ত বর্ণনা করিলে অন্যান্য সচিবেরা আনন্দিত হইল, কিন্তু বিমলবুদ্ধি বলিল, 'দেব, আপনি অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী, শিব আপনাকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। মুক্তাহার প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সমুদ্র পান করিয়াছেন বলিয়া আপনি নিশ্চয়ই শশাঙ্কবতীকে প্রাপ্ত হইয়া নিখিল বসুন্ধরা শাসন করিবেন। কিন্তু স্বপ্নের অন্যান্য অংশদ্বারা আপনার অল্পবিস্তর দুর্ভাগ্যও সূচিত হইতেছে।' বিমলবুদ্ধি এই কথা বলিলে মৃগাঙ্কদত্ত পুনরায় তাহার সচিবদিগকে বলিল, 'বয়স্য ভীমপরাক্রম কর্তৃক বেতালকথিত মত যদিও আমার স্বপ্ন সফল হইবে তথাপি বলদুর্গাভিমানী কর্মসেনের নিকট হইতে প্রজ্ঞাবলে তাহার দুহিতা শশাঙ্কবতীকে লাভ করিতে হইবে। প্রজ্ঞাবলই সমস্ত কার্যসাধনের মুখ্য উপায়। ইহার প্রমাণস্বরূপ আমি একটি কাহিনী বলিতেছি, শ্রবণ কর :—(৩৩-৪৬)

নৃপতি ভদ্রবাহু এবং তাহার প্রাজ্ঞমন্ত্রীর কাহিনী

মগধদেশে ভদ্রবাহু নামক এক নরপতি বাস করিত। তাহার মন্ত্রগুপ্ত নামক বুদ্ধিমানদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী ছিল। একদিন রাজা স্বেচ্ছাপূর্বক সেই মন্ত্রীকে বলিল, 'বারনসী-রাজধর্মগোপের ত্রিভুবনসুন্দরী অনঙ্গলীলানাম্নী দুহিতা আছে। বহু বীর তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে শত্রুতাবশতঃ রাজা আমার হস্তে তাহাকে সম্প্রদান করে নাই। তাহার ভদ্রদন্ত নামক হস্তী থাকায় সে শত্রুর অজেয়। আমি তাহার কন্যাকে প্রাপ্ত না হইয়া আমি জীবন ধারণ করিতে অসমর্থ। এই ব্যাপারে আমি কোনও উপায় দেখিতেছি না। সখে, বল, আমাকে কি করিতে হইবে।' রাজা এই কথা বলিলে মন্ত্রী প্রত্যুত্তর করিল, 'দেব, আপনি কি মনে করেন বিক্রম

দ্বারাই সর্বকার্য সাধন করা যায়, বুদ্ধিবলের কি কোন স্থান নাই ? আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করুন। আমি আমার প্রজ্ঞাবলে এই কার্য সাধন করিব।'

পরদিবস মহাব্রতিকের বেশে মন্ত্রী পঞ্চশতজন অনুচরকে শিষ্যবেশে সজ্জিত করিয়া তাহাদের সহিত বারাণসী যাত্রা করিল। চতুর্দিক হইতে সেই সন্ন্যাসীকে জনগণ দর্শন করিতে আগমন করিলে তাহারা তাহাদিগকে বলিল যে তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী। একদা রজনীতে যখন সে কার্যসিদ্ধির উপায় নির্ধারণার্থ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল, তখন দূর হইতে দেখিতে পাইলাম যে হস্তিপালকের পত্নী গৃহ পরিত্যাগপূর্বক তিনচারজন প্রহরীবেষ্টিত হইয়া সভয়ে কোনদিকে গমন করিতেছে। সে তখন মনে মনে চিন্তা করিল, 'এই রমণী নিশ্চয়ই হৃত হইয়া কোথাও গমন করিতেছে। দেখা যাউক, সে কোথায় গমন করে।' সে সানুচর তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল এবং দূর হইতে সে কোন্ গৃহে প্রবেশ করিল তাহা দর্শন করিয়া নিজাবাসে প্রত্যাবর্তন করিল। পরদিবস হস্তিপালক যখন তাহার সমস্ত বিত্তসহ পলাতক পত্নীকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতেছিল, তখন মন্ত্রী তাহার অনুচরদিগকে উহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিল। তাহারা দেখিল যে ভার্যাকে প্রাপ্ত না হইয়া সে সদ্য বিষভক্ষণ করিয়াছে। যেন অনুকম্পাবশতঃ করা হইতেছে এইরূপ ছল করিয়া তাহারা তাহাদের বিদ্যাবলে ঐ বিষের ক্রিয়া প্রতিরোধ করিয়া তাহাকে বলিল, 'আমাদের গুরুর নিকট আগমন কর, তিনি সর্বজ্ঞ জ্ঞানী।' এই কথা বলিয়া তাহারা হস্তিপালককে মন্ত্রীর নিকট আনয়ন করিলে সে তাহার চরণপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইল এবং ব্রত কল্পে উপশোভিত মন্ত্রীকে তাহার পত্নীর বার্তা জিজ্ঞাসা করিল। মন্ত্রী কিয়ৎকাল ধ্যানের ছল করিয়া পরপুরুষকর্তৃক সেই রমণী রাত্রিকালে যে আনীত হইয়াছিল,যাহাতে তাহা আবিষ্কৃত করা যায়, অভিজ্ঞানাদি দ্বারা সেই স্থানের বর্ণনা করিল। তখন হস্তিপালক পুনরায় তাহাকে প্রণাম করিয়া নগররক্ষীদিগের দ্বারা সেই স্থান পরিবেষ্টিতপূর্বক যে দুরাত্মাগণ তাহার স্ত্রীকে হরণ করিয়াছিল তাহাদিগকে হত্যা করিয়া সালংকারা পত্নীকে স্বীয় বিত্তসহ পুনরুদ্ধার করিল। (৪৭-৬৫)

পরদিবস সে সেই ভেকধারী পুরুষের নিকট গমনপূর্বক তাহাকে প্রণাম করিয়া আহার করিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিল। মন্ত্রীর কোন গৃহে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা না থাকায় রাত্রে ভোজন করিবে বলাতে হস্তিপালক তাহাকে রজনীতে হস্তিশালায় নিমন্ত্রণ করিল। মন্ত্রবলে একটি বংশদণ্ডের মধ্যে একটি সর্প লুক্কায়িত করিয়া সে সানুচর তথায় গমন করিয়া ভোজন করিল।

হস্তিপালক প্রস্থান করিলে অন্যেরা যখন সুপ্ত হইল সে তখন বংশদণ্ডের সাহায্যে ঘুমন্ত হস্তী ভদ্রদন্তের কর্ণে ঐ সর্পটি প্রবেশ করাইয়া সেই রজনী তথায় যাপন করিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে স্বদেশ মগধে প্রস্থান করিল। হস্তীটির সর্পাঘাতে মৃত্যু হইল।

নৃপতি ধর্মগোপের গর্বের বস্তু হস্তীটিকে বধ করিয়া প্রাজ্ঞ মন্ত্রী প্রত্যাবর্তন করিলে রাজা ভদ্রবাহু অতিশয় আনন্দিত হইল। সে অনঙ্গলীলার পাণি প্রার্থনা করিয়া বারাণসীতে দূত প্রেরণ করিল। গজের অভাবে দুর্বল নৃপতি অনঙ্গলীলাকে তাহার হস্তে সম্প্রদান করিল। কখন কি করিতে হয়, কালজ্ঞ নৃপতিগণ সে বিষয়ে সর্বদা সচেতন এবং তাহারা বেতসলতার বৃত্তি গ্রহণ করে।

মন্ত্রী মন্ত্রগুপ্তের বুদ্ধিবলে ভূপতি ভদ্রবাহু অনঙ্গলীলাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমিও তদ্রূপ বুদ্ধিবলে ঐ ভার্যাকে প্রাপ্ত হইব। মৃগাঙ্কদত্ত এই কথা বলিলে মন্ত্রী বিচিত্রকথ তাহাকে বলিল, 'স্বপ্নে যাহা যাহা অঙ্গীকৃত হইয়াছিল, মহাদেবের প্রসাদে আপনি সে সমস্তই লাভ করিবেন। দেবতা-দিগের কৃপায় কিনা সংসাধিত হয়? তাহার প্রমাণস্বরূপ আমি যে কাহিনী বলিব শ্রবণ করুন ঃ—

পুষ্করাক্ষ-বিনয়বতীর কথা

তক্ষশীলা পুরীতে ভদ্রাক্ষ নামক নরপতি বাস করিত। (৬৬-৭৭) খড়্গোপরি একশত অষ্টাট শ্বেতপদ্ম স্থাপন করিয়া সে পুত্রকামনায় প্রত্যহ লক্ষ্মীদেবীর উপাসনা করিত। একদিন মৌনী নৃপতি অর্চনার সময় মনে মনে যখন পদ্মের সংখ্যা গণনা করিতেছিল, তখন একটি পদ্ম কম হইতেছে দেখিয়া সে খড়্গের উপর হৃদপদ্ম নিষ্কাশিতপূর্বক স্থাপন করিলে দেবী তুষ্টা হইয়া তাহার সার্বভৌম পুত্র লাভ হইবে বলিয়া বর প্রদান করিলেন। অতঃপর রাজার ক্ষত নিরাময় করিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। যথাকালে রাজ্ঞীর গর্ভে সর্বসুলক্ষণাক্রান্ত পুত্রের জন্ম হইল। হৃদপুষ্কর প্রসাদে তাহার জন্ম হওয়ায় তাহার নাম রাখা হইল পুষ্করাক্ষ। কালক্রমে পুত্র যৌবনপ্রাপ্ত হইলে সেই সর্বগুণান্বিত পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া ভদ্রাক্ষ স্বয়ং বনে গমন করিল।

রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুষ্করাক্ষ প্রত্যহ শিবপূজা করিত এবং একদিন অর্চনান্তে সেই দেবতার নিকট ভার্যা প্রার্থনা করিলে আকাশবাণী শ্রবণ

করিল, 'বৎস, তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে।' মনের আশা সফল হইবার আশ্বাসপ্রাপ্ত হইয়া সে অতীব তুষ্ট হইল। একদিন মৃগয়া দ্বারা চিত্তবিনোদন করিবার নিমিত্ত হিংস্রজন্তুঅধ্যুষিত অরণ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিত পাইল যে একটি উষ্ট্র একটি সর্পমিথুনকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। সে শোকাক্রান্ত হইয়া উষ্ট্রটিকে হত্যা করিলে তৎক্ষণাৎ উষ্ট্রদেহ পরিত্যাগপূর্বক এক বিদ্যাধর বহির্গত হইয়া হৃষ্টচিত্তে পুষ্করাক্ষকে বলিল, 'তুমি আমার উপকার সাধন করিয়াছ। এক্ষণে তোমাকে যাহা বলিব শ্রবণ কর ঃ—

বিনয়বতীর জন্মকাহিনী

দেব, রঙ্কুমালীনামা এক পরাক্রান্ত বিদ্যাধর আছে। সৌন্দর্যপ্রিয়া তারাবলী নাম্নী এক সুন্দরী বিদ্যাধর রমণী তাহার প্রেমে আসক্ত হইয়া তাহাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছিল। অন্য কাহাকেও গণনা না করিয়া নিজেদের ইচ্ছামত বিবাহ করিয়াছে বলিয়া তাহার পিতা তাহাকে অভিশাপ প্রদান করিল যে কিয়ৎকাল তাহাদিগকে বিরহযাতনা ভোগ করিতে হইবে। ইহার পর তারাবলী-রঙ্কুমালী দম্পতি ক্রমবর্ধিত প্রেমে স্বভূমিতে বিহার করিতে লাগিল। (৭৮-৯২)

একদিন সেই শাপের প্রভাবে বনান্তরে তাহারা পরস্পরের দৃষ্টি বহির্ভূত হইয়া বিযুক্ত হইল। তখন তারাবলী পতিকে অন্বেষণ করিতে করিতে পশ্চিম সমুদ্রের অপরতীরে অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন এক মুনিকর্তৃক অধ্যুষিত একটি অরণ্যে উপনীত হইল। তথায় সে সপুষ্প একটি বৃহৎ জম্বুবৃক্ষ দর্শন করিল এবং উহার মধুর ভ্রমরগুঞ্জনে সে যেন আশ্বাস প্রাপ্ত হইল। তথায় ভৃঙ্গরূপ ধারণ করিয়া তারাবলী পুষ্পের মধু পান করিতে আরম্ভ করিলে অকস্মাৎ বহুকাল বিরহের পর পতির সাক্ষাৎ লাভ করায় আনন্দাশ্রুতে পুষ্প সিক্ত করিল। জ্যোৎস্না যেরূপ চন্দ্রের সহিত মিলিত হয় তদ্রূপ সে ভৃঙ্গীদেহ পরিত্যাগপূর্বক তাহার অন্বেষণে আগত পতি রঙ্কুমালীর সহিত পুনর্মিলিত হইল।

তাহার সহিত তারাবলী গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে তাহার অশ্রুসিক্ত জম্বুপুষ্প হইতে একটি জম্বুফল উৎপন্ন হইল, এবং কালক্রমে সেই ফলের ভিতর একটি কন্যার জন্ম হইল। একদা বিজিতাসু নামক সেই মুনি ফলমূল আহরণার্থে তথায় বিচরণ করিতে থাকিলে সেই জম্বুফলটি পক্ব হইয়া জম্বুবৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া ভগ্ন হইল এবং তাহার ভিতর হইতে

এক দিব্যকন্যা নির্গত হইয়া সসম্ভ্রমে মুনির পদতলে প্রণত হইল। দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সেই মুনি তাহাকে দর্শন করিয়া অচিরে তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইল এবং বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাহাকে স্বীয় আশ্রমে আনয়নপূর্বক তাহার নাম রাখিল বিনয়বতী। কালক্রমে সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আকাশপথে গমন করিবার সময় আমি মুনির আশ্রমে সেই বিনয়বতীর সাক্ষাৎলাভ করিলাম। তখন রূপগর্বে এবং মদনবানে মোহিত হইয়া আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে বলপূর্বক হরণ করিতে উদ্যত হইলে মুনি বিজিতাসু তন্মুহূর্তে তাহার ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তথায় আগমনপূর্বক আমাকে অভিশপ্ত করিলেন, 'রে রূপগর্বিত, তুই সর্বাঙ্গে নিন্দিত উষ্ট্রে পরিণত হইবি। নৃপতি পুষ্করাক্ষ কর্তৃক নিহত হইলে তোর শাপমুক্তি হইবে। কিন্তু পুষ্করাক্ষই বিনয়বতীর স্বামী হইবে।'

মুনিকর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া আমি পৃথিবীতে উষ্ট্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম এবং সম্প্রতি তোমার প্রসাদে আমার শাপান্ত হইয়াছে। সুতরাং পশ্চিমসমুদ্রের অপরতীরে সুরভিমারুত নামক অরণ্যে গমন করিয়া সেই দিব্যাঙ্গনাকে ভার্যারূপে প্রাপ্ত হও যাহাকে দেখিয়া লক্ষ্মীদেবী স্বীয় রূপের গর্ব পরিত্যাগ করিবেন।' —দিব্য বিদ্যাধর পুষ্করাক্ষকে এই কথা বলিয়া নভোমার্গে প্রস্থান করিল। (৯৩-১১০) অতঃপর পুষ্করাক্ষ স্বীয় নগরীতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক স্বীয় রাজ্যভার মন্ত্রীদিগের উপর অর্পণ করিয়া একটি অশ্বে আরোহণপূর্বক একাকী রাত্রে যাত্রা করিল। অতঃপর পশ্চিম সমুদ্রের তীরে উপনীত হইয়া সে চিন্তা করিতে লাগিল, 'আমি কি প্রকারে সমুদ্র উত্তরণ করিব?' অবশেষে চণ্ডিকাদেবীর একটি শূন্য মন্দির দর্শনকরতঃ সে তথায় প্রবেশ করিয়া স্নানান্তে দেবীর অর্চনা করিল। কেহ সেখানে একটি বীণা ফেলিয়া গিয়াছিল। সেই বীণাটিকে সাদরে গ্রহণ করিয়া সে ভক্তিভরে দেবীর উদ্দেশে স্বরচিত সঙ্গীত গান করিয়া তথায় নিদ্রিত হইল। দেবী তাহার বীণাবাদনরূপ পূজাদ্বারা এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে তিনি স্বীয় ভূতগণকর্তৃক নিদ্রিতাবস্থায় তাহাকে সমুদ্রের অপরতীরে লইয়া গিয়াছিলেন।

প্রাতঃকালে সমুদ্রের অপরতীরে নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে দেখিতে পাইল যে সে আর চণ্ডিকামন্দিরে অবস্থান করিতেছে না, একটি অরণ্যে আগমন করিয়াছে। সে সাশ্চর্যে উত্থিত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে একটি আশ্রম দেখিতে পাইল। উহার ফলভারাবনত বৃক্ষ যেন আতিথ্য-

বশতঃ তাহার সম্মুখে প্রণত হইয়াছে এবং পক্ষিগণ কলকূজনে তাহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে। তথায় প্রবেশ করিয়া সে শিষ্য-পরিবেষ্টিত এক মুনির দর্শন লাভ করিল। রাজা মুনির সমীপে আগমন করিয়া তাহার চরণে প্রণত হইলে সেই দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন প্রাজ্ঞ মুনি আতিথ্য প্রদর্শনপূর্বক তাহাকে বলিল, 'নৃপতি পুষ্করাক্ষ, যে বিনয়বতীর নিমিত্ত তুমি হেথায় আগমন করিয়াছ সে স্বল্পকালের নিমিত্ত সমিধ আহরণ করিতে গমন করিয়াছে। কিছুকাল অপেক্ষা কর, অদ্যই তুমি তোমার পূর্বজন্মের ভার্যার সহিত পরিণীত হইবে।' তখন পুষ্করাক্ষ মনে মনে বলিতে লাগিল, 'এই ত সেই মুনি বিজিতাসু এবং এই অরণ্যই সেই অরণ্য। দেবী আমাকে সমুদ্রের অপরতটে আনয়ন করিয়াছেন। কিন্তু মুনি যে বলিতেছেন বিনয়বতী পূর্বজন্মে আমার পত্নী ছিল তাহাতে আশ্চর্যবোধ করিতেছি।' হৃষ্টচিত্তে মুনিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাত্মন্, সে পূর্বে কি প্রকারে তখন সে আমার পত্নী হইয়াছিল, তাহা আমাকে বলুন।' তখন মুনি বলিলেন, 'এই বিষয়ে তোমার যদি আগ্রহ থাকে তবে আমি যাহা বলিতেছি, মনোযোগপূর্বক তাহা অবধান কর :—(১১১-১২৪)

পূর্বজন্মে পুষ্করাক্ষ এবং বিনয়বতীর কীর্তিকাহিনী

পুরাকালে তাম্রলিপ্তিতে ধর্মসেন নামক বণিক ছিল। তাহার বিদ্যুল্লেখা নাম্নী পরমাসুন্দরী ভার্যা ছিল। একদা চৌরগণ তাহার বিত্তাপহরণ করিয়া তাহাকে শস্ত্রদ্বারা আহত করায় সে মৃত্যুবরণ করিবার নিমিত্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে দেখিতে পাইল যে, আকাশপথে হংসমিথুন আগমন করিতেছে। ঐ হংসমিথুনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাহারা অগ্নিপ্রবেশ করিয়া মৃত হইলে পরজন্মে ঐ দম্পতি হংসমিথুনরূপে জন্মগ্রহণ করিল।

একদিন বর্ষাকালে যখন তাহারা খর্জুর বৃক্ষস্থিত নীড়ে অবস্থান করিতেছিল তখন প্রবল বাত্যায় বৃক্ষটির মূলোৎপাটিত হইল এবং তাহারা পৃথক হইয়া গেল। পরদিবস প্রভঞ্জন শান্ত হইলে হংস হংসীসন্ধানে বহির্গত হইল কিন্তু তাহাকে কোনও জলাশয়ে অথবা আকাশের কোথাও দেখিতে পাইল না। অবশেষে সে প্রেমার্ত হইয়া সেই ঋতুতে হংসদিগের উপযুক্ত স্থান মানস সরোবরে অন্য একটি হংসীর সাক্ষাৎ লাভ করিল। সেই হংসী তাহাকে আশ্বাস দিল যে তাহার হংসীকে সে নিশ্চয়ই তথায় প্রাপ্ত

হইবে। তথায় সে তাহার হংসীকে প্রাপ্ত হইয়া প্রাবৃটকাল সেই স্থানে অবস্থান করিল এবং অতঃপর হংসীর সহিত বিহার করিবার নিমিত্ত গিরিশৃঙ্গে গমন করিল। তথায় হংসী লুব্ধক দ্বারা নিহত হইলে (পুস্তকান্তরে পাঠ—'সেথায় শরদ্বারা এক লুব্ধক তাহার প্রিয়াকে হত্যা করিলে'), হংসটি ভয়ার্ত এবং শোকার্ত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। লুব্ধক মৃতা হংসীসহ গমন করিতে করিতে দেখিতে পাইল যে বহু সশস্ত্র ব্যক্তি তাহার দিকে আগমন করিতেছে। হয়ত তাহারা উহার নিকট হইতে পক্ষীটি লইয়া যাইবে এই কথা চিন্তা করিয়া সে ছুরিকা দ্বারা তৃণ কর্তনকরতঃ পক্ষীটিকে উহার দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ভূমির উপর রাখিয়া দিল। ঐ পুরুষগণ প্রস্থান করিলে লুব্ধক হংসীটিকে লইবার নিমিত্ত প্রত্যাগমন করিল। কিন্তু তাহার কর্তিত সেই তৃণরাশির মধ্যে মৃতসঞ্জীবনী ওষধি থাকায় উহার রসে হংসী পুনর্জীবিত হইয়া ব্যাধের চক্ষুর সমক্ষে তৃণরাজি উৎক্ষিপ্তকরতঃ আকাশে উড্ডীন হইয়া অন্তর্হিত হইল। ইতোমধ্যে মূঢ় হংসটি প্রিয়াকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া শোকার্ত চিত্তে এক সরোবরতটে হংসযূথের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করিল। অবিলম্বে জনৈক ধীবর জালনিক্ষেপকরতঃ উহাদের সকলকে আবদ্ধ করিয়া আহার্য গ্রহণ করিতে উপবিষ্ট হইল। হংসী পতির অন্বেষণে তথায় আগমন করিয়া পতিকে জালবদ্ধ দেখিয়া বিষণ্ণচিত্তে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। সে দেখিতে পাইল যে কোন এক ব্যক্তি স্নানার্থ অবতরণ করিবার সময় সরোবর তীরে তাহার বস্ত্রোপরি একটি রত্নহার রাখিয়াছে। সেই ব্যক্তির অলক্ষ্যে সে তথায় গমনপূর্বক কণ্ঠহারটি গ্রহণ করিয়া ধীবরকে দেখাইবার নিমিত্ত তাহার সমীপে আকাশপথে ধীরে ধীরে আগত হইলে সে হংসীটির চঞ্চুতে রত্নহারটি দর্শন করিয়া পক্ষীসমেত জাল পরিত্যাগ করিয়া লগুড়হস্তে তাহার পশ্চাতে ধাবমান হইল। হংসী হারটিকে দূরে এক পর্বতোপরি নিক্ষেপ করিলে ধীবর উহা প্রাপ্তির আশায় পর্বতারোহণে উদ্যত হইল। তদ্দর্শনে হংসী তাহার পতি যেথায় জালবদ্ধ অবস্থায় ছিল তাহার সমীপস্থ বৃক্ষোপরি একটি নিদ্রিত কপির চক্ষু চঞ্চু দ্বারা আঘাত করিলে শঙ্কিত বানর জালোপরি পতিত হইয়া উহা ছিন্নভিন্ন করিল এবং এই প্রকারে সমস্ত হংস মুক্তি প্রাপ্ত হইল। তখন হংসদম্পতি পুনর্মিলিত হইয়া পরস্পরের বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া হৃষ্টচিত্তে যথেচ্ছ বিহার করিতে লাগিল। হারটি প্রাপ্ত হইয়া ধীবর পক্ষীগুলি লইতে আসিলে যে ব্যক্তির হার হৃত হইয়াছিল সে উহা অন্বেষণ করিতে

থাকিলে ভয়ে ধীবর তাহার নিকট যে ঐ হারটি আছে তাহা প্রকাশ করিয়া দিল। ধীবরের নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিয়া ঐ ব্যক্তি তাহার খড়্গদ্বারা উহার দক্ষিণহস্ত ছেদন করিল। ছত্রবৎ একটি পদ্মের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ঐ হংসমিথুন মধ্যাহ্নে সরোবর হইতে উত্থিত হইয়া আকাশে উড্ডীন হইল। (১৩৬-১৫০)

হংসযুগল সত্বর শিবার্চনায়রত নদীর তীরে এক মুনির আবাসস্থলে উপনীত হইয়া যখন আকাশপথে গমন করিতেছিল তখন এক ব্যাধের শরাঘাতে উভয়ে একত্রে ভূমিতে পতিত হইল এবং যে পদ্মটিকে উহারা ছত্ররূপে ব্যবহার করিতেছিল, মুনির অর্চনার সময় উহা শিবলিঙ্গের মস্তকে পতিত হইল। তখন ব্যাধ স্বয়ং হংসটিকে গ্রহণ করিয়া হংসীটি মুনিকে প্রদান করিলে তিনি উহা শিবকে অর্পণ করিলেন।

পুষ্করাক্ষ, তুমি সেই হংস ছিলে এবং শিবলিঙ্গের মস্তকে পদ্মটি পতিত হওয়ায় তুমি এখন রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। হংসীর মাংসে শিব স্তুত হওয়াতে হংসীটি এখন বিদ্যাধরকুলে বিনয়বতীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই প্রকারেই বিনয়বতী পূর্বজন্মে তোমার ভার্যা ছিল।— মুনি বিজিতাসু পুষ্করাক্ষকে এই কথা বলিলে সেই নৃপতি তাহাকে অপর একটি প্রশ্ন করিল, 'মুনিবর, অগ্নিতে প্রবেশ করিলে ত বহু পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় তবে আমরা কেন পক্ষীজন্ম লাভ করিয়াছিলাম?' মুনি প্রত্যুত্তর করিলেন: 'মরণ-সময়ে যে প্রাণীর কথা চিন্তা করা যায় জীব সেইরূপই প্রাপ্ত হয়, যথা:—

লাবণ্যমঞ্জরীর কাহিনী

উজ্জয়িনী নগরীতে আজন্ম ব্রহ্মচারিণী এক নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণ কুমারী ছিল। সে একদা কমলোদয় নামক এক ব্রাহ্মণ যুবকের সাক্ষাৎলাভ করিলে তাহার হৃদয় তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং কামানলে দগ্ধ হইলেও সে তাহার ব্রহ্মচারিণীর ব্রত ত্যাগ করিল না। গন্ধবতী নদীর তীরে গমনপূর্বক প্রিয়তমের কথা আকুল হৃদয়ে চিন্তা করিতে করিতে সে এক তীর্থস্থানে প্রাণত্যাগ করিল। (১৫১-১৬২) আবার সেই একান্ত কামনার ফলে আর জন্মে সে একলব্যা নগরীতে রূপবতী নাম্নী বারবনিতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার ব্রহ্মচারিণী ব্রত এবং পুণ্যতীর্থের প্রভাবে সে জাতিস্মরা হইয়া চোড়কর্ণ নামক জপশীল এক ব্রাহ্মণকে সতত জপ করা

হইতে নিরত করিবার নিমিত্ত স্বীয় পূর্বজন্মরহস্য বিবৃত করিয়া বেশ্যা হওয়া সত্ত্বেও অন্তিমে তাহার সংকল্প সিদ্ধ করিয়াছিল।

সুতরাং রাজন্, দেখিতে পাইতেছে যে যেরূপ ভাবনা করে সে সেরূপ দশা প্রাপ্ত হয়। নৃপতিকে এই কথা বলিয়া সে তাহাকে স্নান করিবার নিমিত্ত বিদায় প্রদান করিয়া স্বয়ং মাধ্যাহ্নিকক্রিয়াদি সম্পাদন করিল।

নৃপতি পুষ্করাক্ষ বনমধ্যস্থ নদীতীরে বিনয়বতীকে পুষ্পচয়নে রত দেখিল। তাহার দেহ ভাস্করের ন্যায় দীপ্তিমতী দেখিয়া মনে হইল যেন অদৃষ্টপূর্ব ঘন বন দর্শন করিতে সে কৌতুকবশতঃ আগমন করিয়াছে। সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, 'ইনি কে ?' বিনয়বতী তখন তাহার সখীর সহিত আলাপ করিতে করিতে বলিতেছিল, 'সখি, যে বিদ্যাধর আমাকে হরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল সে শাপমুক্ত হইয়া অদ্য হেথায় আগমন করিয়া আমার পতির আগমনবার্তা প্রদান করিয়াছে।' সখী এই কথা শ্রবণ করিয়া মুনিকন্যাকে বলিল, 'ইহা সত্য, কারণ অদ্য প্রাতঃকালে মুনি বিজিতাসু তাহার শিষ্য মুঞ্জকেশকে বলিতেছিলেন, 'তারাবলী এবং রক্তমালীকে সত্বর হেথায় আনয়ন কর, কারণ তাহাদের কন্যা বিনয়বতীর সহিত অদ্য নিশ্চয়ই পুষ্করাক্ষের বিবাহ হইবে।' মুঞ্জকেশ গুরুর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া 'আপনার আদেশ পালিত হইবে'—এই কথা বলিয়া যাত্রা করিয়াছিল। সখি, এখন চল আমরা আশ্রমে গমন করি।''

সে এই কথা বলিলে বিনয়বতী প্রস্থান করিল। দূর হইতে অলক্ষ্যে পুষ্করাক্ষ এই কথোপকথন শ্রবণ করিয়াছিল। কামাগ্নি প্রশমন করিবার নিমিত্তই যেন নদীতে স্নান সমাপনান্তে সে সত্বর বিজিতাসুর আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিল। তথায় আগত তারাবলী ও রক্তমালীকে প্রণাম করিলে তাহারা তাহাকে সম্মানিত করিল এবং মুনিগণ তাহাকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিল। তখন বেদীর উপর দ্বিতীয় অগ্নিদেবের ন্যায় মনুষ্যমূর্তিধারী বিজিতাসু তপঃপ্রভাবে দীপ্তিমান হইয়া আসীন হইলে রক্তমালী বিনয়বতীকে রাজার হস্তে সম্প্রদান করিয়া তাহাকে নভশ্চারী দিব্যরথ প্রদান করিল। মহর্ষি বিজিতাসু তাহাকে এই বর প্রদান করিলেন, 'বিনয়বতীসহ চতুঃসমুদ্রবেষ্টিত পৃথিবী শাসন কর।'

তখন মুনির নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণপূর্বক ভূপতি পুষ্করাক্ষ নববধূর সহিত নভশ্চারী দিব্যরথে আরোহণপূর্বক সমুদ্র অতিক্রম করিয়া সত্বর স্বীয় নগরীতে আগমন করিল। প্রজাদের চক্ষে সে উদীয়মান চন্দ্রের ন্যায় দৃষ্ট হইল।

অনন্তর নিখিল পৃথিবী জয় করিয়া সে রথপ্রভাবে সম্রাট পদ প্রাপ্ত হইয়া বহুকাল বিনয়বতীসহ স্বীয় রাজধানীতে আনন্দে বাস করিয়াছিল।

দেবতাদিগের কৃপা থাকিলে দুষ্কর কার্যও সাধিত হয়, সুতরাং নৃপতি নিশ্চিন্ত থাকুন যে স্বপ্নে শিব আপনার নিকট যথা অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহা সুসিদ্ধ হইবে।

মৃগাঙ্কদত্ত তাহার মন্ত্রীর নিকট হইতে এই অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ করিয়া শশাঙ্কবতী-প্রাপ্তির আশায় মন্ত্রীদিগের সহিত উজ্জয়নী নগরীতে গমন করিতে কৃতসংকল্প হইল। (১৬৩-১৮৫)

ইহা মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত কথাসরিৎসাগরের
শশাঙ্কবতী লম্বকের দ্বিতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোকসংখ্যা—১৮৫।
ক্রমিক শ্লোকসংখ্যা—১৩,১৭১।

বেতালবর্ণিত নৃপতি কর্মসেন-দুহিতা শশাংকবতীকে প্রাপ্তেচ্ছু হইয়া মৃগাঙ্কদত্ত মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া মহাব্রতিকবেশে গোপনে স্বনগরী পরিত্যাগপূর্বক উজ্জয়িনী গমন করিবার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইল। কুমার স্বয়ং মন্ত্রী ভীমপরাক্রমকে খট্টাঙ্গ নরকপাল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আনিতে আদেশ করিল। তাহার পিতার মুখ্যমন্ত্রী চরমুখে অবগত হইল যে ভীমপরাক্রম স্বগৃহে ঐ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়াছে। সেই সময় মৃগাংকদত্ত তাহার প্রাসাদোপরি হইতে পানরস নিম্নে নিক্ষেপ করিলে দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজকুমারের অলক্ষ্যে নিম্নে ভ্রমণরত তাহার পিতার মস্তকোপরি দৈবাৎ উহা পতিত হইয়াছিল। মৃগাঙ্কদত্ত ঐ পানের রস নিক্ষেপ করিয়াছে জ্ঞাত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে এই অবমাননার নিমিত্ত সে হৃদয়ে ক্রোধ পোষণপূর্বক স্নান করিয়াছিল।

পরদিবস মৃগাংকদত্তের পিতা নৃপতি অমরদত্ত বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইলে মন্ত্রীর সুযোগ আসিল এবং রাজার নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদানপূর্বক দৈবাৎ রোগাক্রান্ত নৃপতিকে গোপনে বলিল, 'দেব, আপনার পুত্র মৃগাঙ্কদত্ত ভীমপরাক্রমের গৃহে আপনার বিরুদ্ধে অভিষেকাদি সম্পাদন করিতেছে এবং তন্নিমিত্তই আপনি পীড়িত হইয়াছেন। আমি চরমুখে ইহা অবগত হইয়াছি। সকলেই ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারে। অতএব আপনার পুত্রকে রাজ্য এবং আপনার পীড়াকে আপনার দেহ হইতে যুগপৎ নির্বাসিত করুন।' এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি শংকিত হইয়া অনুসন্ধানার্থ স্বীয় সেনাপতিকে ভীমপরাক্রমের গৃহে প্রেরণ করিলে সে কেশ, নরকপালাদি তথায় প্রাপ্ত হইয়া ঐ সমস্ত দ্রব্য রাজাকে প্রদর্শন করাইলে রাজা সক্রোধে সেনাপতিকে বলিল, 'আমার ঐ পুত্র স্বয়ং রাজত্ব করিতে ইচ্ছুক হইয়া আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে। এই মুহূর্তেই উহার মন্ত্রীদিগের সহিত উহাকে অবিলম্বে রাজ্য হইতে নির্বাসিত কর।' বিশ্বাসশীল নরপতি স্বীয় মন্ত্রীদিগের কুকর্ম জানিতে পারে না। সেনাপতি মৃগাংকদত্তের নিকট গমনপূর্বক তাহার নিকট রাজার আদেশ ব্যক্ত করিয়া মন্ত্রীদিগের সহিত তাহাকে নগর হইতে নির্বাসিত করিল। (১-১৬)

উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায় মৃগাঙ্কদত্ত পুলকিতচিত্তে গণেশের অর্চনা করিয়া মনে মনে বিনীতভাবে পিতা মাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া যাত্রা

আরম্ভ করিল। অযোধ্যা নগরী হইতে বহুদূর গমন করিলে তাহার সহিত ভ্রমণরত প্রচণ্ডশক্তি প্রমুখ দশজন মন্ত্রীকে রাজকুমার বলিল, 'এইস্থানে শক্তিরক্ষিত নামক কিরাতদিগের এক মহান্ ভূপতি বাস করে। সে ব্রহ্মচারী, বিদ্যার্থী এবং আমার বাল্যসুহৃদ। তাহার পিতা যুদ্ধে বন্দী হইলে সে স্বীয় মুক্তির নিমিত্ত পুত্রকে প্রতিনিধিস্বরূপ বন্দী হইবার নিমিত্ত এই স্থানে প্রেরণ করিয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর তাহার পিতার স্বজনেরা উহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিলে মৎকর্তৃক প্রবুদ্ধ হইয়া আমার পিতা উহাকে সৈন্য-বলে উহার পিতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বন্ধুগণ, চল আমরা তাহার নিকট গমন করি এবং পরে শশাংকবতীর নিমিত্ত আমরা উজ্জয়িনী নগরীতে গমন করিব।'

সে এই কথা বলিলে সমস্ত মন্ত্রীরা একবাক্যে বলিল, 'তাহাই হইবে।' অতঃপর মন্ত্রীদিগের সহিত গমন করিতে করিতে সায়ংকালে সে এক মহাটবীতে উপনীত হইল। ইহা বৃক্ষ এবং বারিহীন ছিল, অতিকষ্টে সে একটি জলাশয়ের নিকট আগমন করিল। উহার তটদেশে একটি শুষ্ক বৃক্ষ ছিল। সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করিয়া শ্রান্তিবশতঃ সে জলপানান্তে সেই বৃক্ষের অধোদেশে সচিবদিগের সহিত নিদ্রার্থে গমন করিল। চন্দ্রোজ্জ্বল নিশীথে সে জাগ্রত হইয়া দেখিল যে প্রথমে সেই বৃক্ষের বহু পল্লব নির্গত হইল এবং পরে ক্রমে ক্রমে পুষ্প এবং ফল বাহির হইল। উহার পক্ক ফল পতিত হইতে থাকিলে সে সচিবদিগকে অবিলম্বে জাগ্রত করিয়া এই অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করাইল। তাহারা বিস্ময়ান্বিত হইল এবং ক্ষুধার্ত হওয়ায় মৃগাঙ্কদত্ত এবং তাহার সচিবগণ ঐ সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করিলে সহসা তাহাদের চক্ষুর সমক্ষে ঐ শুষ্কতরু একটি ব্রাহ্মণ যুবকে পরিণত হইল। তখন মৃগাঙ্কদত্ত তাহাকে প্রশ্ন করিলে সে স্বীয় কাহিনী বিবৃত করিল :—

শ্রুতধির কাহিনী

অযোধ্যানগরীতে দামধি নামক জনৈক উত্তম দ্বিজ বাস করিতেন। (১৭-৩০) আমি তাহার পুত্র শ্রুতধি। একদা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে লইয়া মৃতকল্প হইয়া এইস্থানে আগমন করিয়াছিলেন। হেথায় কেহ তাহাকে পঞ্চফল প্রদান করিলে ক্ষুধার্ত হওয়া সত্বেও তিনি আমাকে তিনটি ফল প্রদান করিয়া নিজের জন্য দুইটি ফল রাখিলেন। অতঃপর তিনি স্নানার্থে সরোবরে গমন করিলে আমি ইত্যবসরে পঞ্চটি ফলই ভক্ষণ করিয়া নিদ্রার

ভান করিয়া রহিলাম। স্নানান্তে তিনি প্রত্যাবর্তনপূর্বক আমাকে ধূর্তের ন্যায় নিশ্চল কাষ্ঠখণ্ডবৎ পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া অভিশাপ দিলেন, 'তুই এই সরোবরের তীরে শুষ্ক তরু হইয়া থাক্। জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথে তোর পুষ্প এবং ফল নির্গত হইবে এবং কোনসময় ফলদ্বারা অতিথিসৎকার করিলে তোর শাপমুক্তি হইবে।' পিতা আমাকে এই প্রকারে অভিশপ্ত করামাত্র আমি শুষ্ক বৃক্ষে পরিণত হইয়াছিলাম এবং এখন তোমরা আমার ফল ভক্ষণ করাতে বহুকাল শাপভোগ করিয়া সম্প্রতি আমি শাপমুক্ত হইলাম।

শ্রুতধি স্বীয় কাহিনী বিবৃত করিয়া মৃগাঙ্কদত্তকে তাহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে সে উহা বর্ণনা করিল। শ্রুতধির কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না এবং নীতিবিদ্যায় পারদর্শী হওয়ায় সে মৃগাঙ্কদত্তকে অনুরোধ করিয়া তাহার কর্মে নিযুক্ত হইল। এই প্রকারে সেই রজনী যাপন করিয়া প্রাতঃকালে শ্রুতধির সহিত সসচিব মৃগাঙ্কদত্ত যাত্রা করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে করিমণ্ডিত নামক অরণ্যে আগমন করিল। তথায় সে দুরাকৃতি পঞ্চলোমশ ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইল। সেই পঞ্চব্যক্তি অগ্রসর হইয়া তাহাকে সবিনয়ে বলিল ঃ

'আমরা কাশীনগরীতে গোপালক দ্বিজরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। (৩১-৪১) দুর্ভিক্ষের সময় সেই স্থানের তৃণ অনাবৃষ্টিতে শুষ্ক হওয়ায় আমরা আমাদের গাভীসহ তৃণপূর্ণ এই অরণ্যে আগমন করিয়াছিলাম। তথায় একটি বাপীতীরস্থ ত্রিফলা বৃক্ষসমূহ হইতে সতত ফলপতনে ঐ বাপীবারি রসায়নে পরিণত হইয়াছিল। এই জনশূন্য অরণ্যে ঐ বারি এবং ধেনুদুগ্ধ পান করিয়া আমাদের পঞ্চশতবর্ষ অতিবাহিত হইয়াছে এবং রাজকুমার, যেরূপ দেখিতেছ আমরা তদ্রূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন বিধি তোমাদিগকে আমাদের অতিথিরূপে প্রেরণ করিয়াছেন, অতএব তোমরা আমাদের আশ্রমে আগমন কর।'

এইপ্রকারে নিমন্ত্রিত হইয়া মৃগাঙ্কদত্ত সঙ্গীগণসহ তাহাদের সহিত তাহাদের আশ্রমে আগমন করিয়া সেই দিবস দুগ্ধপান করিয়া অতিবাহিত করিল। পরদিবস প্রাতঃকালে যাত্রা করিয়া বহু অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে দেখিতে কালক্রমে কিরাতরাজ্যে উপনীত হইয়া সে শ্রুতধিকে কিরাতরাজ শক্তিরক্ষিতের নিকট তাহার আগমনবার্তা নিবেদন করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিল। কিরাতরাজ উহা শ্রবণ করিয়া মৃগাঙ্কদত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিল এবং তাহাকে অমাত্যবৃন্দসহ সসম্মানে স্বনগরীতে আনয়ন করিল। মৃগাঙ্কদত্ত তাহার আগমনের কারণ ব্যক্ত করিয়া কিরাতরাজকর্তৃক আপ্যায়িত

হইয়া কিয়দ্দিবস তথায় অতিবাহিত করিল। যথাকালে শক্তিরক্ষিত তাহাকে তাহার কার্যে সাহায্য করিবে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া শশাঙ্কবতীতে অর্পিতহৃদয় রাজকুমার এক শুভদিনে তাহাকে আমন্ত্রণকরতঃ স্বাদশজন পুনরায় উজ্জয়িনী যাত্রা করিল।

ভ্রমণ করিতে করিতে সে এক জনশূন্য অরণ্যে উপস্থিত হইয়া ভস্মাজিন জটাজুটধারী এক তপস্বীকে বৃক্ষতলে দেখিতে পাইয়া সানুচর তাহার নিকট গমন করিয়া শুধাইল, 'ভগবন, এই আশ্রমবিহীন অরণ্যে আপনি একাকী কেন বাস করিতেছেন? তখন সেই তপস্বী প্রত্যুত্তর করিল; 'আমি শুদ্ধকীর্তি নামক মহামুনির শিষ্য এবং অনেকপ্রকার মন্ত্র অবগত আছি। একদা এক শুভলক্ষণযুক্ত ক্ষত্রিয় বালককে প্রাপ্ত হইয়া অধ্যবসায়সহকারের জীবিতাবস্থায় তাহাকে ভূতাবিষ্ট করিলে যখন তাহাকে প্রশ্ন করিলাম তখন সে আমাকে যথায় সিদ্ধৌষধি এবং রসায়ন প্রাপ্ত হওয়া যায় এই প্রকার নানা স্থানের কথা বিবৃত করিয়া বলিল, (৪২-৫৭) 'এই বিন্ধ্যাটবীর উত্তরদিকে একটিমাত্র শিংশপা বৃক্ষ আছে। মধ্যাহ্নে উহার বারি ধূলিকণাম্বার আবৃত থাকে, হংসমিথুন জলসারসের সহিত ক্রীড়া করাতে উহার অস্তিত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়। তথায় পারাবতাক্ষনামক প্রবল পরাক্রান্ত নাগরাজ বাস করে। দেবাসুর যুদ্ধের সময় সে বৈদূর্যকান্তি নামক অতুলনীয় খড়্গ প্রাপ্ত হইয়াছিল। যে ব্যক্তি ঐ খড়্গ প্রাপ্ত হয় সে সিদ্ধাধিপতি হইয়া অপরাজিত অবস্থায় বিচরণ করে। এরূপ কথিত আছে যে, এই খড়্গ বীরদিগের সহায়তাতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভূতাবিষ্ট বালক এই কথা বলিলে আমি তাহাকে বিদায় প্রদান করিলাম। সেই খড়্গ প্রাপ্তির নিমিত্ত অন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া কোনও সাহায্যকারী প্রাপ্ত না হইয়া বিষণ্নচিত্তে এই স্থানে মৃত্যুবরণ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি।' তপস্বীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃগাঙ্কদত্ত তাহাকে বলিল, 'আমি এবং আমার মন্ত্রীরা তোমাকে সাহায্য করিব।' তাপস সানন্দে স্বীকৃত হইয়া সানুচর তাহার সহিত পদতলে পাদলেপ লেপন করিয়া সেই নাগের আবাসস্থলে গমনকরতঃ অভিজ্ঞানের সেই স্থানটি জ্ঞাত হইয়া মৃগাঙ্কদত্ত এবং তাহার সহচরদিগকে যথাবিধি মন্ত্রপূত করিয়া রজনীতে তথায় স্থাপন করিল। সেই ধূলিপূর্ণ জল ও মন্ত্রপূত সর্ষপ স্বারা নির্মল করিয়া তথায় নাগদমন মন্ত্রস্বারা হোম করিতে উদ্যত হইল এবং মন্ত্রশক্তি স্বারা ভূমিকম্প মেঘ ইত্যাদি বিঘ্নসমূহ দমন করিলে সেই শিংশপা তরু হইতে একটি দিব্য রমণী নির্গত হইয়া রত্নাভরণ রবস্বারা যেন মোহমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে তাহার হৃদয় অবিলম্বে কটাক্ষবাণে বিদ্ধ

করিল। তখন তাপস ধৈর্য্যহারা হইয়া তাহার মন্ত্র বিস্মৃত হইল এবং ঐ ঘনস্তনী তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার হস্ত হইতে হোমপাত্র নিপাতিত করিল। তখন সুযোগপ্রাপ্ত হইয়া প্রলয়কালের ঘন মেঘের ন্যায় সেই সর্প পারাবতাক্ষ তাহার প্রাসাদ হইতে নির্গত হইলে সেই দিব্যস্ত্রী অন্তর্হিতা হইল এবং প্রজ্বলিত নয়নযুক্ত ঘোর গর্জনকারী সর্প দৃষ্টে তাপস ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিল। (৫৮-৭২)

সে বিনষ্ট হইলে সর্প তাহার ঘোরাকৃতি নিরাকরণ করিয়া তাপসকে সাহায্য করিয়াছে বলিয়া মৃগাঙ্কদত্ত এবং তাহার অনুচরদিগকে অভিশাপ প্রদান করিল, 'তোরা সকলে বিনা প্রয়োজনে এই ব্যক্তিটিকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছিস্ বলিয়া কিয়ৎকাল পরস্পর হইতে বিযুক্ত থাকিবি।' এই কথা বলিয়া নাগ অন্তর্হিত হইলে তাহাদের সকলের নয়ন অন্ধকারাবৃত হইল এবং তাহাদের শ্রবণশক্তিও লুপ্ত হইল। সেই অভিশাপের প্রভাবে তাহারা অবিলম্বে বিযুক্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকিল, যদিও পরস্পর পরস্পরকে অন্বেষণ করিয়া উচ্চরবে ডাকাডাকি করিতেছিল। রাত্রির বিভ্রান্তি গত হইলে মৃগাঙ্কদত্ত দেখিতে পাইল যে সচিবশূন্য হইয়া সে ইতস্ততঃ ঐ অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছে। দুই তিন মাস এই প্রকারে গত হইলে বিপ্র শ্রুতধি অন্বেষণ করিতে করিত অকস্মাৎ তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিল। মৃগাঙ্কদত্ত শ্রুতধিকে সাদর আপ্যায়ণ করিয়া নিজের সচিবদিগের কথা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রুতধি রোদন করিতে করিতে তাহার পাদপ্রান্তে পতিত হইয়া তাহাকে আশ্বাসপ্রদানপূর্বক বলিল, 'রাজপুত্র, তাহাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই কিন্তু আমি জানি তাহারা উজ্জয়িনী গমন করিবে, কারণ আমাদের সকলকেই তথায় যাইতে হইবে।' এইপ্রকার বাক্যাদি দ্বারা রাজকুমারকে উদ্বুদ্ধ করিলে মৃগাঙ্কদত্ত ধীরে ধীরে তাহার সহিত উজ্জয়িনীর দিকে যাত্রা করিল।

কতিপয় দিবস পর্যটন করিবার পর অকস্মাৎ পথে স্বীয় মন্ত্রী বিমলবুদ্ধির সহিত সাক্ষাৎলাভ করিয়া সে হৃষ্ট হইল। মন্ত্রী তাহার দর্শন লাভ করিয়া সাশ্রুনয়নে তাহাকে প্রণাম করিলে রাজকুমার তাহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিল এবং তাহাকে উপবিষ্ট করাইয়া অন্যান্য মন্ত্রীদিগের বার্তা জিজ্ঞাসা করিল। ভৃত্যপ্রিয় সেই বিমলবুদ্ধি বলিল: 'দেবসর্পের অভিশাপের প্রভাবে তাহারা কে কোথায় গমন করিয়াছে আমি জ্ঞাত নহি। কিন্তু তাহাদিগকে যে আপনি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন সেই বিষয়ে যাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন:—

রাজকুমার হইতে বিযুক্ত হইবার পর বিমলবুদ্ধির বৃত্তান্ত

সর্প আমাকে অভিশাপ প্রদান করিলে আমি শাপের প্রভাবে বহুদূরে গমন করিয়া অরণ্যের পূর্বাংশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম তখন আমাকে কোন দয়ালু ব্যক্তি ব্রহ্মদণ্ডী মুনির আশ্রমে লইয়া গিয়াছিল। (৭৩-৮৬) তথায় ঋষিপ্রদত্ত ফল এবং বারিতে আমার শ্রান্তি অপনোদিত হইলে আমি ভ্রমণ করিতে করিতে আশ্রম হইতে দূরে একটি গুহা দেখিতে পাইলাম। কৌতুহলবশতঃ উহার ভিতর প্রবেশ করিয়া আমি একটি মণিময় প্রাসাদ দর্শনকরতঃ জালগবাক্ষের ভিতর দিয়া উহার অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম যে একটি রমণী সভৃঙ্গ একটি চক্র ঘূর্ণন করিতেছে এবং ভৃঙ্গসমূহ তথায় দণ্ডায়মান হইয়া কেহ একটি গাভীর অভিমুখে এবং কেহ বা একটি গর্দভের অভিমুখে গমন করিতেছে। কতিপয় ভৃঙ্গ গাভীর দুগ্ধফেন ভক্ষণ করিয়া শ্বেতবর্ণ ধারণ করিল এবং কতিপয় গর্দভ নিষ্কাশিত রক্তপান করিয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। অতঃপর সকল ভৃঙ্গ মাকড়সায় রূপান্তরিত হইয়া নিজেদের বিষ্ঠা দ্বারা শ্বেত এবং কৃষ্ণ, দুই বিভিন্ন বর্ণের জাল প্রস্তুত করিল। কতিপয় জাল উত্তমপুষ্পের সহিত এবং কতক জাল বিষ পুষ্পের সহিত সংযুক্ত ছিল। মাকড়সাসমূহ যদৃচ্ছা জালসমূহে আবদ্ধ রহিলে শ্বেত এবং কৃষ্ণ বর্ণের দ্বিমুখী একটি বৃহৎ সর্প উহাদিগকে দংশন করিলে ঐ রমণী যখন তাহাদিগকে নানাবিধ ঘটে রাখিল তখন তাহারা নির্গত হইয়া সেই জালসমূহেই পুনরায় উপবেশন করিল। তখন যে ভৃঙ্গসমূহ বিষপুষ্প সংযুক্তজালে উপবেশন করিয়াছিল তাহারা বিষের জ্বালায় ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে যে ভৃঙ্গসমূহ অন্য জালে ছিল তাহারাও রোদন করিতে লাগিল। কিন্তু এই শব্দে তত্রস্থ জনৈক দয়ালু তপস্বীর ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি তাহার ললাট হইতে অগ্নিশিখা ঐ জালসমূহের উপর নিক্ষেপ করিলে মাকড়সাসংযুক্ত জালসমূহ ভস্ম হইয়া গেল এবং মাকড়সাসমূহ একটি বৈদূর্য মণিময় দণ্ডাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দণ্ডোপরিস্থিত জ্যোতির্ময় আলোকের ভিতর অদৃশ্য হইল। চক্র, গাভী এবং গর্দ্দভের সহিত ঐ নারীও ইতোমধ্যে অন্তর্ধান করিল।

ইহা দর্শন করিয়া আমি সবিস্ময়ে তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে একটি মনোহর তড়াগ দেখিতে পাইলাম। উহার কমলসমূহে ভৃঙ্গরাজি গুঞ্জন করিয়া যেন আমাকে উহা দর্শন করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছিল। (৮৭-৯৮) উহার তটে উপবিষ্ট হইয়া নিরীক্ষণ করিতে থাকিলে আমি উহার জলের অভ্যন্তরে একটি বিরাট অরণ্য দেখিতে পাইলাম। সেই অরণ্যে একটি ব্যাধ

দশহস্তযুক্ত একটি সিংহশাবক পোষণ করিতেছিল কিন্তু অবাধ্যতার নিমিত্ত ক্রোধান্বিত হইয়া উহাকে বন হইতে নির্বাসিত করিয়াছিল। নিকটবর্তী অরণ্যে একটি সিংহীর শব্দ শ্রবণ করিয়া সিংহটি যখন সেইদিকে গমন করিতেছিল তখন উহার দশ বাহু ঝঞ্ঝায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তখন লম্বোদর এক ব্যক্তি তথায় আগমন করিয়া তাহার বাহুসমূহ পূর্ববৎ যথাস্থানে স্থাপিত করিলে সিংহটি সিংহীর অন্বেষণে সেই অরণ্যে গমন করিল। বনান্তরে অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া সে তাহার পূর্বতনী ভার্যাকে প্রাপ্ত হইয়া তাহার সহিত স্বীয় অরণ্যে প্রত্যাবর্তন করিল। লুব্ধক যখন দেখিল যে সঙ্গিনীকে লইয়া সিংহ তাহার বংশানুক্রমিক আবাসস্থল সেই বনে আগমন করিয়াছে তখন সিংহকে অরণ্যের সত্ব প্রদানপূর্বক সে প্রস্থান করিল।

এই দৃশ্য দর্শন করিয়া আমি আশ্রমে প্রত্যাবর্তনপূর্বক উভয় বৃত্তান্তই ব্রহ্মদত্তীর নিকট বিবৃত করি। সেই ত্রিকালজ্ঞ ঋষি অনুকম্পাবশতঃ আমাকে বলিলেন, 'তুমি সৌভাগ্যবান্। শিব প্রসন্ন হইয়া সমস্তই তোমাকে দেখাইয়াছেন। তুমি যে নারীটিকে দর্শন করিয়াছিলে সে মায়া। যে চক্র সে আবর্তন করিতেছিল তাহা সংসারচক্র এবং ভৃঙ্গরাজি জন্তু। গাভী এবং গর্দভ ধর্ম এবং অধর্মের প্রতীক। দুগ্ধফেন এবং রক্তফেন, যাহা তাহারা ভৃঙ্গদিগের নিমিত্ত নির্গত করিয়াছিল উহারা সুকৃতি এবং দুষ্কৃতি। যে বস্তুর উপর উহারা উপবিষ্ট হইয়া শ্বেত এবং কৃষ্ণ, দ্বিবিধ ঊর্ণনাভে রূপান্তরিত হইয়াছিল, তাহা দ্বারা সম্পদ লাভ করিয়াছি। বিষ্ঠাস্বরূপ সব বীর্যবত্তা দ্বারা যে দ্বিবিধ জাল রচনা করিয়াছিল উহা সন্তান সন্ততিদিগের প্রতীক। উত্তমপুষ্প এবং বিষপুষ্প সুখ এবং দুঃখ প্রকাশ করিতেছিল। স্বীয় জালাবদ্ধ হইয়া যখন সর্পদষ্ট হইয়াছিল উহা মৃত্যুর প্রতীক এবং উহার দ্বিমুখের শ্বেতমুখ হইল সৌভাগ্যসূচক এবং কৃষ্ণমুখ দুর্ভাগ্যসূচক। (৯৯-১১১)

অতঃপর সেই মায়ার প্রতীক নারীমূর্তি ঘটস্বরূপ নানা যোনিতে তাহাদিগকে জন্মগ্রহণ করাইলে তাহারা পুনরায় নির্গত হইয়া পূর্ববৎ শ্বেত এবং কৃষ্ণবর্ণ ধারণপূর্বক জালে পাশবদ্ধ হইয়াছিল। উহা সুখ এবং দুঃখপ্রদ সন্তান সন্ততিদিগের প্রতীক। অবশেষে পাশবদ্ধ কৃষ্ণ ঊর্ণনাভসমূহ যাতনার প্রতীক বিষদ্বারা পীড়িত হইয়া ঈশ্বরের সাহায্যভিক্ষা করিতে লাগিয়াছিল। উহা দর্শন করিয়া পাশবদ্ধ শ্বেত ঊর্ণনাভ সমূহেরও বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়ায় তাহারা পরমেশ্বরের স্মরণাপন্ন হইয়াছিল। তখন তাপসরূপী ঈশ্বর মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া জ্ঞানাগ্নি দ্বারা তাহাদের পাপসকল ভস্ম

করিয়াছিলেন। অতঃপর তাহারা ভাস্কর মণ্ডলের প্রতীক বৈদূর্যমণি রচিত দণ্ডে উর্ধ্বস্থিত পরমধামে আরোহণ করিয়াছিল। অবশেষে মায়াচক্রাকারে আবর্তিত জন্ম, এবং ধর্ম ও অধর্মের প্রতীক গাভী ও গর্দভসহ অন্তর্ধান করিয়াছিল।

এই প্রকারে স্বীয় সুকৃতি এবং দুষ্কৃতি অনুরূপ ,সংসারচক্রে আবর্তিত হইয়া জন্তুগণ ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া মুক্তি লাভ করে। তোমার ভ্রান্তি নিরসনের নিমিত্ত এই দৃশ্য দর্শন করাইয়া তেমোকে দেবাদিদেব শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তুমি তড়াগবারিতে যে দৃশ্য দর্শন করিয়াছিলে ইহা তাহারই ব্যাখ্যা। মৃগাংকদত্তের ভাগ্যে যাহা হইবে তাহা দেখাইবার নিমিত্ত জলে ভগবান তোমাকে ঐ প্রতিবিম্ব দর্শন করাইয়াছিলেন। (১১২-১২১) তাহাকে সিংহশাবকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। দশমন্ত্রীকর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া সে লালিত পালিত হইয়াছিল। দশভুজা তাহারই প্রতীক। লুব্ধকরূপী ক্রোধান্বিত পিতাকর্তৃক অরণ্যরূপী স্বদেশ হইতে সে নির্বাসিত হইয়াছিল। সিংহীর সহিত তুলনীয়া বনান্তর অর্থাৎ অবন্তী হইতে শশাঙ্কবতীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইবার সময় যে ঝঞ্ঝাবাত্যা তাহার দশভুজ বিপর্যস্ত করিয়াছিল উহা সর্পের অভিশাপে মন্ত্রীবর্গের সহিত বিযুক্ত হইবার প্রতীক। লম্বোদর পুরুষরূপে গণেশ আগমনপূর্বক তাহার দশবাহু অর্থাৎ মন্ত্রীদিগকে পূর্বস্থানে স্থাপন করিলে সে পূর্বের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতঃপর বহুকষ্টস্বীকার করিয়া স্থানান্তরে গমনপূর্বক সিংহীকে অর্থাৎ শশাংকবতীকে প্রাপ্ত হইয়া সে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। যখন ব্যাধ অর্থাৎ তাহার পিতা তাহাকে ভার্যাসহ শত্রুর সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া তাহার নিকট আগমন করিতে দেখিলেন তখন তিনি সমস্ত অরণ্য অর্থাৎ তাহার রাজ্য উহাকে প্রদান করিয়া তপোবনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে তাহা যেন সদ্য ঘটিয়াছে, বিভু তোমাকে তাহাই দেখাইয়াছেন। সুতরাং নিশ্চিন্ত থাকিতে পার যে তোমার প্রভু তোমাকে, তাহার অন্যান্য মন্ত্রীদিগকে, তাহার পত্নীকে এবং তাহার রাজত্বকে প্রাপ্ত হইবেন।' সেই মুনি আমাকে এই কথা বলিলে আমার আশা পুনরুজ্জীবিত হইল এবং আমি আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে পর্যটন করিতে করিতে, রাজকুমার, অদ্য হেথায় আপনার সাক্ষাৎ লাভ করিলাম। রাজকুমার, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন যে আপনি প্রচণ্ড-শক্তি এবং আপনার অন্যান্য মন্ত্রীদিগকে প্রাপ্ত হইয়া সফলতা অর্জন করিবেন।

মৃগাঙ্কদত্ত বিমলবুদ্ধির এই অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত হইল এবং তাহার সহিত পুনরায় পরামর্শ করিয়া স্বকার্য সাধনের নিমিত্ত এবং তাহার অন্যান্য মন্ত্রীদিগকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত অবন্তীনগরীর দিকে যাত্রা করিল। (১২২-১৩২)

ইতি মহাকবি শ্রী সোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শশাংকবতী লম্বকের তৃতীয় তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—১৩২।
ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা—১৩,৫০৩।

শশাঙ্কবতীকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত মৃগাঙ্কদত্ত শ্রুতাধি এবং বিমলবুদ্ধির সহিত পর্যটন করিতে করিতে পথিমধ্যে নর্মদানদীতীরে উপনীত হইল। তাহাকে দেখিয়া সেই চঞ্চলা নদী আন্দোলিতবাহুবৎ বীচিবিক্ষুব্ধ হইল এবং তাহার পাণ্ডুর ফেণ দেখিয়া মনে হইল সে যেন, মৃগাঙ্কদত্ত মন্ত্রীদিগের সহিত সৌভাগ্যবশে পুনর্মিলিত হওয়ায়, নৃত্য এবং হাস্য করিতেছে। সে নদীবক্ষে স্নানার্থ অবতরণ করিলে তথায় শবররাজ মায়াবটু একই উদ্দেশ্যে সমাগত হইয়াছিল। মৃগাঙ্কদত্তের স্নান সমাপ্ত হইলে তিনটি জলদৈত্য যুগপৎ জল হইতে উত্থিত হইয়া ঐ ভিল্লকে ধৃত করিলে তাহার অনুচরবৃন্দ সভয়ে পলায়ন করিল। ইহা দর্শন করিয়া মৃগাঙ্কদত্ত উদ্যত খড়গহস্তে নদীতে অবতরণপূর্বক ঐ জলদৈত্যদিগকে হত্যা করিয়া ভিলরাজকে মুক্ত করিল। ঐ দৈত্যদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইয়া সে জল হইতে উত্থিত হইয়া রাজপুত্রের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া কহিল, 'আমার প্রাণরক্ষার্থ বিধাতা কাহাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছেন? আপনি কোন্ ধার্মিক পিতার বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন? কোন্ পুণ্যদেশে আপনি গমন করিতেছেন?' সে এই কথা বলিলে শ্রুতাধি রাজপুত্রের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলে শবরপতি বহু সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বলিল, 'আপনি দেবতা কর্তৃক নির্দিষ্ট যে কার্যসাধন করিতে গমন করিতেছেন আমি সে বিষয়ে আপনার সাহায্য করিব এবং মাতঙ্গপতি দুর্গপিশাচও আমার সহিত আগমন করিবে। আমি আপনার দাস, অনুগ্রহপূর্বক আমার প্রাসাদে আগমন করুন'। (১-১১)

মৃগাঙ্কদত্তকে নানা বাক্যে অনুরোধ করিয়া সে তাহাকে স্বপল্লীতে আনয়ন করিল। তথায় রাজপুত্রকে সে যথোপচারে অশেষ প্রকারে আপ্যায়িত করিল এবং পল্লীবাসীরাও তাহাকে সম্মানিত করিল। মাতঙ্গরাজ তাহার মিত্রের প্রাণরক্ষককে ভূমিতে মস্তক আনত করিয়া সম্মানপ্রদর্শনপূর্বক নিজেকে রাজপুত্রের দাস বলিয়া স্বীকার করিল। ভিল্লরাজ মায়াবটুর অনুরোধে সে কিয়দ্দিবস তথায় অতিবাহিত করিল। তাহার তথায় অবস্থিতিকালে একদিবস যখন শবরাধিপতি স্বীয় প্রতীহার চন্দ্রকেতুর সহিত দ্যূতক্রীড়া করিতেছিল তখন মেঘগর্জন আরম্ভ হইল এবং গৃহপালিত ময়ূরসমূহ মস্তক উত্তোলনপূর্বক নৃত্য করিতে

থাকিলে মায়াবটু গাত্রোত্থানপূর্বক উহাদিগকে দেখিতে লাগিল। তখন দ্যূতরসিক প্রতীহার তাহার নৃপতিকে বলল, 'দেব, এই অপটু ময়ূর-দিগের নৃত্য দেখিয়া কি লাভ ? আমার গৃহে একটি ময়ূর আছে যাহার তুল্য ময়ূর পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। আপনি যদি এই ব্যাপারে রসগ্রাহী হইয়া থাকেন তবে আগামীকাল প্রাতঃকালে আপনাকে উহা দেখাইব।' রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, 'তুমি নিশ্চয়ই আমাকে উহা দেখাইবে।' অতঃপর সে দিনকৃত্য সমাপন করিল এবং মৃগাঙ্কদত্ত এই কথা শ্রবণ করিয়া অনুচরদিগের সহিত স্নান ও ভোজন কার্যাদি সম্পাদন করিল। (১২-২১)

মৃগাঙ্কদত্ত এবং প্রতীহারের অভিযান বৃত্তান্ত

রজনী সমাগত হইলে যখন সমস্ত বস্তু ঘোর তমসাবৃত হইল, তখন রাজপুত্র, যে কক্ষে তাহার অনুচরেরা সুপ্ত ছিল, দুঃসাহসিক অভিযান করিবার নিমিত্ত সর্বাঙ্গ কস্তুরীলিপ্ত করিয়া নীলবসন পরিধানপূর্বক একাকী সেই কক্ষ হইতে খড়্গহস্তে নির্গত হইল। সে যখন ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল তখন অন্ধকারে না দেখিতে পাইয়া কোন এক ব্যক্তি তাহার স্কন্ধে স্বীয় স্কন্ধ ঘর্ষণ করিলে রাজপুত্র ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিল। সেই ব্যক্তি কিঞ্চিন্মাত্রও লজ্জিত না হইয়া যথোচিত উত্তর প্রদান করিল, 'কোনপ্রকার বিচার না করিয়া বিচলিত হইতেছ কেন ? বিচার করিলেই দেখিতে পাইবে যে অদ্য রজনী আলোকিত না করাতে চন্দ্রের দোষ হইয়াছে ; অথবা যে বিধাতা উহাকে পূর্ণ অধিকার প্রদান করেন নাই, তাহারই দোষ, কারণ এই অন্ধকারে অকারণে কলহের উৎপত্তি হয়।'

নাগরিকের উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া মৃগাঙ্কদত্ত বলিল, 'তুমি যথার্থই বলিয়াছ। তুমি কে ?' সেই ব্যক্তি প্রত্যুত্তর করিল, 'আমি চোর।' রাজপুত্র এই কথা শ্রবণ করিয়া ছলনা করিয়া বলিল, 'হাতে হাত মিলাও। আমাদের উভয়েরই একই ব্যবসায়।' রাজপুত্র তাহার সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া কৌতূহলবশতঃ তাহার সহিত গমন করিতে করিতে একটি তৃণাচ্ছাদিত জীর্ণ কূপের নিকট উপনীত হইল। সেই ব্যক্তি সুরঙ্গপথে প্রবেশ করিলে মৃগাঙ্কদত্তও তাহাকে অনুসরণ করিয়া নৃপতি মায়াবটুর অন্তঃপুরে উপস্থিত হইল। তথায় প্রদীপের আলোক দেখিতে পাইয়া সে চিনিতে পারিল যে ঐ ব্যক্তি চোর নহে, প্রতীহার চন্দ্রকেতু। কিন্তু সেই

গৃহ কোন মৃদু আলোকে আলোকিত হওয়ায় এবং রাজপুত্র অন্য বেশপরিধান করায় রাজ্ঞীর গুপ্ত উপপতি সেই প্রতীহার তাহাকে চিনিতে অসমর্থ হইল। প্রতীহার আগত হওয়া মাত্র মঞ্জুমতীনাম্নী রাজপত্নী উহার প্রতি অত্যাসক্তিবশতঃ উত্থিত হইয়া উহার কণ্ঠালিঙ্গন করিল এবং তাহাকে পর্যঙ্কে উপবিষ্ট করাইয়া বলিল, 'অদ্য যে ব্যক্তিকে আনয়ন করিয়াছ সে কে?' সে তখন তাহাকে বলিল, 'তুমি নিশ্চিন্ত থাক। ইনি আমার মিত্র।' কিন্তু মঞ্জুমতী উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, 'আমি মন্দভাগ্য স্ত্রীলোক, কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? রাজা মৃত্যুর মুখে প্রবেশ করা সত্ত্বেও মৃগাঙ্কদত্ত তাহাকে রক্ষা করিয়াছে।' (২২-৩৭) প্রতীহার ইহা শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিল, 'প্রিয়ে, দুঃখ করিও না। আমি শীঘ্রই মৃগাঙ্কদত্ত ও রাজাকে হত্যা করিব।' এই কথা শ্রবণ করিয়া মঞ্জুমতী দৈবক্রমে বলিল, 'তুমি গর্ব করিতেছ কেন? সেদিন ভূপতি যখন নর্মদাজলে দানবদিগকর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন একাকী মৃগাঙ্কদত্তই তাহাকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। তখন তুমি তাহাকে হত্যা কর নাই কেন? প্রকৃত কথা এই যে তুমি ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলে। সুতরাং নীরব থাক, যদি কেহ তোমার এই কথা শ্রবণ করে তুমি বীর মৃগাঙ্কদত্তের হস্তে নিশ্চয়ই নিগৃহীত হইবে।' এই কথা বলিলে তাহার উপপতি ঐ প্রতীহারের ধৈর্যচ্যুতি হইল। সে বলিল, 'রে পাপীয়সি, তুই নিশ্চয়ই মৃগাঙ্কদত্তের প্রতি আসক্ত হইয়াছিস সুতরাং আমার নিকট হইতে এই উপহাস বাক্যের সমুচিত পুরস্কার গ্রহণ কর।' সে তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত খড়্গহস্তে উত্থিত হইলে মঞ্জুমতীর এক সখী ধাবিত হইয়া হস্তদ্বারা ঐ খড়্গ ধৃত করিল এবং ইতোমধ্যে মঞ্জুমতী কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল। প্রতীহার সেই চেটিকার হস্ত হইতে খড়্গ সজোরে আকর্ষণ করিলে চেটিকার অঙ্গুলি কর্তিত হইল। প্রতীহার আকুলচিত্তে অতিশয় বিস্মিত মৃগাঙ্কদত্তের সহিত যে পথে আগমন করিয়াছিল পুনরায় সেই পথ দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিল।

তখন মৃগাঙ্কদত্ত, অন্ধকারবশতঃ যাহাকে চিনিতে পারা যায় নাই, সেই প্রতীহারকে বলিল, 'এখন ত তুমি স্বগৃহে আগমন করিয়াছ আমি এখন বিদায় গ্রহণ করি।' কিন্তু প্রতীহার রাজপুত্রকে বলিল, 'আর দূরে গমন না করিয়া অদ্য এই স্থানেই নিদ্রিত হও। তুমি পরিশ্রান্ত হইয়াছ।' তাহার কার্যাদি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভের নিমিত্ত কৌতূহলী রাজপুত্র সম্মত হইলে প্রতীহার এক ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া বলিল, (৩৮-৪১)—'যে কক্ষে ময়ূর

থাকে ইহাকে সেই কক্ষে লইয়া গিয়া শয্যা প্রদান কর।' ভৃত্য বলিল, 'আমি আপনার আদেশ পালন করিব' এবং রাজকুমারকে সেই কক্ষে লইয়া গিয়া তথায় একটি প্রদীপ স্থাপন করিয়া তাহাকে শয্যা প্রদান করিল। বহির্দ্বার শিকল দ্বারা আবদ্ধ করিয়া ভৃত্য প্রস্থান করিলে মৃগাঙ্কদত্ত তথায় পিঞ্জর মধ্যে একটি ময়ূর দর্শন করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, 'প্রতীহার এই ময়ূরের কথাই বলিয়াছিল' এবং কৌতূহলবশতঃ ঐ পিঞ্জরের দ্বার উন্মুক্ত করিলে ময়ূরটি নির্গত হইয়া মৃগাঙ্কদত্তের দিকে দৃঢ়ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বারংবার তাহার পদতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। সে যখন এইরূপে লুণ্ঠিত হইতেছিল তখন তাহার গলদেশ রজ্জুবদ্ধ দেখিয়া সে মনে করিল যে উহা তাহাকে পীড়া দিতেছে এবং তৎক্ষণাৎ ঐ বন্ধনমোচন করিল। রজ্জুবন্ধন মুক্ত হওয়ামাত্র ঐ ময়ূর তাহার চক্ষুর সম্মুখেই তাহার মন্ত্রী ভীমপরাক্রমরূপে পরিণত হইল। সে প্রণত হইলে মৃগাঙ্কদত্ত তাহার ঐ ভক্তমন্ত্রীকে আলিঙ্গন করিয়া সবিস্ময়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'সখে, বল ইহার কি তাৎপর্য?' তখন ভীমপরাক্রম হৃষ্টচিত্তে তাহাকে বলিল: রাজকুমার শ্রবণ করুন। আমি আমার বৃত্তান্ত আদি হইতে বলিতেছি: (৫০-৫৮)

রাজকুমার-সঙ্গ বিচ্যুত হইবার পর ভীমপরাক্রমের অভিযান কাহিনী

নাগপাশে আমি যখন আপনার সঙ্গচ্যুত হইলাম তখন ভ্রমণ করিতে করিতে আমি শাল্মলী পাদপমূলে আগত হইলাম। বৃক্ষগাত্রে গণেশের মূর্তি খোদিত দেখিয়া আমি তাহার পূজা করিলাম এবং ক্লান্তিবশতঃ বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, 'রজনীর বেতালবৃত্তান্ত প্রভুর নিকট বিবৃত করাতেই আমার এই দুর্দশা হইয়াছে, সুতরাং আমার এই পাপদেহ বিসর্জন দিব।' এইরূপ মানসিক অবস্থায় আমি অনাহারে দেবতার সম্মুখে অবস্থান করিতেছিলাম। কিয়দ্দিবসান্তে এক বৃদ্ধ পান্থ সেই পথে আগমনকরতঃ বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবেশনপূর্বক আমাকে দেখিতে পাইয়া বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 'পুত্র, তুমি ম্লানমুখে নির্জনে হেথায় রহিয়াছ কেন?' অতঃপর যাহা ঘটিয়াছিল অবিকল তাহা বর্ণনা করিলে আমাকে উৎসাহ প্রদানার্থ ঐ বৃদ্ধ পান্থ অনুকম্পাভরে বলিল, 'পুরুষমানুষ হইয়া তুমি স্ত্রীলোকের মত মৃত্যুবরণ করিতেছ কেন? বিপদে স্ত্রীলোকেরাও ধৈর্যচ্যুত হয় না। ইহার প্রমাণস্বরূপ একটি কাহিনী শ্রবণ কর: (৫৯-৬৬)

কমলাকর-হংসাবলী কথা

কোশল নগরীতে বিমলাকর নামক নরপতি বাস করিত। তাহার কমলাকর নামক পুত্র ছিল। বিধাতার বিধানে শৌর্যে, সৌন্দর্যে, দাক্ষিণ্যগুণে সে স্কন্দ, কন্দর্প এবং স্বর্গের কল্পদ্রুমকেও পরাভূত করিয়াছিল। একদা তাহার পূর্বপরিচিত জনৈক বন্দী নিখিল বন্দিদিগের প্রশংসাই রাজপুত্রের সমক্ষে একটি গাথা পাঠ করিল, কমল প্রাপ্তিতে পুলকিত নানা পক্ষীর গুঞ্জনমুখরিত কমলাকর প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন্ হংসাবলী তুষ্ট হয়? মনোরথসিদ্ধি নামক বন্দী এই গাথা বারংবার আবৃত্তি করায় রাজকুমার কমলাকর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, 'রাজকুমার, আমি পর্যটন করিতে করিতে নৃপতি মেঘমালী জগরী, লক্ষ্মীদেবীর লীলাউদ্যান বিদিশাতে গমন করিয়াছিলাম। তথায় গীতাচার্য দর্দুরের গৃহে অবস্থানকালে সে একদিন আমাকে প্রসঙ্গক্রমে বলিল, 'আগামীকল্য রাজকন্যা হংসাবলী নৃপতির সম্মুখে অদ্য-অধিগত নৃত্যকলা প্রদর্শন করিবেন।' (৬৭-৭৪) ইহা শ্রবণ করিয়া আমার কৌতূহল উপস্থিত হইল এবং পরদিবস আমি গীতাচার্যের সহিত রাজপ্রসাদে প্রবেশ করিয়া রঙ্গমণ্ডপে উপস্থিত হইলাম। তথায় আমি সুমধ্যমা রাজকন্যা হংসাবলীকে তাহার পিতার সম্মুখে ঢক্কা নিনাদের সহিত নৃত্য করিতে দেখিলাম। পুষ্পাভরণে সজ্জিত পল্লবের মত বাহু সঞ্চালিত করিয়া সে নৃত্য করিতেছিল। মনে হইল সে যেন যৌবনানিলে আন্দোলিত কন্দর্প বৃক্ষের একটি বল্লরী। তখন আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম, 'রাজপুত্র কমলাকর ব্যতীত এই মৃগনয়নীর ভর্তা হইবার যোগ্য আর কেহ নাই। যদি এই কন্যা তাহার সহিত মিলিত হইতে সমর্থ না হয়, তবে কামদেব কেন অযথা তাহার পুষ্পকার্মুকে জ্যা যোজনা করিবার কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন? ইহার একটি উপায় বাহির করিতেই হইবে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া এই দৃশ্য দর্শনান্তে আমি রাজসভাদ্বারে বিজ্ঞপ্তি লিপিবদ্ধ করিলাম, 'আমার সমকক্ষ কোনও চিত্রকর এই স্থানে থাকিলে সে একটি চিত্র অঙ্কিত করুক।' কেহ এই বিজ্ঞপ্তি উৎপাটিত করিতে সাহস না করিলে নৃপতি আমাকে আহ্বান করিয়া তাহার দুহিতার আবাসের চিত্র অঙ্কিত করিতে নিযুক্ত করিল। তখন হে দেব কমলাকর, আমি হংসাবলীর গৃহে আপনার এবং আপনার ভৃত্যাদিগের আলেখ্য অঙ্কিত করিলাম। (৭৫-৮৩)

অতঃপর আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম, 'যদি আমি এই বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা বলি তবে রাজকন্যা হয়ত মনে করিবে যে আমি কোন ষড়যন্ত্র করিয়াছি, সুতরাং কৌশলে ইহা তাহাকে জ্ঞাত করাইতে হইবে।' এইরূপ

চিন্তা করিয়া আমি আমার জনৈক বিশ্বস্ত সুহৃদকে উন্মাদের ভান করিয়া কিপ্রকারে আচরণ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদানপূর্বক তাহাকে প্রাসাদের নিকট স্থাপিত করিলাম। রাজপুত্রগণ দূর হইতে নৃত্যগীত-পূর্বক তাহাকে বিচরণ করিতে দেখিয়া ক্রীড়াচ্ছলে তাহাকে তাহাদের নিকট আনয়ন করিলে হংসাবলীও তাহাকে দর্শন করিয়া কৌতুকার্থে স্বীয় গৃহে আনয়ন করিল এবং সে আপনার আলেখ্য দর্শন করিয়া আপনাকে এই বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিল, 'আমার কি সৌভাগ্য! আমি অনন্ত গুণের আধার বিষ্ণুর ন্যায় পদ্মশঙ্খরেখাযুক্ত হস্ত লক্ষ্মীদেবীর প্রিয় কমলাকরের সাক্ষাৎ লাভ করিলাম।' যখন রাজকন্যা তাহাকে এই প্রকারে গান করিয়া নৃত্য করিতে দেখিল তখন সে আমাকে অত্যন্ত আগ্রহপূর্বক জিজ্ঞাসা করিল, 'এই লোকটি কি বলিতেছে, তুমি এই স্থানে কাহার আলেখ্য চিত্রিত করিয়াছ?' আমি তাহাকে বলিলাম, 'হে সুন্দরি, রূপগৌরবে মুগ্ধ হইয়া যে রাজকুমারকে আমি এই স্থানে অঙ্কিত করিয়াছি তাহাকে এই উন্মাদ নিশ্চয়ই পূর্বে দেখিয়াছে।' তখন তাহাকে আপনার পরিচয় প্রদানপূর্বক আপনার সদ্গুণাবলীর প্রশংসা করিলাম। তখন হংসাবলীর হৃদয়ে কামবৃক্ষ উদ্গত হইয়া আপনার প্রেমরসে তাহা সিক্ত হইতে লাগিল। অতঃপর তাহার পিতা তথায় আগমনকরতঃ কি হইতেছে দেখিতে পাইয়া ঐ ছদ্মবেশী নৃত্যপর উন্মাদকে এবং আমাকে তথা হইতে বিতাড়িত করিল। সেই দিন হইতে রাজকন্যা দিনে দিনে কৃশ হইতে লাগিল এবং কৃষ্ণপক্ষের ইন্দুলেখার ন্যায় কেবলমাত্র তাহার লাবণ্যই রহিয়া গেল। (৮৪-৯৪) পীড়ার ছল করিয়া সে বিপদবারণ বিষ্ণুর মন্দিরে গমন করিয়া পিতার অনুমতি গ্রহণকরতঃ বিজনে জীবন যাপন করিতে লাগিল। আপনার কথা চিন্তা করিতে করিতে বিনিদ্র অবস্থায় সে চন্দ্রালোকও সহ্য করিতে পারিত না এবং দিবস ও রজনীর ভেদজ্ঞানও তাহার লুপ্ত হইল। অতঃপর একদিন সে গবাক্ষ হইতে আমাকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আমকে আহ্বানকরতঃ বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিয়া আমাকে সম্মানিত করিল। বহির্গত হইয়া আমি তৎপ্রদত্ত বসনাঞ্চল তলে যে গাথা লিখিত হইয়াছিল তাহা আপনার নিকট আবৃত্তি করিয়াছি। পুনর্বার তাহা শ্রবণ করুন ঃ—

'কমল প্রাপ্তিতে পুলকিত নানা পক্ষীর গুঞ্জন মুখরিত কমলাকর প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন্ হংসাবলী তুষ্ট হয়?'

ইহা পাঠ করিয়া তোমার প্রতি তাহার মনোভাব নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত হইয়া আমি তোমার অবগতির নিমিত্ত হেথায় আগমন করিয়া ঐ গাথাটি

আবৃত্তি করিলাম। যে বস্ত্রের উপর সে ঐ গাথাটি লিখিয়াছিল, এই যে সেই বস্ত্র।' বন্দীর এই কথা শ্রবণ করিয়া এবং ঐ লিখিত গাথা দর্শন করিয়া কমলাকর সাতিশয় প্রীত হইল এবং হংসাবলী কর্ণদ্বারা অথবা নেত্রদ্বারা তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে—সেই কথা ভাবিতে লাগিল।

যখন সে রাজকুমারীকে লাভ করিবার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থার কথা সোৎসুকে চিন্তা করিতেছিল তখন দৈবাৎ তাহার পিতা তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিল, (৯৫-১০৩) বৎস, অলস নৃপতিগণ মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় নাশপ্রাপ্ত হয় এবং নষ্ট হইলে পুনরায় কি প্রকারে অভ্যুদিত হইবে? তুমি সুখসম্ভোগপূর্বক এ পর্যন্ত জয়াশা হৃদয়ে পোষণ কর নাই। সুতরাং আলস্য পরিত্যাগপূর্বক কর্মে উদ্দীপ্ত হও। অঙ্গরাজ স্বদেশ পরিত্যাগপূর্বক আমাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। অগ্রসর হইয়া আমার এই শত্রুকে পরাজিত কর। আমি গৃহে থাকিব।' প্রিয়তমার দেশের দিকে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক হইয়া সে এই অভিযানে সম্মত হইয়া পিতৃপ্রদত্ত চমূসহ পৃথিবী এবং শত্রুহৃদয় কম্পিত করিয়া যাত্রা করিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া অঙ্গরাজের সৈন্যবাহিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে অঙ্গরাজ সমাবর্তনপূর্বক তাহাকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। অগস্ত্য যেরূপ বারিধি পান করিয়াছিলেন সেই তেজস্বী বীর কমলাকরও তদ্রূপ অঙ্গরাজ চমূ পান করিয়া বিজয়ী হইল এবং অঙ্গরাজকে জীবিতাবস্থায় বন্দী করিল। সেই শত্রুকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সে মুখ্য প্রতীহারের সহিত পত্রসহ তাহাকে পিতৃসমীপে প্রেরণ করিল। মুখে মুখে পিতার নিকট সে এই বার্তা প্রেরণ করিল, 'পিতঃ, আমি অন্যান্য শত্রুদিগকে জয় করিবার নিমিত্ত এই স্থান পরিত্যাগ করিতেছি।' এইরূপে অন্যান্য শত্রুদিগকে জয় করিতে করিতে সে শত্রুসৈন্যযুক্ত বর্ধিত সৈন্যবলসহ অবশেষে বিদিশানগরীর সন্নিকটে উপনীত হইল। (১০৪-১১৩)

তথায় স্কন্ধাবার স্থাপনপূর্বক সে হংসাবলীর পিতা মেঘমালীর নিকট হংসাবলীর পাণি প্রার্থনা করিয়া এক দূত প্রেরণ করিল। কমলাকর শত্রুরূপে আগমন করে নাই, তাহার দুহিতাকে লাভ করিতে আগত হইয়াছে, দূতমুখে এই কথা জ্ঞাত হইয়া রাজা স্বয়ং মিত্রভাবে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল! রাজকুমার তাহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিলে মেঘমালী রাজপুত্রকে সাদরে বলিল, 'দূতদ্বারা যে কর্ম সিদ্ধ হইত তাহা সাধন করিবার নিমিত্ত তুমি স্বয়ং কেন আগমন করিয়াছ? আমারও ইচ্ছা যে এই বিবাহ সম্পাদিত হয়। তাহার কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। বাল্যকাল হইতেই এই হংসাবলীর অচ্যুতের আরাধনা এবং তাহার শিরীষপেলব অঙ্গ দর্শন করিয়া আমি উদ্বিগ্ন হইয়া

চিন্তা করিতাম, ‘এই কন্যার সুযোগ্য পাত্র কোথায় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে? উপযুক্ত বরের কথা আমার মনে না আসতে আমি উদ্বেগে বিনিদ্র হইয়া প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলাম। রোগ প্রশমনের নিমিত্ত আমি বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া প্রার্থনা করিতে থাকিলে এক রজনীতে ঈষৎ নিদ্রিত হইলে স্বপ্নে বিষ্ণু আমাকে আদেশ করিলেন, ‘বৎস, যে হংসাবলীর নিমিত্ত তুমি এই জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছ সে তোমাকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলেই তোমার জ্বর নিরাময় হইবে, কারণ তোমাকে পূজা করিয়া তাহার হস্ত এত পূত হইয়াছে যে সে যাহাকে স্পর্শ করিবে তাহার জ্বর অসাধ্য হইলেও নিশ্চয়ই প্রশমিত হইবে। উহার বিবাহের জন্য তুমি চিন্তা করিও না, কারণ রাজকুমার কমলাকর উহার ভাবী পতি। কিন্তু হংসাবলীকে অল্পকাল কষ্টভোগ করিতে হইবে। বিষ্ণুকর্তৃক স্বপ্নে এই প্রকার আদিষ্ট হইয়া আমি নিশাশেষে জাগ্রত হইলাম। অতঃপর হংসাবলীর হস্তস্পর্শে আমার জ্বর আরোগ্য হইল। তোমাদের উভয়ের মিলন দেবতাকর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে। আমি হংসাবলীকে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম।’ এই কথা বলিয়া বিবাহের শুভ লগ্ন স্থির করিয়া সে স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিল। (১১৪-১২৬)

তথায় তাহার কৃতকর্মের কথা বিজ্ঞপ্ত করিলে হংসাবলী উহা শ্রবণ করিয়া গোপনে তাহার সখী কনকমঞ্জরীকে বলিল, ‘তুমি স্বচক্ষে দেখিয়া আইস যে রাজকুমারের হস্তে আমাকে সম্প্রদান করা হইবে সে চিত্রকরকর্তৃক অঙ্কিত যে আলেখ্য আমার হৃদয় হরণ করিয়াছে তাহার সদৃশ কিনা, কারণ ইহাও হইতে পারে যে পিতা ভীত হইয়া সসৈন্যে আগত একই নামের রাজকুমারকে উপহারস্বরূপ আমাকে প্রদান করিতেছেন।’ এই কথা বলিয়া সে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কনকমঞ্জরীকে প্রেরণ করিল।

সখী অক্ষমালা, মৃগাজিন এবং জটাজুট ধারণপূর্বক প্রকৃত তাপসীর ছদ্মবেশে সেই রাজকুমারের স্কন্ধাবারে আগমন করিলে রাজকুমারের অনুচরবৃন্দ তাহাকে প্রবেশ করিতে দিল এবং সে দেখিল যে জগজ্জয়ী মোহন অঙ্গের অধিকারী কামদেব যেন তথায় অবস্থান করিতেছে। তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া সে যেন মুহূর্তকাল সমাধিস্থ হইল। সাতিশয় ঔৎসুক্যবশতঃ সে মনে মনে বলিতে লাগিল, ‘এই পরমসুন্দর রাজকুমারের সহিত যদি মিলিত হইতে সমর্থ না হই তবে আমার জন্মই বৃথা। যাহা ঘটে ঘটুক না কেন, আমি এই কার্যসিদ্ধি করিবই করিব।’ সে তাহার সমীপে গমন করিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিল এবং তাহাকে একটি মণি প্রদান করিলে সে

সসম্মানে উহা গ্রহণ করিয়া উপবিষ্ট হইল। অতঃপর তাপসী তাহাকে বলিল, 'রাজপুত্র, এই উত্তম মণির গুণ আমি অনেকবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। এই মণি তোমার হস্তে থাকিলে তোমার শত্রুর সর্বোত্তম অস্ত্রও কার্যকর হইবে না। তোমার গুণে অনুরক্ত হইয়া আমি তোমাকে ইহা প্রদান করিতেছি, ইহা তোমার যত কাজে লাগিবে আমার তত লাগিবে না। তাহার এই কথা শুনিয়া রাজপুত্র কথা বলিতে উদ্যত হইলে সে তাহাকে বারণ করিয়া বলিল, 'আমি ভিক্ষাব্রতী' এবং সেইস্থান পরিত্যাগ করিল। (১২৭-১৩৭)

অতঃপর সে তাপসীর বেশ পরিত্যাগপূর্বক হংসাবলীসমীপে উপস্থিত হইলে তৎকর্তৃক পৃষ্ট হইয়া মিথ্যামিথ্যি বলিল, 'যদিও ইহা গুপ্ত থাকা উচিত তথাপি তোমাকে ভালবাসি বলিয়া রাজরহস্য তোমার নিকট ব্যক্ত করিব। তাপসীর বেশে আমি এই স্থান হইতে স্কন্ধাবারে গমন করিলে একব্যক্তি স্বেচ্ছায় মৎসমীপে আগমন করিয়া নিম্নস্বরে বলিল, 'ভগবতি, আপনি ভূততাড়ণ মন্ত্র অবগত আছেন কি?' প্রতীহার মনে করিয়া তাহাকে বলিলাম, 'আমি উহা উত্তমরূপেই অবগত আছি। উহা অতি সামান্য বিষয়।' তখন দেবি, আমি তৎক্ষণাৎ রাজপুত্র কমলাকরের নিকট নীত হইলে দেখিয়া বিষণ্ণ হইলাম যে সে রুগ্ন এবং ভূতাবিষ্ট হইয়া নানাপ্রকার ওষধি ও মাদুলীধারণ করিয়া উপবিষ্ট রহিয়াছে এবং পার্শ্বস্থ অনুচরেরা তাহাকে সংযত করিয়া রাখিয়াছে। অমঙ্গল নিবারণার্থ কতিপয় অলীক প্রক্রিয়া সম্পাদনকরতঃ 'আগামীকল্য প্রভাতে আগমন করিয়া আমি উহার দোষ স্কালন করিব' এই কথা বলিয়া তথা হইতে সত্বর নির্গত হইলাম। এই অকল্পনীয় দৃশ্য দর্শন করিয়া আমি অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া তোমার নিকট উহা নিবেদন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। এখন কি করিবে তুমিই ধার্য কর।'

সরলা হংসাবলী তাহার চেটিকার এই কল্পিত কাহিনী শ্রবণ করিয়া বজ্রাহতবৎ সম্মোহিত হইয়া তাহাকে বলিল, 'ভাগ্যদেবীর কি প্রহসন! উত্তমবস্তু নির্ম্মাণ করিয়াও তাহাতে দোষারোপ করেন। চন্দ্রের কলঙ্ক যে বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছে তাহাকে ধিক্! রাজকুমারকে পতিরূপে বরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি তাহাকে দর্শন করিতে অসমর্থ। আমার মরণ অথবা বনগমনই শ্রেয়ঃ। (১৩৮-১৪৮) আমাকে বলিয়া দাও আমার কি করা কর্তব্য।' সেই সরলা নারী এই কথা বলিলে মায়াবিনী কনকমঞ্জরী প্রত্যুত্তর করিল, 'তোমার কোন চেটিকাকে তোমার বেশে সজ্জিত করিয়া উহার সহিত পরিণীত কর। তখন প্রাসাদস্থ সকলে উত্তেজিত থাকিবে। আমরা কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করিব।' এই কথা শ্রবণ করিয়া

রাজকুমারী তাহার কুসখীকে বলিল, 'তুমিই আমার পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া রাজকুমারীকে বিবাহ কর। তোমার মত বিশ্বস্ত আপনজন আমার আর কে আছে?' তখন সেই পাপীয়সী কনকমঞ্জরী প্রত্যুত্তর করিল, 'শোক পরিত্যাগ কর। আমার কপালে যাহা ঘটে ঘটুক না কেন। আমি এই কার্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত একটি কৌশল অবলম্বন করিব। কিন্তু সময়কালে আমি তোমাকে যাহা করিতে বলিব, আমার নির্দেশমতো তুমি তাহাই সম্পাদন করিবে।' এইপ্রকার বাক্যদ্বারা হংসাবলীকে আশ্বস্ত করিয়া সে অশোককরী নামক তাহার এক বিশ্বস্ত সখীর নিকট গোপনরহস্য ব্যক্ত করিয়া তিন দিবস অপেক্ষা করিল এবং উন্মনা হংসাবলী তৎকর্তৃক নির্দিষ্ট কার্য করিতে স্বীকৃত হইল।

বিবাহদিবস আগত হইলে বর কমলাকর হস্তী, অশ্ব এবং পদাতিকসহ সায়ংকালে আগমন করিল। যখন প্রাসাদস্থ সকলে উৎসবে মত্ত ছিল তখন কনকমঞ্জরী অন্যান্য চেটিকাদিগকে কৌশলে অপসৃত করিয়া হংসাবলীকে সজ্জিত করিবার ছলে হংসাবলীকে সত্বর তাহার কক্ষে লইয়া গেল এবং স্বয়ং রাজকুমারীর বেশে সজ্জিত হইয়া হংসাবলীকে অশোককরীর বেশে সজ্জিত করিল এবং সহচরী অশোককরীকে নিজের বেশে সজ্জিত করিয়া নিশাগমে হংসাবলীকে বলিল, 'নগরীর পশ্চিমদ্বার হইতে ক্রোশমাত্র গমন করিলে তুমি একটি কোটরযুক্ত প্রাচীন শাল্মলীবৃক্ষ দেখিতে পাইবে। তথায় লুক্কায়িত রহিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিবে। কার্যসমাপনান্তে আমি নিশ্চয়ই তোমার সহিত মিলিত হইব।' (১৪৯-১৬১) হংসাবলী তাহার অলীক বন্ধুর এই কথায় সম্মত হইয়া রজনীতে সখীর বেশ পরিধানপূর্বক অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইয়া সকলের অলক্ষ্যে জনাকীর্ণ পশ্চিমদ্বার অতিক্রম করিয়া শাল্মলী তরুর পাদমূলে উপনীত হইয়া অন্ধকার তরুকোটরে প্রবেশ করিতে ভীত হইয়া সমীপস্থ একটি বটবৃক্ষে আরোহণ করিল। সরলা প্রকৃতি হওয়ায় বিশ্বাসঘাতিনী সখীর কুকর্ম আবিষ্কার করিতে অসমর্থ হইয়া সে পত্রাভ্যন্তরে লুক্কায়িত রহিয়া কু-সখীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকিল।

ইতোমধ্যে প্রাসাদে শুভলগ্ন সমাগত হইলে নৃপতি হংসাবলীবেশে সজ্জিতা কনকমঞ্জরীকে যজ্ঞবেদীতে স্থাপিত করিল। তাহার মুখাচ্ছাদন বস্ত্র থাকায় রজনীতে কেহ লক্ষ্য করিতে পারিল না। এইরূপে রাজা কমলাকরের সহিত অলীক হংসাবলীর বিবাহকার্য সম্পাদন করিল। বিবাহকার্য, সম্পন্ন হওয়ামাত্র শুভ লগ্ন থাকিতে থাকিতে রাজকুমার

পশ্চিমদ্বার দিয়া স্বীয় স্কন্ধাবারে দ্রুত গমন করিল এবং তাহার সঙ্গে অলীক হংসাবলী এবং কনকমঞ্জরীবেশী অশোককরীও গমন করিল। গমন করিতে করিতে যে বটতরুতে বঞ্চিতা হংসাবলী লুক্কায়িত ছিল তাহার সমীপস্থ শাল্মলী তরুর নিকটবর্তী হইলে যে হস্তীতে কমলাকর আরোহণ করিয়াছিল সেই হস্তীর পৃষ্ঠস্থিত কূট হংসাবলী যেন সন্ত্রস্তু হইয়া কমলাকরকে আলিঙ্গন করিল। তাহার ভীতির কারণ সোৎসুকে কমলাকর জিজ্ঞাসা করিলে সে ছলপূর্বক সাশ্রুনয়নে বলিল, 'আর্যপুত্র, আমার স্মরণ হইতেছে গত রজনীতে আমি স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলাম একটি রাক্ষসী এই বৃক্ষ হইতে নির্গত হইয়া ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত আমাকে ধৃত করিয়াছে। একজন বিপ্র তখন ধাবিত হইয়া আমাকে মুক্ত করিয়া আশ্বাস প্রদানপূর্বক বলিল, 'পুত্রি, এই বৃক্ষটিকে ভস্ম করিবে এবং সেই রাক্ষসী উহা হইতে নির্গত হইলে পুনরায় উহাকে তথায় নিক্ষেপ করিলে সমস্তই শুভপ্রদ হইবে।' এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ অন্তর্ধান করিল এবং আমিও জাগ্রত হইলাম। এই বৃক্ষটি দর্শন করিয়া আমার সেই কথা স্মরণ হওয়াতে আমি ভীত হইয়াছি।' সে এই কথা বলিলে কমলাকর ভৃত্যাদিগকে ঐ বৃক্ষ ও নারীকে দগ্ধ করিতে আদেশ প্রদান করিল। তাহারা বৃক্ষটি দগ্ধ করিলে কোন নারী উহা হইতে নির্গত না হওয়াতে কূট হংসাবলী মনে করিল যে তাহার স্বামিনীও বৃক্ষের সহিত দগ্ধীভূত হইয়াছে। সে প্রীত হইল এবং প্রকৃত হংসাবলীকে প্রাপ্ত হইয়াছে মনে করিয়া কমলাকর তাহার সহিত স্কন্ধাবারে প্রত্যাবর্তন করিল। (১৬২-১৭৮) পরদিবস প্রাতঃকালে সে সত্বর তথা ইহতে স্বনগরী কোশলাতে প্রত্যাবর্তন করিলে তাহার কার্য্যসিদ্ধিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার পিতা তাহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া বনে গমন করিলে সে কূট হংসাবলীরূপী কনকমঞ্জরীর সহিত পৃথিবী শাসন করিত লাগিল। কিন্তু বন্দী মনোরথসিদ্ধি কনকমঞ্জরীকর্তৃক আবিষ্কৃত না হইবার নিমিত্ত স্বীয় নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে প্রাসাদ হইতে দূরে অবস্থান করিতে লাগিল।

সেই রজনীতে বটতরুতে অবস্থিত হংসাবলী সমস্ত দর্শন এবং শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিল যে তাহাকে বঞ্চনা করা হইয়াছে। কমলাকরের প্রস্থানান্তে সে মনে মনে বলিতে লাগিল, "হায়! হায়! আমার কুসখী বঞ্চনাপূর্বক আমার কান্তাকে হরণ করিয়াছে এমন কি স্বীয় মনের শান্তির নিমিত্ত সে আমাকেও দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করে। বিশ্বাসঘাতকের উপর আস্থা স্থাপন করিলে কাহার না বিপদ সংঘটিত হয়? আমার নিমিত্ত যে

শাল্মলী তরুকে দগ্ধ করা হইয়াছে তাহার জ্বলন্ত অঙ্গারে আমার এই ভাগ্যহীন দেহ বিসর্জনপূর্বক ঐ তরুর ঋণশোধ করিব।' এই রূপ চিন্তা করিয়া সে বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্বক আত্মাহুতি প্রদান করিতে কৃতসংকল্প হইলে বিধিবশে তাহার সুবুদ্ধি উদয় হওয়াতে সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, "বিনা কারণে কেন আত্মবিসর্জন করিব ? আমি জীবিত থাকিলেই সখীদ্রোহের প্রতিশোধ লইতে পারিব। আমার পিতা যখন জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন তখন বিষ্ণু তাঁহাকে স্বপ্নে বলিয়াছিলেন যে আমার করস্পর্শে তিনি আরোগ্যলাভ করিবেন এবং ইহাও বলিয়াছিলেন যে হংসাবলী কমলাকরকে উপযুক্ত ভর্তারূপে প্রাপ্ত হইবে কিন্তু তাহাকে স্বল্পকালের নিমিত্ত ভাগ্য বিপর্যয় ভোগ করিতে হইবে।' সুতরাং আমি কোথাও গমন করিয়া কিছুকাল অপেক্ষা করিব। —এইরূপ চিন্তা করিয়া সে এক বিজন বনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। (১৭৯-১৯০)

বহুদূর গমন করিয়া সে ক্লান্ত হইয়া পড়িল এবং তাহার পদস্খলন হইতে লাগিল। তাহার প্রতি অনুকম্পাবশতঃই যেন সে যাহাতে পথ দেখিতে সমর্থ হয়, রজনীর অবসান হইল। তাহার অবস্থা দর্শনে তাহার প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই যেন আকাশে হইতে অশ্রুধারারাবৎ শিশিরবিন্দু পতিত হইতে লাগিল। গুণিজনসুহৃদ দিবাকর তাহার হৃদয়ে আশা উদ্রেক করিয়া এবং দিগ্দেশ উদ্ভাসিত করিয়া তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিবার নিমিত্ত যেন উদিত হইলেন এবং কর প্রসারিতপূর্বক তাহার অশ্রুমার্জন করিলেন। রাজকুমারী কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া মনুষ্যদৃষ্টির অন্তরালে অলিগলি দিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে অতিকষ্টে একটি অরণ্যে উপস্থিত হইল। কুশকণ্টকে তাহার পদ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। সেই অরণ্য বিহগপূর্ণ ছিল, তাহারা গুঞ্জন করিতে করিতে যেন বলিতেছিল, 'এই স্থানে আগমন কর, এই স্থানে আগমন কর।' সে ক্লান্ত হইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলে বৃক্ষসমূহ তাহাকে সাদরে তাহাদের বল্লরী আন্দোলিত করিয়া বাতাস করিতে লাগিল। প্রেমাস্পদের সহিত মিলিত হইবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া সে সেই অরণ্যে প্রফুল্লসহকারে তরুস্থিত কলকূজনরত কোকিলসহ মধু ঋতুর শোভা নিরীক্ষণ করিল। হতাশ হইয়া সে মনে মনে বলিতে লাগিল, 'পুষ্পরেণু রক্তরাগ-সমন্বিত মলয়ানিল যদিও আমাকে অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করিতেছে, মধুকর গুঞ্জনসহ বৃক্ষ হইতে পতিত পুষ্পবৃষ্টি যদিও আমাকে কামশায়কে বিদ্ধ করিতেছে, তথাপি আমি এইস্থানে অবস্থান করিয়া এই পুষ্পদ্বারা রমাপতির অর্চনা করিয়া আমার সমস্ত পাপ প্রক্ষালন করিব।' এইরূপ সংকল্প করিয়া

সে কমলাকরকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত বাপীনীরে স্নান করিয়া ফলাহারপূর্বক বিষ্ণুর আরাধনায় ব্যাপৃত রহিল। (১৯১-২০১)

তখন এইরূপ ঘটিল যে কোশলনগরীতে কমলাকর চতুর্দ্দর্বাসক জ্বরে আক্রান্ত হইল। হংসাবলীরূপী দুষ্টা কনকমঞ্জরী ভীতা হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, 'আমার মনে সর্বদাই ভয় ছিল অশোককরী আমার গুপ্তরহস্য প্রকাশ করিয়া দেয় কিনা। ইহার উপরে এখন দ্বিতীয় চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। হংসাবলীর পিতা বহুলোকের সমক্ষে আমার পতিকে বলিয়াছিলেন যে, তাহার কন্যার করস্পর্শে সমস্ত জ্বর দূরীভূত হয়। জ্বরে আক্রান্ত হইয়া কমলাকরের নিশ্চয় সেই কথা স্মরণে উদিত হইলে সেই ক্ষমতা আমার না থাকায় আমার প্রকৃত পরিচয় ব্যক্ত হইয়া পড়িবে এবং আমিও বিনষ্ট হইব। আমি কমলাকরের নিমিত্ত নানা উপাচারে অর্চনা করিয়া বহুপূর্বে গোপিনীর কথামত জ্বর নিরাময় শক্তিসম্পন্ন জ্বরদানবকে বশ করিয়া সুকৌশলে তাহার সম্মুখে অশোককরীকে বলিপ্রদান করিব। নরমাংস অর্ঘপ্রদান করিলে সেই দানব আমার কার্য সম্পাদনকরতঃ আশানুরূপ ফল প্রদান করিবে। নৃপতির জ্বরও আরোগ্য হইবে এবং অশোককরীও লোকান্তরিত হইবে। এইপ্রকারে আমার উভয় ভীতিই দূর হইবে। ইহা ব্যতীত মঙ্গললাভের আর কোন পন্থা ত দেখিতে পাইতেছি না।' (২০২-২০৯)

এইরূপ সংকল্প করিয়া সে নরবলিঅংশব্যতীত তাহার কল্পিত কার্যের আর সকল কথা অশোককরীকে বলিল। অশোককরী সম্মত হইয়া সমস্ত পাত্রাদি আনয়ন করিলে অন্যান্য চেটিকাদিগকে কোন ছলে বিদায় করিয়া কনকমঞ্জরী কেবলমাত্র অশোককরীর সহিত অন্তঃপুর হইতে রজনীতে খড়্গ-হস্তে পশ্চাৎদ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া একলিঙ্গবিশিষ্ট একটি বিজন শিবালয়ে গমন করিল। তথায় সে খড়্গদ্বারা একটি ছাগবলি প্রদান করিয়া ছাগের হৃদ্‌পদ্ম উহার উপরে সসম্মানে স্থাপিতকরতঃ চক্ষুতে ধূপদান করিল এবং অবশেষে ছাগশিরদ্বারা অর্ঘ প্রদান করিল। অতঃপর রক্ত এবং চন্দনদ্বারা যজ্ঞবেদীর পুরোভাগ লেপন করিয়া উহার উপর গোরচনাদ্বারা একটি অষ্ট পল্লবযুক্ত কমল অঙ্কিত করিল। বেদীর অগ্রভাগে সে পিষ্ট আম্রদ্বারা ত্রিপাদ এবং ত্রিমুখসমন্বিত জ্বরদানব অঙ্কিত করিয়া এক মুষ্টি ভস্ম অস্ত্রস্বরূপে প্রদান করিল। পল্লবের উপর জ্বরের অনুচরদিগকে যথাবিধি চিত্রিত করিয়া উহাদিগকে নিজমন্ত্রদ্বারা আহ্বান করিল। স্নানের পূর্বে মৎকথিতবৎ নরমাংস অর্ঘপ্রদান করিবার নিমিত্ত সে অশোককরীকে বলিল,

'সখি, এখন তুমি দেবতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে তোমার ঋদ্ধি প্রাপ্তি হইবে।' সে সম্মত হইয়া ভূমির উপর সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলে পাপীয়সী কনকমঞ্জরী তাহাকে খড়্গাঘাত করিল। কিন্তু খড়্গাঘাতে তাহার স্কন্ধদেশ কিঞ্চিমাত্র আহত হইয়াছিল এবং সে ভীত হইয়া পলায়ন করিল। কনকমঞ্জরীকে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে দেখিয়া সে বারংবার চিৎকার করিতে লাগিল, 'আমাকে রক্ষা কর! রক্ষা কর!' উহা শ্রবণ করিয়া সমীপস্থ নগররক্ষিগণ তাহাকে সাহায্য করিতে আগমন করিয়া খড়্গহস্তে ভীমবদনা কনকমঞ্জরীকে পশ্চাদ্ধাবন করিতে দেখিয়া তাহাকে রাক্ষসী মনে করিয়া উহাকে খড়্গাঘাতে জর্জরিত করিয়া মৃতকল্প করিল।' (২১০-২২৩)
অশোককরীর মুখ হইতে প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নগররক্ষিগণ নগরপালকে অগ্রে করিয়া উভয় নারীকে রাজার সমীপে আনয়ন করিল। নৃপতি কমলাকর সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দুষ্টা ভার্যা ও তাহার সখীকে স্বসমীপে আনয়ন করিলে ভয়ে এবং আঘাতের তীব্র বেদনায় কনকমঞ্জরী তথায় প্রাণত্যাগ করিল।

তখন রাজা অতিশয় বিষাদগ্রস্ত হইয়া কনকমঞ্জরীর সখী আহত অশোক-করীকে শুধাইল, 'ইহার তাৎপর্য কি? আমাকে নির্ভয়ে সমস্ত বল।' অনন্তর অশোককরী আদ্যোপান্ত কনকমঞ্জরীর অসম সাহসিক দুষ্কর্মের কথা বর্ণনা করিলে ভূপতি কমলাকর সত্য তথ্য অবগত হইয়া নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে লাগিল, 'হায়! হায়! আমি কি মূর্খ! কপট হংসাবলীকর্তৃক বঞ্চিত হইয়া আমি স্বহস্তে প্রকৃত হংসাবলীকে দগ্ধ করিয়াছি। যাহা হউক, এই দুষ্টা নারী তাহার কর্মের উচিত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। নৃপতির ভার্যা হইয়া এইরূপে তাহাকে মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে হইয়াছে। কিন্তু বাহিরের রূপ দর্শন করিয়া আমি কি প্রকারে শিশুর ন্যায় বঞ্চিত হইয়া নির্দয় বিধিকে আমার রত্নহরণ করিতে দিয়া তাহার বদলে কাচ গ্রহণ করিলাম। হংসাবলীর করস্পর্শে জ্বর অপনীত হইবার যে ক্ষমতার কথা বিষ্ণু তাহার পিতার নিকট বলিয়াছিলেন আমি তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলাম।' কমলাকর যখন এইরূপে বিলাপ করিতেছিল তখন দৈবাৎ বিষ্ণুর কথা স্মরণপথে উদিত হইলে সে মনে মনে বলিল, 'হংসাবলীর পিতা মেঘমালী আমাকে বলিয়াছিলেন যে বিষ্ণুর কথামত হংসাবলীর পতিলাভ হইবে কিন্তু তাহাকে কিছুকাল কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। মনুষ্যের নিকট দেবকথিত এই বাক্য নিশ্চয়ই মিথ্যা হইবার নহে। খুবসম্ভব সে হয়ত অন্য কোথাও গমন করিয়া এখনও জীবিত আছে। স্ত্রীলোকের হৃদয়ের কথা এবং বিধাতার কার্যকলাপ কে অবগত হইতে

পারে? এখন এই বিষয়ে আমাকে বন্দী মনোরথসিদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।'

এইরূপে চিন্তা করিয়া রাজা সেই উত্তম বন্দীকে আহ্বান করিয়া বলিল,' 'ভদ্র, আজকাল তোমাকে প্রাসাদে কদাচ দেখা যায় না কেন? দুর্জনকর্তৃক প্রতারিত ব্যক্তিদিগের কি প্রকারে মনোরথ সিদ্ধি হইতে পারে? (২২৪-২৩৮) বন্দী ইহা শ্রবণ করিয়া বলিল, 'আমার ধারণা গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া দিতে পারে এই ভয়ে অশোককরী ত প্রায় নিহত হইয়াছিল। কিন্তু হংসাবলী সম্বন্ধে আপনি অধৈর্য হইবেন না, কারণ বিষ্ণু ত এই কথা বলিয়াছিলেনই যে কিয়ৎকালের নিমিত্ত উহাকে কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। বিষ্ণু নিশ্চয়ই উহাকে রক্ষা করিয়াছেন, কারণ সে বিষ্ণুর উপাসক। শেষপর্যন্ত ধর্মের জয় হইবেই হইবে। ইহার দৃষ্টান্ত কি দেখিতে পাইতেছেন না? দেব, আমি হংসাবলীর বার্তা আনয়ন করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিব।' নৃপতি এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিল, 'আমিও তাহার অন্বেষণার্থ তোমার সহিত গমন করিব। নতুবা এক মুহূর্তের জন্যও আমার হৃদয় শান্ত হইবে না।'

নৃপতি এই কথা বলিয়া কার্যপদ্ধতি সঠিক করিয়া পরদিবস মন্ত্রী প্রজ্ঞাঢ্যের সনির্বন্ধ বারণসত্ত্বেও তাহার হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া মনোরথ-সিদ্ধির সহিত সকলের অলক্ষ্যে নগর পরিত্যাগ করিল। হংসাবলীর অন্বেষণে সে বহু তীর্থ, তপোবন এবং অরণ্য পর্যটন করিল। কামদেবের আদেশের গুরুত্ব অত্যধিক। অবশেষে ঘটনাচক্রে মনোরথসিদ্ধির সহিত যে অরণ্যে হংসাবলী তপশ্চর্যা করিতেছিল তথায় আগমন করিল। তথায় সে একটি রক্তাশোকমূলে তাহার সাক্ষাৎলাভ করিল। ক্ষামা এবং পাণ্ডুর হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে চন্দ্রের অন্তিম কলার ন্যায় অপরূপ দেখাইতেছিল। তখন রাজা বন্দীকে বলিল, 'এই নিস্তব্ধ, নিশ্চলা, ধ্যানরতা, অলৌকিক রূপশালিনী কি কোন দেবী?' এই কথা শ্রবণ করিয়া চারণ সেইদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল, 'মহারাজ, আপনি অতিশয় ভাগ্যবান্, ঐ স্থানে যিনি দণ্ডায়মান রহিয়াছেন তিনিই হংসাবলী।' এই কথা শ্রবণ করিয়া হংসাবলী তাহাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে চিনিতে পারিয়া নবীভূত শোকে বিলাপ করিতে লাগিল, 'হায় তাত! আমার সর্বনাশ হইয়াছে; হায় কান্ত কমলাকর! হায় মনোরথসিদ্ধি! হায় বিপরীতকর্মা বিধাতা!' (২৩৯-২৫২) এই প্রকারে বিলাপ করিতে করিতে সে মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিত হইলে কমলাকরও তাহাকে দর্শন ও তাহার বিলাপধ্বনি শ্রবণকরতঃ শোকাহত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। মনোরথসিদ্ধি আশ্বাস প্রদান করিয়া উহাদের উভয়ের

মূর্চ্ছা অপনোদন করিলে পরস্পর পরস্পরকে নিশ্চিতরূপে চিনিতে পারিয়া এবং বিবাদসিন্ধু অতিক্রম করিয়া অবর্ণনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হইল ও ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। অনন্তর কমলাকর হংসাবলী এবং ঐ চারণের সহিত কোশলনগরীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সুবিখ্যাত নৃপতি হংসাবলীর পিতা মেঘমালীকে আনয়নকরতঃ রোগারোগ্য শক্তিধারিণী হংসাবলীর পাণি গ্রহণ করিল। হংসাবলী, যাহার উভয় কুল বিশুদ্ধ ছিল, তাহার সহিত মিলিত হইয়া কমলাকর বিমলপ্রভায় শোভা পাইতে লাগিল। যাহার ধৈর্য ফলপ্রসূ হইয়াছিল, সেই হংসাবলীর সহিত সফলকাম কমলাকর মনোরথসিদ্ধির সহিত অবিযুক্ত হইয়া পৃথিবী শাসন করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বিপদে যাহারা ধৈর্যহারা হয় না তাহাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। অতএব বৎস, তুমিও আত্মহত্যা হইতে নিবৃত্ত থাকিবে, কারণ যদি জীবিত থাক তবে প্রভুর সহিত পুনর্মিলিত হইবে। এইরূপ বাক্যদ্বারা তাহার কাহিনী সমাপ্ত করিয়া বৃদ্ধ পথিক মৃত হইতে বারণ করিয়া যথেচ্ছ প্রস্থান করিল। চন্দ্রকেতুর গৃহে মৃগাঙ্কদত্তকে ভীমপরাক্রম রজনীতে এই বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া বলিতে লাগিল :—

ভীমপরাক্রমের অভিযান বৃত্তান্ত

তাহার নিকট হইতে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া উজ্জয়িনী নগরীতে আপনার গমন করিবার কথা থাকায় আপনার অন্বেষণে আমি তথায় গমন করিয়াছিলাম। আপনাকে তথায় প্রাপ্ত না হইয়া ক্লান্তিবশতঃ বাস করিবার নিমিত্ত এক রমণীর গৃহে প্রবেশকরতঃ আহার্য সংগ্রহের নিমিত্ত তাহাকে মুদ্রা প্রদান করিলে সে আমার শয্যার ব্যবস্থা করিয়া দিল। শ্রান্ত হওয়ায় আমি কিয়ৎকাল নিদ্রিত থাকিয়া জাগ্রত হইয়া কুতূহলবশতঃ নিশ্চল থাকিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম যে সে এক মুষ্টি যব গ্রহণ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে রোপন করিল এবং মন্ত্র তাহার ওষ্ঠাধরে সর্বক্ষণ স্ফুরিত হইতে লাগিল। সত্বর সেই যব অঙ্কুরিত হইয়া সুপক্ক হইলে সে উহা কর্তনকরতঃ ভর্জিত ও চূর্ণ করিয়া শক্তু প্রস্তুত করিয়া উহা জলে নিষিক্ত করিয়া একটি কাংস্যপাত্রে রাখিল এবং গৃহের পূর্বাবস্থা ফিরাইয়া আনিয়া সত্বর স্নানার্থ গমন করিল। (২৫৩-২৬৮)

সে ডাকিনী, এই তথ্য অবগত হইয়া আমি সত্বর উত্থিত হইয়া কাংস্যপাত্র হইতে শক্তু গ্রহণ করিয়া উহা একটি শক্তুভাণ্ডে রাখিলাম এবং শক্তুভাণ্ড

হইতে শক্তু গ্রহণপূর্বক দুই প্রকার শক্তু মিশ্রিত না করিয়া উহা কাংস্যপাত্রে রাখিলাম। অতঃপর আমি পুনরায় শয্যা গ্রহণ করিলে ঐ রমণী প্রত্যাবর্তন-পূর্বক আমাকে জাগ্রত করিয়া কাংস্যপাত্রস্থ শক্তু আমাকে আহার করিতে প্রদান করিল এবং স্বয়ং সেই শক্তুভাণ্ড হইতে শক্তু গ্রহণ করিল। সে জানিত না যে আমি ঐ দুইপ্রকার শক্তু অদলবদল করিয়াছি এবং ঐ মন্ত্রপূত শক্তু ভোজন করিয়া সে তৎক্ষণাৎ ছাগীতে রূপান্তরিত হইল। আমি উহাকে লইয়া গিয়া প্রতিশোধগ্রহণার্থ এক কসাইয়ের নিকট বিক্রয় করিলাম।

তখন কসাইপত্নী আগমনপূর্বক সকোপে আমাকে বলিল, 'তুমি আমার এই বান্ধবীকে প্রতারিত করিয়াছ। তোমাকে ইহার ফলভোগ করিতে হইবে। সে আমাকে এই প্রকারে ভয় প্রদর্শন করিলে আমি গোপনে নগরী পরিত্যাগ-পূর্বক শ্রান্তিবশতঃ একটি ন্যগ্রোধ পাদপমূলে নিদ্রিত হইলাম। যখন আমি সুপ্ত ছিলাম তখন ঐ ডাকিনী দুষ্টা কসাইপত্নী আমার গলদেশে একটি সূত্র বন্ধন করিয়া প্রস্থান করিলে আমি তৎক্ষণাৎ জাগ্রত হইয়া দেখিলাম যে আমি ময়ূরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, যদিও আমার স্মৃতিশক্তি অব্যাহত ছিল।

অতিশয় শোকাকুলিতচিত্তে কতিপয় দিবস ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকিলে একদা আমাকে এক শাকুনিক জীবন্তাবস্থায় ধৃত করিল। সে আমাকে এক স্থানে আনয়ন করিয়া ভিল্ল নৃপতির মুখ্য প্রতীহার চন্দ্রকেতুকে উপহারস্বরূপ প্রদান করিল এবং সে অবিলম্বে আমাকে পত্নীর হস্তে দিলে সে আমাকে গৃহপালিত পক্ষীরূপে এই মণ্ডপে স্থাপন করিয়াছিল। রাজকুমার, অদ্য দৈববশে আপনি হেথায় আগমন করিয়া কণ্ঠসূত্র মোচন করিলে আমি পুনরায় মনুষ্যাকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছি। (২৬৯-২৮১)

অতএব চলুন, আমরা শীঘ্র এই স্থান পরিত্যাগ করি, কারণ এই প্রতীহার তাহার মধ্যরাত্রির ভ্রমণপ্রাপ্ত সঙ্গীদিগকে, গুপ্ত রহস্য প্রকাশিত হইবার ভয়ে, পরদিবস প্রাতঃকালে হত্যা করে। অদ্য তাহার নিশীথ অভিযানের সাক্ষী তোমাকে হেথায় আনয়ন করিয়াছে, সুতরাং তুমি এই ডাকিনীর মন্ত্রপূত সূত্র স্বীয় গলদেশে বন্ধনপূর্বক ময়ূরত্ব প্রাপ্ত হইয়া এই ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে নিষ্ক্রান্ত হইলে আমি যখন আমার হস্ত প্রসারিত করিয়া দিব তখন তুমি তোমার কণ্ঠ হইতে ঐ সূত্র মোচন করিয়া আমার হস্তে প্রদান করিলে আমিও উহা আমার গলদেশে বন্ধন করিয়া তদ্বৎ শীঘ্র নিষ্ক্রান্ত হইব এবং তুমি আমার কণ্ঠ হইতে ঐ সূত্র মোচন করিলে আমরা উভয়ে আমাদের পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইব। বহির্দেশ হইতে অর্গল বন্ধ থাকায় এই দ্বার দিয়া আমরা নিষ্ক্রান্ত হইতে সমর্থ হইব না।

বন্দিমান ভীমপরাক্রম মৃগাঙ্কদত্তকে এই কথা বলিলে সে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া ঐ গৃহ হইতে নির্গত হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনপূর্বক অপর দুই মিত্রের সহিত মিলিত হইয়া সে এবং তাহার বন্ধুগণ পরস্পরের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া সেই রজনী সুখে যাপন করিল।

প্রাতঃকালে সেই পল্লীর অধীশ্বর ভিল্লরাজ মায়াবটু মৃগাঙ্কদত্তের নিকট আগমনকরতঃ রজনী সুখে অতিবাহিত করিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার চিত্ত বিনোদনার্থ বলিল, 'আইস, আমরা অক্ষক্রীড়া করি।' তখন মৃগাঙ্কদত্তের মিত্র শ্রুতধি ভিল্লরাজ তাহার প্রতীহারের সহিত আগমন করিয়াছে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'অক্ষক্রীড়া করিবেন কেন? আপনি কি বিস্মৃত হইয়াছেন প্রতীহারের গতকল্যের কথামত অদ্য তাহার ময়ূরের নৃত্য দর্শন করিতে হইবে? (২৮২-২৯২) শ্রুতধির কথা শ্রবণ করিয়া শবররাজের সেই কথা স্মরণপথে উদিত হইলে সে কৌতূহলে আকৃষ্ট হইয়া প্রতীহারকে সেই ময়ূর আনয়ন করিতে প্রেরণ করিল এবং প্রতীহার সমস্ত বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া মনে মনে বলিল, 'আমি আমার রজনীর অভিযানের সাক্ষী সেই চোরকে কেন প্রমাদবশতঃ হত্যা করি নাই, যদিও তাহাকে ময়ূর মণ্ডপে রাখিয়াছিলাম? আমি সত্বর গৃহে গমন করিয়া উভয় কর্মই সম্পাদন করিব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে সত্বর গৃহে গমন করিল।

কিন্তু গৃহে আগমনপূর্বক ময়ূরকক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া ময়ূর অথবা চোর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া সে ভীত ও বিষণ্ণচিত্তে নৃপতির নিকট সমাগত হইয়া বলিল, 'প্রভো! সেই ময়ূরকে রজনীতে কোন চোর অপহরণ করিয়াছে।' তখন মায়াবটু সকলকে পরস্পরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া হাস্য করিতে দেখিয়া অতিশয় কৌতুকাবিষ্ট হইয়া কি ঘটিয়াছে জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে মৃগাঙ্কদত্ত শবররাজকে প্রতীহারের সহিত তাহার নৈশ অভিযানের বৃত্তান্ত, কি প্রকারে প্রতীহারের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং প্রতীহার উপপতিরূপে রাজ্ঞীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া ছুরিকাযুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল এবং সে স্বয়ং প্রতীহারের গৃহে গমন করিয়া কি প্রকারে ভীমপরাক্রমকে ময়ূরত্ব হইতে মুক্ত করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল ইত্যাদি সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিল।

মায়াবটু ইহা শ্রবণ করিয়া অন্তঃপুরে চেটিকার হস্তে ছুরিকাঘাত দর্শন করিয়া এবং ক্ষণকালের নিমিত্ত ভীমপরাক্রমের গলদেশে সূত্র বন্ধন করিলে সে আবার ময়ূরত্ব প্রাপ্ত হইল। ইহা দর্শন করিয়া প্রতীহার অন্তঃপুরের পবিত্রতা নষ্ট করিয়াছে এই পাপকার্যের নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ তাহাকে বধ করিল।

কিন্তু মৃগাঙ্কদত্তের অনুরোধে সে অসতী রাজ্ঞীকে হত্যা না করিয়া তাহাকে রাজধানী হইতে বহুদূরে নির্বাসিত করিল। শশাঙ্কবতীকে প্রাপ্ত হইতে আগ্রহান্বিত হওয়া সত্ত্বেও মৃগাঙ্কদত্ত আরও কিয়দ্দিবস সেই পুলিন্দপল্লীতে মহাসমাদরে আপ্যায়িত হইয়া অন্যান্য সুহৃদবর্গের আগমন এবং তাহাদের সহিত পুনর্মিলিত হইবার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। (২৯৩-৩০৫)

ইতি সোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শশাংকবতী লম্বকের চতুর্থ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—৩০৫।
ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা—১৩,৬০৮।

ভিল্লরাজ মায়াবটুর গৃহে যখন মৃগাঙ্কদত্ত, বিমলবুদ্ধি এবং তাহার অন্যান্য বয়স্যাদিগের সহিত অবস্থান করিতেছিল তখন একদিন ভিল্লরাজের সেনাপতি অতিশয় বিচলিত হইয়া মৃগাঙ্কদত্তের সমক্ষে ভিল্লরাজকে বলিল, 'মহারাজের আদেশে দুর্গাদেবীর নিকট বলি প্রদান করিবার নিমিত্ত যখন একজন পুরুষের সন্ধান করিতেছিলাম, তখন এমন একজন অসম সাহসী ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম যে আপনার পঞ্চশত উত্তম যোদ্ধাকে হত্যা করিয়াছে। তাহাকে বহু আঘাতে জর্জরিত করিয়া হেথায় আনয়ন করিয়াছি।' পুলিন্দ রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া সেনাপতিকে বলিল, 'সত্বর তাহাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়া আমাকে দেখাও। সে আনীত হইলে সকলে দেখিতে পাইল যে তাহার রণধূলিকলঙ্কিত অস্ত্রক্ষত স্থান হইতে রক্তস্রাব হইতেছে। তাহার সিন্দুর রাগ-রঞ্জিত গণ্ডদেশ এবং রক্তপঙ্কিল মস্তকক্ষত হইতে নির্গত রক্তাপ্লুত অবস্থায় পাশবদ্ধ হইয়া সে উন্মত্ত হস্তীর ন্যায় আচরণ করিতেছে। তখন শশাঙ্কদত্ত স্বীয় মন্ত্রী গুণাকরকে চিনিতে পারিয়া ধাবিত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তাহার কণ্ঠাবলম্বন করিল। ভিল্লরাজ মৃগাঙ্কদত্তের নিকট হইতে তাহার মিত্র গুণাকরের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাহার সম্মুখে নত হইল। গুণাকর তাহার পদধৃত করিয়া অবস্থান করিতেছিল। ভিল্লরাজ তাহাকে আশ্বাসপ্রদানকরতঃ স্বগৃহে আনয়ন করিয়া তাহাকে স্নান করাইয়া, তাহার ক্ষতস্থানসমূহ পট্টদ্বারা বন্ধন করিল এবং তাহাকে ভিষকদিগের নির্ধারিত উত্তম পান ভোজন পথ্য প্রদান করিল। সে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে মৃগাঙ্কদত্ত তাহাকে বলিল, 'সখে! তোমার সমস্ত কাহিনী বর্ণনা কর।' তখন গুণাকর সকলকে শুনাইয়া বলিল, রাজকুমার আমার বৃত্তান্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুণ: (১-১২)

রাজকুমারের সঙ্গচ্যুতির পর গুণাকরের অভিযান কাহিনী

নাগশাপে আপনার সহিত ছাড়াছাড়ি হইবার পর আমি এতই উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিলাম যে আমার কিছুই বোধগম্য হইতেছিল না এবং আমি ঐ বিশাল অটবীতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। সম্বিৎলাভ করিয়া আমি শোকান্বিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, 'অহো! দৈবের কি বিড়ম্বনা!

প্রাসাদও যাহার নিকট কষ্টপ্রদ সেই মৃগাঙ্কদত্ত কি প্রকারে এই বালুকাপূর্ণ মরুভূমিতে অবস্থান করিবেন ? তাঁহার সঙ্গীরাই বা কি প্রকারে জীবনধারণ করিবে ?' এইরূপ চিন্তা করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে আমি বিন্ধ্যবাসিনী-দেবীর আয়তনে উপনীত হইলাম। তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে অহর্নিশি বহু জীবিত প্রাণীর বলি হওয়াতে সে স্থান যমের নিকেতনসদৃশ হইয়াছে। তথায় দেবীর অর্চনান্তে দেখিলাম যে আত্মবলী প্রদানকারী একটি শবের হস্তে তাহার গলদেশ বিদীর্ণকারী একটি খড়্গ রহিয়াছে। উহা দর্শন করিয়া আপনার সঙ্গহারা হওয়ায় আমারও নিজেকে দেবীর নিকট বলিপ্রদান করিবার মতি হইলে আমি ধাবিত হইয়া ঐ খড়্গ ধারণ করিলাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে জনৈকা দয়াশীলা তাপসী দূর হইতে মস্তক কম্পনদ্বারা আমাকে আত্মবলি দিতে নিষেধ করিয়া আমার সমীপে আগমনপূর্বক আমার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বলিলেন, এইরূপ কার্য করিও না। পৃথিবীতে এইরূপ দেখা গিয়াছে যে মৃতের সহিতও পুনর্মিলন ঘটিয়াছে, জীবিতের ত কথাই নাই। উদাহরণস্বরূপ এই কাহিনী শ্রবণ কর ঃ—(১৩-২২)

রাজা বিনীতমতি—যিনি পরে সাধু হইয়াছিলেন, তাঁহার বৃত্তান্ত

এই পৃথিবীতে অহিচ্ছত্র নামক সুবিখ্যাত নগরী আছে। পুরাকালে তথায় উদয়তুঙ্গ নামক নৃপকুঞ্জর বাস করিত। তাহার কমলাপতি নামক এক প্রতীহার ছিল। তাহার বিনীতমতি নামক অতুলনীয় পুত্র ছিল। পদ্মের মৃণালসূত্র এবং ধনুকের জ্যা থাকা সত্ত্বেও উহারা তাহার সমতুল ছিল না, কারণ মৃণালের ছিদ্র আছে এবং ধনুকের বক্রতা আছে। একদা সুধাধৌত শ্বেতপ্রাসাদশীর্ষ হইতে কামকল্পদ্রুম পল্লবনির্মিত কর্ণ-ভূষণের ন্যায় তমোময় পূর্বদিক হইতে নিশারম্ভে চন্দ্রকে উদিত হইয়া ক্রমশঃ কিরণরাশিদ্বারা ভুবন আলোকিত করিতে দেখিয়া তাহার হৃদয় নৃত্য করিতে লাগিল এবং বিনীতমতি মনে মনে চিন্তা করিল, 'পথ সকল চন্দ্রকিরণজালে সুধাধৌতবৎ প্রত্যক্ষ হইতেছে। আমি কেন তথায় বিহার করিব না ?' এইরূপ চিন্তা করিয়া যে ধনুর্বাণহস্তে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে ক্রোশমাত্র অতিক্রম করিলে সহসা বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিল। যেদিক হইতে শব্দ আসিতেছিল সেদিক লক্ষ্য করিয়া গমনকরতঃ সে একটি বৃক্ষপাদমূলে দিব্যরূপা ক্রন্দনরতা কামিনীর সাক্ষাৎলাভ করিয়া তাহাকে

শুধাইল, 'সুন্দরী তুমি কে? তোমার মুখচন্দ্রকে সজল অশ্রু দ্বারা কলঙ্কিত করিতেছ কেন?' সে এইকথা বলিলে রমণী প্রত্যুত্তর করিল, 'মহাশয় আমি বিজয়াবতীনাম্নী নাগরাজ গন্ধমালীর কন্যা। একদা রণক্ষেত্র হইতে আমার পিতা পলায়ন করিলে বাসুকি তাহাকে অভিশাপ দিয়াছিল, তুই পরাজিত হইয়া শত্রুর দাস হইবি।' সেই অভিশাপের ফলস্বরূপ আমার পিতা তাঁহার শত্রু কালজিহ্ব নামক যক্ষের নিকট পরাজিত হইয়া দাস হইয়া তাহার পুষ্পভারবাহী হইলেন। পিতার কষ্টে দুঃখিত হইয়া আমি গৌরীদেবীর উপাসনা করিলে তিনি প্রকট হইয়া আমাকে বলিলেন 'বৎস শ্রবণ কর। মানসসরোবরে সহস্র দলবিশিষ্ট দিব্য স্ফটিক কমল আছে, সূর্য করস্পর্শে উহা তেজবিকীরণকরতঃ পীতবর্ণ রত্নবিশিষ্ট সহস্রফণাধারী শেষনাগের ন্যায় প্রতিভাত হয়। একদা কুবের উহা দর্শন করিয়া উহা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত মানসসরোবরে স্নানান্তে বিষ্ণুর উপাসনা করিতে লাগিল। তাহার অনুচর যক্ষেরা চক্রবাক্, রাজহংস ইত্যাদি বারিচরের রূপ ধারণ করিয়া জলে ক্রীড়া করিতেছিল। তোমার শত্রু কালজীহ্বের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যুৎজিহ্ব তখন চক্রবাকরূপে তাহার প্রিয়ার সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে পক্ষ বিক্ষেপ দ্বারা কুবেরের করাগ্রস্থ অর্ঘপাত্র পাতিত করিলে ক্রুদ্ধ কুবের শাপ প্রদানপূর্বক এই মানসসরোবরেই বিদ্যুৎজিহ্ব ও তাহার ভার্যাকে চক্রবাক ও চক্রবাকীরূপে রূপান্তরিত করিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াতে প্রতি রজনীতে তাহার প্রিয়তমার সহিত বিচ্ছেদ হয় এবং প্রতি রজনীতে কালজিহ্ব ভ্রাতার প্রতি অনুরাগবশতঃ তাহাকে আশ্বস্ত করিবার নিমিত্ত তাহার ভার্যার রূপ ধারণ করে এবং দিবাভাগে দাসরূপে পরিণত তোমার পিতা গন্ধমালীর সহিত নিজরূপে তথায় অবস্থান করে। সুতরাং পুত্রি! তুমি অহিচ্ছত্রবাসী প্রতীহারতনয় বিনীতমতিকে তথায় প্রেরণ কর। এই খড়্গ এবং এই অশ্ব গ্রহণ কর। কারণ ইহাদিগের সাহায্যে সেই বীরপুরুষ যক্ষকে পরাজিত করিয়া তোমার পিতাকে মুক্ত করিবে। যে কোন ব্যক্তি এই খড়্গের অধিকারী হইলে তাহার শত্রুদিগকে হত্যা করিয়া পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে।' এই কথা বলিয়া আমাকে অশ্ব এবং খড়্গ প্রদানপূর্বক দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। অদ্য তোমাকে এই অভিযানে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত আমি হেথায় আগমন করিয়াছি এবং দেবীর কৃপায় তোমাকে রজনীতে বহির্গত হইতে দেখিয়া কৌশলপূর্বক বিলাপধ্বনি শ্রবণ করাইয়া এইস্থানে তোমাকে আনয়ন করিয়াছি। অতএব হে মহাত্মন্, আমার

মনস্কামনা সিদ্ধ কর।—বিনীতমতি তৎকর্তৃক এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া সম্মত হইল। (২৩-৫১)

অতঃপর নাগকন্যা তৎক্ষণাৎ গমন করিয়া সেই দ্রুতগামী শ্বেত অশ্ব আনয়ন করিল। মনে হইল উহা যেন পিণ্ডীভূত চন্দ্রকিরণজাল, অন্ধকার হনন করিবার নিমিত্ত দিগন্তে ধাবিত হইয়াছে। তারকাখচিত গগনের ন্যায় সেই রত্নখচিত খড়্গও আনয়ন করিল। উহার দীপ্তির দ্বারা লক্ষ্মীদেবী যেন বীরের অন্বেষণ করিতেছিলেন। এই উভয় দ্রব্যই বিনীতমতিকে প্রদান করিলে সে ঐ রমণীসহ অশ্বারোহণপূর্বক খড়্গহস্তে যাত্রা করিল এবং অশ্বের গতিবেগ প্রভাবে মানসসরোবরে উপনীত হইল। সরোবরের কমলরাজি বায়ুদ্বারা আন্দোলিত হইতেছিল এবং চক্রবাকেরা কালজিহ্বের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ আর্তস্বরে তাহাকে আগমন করিতে নিষেধ করিতেছিল। কতিপয় যক্ষ গন্ধমালীকে আয়ত্ত করিয়াছে দেখিয়া সে ঐ হীনপ্রাণীদিকে খড়্গাঘাতে স্বল্প আহত করিয়া গন্ধমালীকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত বিতাড়িত করিল। তদ্দৃষ্টে কালজিহ্ব চক্রবাকরূপ পরিত্যাগপূর্বক সরোবরের মধ্য হইতে প্রাবৃটকালের মেঘের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে উত্থিত হইল। আকাশে উড্ডীন হইয়া সে যুদ্ধে রত হইলে বিনীতমতিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অশ্বারোহণে গগনে উত্থিত হইয়া তাহার কেশাকর্ষণ করিল। সে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া বিনীতমতিকে 'ঈতি'-নাশক ক্ষমতাধারী স্বীয় অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিল এবং গন্ধমালী সসম্মানে দাসত্ব হইতে মুক্ত হইল। (ঈতি = অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মূষিক, পঙ্গপাল, পক্ষী এবং শত্রুর আক্রমণ।) গন্ধমালীও তাহার কন্যা বিজয়বতীকে বিনীতমতির হস্তে সম্প্রদানপূর্বক স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। প্রভাত হইতেই উত্তম খড়্গ, অঙ্গুরীয়ক, অশ্ব এবং যুবতীসহ কৃতী বিনীতমতি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে তাহার পিতা তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। পিতা কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া স্বীয় বৃত্তান্ত বিবৃত করিলে তাহার পিতা এবং রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইল এবং সে নাগকন্যার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইল। (৫২-৬৪)

একদিন চারিটি অমূল্য রত্নধারী এবং বহুগুণ-সমন্বিত যুবক পুত্রকে তাহার পিতা কমলমতি গোপনে বলিল, নৃপতি উদয়তুঙ্গের উদয়বতী নাম্নী সর্ববিদ্যা-বিশারদা কন্যা আছেন এবং রাজা সর্বত্র ঘোষণা করিয়াছে যে ব্রাহ্মণ অথবা যে কেহ তাহার দুহিতাকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে তাহার হস্তে সে কন্যা সম্প্রদান করিবে। অদ্ভুত তর্কশক্তি দ্বারা যে অখিল তার্কিককে পরাজিত করিয়াছে এবং রূপদ্বারা স্বর্গের

অপ্সরাদিগকে লজ্জিত করিয়াছে। তুমি একজন প্রখ্যাত ক্ষত্রিয়বীর, সুতরাং তুমি কেন নীরব থাকিবে? উহাকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিবাহ কর। বিনীতমতির পিতা তাহাকে এই কথা বলিলে সে প্রত্যুত্তর করিল, 'তাত! ঐ অবলা রমণীর সহিত আমার মত পুরুষের প্রতিদ্বন্দিতা করা কি শোভা পায়? যাহা হউক আমি আপনার আদেশ পালন করিব।' সাহসী যুবক এই কথা বলিলে তাহার পিতা নৃপতির নিকট গমন করিয়া বলিল, 'বিনীতমতি আগামীকল্য রাজকুমারীর সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে।' রাজা সম্মত হইলে কমলমতি গৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক পুত্র বিনীতমতিকে নৃপতির সম্মতির কথা জ্ঞাপন করিল।

পরদিবস প্রাতঃকালে ভূপতি কমলবনের রাজহংসের ন্যায় পণ্ডিত-সমাজে আসন গ্রহণ করিলে বাদী বিনীতমতি ভাস্বর রবির ন্যায় তত্রস্থ বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া উপস্থিত হইলে মনে হইল যেন কমলবন ষট্‌পদ পরিবেষ্টিত হইয়াছে। ক্ষণকাল পরেই কামদেবের ধনুকের ছিলার ন্যায় উদয়বতী তথায় ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। চারুশব্দকারী অলঙ্কারে সজ্জিত হওয়াতে মনে হইল যেন উচ্চারিত হইবার অগ্রেই পূর্বপক্ষ ব্যক্ত হইয়াছে। সে মরকতসিংহাসনে উপবিষ্টা হইলে তাহাকে নির্মল গগনে বিশুদ্ধ ইন্দুলেখার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। বিকশিত দন্ততন্তু-দ্বারা মণিময় বাক্যমালা গ্রথিত করিয়া সে তাহার প্রথম প্রশ্ন উত্থাপন করিলে বিনীতমতি তাহার সিদ্ধান্ত যে প্রমাদপূর্ণ, পদে পদে তাহা প্রমাণ করিয়া সেই সুমুখীকে নিরুত্তর করিলে সভাস্থ পণ্ডিতবৃন্দ তাহাকে প্রশংসা করিল এবং রাজকুমারী তর্কে পরাস্ত হইয়াও উত্তম ভর্তা লাভ করিয়া বিজয়িনী হইল। তর্কযুদ্ধে পরাভূত করাতে উদয়তুঙ্গ স্বীয় কন্যাকে বিনীতমতির হস্তে সম্প্রদানকরতঃ তাহাকে অনেক রত্নাদি প্রদান করিল এবং সে রাজসুতা এবং নাগসুতার সহিত বাস করিতে লাগিল। (৬৫-৮৩)

একদা যখন সে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া বিষণ্ণমনে অবস্থান করিতে-ছিল তখন এক বিপ্র আগমনপূর্বক তাহার নিকট নির্বন্ধাতিশয়ে খাদ্য ভিক্ষা করিলে সে ক্রুদ্ধ হইয়া ভৃত্যের কর্ণে গোপনে প্রস্তাব করিয়া বিপ্রকে বস্ত্রাচ্ছাদিত বালুকাপূর্ণ পাত্র প্রদান করাইল। সরল ব্রাহ্মণ ঐ ভারী পাত্র স্বর্ণপূর্ণ হইবে মনে করিয়া নির্জন স্থানে গমনপূর্বক উহা উন্মোচন করিয়া বালুকাপূর্ণ দৃষ্টে উহা দূরে নিক্ষেপ করিল এবং 'ঐ ব্যক্তি আমাকে বঞ্চনা করিয়াছে',—এই কথা ভাবিতে ভাবিতে বিষণ্ণচিত্তে গৃহে গমন করিল। বিনীতমতি ঐ বিষয়ে কোনরূপ চিন্তা না করিয়া দ্যূতক্রীড়া

পরিত্যাগপূর্বক প্রিয়তমাদিগের সহিত পরমসুখে গৃহে অধিষ্ঠান করিতে লাগিল।

কালক্রমে নৃপতি উদয়তুঙ্গ জরাভারে সন্ধি বিগ্রহাদি কার্যে অক্ষম হইয়া রাজ্যভার বহনে অশক্ত হইল। তখন অপুত্রক রাজা জামাতা বিনীতমতিকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া দেহরক্ষার নিমিত্ত গঙ্গাতীরে প্রস্থান করিল। রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া বিনীতমতি অশ্ব এবং খড়্গের প্রভাবে দশদিক জয় করিল এবং 'ঈতি' নামক অঙ্গুরীয়কের প্রভাবে দুর্ভিক্ষহীন এবং নীরোগ হওয়ায় তাহার রাষ্ট্র রামরাজ্যে পরিণত হইল।

একদা তাহার নিকট বিদেশ হইতে রত্নচন্দ্রামতি নামক হস্তিমধ্যে সিংহের ন্যায় এক মহা তার্কিক ভিক্ষু সমাগত হইলে বিদ্বজ্জনপ্রিয় নৃপতি তাহাকে সমাদরে আতিথ্য প্রদর্শন করিলে সেই ভিক্ষু তাহাকে এই পণ করিয়া তর্ক-যুদ্ধে আহ্বান করিল—'হে রাজন! যদি তুমি পরাজিত হও তবে বুদ্ধপথ অবলম্বন করিবে এবং আমি পরাজিত হইলে ভিক্ষুর চীবর পরিত্যাগপূর্বক বিপ্রদিগের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিব।' রাজা এই পণে স্বীকৃত হইলে সপ্তদিবস ভিক্ষুর সহিত তর্কযুদ্ধ হইল এবং অষ্টম দিবসে যে মহীপতি তার্কিক মুগ্ধরাহতকারিণী উদয়বতীকে পরাস্ত করিয়াছিল, সেই বিনীতমতি ভিক্ষুর নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া তাহার নিকট বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিল। 'সর্ব প্রাণীর উপকার সাধন করিতে হইবে'—এই মহৎ ধর্মে দীক্ষিত হইয়া সে জিনের উপাসনায় রত হইল এবং বৌদ্ধ শ্রমন, ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য ধর্মধারীর এবং জনকল্যাণের নিমিত্ত বিহার ও সত্র নির্মাণ করিয়া দিল। (৮৪-৯৯)

সেই ধর্মাচরণ করিতে করিতে সে সর্বমঙ্গলসাধক বোধিসত্ত্বলাভের পন্থা ভিক্ষুর নিকট হইতে অবগত হইতে চাহিলে ভিক্ষু তাহাকে বলিল, 'রাজন! বোধিসত্ত্ব লাভের পন্থা নিষ্পাপ ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ অবলম্বন করিতে সমর্থ হয় না। তুমি কোন পাপকার্য করিয়াছ বলিয়া আমার মত মানুষের নিকট প্রতিভাত হয় না। কিন্তু কোন ক্ষুদ্র পাপও করিয়াছ কিনা এই প্রকারে তাহা অন্বেষণ করিয়া ধ্বংস কর।' এই কথা বলিয়া ভিক্ষু তাহাকে স্বপ্নদর্শনের মন্ত্র শিক্ষা দিলে নৃপতি স্বপ্নদর্শনান্তে প্রাতঃকালে ভিক্ষুকে বলিল, 'গুরো! আমি গতরাত্রে স্বপ্নে দর্শন করিলাম যেন পরলোকে গমন করিয়া ক্ষুধার্ত হইয়া খাদ্য ভিক্ষা করিলে গদাধারী কতিপয় ব্যক্তি আমাকে বলিল, 'রাজন! বহুপূর্বে ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে তুমি তাহাকে যে তপ্ত বালুকণাসমূহ প্রদান করিয়াছিলে এখন তাহা

তোমার প্রাপ্য হইয়াছে তাহাই ভোজন কর। দশ কোটি সুবর্ণ মুদ্রা দান করিলে তুমি সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে। গদাধারী ব্যক্তিগণ এই কথা বলিলে আমি জাগ্রত হইয়া দেখিলাম যে নিশিরও অবসান হইয়াছে।'

নৃপতি তাহার স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে ভিক্ষুর আদেশে পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত দশ কোটি স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়া পুনর্বার স্বপ্নমন্ত্র প্রয়োগ করিয়া সেই স্বপ্নদর্শন করিয়া প্রাতঃকালে জাগ্রত হইয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া বলিল, 'গত রজনীতেও আমি ক্ষুধার্ত হইলে পরলোকে দণ্ডধারীগণ আমাকে বালুকা ভক্ষণ করিতে দিলে আমি তাহাদিগকে বলিলাম, 'দান করা সত্ত্বেও আমাকে বালুকা ভক্ষণ করিতে হইবে কেন?' তাহারা বলিল, 'তোমার দান নিরর্থক হইয়াছে, কারণ ঐ স্বর্ণমুদ্রার সহিত কোন বিপ্রের একটি মুদ্রা ছিল।' এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি জাগ্রত হইলাম। এই প্রকারে স্বপ্নবৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া নৃপতি ভিক্ষুদিগকে পুনরায় দশকোটি স্বর্ণমুদ্রা দান করিল। (১০০-১০৭)

পুনরায় রজনী সমাগমে সে স্বপ্নমন্ত্র প্রয়োগ করিয়া যে স্বপ্নদর্শন করিয়াছিল, প্রাতঃকালে জাগ্রত হইয়া তাহা এইরূপে বিবৃত করিল: 'গত যামিনীতেও পরলোকের ঐ ব্যক্তিগণ আমাকে স্বপ্নে বালুকা ভক্ষণ করিতে দিলে মৎ কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া আমাকে বলিল, 'রাজন্, তোমার ঐ দানও নিষ্ফল হইয়াছে, কারণ অদ্য তোমার রাজ্যে অরণ্যে জনৈক বিপ্র দস্যুগণকর্তৃক হত হইয়াছে। তাহাকে তুমি রক্ষা কর নাই এবং প্রজাকে রক্ষা করিতে অপারগ হওয়াতে তোমার দান নিষ্ফল হইয়াছে। সুতরাং কল্য যাহা দান করিয়াছিলে তাহার দ্বিগুণ দান করিবে।' ইহা শ্রবণ করিয়া আমি জাগ্রত হইয়াছিলাম। নৃপতি তাহার গুরুর নিকট এই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া দ্বিগুণ দান করিল।

তখন সে ভিক্ষুকে বলিল, 'আচার্য', যে ধর্মের এত বিচ্যুতি আছে তাহা আমার মত ব্যক্তি কি প্রকারে পালন করিবে?'

এই কথা শ্রবণ করিয়া ভিক্ষু তাহাকে বলিল, 'দেব, ধর্মনীতি রক্ষণের নিমিত্ত সুধী ব্যক্তিগণ এই প্রকার ক্ষুদ্র ব্যাপারে নিরুৎসাহ হইবে না। অধ্যবসায়ী দৃঢ়চেতা ব্যক্তিগণ, যাহারা কর্তব্যকর্ম হইতে বিচ্যুত হয় না, দেবতারা তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। পূর্বজন্মের বরাহরূপী বোধিসত্ত্বের কাহিনী কি তুমি জ্ঞাত নহ? আমি বলিতেছি শ্রবণ কর: (১০৮-১২০)

পূত বরাহের কাহিনী

পুরাকালে বিন্ধ্যপর্বতের গুহায় বৃদ্ধাংশজাত এক প্রাজ্ঞ বরাহ তাহার মিত্র মর্কটের সহিত বাস করিত। সে সমস্ত প্রাণীর উপকার সাধন করিয়া এবং অতিথি সৎকারকরতঃ নিজের তৃপ্তিমত কার্য করিয়া মিত্রের সহিত কালযাপন করিত। একদা প্রবল ঝঞ্ঝাবাত্যা আরম্ভ হইয়া পঞ্চদিবস অবিশ্রান্ত বারিপাতে প্রাণীদিগের চলাচল ব্যাহত হইল। পঞ্চম দিবসে শূকর যখন কপির সহিত রজনীতে নিদ্রিত ছিল তখন গুহার দ্বারদেশে একটি সিংহ তাহার ভার্যা এবং শাবকের সহিত উপস্থিত হইল। সিংহ সিংহীকে বলিল, 'এই দুর্দিনে কোনও প্রাণীর মাংস ভোজন করিতে অসমর্থ হইয়া আমরা ক্ষুধায় নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইব।' সিংহী উত্তর করিল—"স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে ক্ষুধার্ত হইয়া প্রাণধারণ করা যাইবে না, সুতরাং তোমরা উভয়ে বরং আমাকে আহার করিয়া জীবন রক্ষা কর। তুমি আমার প্রভু এবং স্বামী এবং আমাদের এই পুত্র আমাদের প্রাণস্বরূপ। আমার মত ভার্যা তুমি লাভ করিতে পারিবে। তোমরা উভয়ে আমাকে ভক্ষণ করিয়া তোমাদের মঙ্গল সাধন কর।'

তখন দৈবাৎ মহদাশয় বরাহ জাগ্রত হইয়া সিংহ ও তাহার ভার্যার কথোপকথন শ্রবণ করিয়া সানন্দে চিন্তা করিতে লাগিল, 'এই দুর্যোগে অদ্য রাত্রে এই প্রকার অতিথি লাভ করা সৌভাগের কথা। আমার পূর্বজন্মের সুকৃতি অদ্য ফলপ্রসূ হইতে চলিয়াছে। সুযোগ থাকিতে থাকিতে এই নশ্বর দেহ দানপূর্বক অতিথিদিগের তৃপ্তি সাধন করি।' (১২১-১৩০)

এই প্রকার চিন্তা করিয়া শূকর উত্থিত হইয়া বহির্গত হইল এবং সিংহকে স্নেহপূর্ণ বাক্যে বলিল, 'ভদ্র! হতাশ হইও না। তোমার পত্নীর এবং তোমার শাবকের ভক্ষ্যরূপে আমি হেথায় উপস্থিত আছি। তোমরা আমাকে ভক্ষণ কর।' বরাহ এই কথা বলিলে সিংহ হৃষ্টচিত্তে সিংহীকে বলিল, 'প্রথমে আমাদের শাবক ভক্ষণ করুক। অতঃপর আমি এবং আমার পরে তুমি ভক্ষণ করিও।' সে সম্মতা হইলে প্রথমে সিংহশাবক শূকরের মাংস কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিল এবং সিংহ স্বয়ং ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে সেই মহান বরাহ তাহাকে বলিল, 'ভূমিতে শোষিত হইবার আগে আমার রক্ত সত্বর পান কর এবং আমার মাংস দ্বারা তোমার ক্ষুধা নিবারণ কর। অবশিষ্ট মাংস তোমার ভার্যা আহার করুক।' শূকর এই কথা বলিলে সিংহ ক্রমে ক্রমে তাহার মাংস ভক্ষণ করিলে উহার অস্থিমাত্র অবশিষ্ট রহিল। কিন্তু পুণ্যাত্মা বরাহ তখনও মৃত হইল না, তাহার ধৈর্য পরীক্ষার নিমিত্তই যেন

তাহার প্রাণ রহিয়া গেল। ইতোমধ্যে সিংহী ক্ষুধার্ত হইয়া গুহামধ্যে প্রাণত্যাগ করিলে নিশার অবসান হইল। অনন্তর মিত্র মর্কট জাগ্রত হইয়া বাহিরাগমনপূর্বক বরাহকে ঐ অবস্থায় অবলোকন করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া তাহাকে শুধাইল, 'সখে! যদি তোমার শক্তি থাকে তবে আমাকে বল, কি প্রকারে তোমার এই দশা হইয়াছে।' তখন বীর শূকর সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিলে কপি তাহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া সাশ্রুনয়নে তাহাকে বলিল, 'নিশ্চয়ই কোন দেবতাংশে তোমার জন্ম হইয়াছে, কারণ তুমি তির্যাগ যোনি হইয়াও মুক্তি লাভ করিয়াছ। তোমার কোন বাসনা থাকিলে আমাকে বল আমি তাহা চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করিব।' কপি বরাহকে এই কথা বলিলে সে প্রত্যুত্তর করিল, 'সখে! আমার মনের ইচ্ছা বিধাতার পক্ষেও পূর্ণ করা দুঃসাধ্য। আমার হৃদয়ের বাসনা এই যে আমি আমার দেহ পুনঃপ্রাপ্ত হইব এবং আমার চক্ষের সম্মুখে ক্ষুধায় মৃত ঐ তপস্বিনী সিংহী পুনরুজ্জীবিত হইয়া আমাকে ভক্ষণ করিয়া তাহার ক্ষুধা তৃপ্ত করে।' (১৩১-১৪৩)

বরাহ যখন এই কথা বলিতেছিল তখন ধর্মরাজ স্বমূর্তিতে প্রকাশিত হইয়া হস্তস্পর্শ দ্বারা তাহাকে দিব্যরূপী মুনীন্দ্রে পরিণত করিয়া বলিলেন, 'আমিই সিংহ, সিংহী এবং সিংহ শাবকবেশে এই মায়াজাল সৃষ্টি করিয়াছিলাম। পরহিতার্থে সতত নিরত তোমাকে পরাভূত করিবার নিমিত্তই আমি ঐ প্রকার কার্য করিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি তোমার অবিচল সততা দ্বারা পরার্থে প্রাণ বিসর্জন করিয়া মুনীন্দ্রপদ অর্জন করিয়াছ।'' মুনি এই কথা শ্রবণ করিয়া এবং ধর্মরাজকে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিয়া কহিল, 'ভগবন! আমার এই সখা মর্কটের তির্যাগযোনিত্ব এখনও মোচন না হওয়াতে আমি মুনীন্দ্র পদ প্রাপ্ত হইয়াও সুখী হইতে সমর্থ হই নাই। এই কথা শ্রবণ করিয়া ধর্মরাজ মর্কটকেও মুনিতে পরিণত করিলেন। মহতের সংসর্গে মহৎ ফল লাভ হইয়া থাকে। অতঃপর ধর্মরাজ ও মৃতাসিংহী অন্তর্হিত হইল।

সুতরাং রাজন! দেখা যাইতেছে সদগুণপ্রভাবে ধর্মপথে যাহারা অবিচলিত থাকে দেবতারা তাহাদের সহায় হন এবং তাহাদের মনোরথ সিদ্ধ হয়।—দানশীল ভূপতি বিনীতমতি বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া স্বপ্নদর্শনের নিমিত্ত রজনীতে পুনরায় সেই মন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলে স্বপ্নদর্শনপূর্বক প্রাতে ভিক্ষুকে বলিল, ''আমার স্মরণ হইতেছে যে স্বপ্নে আমাকে এক দিব্যমুনি বলিলেন, 'বৎস! তুমি এখন

নিষ্পাপ হইয়াছে। বোধিসত্ত্ব প্রাপ্তির নিমিত্ত নিষ্ঠা পালন কর। এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি অদ্য প্রাতে নিশ্চিন্ত মনে জাগ্রত হইয়াছি। নৃপতি এইকথা বলিলে তাহার ভিক্ষু আচার্যের অনুমতি গ্রহণপূর্বক এক শুভদিনে ব্রত আরম্ভ করিয়া প্রার্থীদিগকে অবিরত দান করিতে থাকিল; তথাপি তাহার ধন অক্ষয় রহিল, কারণ সম্পদ ধর্মের সুফল। (১৪৪-১৫৬)

একদিন এক প্রার্থী বিপ্র আগমনকরতঃ তাহাকে বলিল, 'দেব! আমি পাটলিপুত্র নিবাসী জনৈক বিপ্র। তথায় এক ব্রহ্মরাক্ষস আমার যজ্ঞশালা অধিকার করিয়া আমার পুত্রকে ধৃত করিয়াছে। আমি কোন উপায় অবলম্বন করিয়াও ইহার বিহিত করিতে পারিতেছি না। আপনি অর্থীদিগের কল্পতরু, তন্নিমিত্ত আমি এই প্রার্থনা করিতেছি যে আপনি আপনার সর্বদোষঘ্ন অঙ্গুরীয়ক আমার মঙ্গলার্থে অর্পণ করুন।' ব্রাহ্মণ ভূপতির নিকট এই অনুরোধ করিলে সে অকুণ্ঠচিত্তে কালজিহ্বদত্ত অঙ্গুরীয়ক তাহাকে দান করিল। বিপ্র উহা গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলে নৃপতির বোধিসত্ত্ব ব্রতের যশঃ দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইল। অনন্তর একদিবস উত্তরাপথ হইতে ইন্দুকলস নামক এক রাজপুত্র অতিথি সমাগত হইলে স্বার্থহীন রাজা উচ্চবংশজাত রাজকুমারকে সসম্মানে আপ্যায়িত করিয়া তাহার কি মনোবাঞ্ছা তাহা অবগত হইতে চাহিলে রাজপুত্র প্রত্যুত্তর করিল, 'প্রভো! আপনি তাবৎ অর্থীগণের চিন্তামণি রূপে খ্যাত। এমন কি আপনি প্রার্থীকে আপনার জীবনদান করিতেও প্রস্তুত। আমি কনককলস নামক ভ্রাতার নিকট পরাজিত হইলে সে আমাকে পিতৃরাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। অতএব হে বীর, আপনি আমাকে আপনার খড়্গপ্রহর অশ্ব প্রদান করুন যাহাতে উহাদের প্রভাবে সেই জ্ঞাতিকে পরাস্ত করিয়া স্বীয় রাজ্য পুনরুদ্ধার করি।' নৃপতি বিনীতমতি এই কথা শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত না হইয়া তাহার রাজ্যরক্ষার কবচস্বরূপ ঐ অশ্ব এবং খড়্গ মণিদ্বয় রাজকুমারকে দান করিল। যদিও তাহার মন্ত্রিবর্গ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক অধোমুখে বিষণ্ণ-চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিল। রাজপুত্র অশ্ব এবং খড়্গ গ্রহণ করিয়া উহার সাহায্যে ভ্রাতাকে পরাজিত করিয়া স্বীয় রাজ্য উদ্ধার করিল। (১৫৭-১৬৯)

কিন্তু তাহার ভ্রাতা কনককলস রাজ্যচ্যুত হইয়া রাজধানীতে বিনীতমতির নিকট আগমনপূর্বক অগ্নি প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে বিনীতমতি সেই বার্তা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিদিগকে বলিল, 'আমার দোষেই এই সদ্ব্যক্তির এই

দশা হইয়াছে, সুতরাং ইহাকে নিজের রাজ্য দান করিয়া ইহার ঋণ পরিশোধ করিব। পরার্থেই যদি দান না করিলাম তবে এই রাজ্যে আমার কি প্রয়োজন? আমি অপুত্রক, এই ব্যক্তিই আমার পুত্ররূপে এই রাজ্য গ্রহণ করুক।' এই কথা বলিয়া সে কনককলসকে আহ্বান করিয়া মন্ত্রিবর্গের বিরোধিতা সত্ত্বেও তাহাকে স্বরাজ্য প্রদান করিল।

রাজ্য দান করিয়া সে অবিলম্বে অবিচলিত চিত্তে ভার্যাদ্বয়ের সহিত নগরী পরিত্যাগ করিল। এতদ্দৃষ্টে তাহার প্রজাগণ অশ্রুদ্বারা ভূমিতল সিক্ত করিয়া বিষণ্ণচিত্তে তাহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল, 'সুধারশ্মি চন্দ্র এতই পরিপূর্ণ হইয়াছেন যে সমস্ত জগতবাসীকে সুধাপান করাইয়া এখন মেঘাবৃত হইয়াছেন। প্রজাকল্পদ্রুম রাজা সকলের আশা পূরণ করিয়া এখন বিধিবশে কোথায় নীত হইতেছেন?' অনন্তর বিনীতমতি তাহাদিগকে আশ্বস্তকরতঃ প্রত্যাবৃত করিয়া বিনারথারোহণে অকম্পিতচিত্তে পত্নীদিগের সহিত অরণ্যে প্রস্থান করিল। (১৭০-১৭৯)

কালক্রমে সে জনপদশূন্য আতপতাপে তপ্ত বালুকাপূর্ণ এক মরুভূমিতে উপস্থিত হইল। মনে হইল বিধাতা যেন তাহার ধৈর্য পরীক্ষা করিবার নিমিত্তই এই মরুভূমি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দীর্ঘ পথভ্রমণে ক্লান্ত এবং তৃষ্ণার্ত হইয়া মরুভূমির একস্থানে অবস্থানপূর্বক সে ভার্যাদিগের সহিত নিদ্রিত হইল। জাগ্রত হইয়া সে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে পাইল যে তাহার উৎকৃষ্ট পুণ্যবলে তথায় একটি বৃহৎ উদ্যানের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাতে প্রস্ফুটিত কমলসমন্বিত শীতল স্বচ্ছ বারিপূর্ণ বহু তড়াগ নীল শাদ্বলাবৃত প্রান্তর ও ফলভারাবনত বৃক্ষ ছিল এবং স্থানে স্থানে প্রশস্ত, উচ্চ এবং মসৃণ শিলাময় ছায়াপ্রদ বিশ্রামস্থল ছিল। মনে হইল যেন নৃপতির দানপ্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া নন্দনকানন স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছে। নৃপতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিয়া সবিস্ময়ে যখন ভাবিতেছিল, 'ইহা কি স্বপ্ন না ভ্রম অথবা দেবতাদিগের অনুগ্রহ'—তখন দৈবাৎ হংসমিথুনরূপে সিদ্ধদ্বয় আকাশ পথে বিচরণ করিতে করিতে বলিল, 'তোমার নিজের পুণ্যবল সম্বন্ধে আশ্চর্যান্বিত হইবার কি আছে? সতত ফলপুষ্পসমৃদ্ধ এই উদ্যানে স্বেচ্ছামত বাস কর।' নৃপতি বিনীতমতি সিদ্ধদিগের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া নিরুদ্বিগ্ন মনে তপশ্চর্যা করিতে করিতে ভার্যাদিগের সহিত তথায় থাকিয়া গেল।

একদা যখন সে শিলাতলে উপবিষ্ট ছিল তখন নিকটে এক ব্যক্তিকে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত দেখিল। সে অবিলম্বে তাহার নিকট

গমনপূর্বক নানাপ্রকার প্রিয় বাক্যদ্বারা অনুনয় করিয়া তাহাকে আত্মহত্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আত্মহননের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, 'তবে শ্রবণ কর, আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিব। আমি সোমবংশীয় সোমশূরপুত্র নাগশূর। জ্যোতির্বিদগণ বলিয়াছিলেন জন্মক্ষণ দৃষ্টে মনে হইতেছে যে আমি চোর হইয়া চৌর্যবৃত্তি গ্রহণ করিব।' হয়ত উহা ঘটিতে পারে এই আশংকা করিয়া পিতা আমাকে ধর্মশাস্ত্রে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। ধর্মশাস্ত্র পাঠ করা সত্ত্বেও আমি কুসংসর্গে পতিত হইয়া চৌর্যবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলাম। পূর্বজন্মের কর্মফল অন্যথা করিবার ক্ষমতা কাহার আছে? (১৮০-১৯৩)

নগররক্ষক কর্তৃক একদা আমি চোরগণমধ্যে ধৃত হইয়া বধার্থে শূলাধিরোপনস্থানে নীত হইয়াছিলাম। সেই মুহূর্তে নৃপতির একটি বিশালকায় উন্মত্ত হস্তী শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া চতুর্দিকে মনুষ্য হত্যা করিতে করিতে সেইস্থানে আগমন করিলে ঘাতকবৃন্দ হস্তিভীতিতে ইতস্ততঃ ধাবিত হইল এবং আমি সেই সুযোগে তথা হইতে পলায়ন করিয়াছিলাম। আমি লোকমুখে শ্রবণ করিলাম যে, 'আমি বধ্যভূমিতে নীত হইয়াছি।'—এই বার্তা শ্রবণ করিয়াই পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন এবং আমার মাতাও তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। আমি শোকাকুলিত হইয়া বিষণ্নচিত্তে আত্মহত্যা করিতে কৃতসংকল্প হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে জনমানবশূন্য এই বিশাল অরণ্যে উপনীত হইলাম। আমি এই অরণ্যে প্রবেশ করা মাত্র সহসা এক দিব্য অপ্সরা রমণী আমার সমীপে উপস্থিত হইয়া আমাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিল, 'বৎস এই তপোবন, যেথায় তুমি আগমন করিয়াছ ইহা রাজর্ষি বিনীতমতির এবং তোমার পাপ বিদূরিত হইয়াছে। তুমি তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইবে।' এই কথা বলিয়া সে অন্তর্ধান করিলে আমি ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া সেই রাজর্ষির অন্বেষণ করিতেছিলাম। কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিতে অসমর্থ হইয়া বিষণ্নচিত্তে যখন আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম তখন আপনি আমাকে দেখিতে পাইয়াছেন। (১৯৪-২০১)

সোমশূর এই কথা বলিলে রাজর্ষি তাহাকে স্বীয় কুটিরে আনয়নকরতঃ আত্মপরিচয় প্রদানান্তে আতিথ্য সংকার করিয়া তাহাকে সম্মানিত করিল। আহার সমাপ্ত হইলে সে বিনীত হইয়া যখন রাজর্ষির নিকট হইতে নানা প্রকার ধর্মকথা শ্রবণ করিতেছিল তখন কথাপ্রসঙ্গে বিনীতমতি সোমশূরের অজ্ঞান নিবারণার্থে বক্ষ্যমান কাহিনী বর্ণনা করিল :—

দেবভূতি-কথা

'বৎস, অজ্ঞানতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কারণ উভয়লোকে উহা ব্যক্তিগণের বুদ্ধি বিপর্যস্ত করে।' একটি পবিত্র কাহিনী শ্রবণ কর :—

পুরাকালে পাঞ্চালদেশে দেবভূতি নামক এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাহার ভোগদত্তা নাম্নী সতী স্ত্রী ছিল। একদিবস সে স্নান করিতে গমন করিলে তাহার পত্নী শাকউদ্যান হইতে তাঁর তরকারী আনয়ন করিতে গমন করিয়া তথায় এক রজকের গর্দভ চরিতে দেখিল। সে লগুড়হস্তে গর্দভের পশ্চাৎ ধাবিত হইলে ঐ জন্তুটি নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত পলায়নপর হইয়া একটি গর্তে পতিত হইলে উহার ক্ষুর ভগ্ন হইল। গর্দভস্বামী ইহা শ্রবণ করিয়া সক্রোধে ব্রাহ্মণীকে লগুড়াঘাত এবং পদাঘাত করিয়াছিল। গর্ভবতী থাকায় তাহার গর্ভস্রাব হইল, এবং রজক তাহার গর্দভকে সঙ্গে করিয়া গৃহে গমন করিল।

তাহার ভর্তা ইহা শ্রবণ করিয়া স্নানান্তে গৃহে প্রত্যাগমনকরতঃ পত্নীকে দেখিল এবং শোকাকুল হইয়া পুরাধ্যক্ষের নিকট অভিযোগ করিল। সেই মূঢ় অবিলম্বে বলাসুর নামক সেই রজককে তাহার সম্মুখে আনয়নকরতঃ উভয়পক্ষের আবেদন শ্রবণ করিয়া এইরূপ নিষ্পত্তি করিল, 'যে হেতু গর্দভের ক্ষুর ভগ্ন হইয়াছে সেই হেতু ব্রাহ্মণকে রজকের নিমিত্ত গর্দভের ভার বহন করিতে হইবে, যে পর্যন্ত গর্দভ পুনরায় ভার বহন করিতে সমর্থ না হয়। ব্রাহ্মণীর গর্ভপাত করিয়াছিল বলিয়া রজককে ব্রাহ্মণীর গর্ভ করিয়া দিতে হইবে। দুষ্ট পক্ষের এ প্রকার শাস্তিবিধান করা হইল।' ইহা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণী হতাশ হইয়া বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। নৃপতি এই বার্তা শ্রবণ করিয়া সেই বিচারককে ব্রহ্মহত্যার নিমিত্ত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিল এবং বহুবার তাহাকে তির্যগযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

এইরূপে অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণ শাস্ত্রজ্ঞান রহিত হওয়ায় স্বদোষে উন্মার্গগামী হইয়া ক্লেশ ভোগ করে। রাজর্ষির নিকট এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া পুনরায় উপদেশলাভার্থ বিনীতমতিকে সবিনয়ে অনুরোধ করিলে সে তাহাকে বলিল, তোমাকে জ্ঞান প্রদান করিবার নিমিত্ত যাহা ক্রমে ক্রমে বলিব তাহা শ্রবণ কর :—

দানবীর ইন্দুপ্রভের কাহিনী

বহুপূর্বে কুরুক্ষেত্রে প্রলয়প্রভ নামক নরপতি বাস করিত (২০২-২১৮) একদা দুর্ভিক্ষের সময় রাজা প্রজাদিগকে অর্থদান করিতে উদ্যত হইলে লোভ-

বশতঃ তাহার মন্ত্রীরা তাহাকে ঐ কার্য হইতে বিরত করিলে তাহার পুত্র ইন্দ্রপ্রভ তাহাকে বলিল, 'তাত! অসৎ মন্ত্রিদিগের উপদেশ গ্রহণ করিয়া আপনি প্রজাদিগকে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? আপনি তাহাদের কল্পবৃক্ষ এবং তাহারা আপনার দুগ্ধবতী গাভী।' তাহার পুত্র পুনঃপুনঃ এই কথা বলিলে মন্ত্রিদিগের প্ররোচনায় বিরক্ত হইয়া নৃপতি তাহাকে বলিল, 'বৎস! আমার কি অক্ষয় ধনভাণ্ডার আছে? অক্ষয় ধন ছাড়াই আমাকে যদি প্রজাদের কল্পবৃক্ষ হইতে হয়, তবে তুমি কেন সেই কার্যের ভার গ্রহণ কর না? পিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সে সংকল্প করিল 'হয় তপশ্চর্যা দ্বারা কল্পবৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইব, অথবা প্রাণত্যাগ করিব।'

এইরূপ সংকল্প করিয়া বীর রাজপুত্র তপশ্চর্যার নিমিত্ত বনে প্রবেশ করামাত্র দুর্ভিক্ষের নিরসন হইল। তাহার তপশ্চর্যায় ইন্দ্র তুষ্ট হইলে সে তাহার নিকট হইতে বর প্রার্থনা করিয়া স্বীয় নগরীতেই কল্পবৃক্ষ হইল। মনে হইল যেন তাহার শাখা-প্রশাখা সর্বদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং পক্ষীদিগের কলকুজন শ্রবণদ্বারা দূরদেশ হইতে প্রার্থিগণ তথায় আকৃষ্ট হইতে লাগিল। প্রত্যহ সে প্রার্থীদিগকে দুষ্প্রাপ্য বস্তু দান করিত এবং তাহার পিতার প্রজাবৃন্দের কোন আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ না থাকাতে তাহারা যেন স্বর্গে বাস করিতে লাগিল। একদা ইন্দ্র তথায় তাহাকে যুদ্ধ করিতে আগমন করিয়া বলিলেন, 'তুমি পরোপকার কার্য সাধন করিয়াছ এখন স্বর্গে আগমন কর।' তখন সেই কল্পদ্রুমে রূপান্তরিত রাজপুত্র তাহাকে প্রত্যুত্তর করিল, 'যখন তথায় পুষ্পফলসমন্বিত বৃক্ষনিচয় নিজেদের স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া পরোপকারে নিরত রহিয়াছে তখন আমি, কল্পদ্রুম এত লোককে নিরাশ করিয়া আত্মসুখের নিমিত্ত স্বর্গগমন করিব কেন?' ইন্দ্র তাহার এই উদার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল—'তবে এই সকল প্রজাও স্বর্গে আগমন করুক।' তখন ঐ কল্পদ্রুমরূপী রাজকুমার প্রত্যুত্তর করিল, 'আমার প্রতি যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে এই প্রজাদিগকে আপনি স্বর্গে লইয়া যান। আমি পরোপকারার্থ এখানেই তপস্যা করিতে রহিব।' ইন্দ্র তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সে বুদ্ধাংশজাত বলিয়া তাহার প্রশংসা করিলেন এবং তাহার অনুরোধ রক্ষা করিয়া ঐ প্রজাদিগের সহিত প্রত্যাগমন করিলেন। ইন্দ্রপ্রভও বৃক্ষরূপ ত্যাগ করিয়া সেই অরণ্যে তপশ্চর্যায় রত হইয়া বোধিসত্ত্ব লাভ করিল।

এইপ্রকারে দানশীল ব্যক্তিগণ সিদ্ধিলাভ করেন। তোমাকে দানপারমিতার কাহিনী বলিলাম, এক্ষণে শীলপারমিতার কাহিনী শ্রবণ কর: (২১৯-২৩৬)

শুকরাজকর্তৃক নীতিধর্মে শিক্ষিত শুকের কাহিনী

পুরাকালে বিন্ধ্যপর্বতে হেমপ্রভনামক বুদ্ধাংশেজাত শুকরাজ বাস করিত। পূর্বজন্মের সুপ্রবৃত্তিতেই সে অতিশয় চরিত্রবান ছিল। সে জাতিস্মর ছিল এবং নীতিশিক্ষা প্রদান করিত। চারুমতি নামক তাহার এক কামান্ধ মূর্খ শুক প্রতীহার ছিল। একদা শাকুনিক কর্তৃক পাশবদ্ধ হইয়া তাহার পত্নী শুকী মৃতা হইলে তাহার বিরহে বিয়োগাতুর হইয়া অতিশয় ক্লিষ্ট হইল। তখন জ্ঞানী শুকরাজ হেমপ্রভ তাহার শোক নিবারণার্থ তাহারই হিতার্থে এই মিথ্যাভাষণ করিল। 'তোমার ভার্যা মৃত হয় নাই। শাকুনিকের পাশ হইতে সে পলায়ন করিয়াছিল। কিয়ৎকাল পূর্বেই আমি তাহাকে জীবিতাবস্থায় দেখিয়াছি। আইস তোমাকে দেখাই।' এই কথা বলিয়া শুকরাজ চারুমতিকে আকাশপথে একটি সরোবরে লইয়া গিয়া তাহার স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শন করাইয়া বলিল 'ঐ যে তোমার ভার্যাকে দর্শন কর।' সেই মূর্খ শুক এই কথা শ্রবণ করিয়া জলে স্বীয় প্রতিমিম্ব দর্শনকরতঃ সাতিশয় প্রীত হইয়া পত্নীকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিবার প্রয়াস পাইল। কিন্তু প্রিয়া কর্তৃক প্রত্যালিঙ্গিত না হইয়া এবং তাহার বচন শ্রবণ না করিয়া মনে মনে বলিল,—'আমার প্রিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিতেছে না কেন? আমার সহিত বাক্যালাপ করিতেছে না কেন?' (২৩৭-২৪৫) হয়ত তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছে এইরূপ আশংকা করিয়া সে একটি আমলকী ফল আনয়নকরতঃ প্রিয়ার মনোরঞ্জনার্থ স্বীয় প্রতিবিম্বের উপর নিক্ষেপ করিলে উহা নিমজ্জিত হইয়া পুনরায় জলোপরি উত্থিত হইলে প্রিয়া তাহার দান প্রত্যাখ্যান করিয়াছে মনে করিয়া শোকাকুলিত চিত্তে শুকরাজের নিকট গমন করিয়া তাহাকে বলিল—'দেব, আমার পত্নী আমাকে স্পর্শও করিতেছে না, সে আমার সহিত কথাও বলিতেছে না, এমনকি, তাহাকে যে আমলকী ফল প্রদান করিয়াছিলাম তাহা সে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।' রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত বলিল, 'তোমাকে বলা উচিত নয়, তথাপি তোমাকে ভালবাসি বলিয়া এ কথা তোমাকে বলিতেই হইবে। তোমার ভার্যা সম্প্রতি অন্যের প্রতি অনুরক্ত, সুতরাং কি প্রকারে তোমাকে তাহার প্রীতি জ্ঞাপন করিবে? এই সরোবরেই তোমাকে ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ প্রদান করিব।' এই কথা বলিয়া রাজা তাহাকে তথায় লইয়া গিয়া উভয়ের পরস্পর সন্নিকট প্রতিবিম্ব দেখাইলে ঐ মূর্খ শুক উহা দর্শন করিয়া মনে করিল যে তাহার প্রিয়া অন্য একটি শুকে কর্তৃক আলিঙ্গিত হইতেছে এবং বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া

রাজাকে বলিল, 'মহারাজ! ইহা আপনার উপদেশ অমান্য করিবার ফল। আমার এখন কি করা কর্তব্য, বলুন।' প্রতীহার এই কথা বলিলে শুকরাজ তাহাকে শিক্ষাপ্রদান করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া বলিল, 'হলাহল পান করা অথবা গলদেশে সর্প আবদ্ধ করা বরং শ্রেয়, তথাপি স্ত্রীলোকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা কর্তব্য নহে। মন্ত্র তন্ত্র ইত্যাদি কিছুই ইহাকে রোধ করিতে সমর্থ নহে। নারীধর্ম বাতাসের ন্যায় ঘনধূলিতে আবৃত হইয়া সর্বদা পরিবর্তনশীল হইয়া থাকে এবং যাহারা ধর্মপথে সঞ্চরণ করে তাহাদের বিপত্তি ঘটায়। দৃঢ়চেতা প্রাজ্ঞব্যক্তিগণ উহাদের প্রতি অনুরক্ত না হইয়া বীতরাগ মহাত্মাদিগের পদপ্রাপ্তির নিমিত্ত ধর্মপথানুসরণ অভ্যাস করিবে।' নৃপতিকর্তৃক এই প্রকার উপদিষ্ট হইয়া চারুমতি স্ত্রীসঙ্গ পরিহারপূর্বক বুদ্ধসম হইয়াছিল।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শীলাঢ্য ব্যক্তিগণ অন্যের মুক্তির কারণ হন। তোমাকে শীলপারমিতার কথা বলিয়াছি, এখন ক্ষমাপারমিতার কথা শ্রবণ কর: (২৪৬-২৫৯)

ক্ষমাশীল শুভনয় মুনির বৃত্তান্ত

কেদার পর্বতে শুভনয় নামক এক মহর্ষি বাস করিতেন। তিনি ধীর স্থির এবং তপঃকৃশ ছিলেন। একদা রজনীতে পূর্বে প্রোথিত স্বর্ণ অন্বেষণের নিমিত্ত কতিপয় চোর তথায় আগমন করিয়া কোন চিহ্ন প্রাপ্ত না হইয়া মনে করিল যে ঐ নির্জন স্থানে নিশ্চয়ই মুনি উহা অপহরণ করিয়াছেন এবং তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, 'রে ভণ্ড মুনি! শীঘ্র ভূমি হইতে আমাদের যে স্বর্ণ অপহরণ করিয়াছিল তাহা প্রত্যার্পণ কর। দস্যুতা আমাদের বৃত্তি তথাপি তুই আমাদের দ্রব্য অপহরণ করিয়াছিস।' দস্যুরা যখন মিথ্যামিথ্যি মুনির উপর দোষারোপ করিয়া তাহাকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল তখন নিরপরাধ মুনি তাহাদিগকে বলিলেন, 'আমি তোমাদিগের সুবর্ণ অপহরণ করা দূরে থাকুক, কোন সুবর্ণই দর্শন করি নাই।' চৌরদিগকর্তৃক বারংবার লগুড় দ্বারা প্রহৃত হওয়া সত্ত্বেও সত্যসন্ধ মুনি পুনঃপুনঃ একই বাক্যের পুনরাবৃত্তি করিলে ক্রূর চোরগণ মুনিকে অবিচলিত দেখিয়া একে একে তাহার হস্ত ও পদ ছেদন করিয়া অবশেষে তাহার চক্ষু উৎপাটিত করিল। কিন্তু যখন তাহারা দেখিল যে এতদ্‌সত্ত্বেও মুনি নির্বিকার রহিয়াছেন তখন অন্য কেহ তাহাদের স্বর্ণ অপহরণ

করিয়াছে মনে করিয়া যে পথে আগমন করিয়াছিল সেই পথেই তাহারা প্রত্যাবর্তন করিল।

পরদিবস সেই মুনির শিষ্য শেখরজ্যোতিনামক নরপতি গুরুদর্শন মানসে তথায় আগমন করিয়া তাহাকে ঐ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া শোকাকুলিত চিত্তে গুরুকে প্রশ্ন করিয়া সমস্ত বিষয়টি অবগত হইল এবং অন্বেষণান্তে তস্করদিগকে সেই স্থানেই আনয়ন করিল। তাহাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইলে মুনি তাহাকে কহিলেন,—'রাজন্! তুমি যদি উহাদিগকে বধ কর তবে আমিও আত্মঘাতী হইব। খড়্গ যদি আমার উপর এই কার্য করিয়া থাকে তবে উহাদিগের কি অপরাধ? উহারা খড়্গদ্বারা এই কার্য সম্পাদিত করিয়াছিল। ক্রোধ উহাদিগকে খড়্গচালন করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। সুবর্ণহারা হইয়াই উহারা ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। পূর্বজন্মের আমার পাপের ফলেই উহা ঘটিয়াছিল, আমি অজ্ঞতাবশতঃই পাপ করিয়াছিলাম, সুতরাং আমার অজ্ঞানই আমার অপকার করিয়াছে। সুতরাং আমাকে আমার অজ্ঞান দূর করিতে হইবে। অধিকন্তু আমার অপকার করিয়াছে বলিয়াই যদি উহাদের মৃত্যু প্রাপনীয় হয়, আমার একটি উপকার করিয়াছে বলিয়া উহাদের জীবন রক্ষা করা কি উচিত নয়? কারণ যদি উহারা আমাকে যাহা করিয়াছে, তাহা না করিত তবে আমি কাহাদের উপর ক্ষমাপ্রদর্শন করিয়া মোক্ষলাভ করিতাম?' এইপ্রকার নানাবাক্যে ধৈর্যশীল মুনি রাজাকে উপদেশ প্রদান- করিয়া তস্করদিগের শাস্তিপ্রাপ্তি রোধ করিলেন। তৎক্ষণাৎ তপোমাহাত্ম্যে তিনি পূর্বের ন্যায় অক্ষত দেহ প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষলাভ করিলেন।

এই প্রকারে ক্ষমশীল ব্যক্তিগণ সংসার হইতে মুক্তিলাভ করেন। তোমাকে ক্ষমাপারমিতার কথা বলিয়াছি। এক্ষণে ধৈর্যপারমিতার কথা শ্রবণ কর। (২৬০-২৭৭)

ধৈর্যশীল ব্রাহ্মণ যুবকের কাহিনী

একদা মালাধর নামক এক ব্রাহ্মণ যুবক বাস করিত। একদিন সে জনৈক সিদ্ধরাজকুমারকে আকাশপথে গমন করিতে অবলোকন করিয়া তাহার সমকক্ষ হইবার নিমিত্ত তৃণনির্মিতপক্ষ পার্শ্বদেশে সংযুক্ত করিয়া বারংবার উল্লম্ফনকরতঃ আকাশপথে গমন করিবার বিদ্যা আয়ত্ত করিবার প্রয়াস পাইল। প্রতিদিন এই প্রকার নিষ্ফল চেষ্টা করিতে থাকিলে একদিন সিদ্ধ রাজপুত্র

আকাশপথে গমনকালে উহা দর্শন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, 'দুষ্প্রাপ্য বস্তু লাভার্থে উদ্যমশীল এই বালকের প্রতি আমার অনুকম্পা প্রদর্শন করা উচিত। ইহা আমার একটি কর্তব্য কর্ম। সে প্রীত হইয়া ব্রাহ্মণ বালককে স্বীয় শক্তিবলে স্কন্ধে গ্রহণপূর্বক নিজের অনুচর করিয়া লইল। সুতরাং দেখিতে পাইতেছ যে ধৈর্যের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া দেবতারাও প্রীত হন; তোমাকে ধৈর্যপারমিতার কথা বলিলাম, এখন ধ্যানপারমিতার কথা বলিব, শ্রবণ কর :—

মলয়মালী-কথা

পুরাকালে কর্ণাট দেশে বিজয়মালী নামক এক সমৃদ্ধিশালী বণিক বাস করিত। তাহার মলয়মালী নামক পুত্র ছিল। যৌবন প্রাপ্ত হইলে মলয়মালী একদিন তাহার পিতার সহিত রাজসভায় গমন করিলে তথায় ইন্দুকেশরীর ইন্দুযশা নামক কন্যার সহিত সাক্ষাৎ হইলে দর্শনমাত্রই কামবল্লরী সখা মোহিনী যুবতী বণিক যুবকের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া বিনিদ্রনিশি যাপনকরতঃ পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করিল এবং কুমুদব্রত ধারণ করায় দিবাভাগে তাহার দেহ শঙ্কুচিত হইত। রাজকুমারীর কথা চিন্তা করিতে করিতে তাহার খাদ্যদ্রব্যাদিতে অরুচি জন্মিল এবং স্বজনকর্তৃক পৃষ্ট হইলে সে মূকভাব অবলম্বন করিত। (২৭৮-২৮৮)

অতঃপর একদিন মন্থরক নামক তাহার প্রিয় সখা রাজচিত্রকর সখাকে বিরহজ্বালায় পীড়িত দেখিয়া গোপনে বলিল, 'সখে তুমি প্রাচীরে অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় নির্জীব হইয়া রহিয়াছ কেন? তুমি আহার কর না, কিছুই শ্রবণ অথবা দর্শন কর না।' রাজচিত্রকরের নির্বন্ধাতিশয্যে বণিকপুত্র মলয়মালী সখার নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে চিত্রকর তাহাকে বলিল, 'বণিকপুত্র হইয়া রাজপুত্রীর সহিত প্রেম করা যুক্তিযুক্ত নয়। রাজহংস সাধারণ সরোবর-সমূহের কমলানন দর্শন করুক। কিন্তু বিষ্ণুর নাভিপদ্মের সৌন্দর্য সে ভোগ করিতে ইচ্ছা করিবে কেন?' এতদসত্ত্বেও চিত্রকর যখন তাহাকে আশ্বস্ত করিতে অসমর্থ হইল তখন সে বণিকপুত্রের উৎকণ্ঠা নিবারণার্থ এবং চিত্ত-বিনোদনের নিমিত্ত রাজকন্যার আলেখ্য পটে অঙ্কিত করিয়া তাহাকে প্রদান করিল। বণিক যুবক সেই আলেখ্যটিকে আদর করিয়া স্পর্শ করিয়া উহাকে ভূষিত করিয়া সময় অতিবাহিত করিত এবং উহাকে প্রকৃত ইন্দুযশা মনে করিয়া তন্ময় হইয়া যাহা করিবার তাহা করিত। কালক্রমে তাহার কল্পনাশক্তি

এত প্রবল হইল যে পটের চিত্র হওয়া সত্ত্বেও রাজকুমারীকে সে যেন তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে এবং চুম্বন করিতে দেখিত। কল্পনাতে প্রিয়ার সহিত মিলিত হইয়া সে সুখী হইল এবং তাহার সমস্ত বিশ্ব সংসার ঐ পটেই নিবদ্ধ রহিল। (২৮৯-২৯৮)

একদা রজনী সমাগমে চন্দ্র উদিত হইলে সে ঐ চিত্রপটসহ প্রিয়ার সহিত বিহার করিবার নিমিত্ত গৃহের বহির্দেশে উদ্যানে গমন করিল। তথায় এক বৃক্ষ-মূলে আলেখ্যটি স্থাপন করিয়া সে প্রিয়ার নিমিত্ত পুষ্পচয়ন করিতে গমন করিলে সেই মুহূর্তে বিজয়জ্যোতি নামক মুনি তাহাকে দর্শন করিয়া অনুকম্পাবশতঃ তাহাকে মোহমুক্ত করিবার নিমিত্ত আকাশ হইতে অবতরণ করিলেন। অলৌকিক শক্তিবলে সেই চিত্রপটের এক অংশে একটি জীবিত কৃষ্ণসর্প অঙ্কিত করিয়া তিনি অদৃশ্য হইয়া তথায অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে মলয়মালী পুষ্পচয়নান্তে তথায় আগমন করিয়া চিত্রপটে কৃষ্ণসর্প দর্শন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, 'এই সর্প এখন কোথা হইতে আগমন করিল? সৌন্দর্যের আকর এই সুন্দরীর রক্ষার্থেই কি বিধাতা ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন?' এইরূপ চিন্তা কবিযা সে সুন্দরীর চিত্র পুষ্পদ্বারা সজ্জিত করিলে রাজকুমারী আত্মসমর্পণ করিযাছে মনে করিয়া তাহাকে আলিঙ্গনকরতঃ ঐরূপ প্রশ্ন করিল। তন্মুহূর্তে মুনি তাহার উপর মায়াজাল বিস্তৃত করিলে সে দেখিতে পাইল যে রাজকুমারী সর্পদষ্ট হইষা মূর্চ্ছিতা হইয়াছে। উহা যে পটমাত্র তাহা বিস্মৃত হইয়া সে হায় হায করিয়া পটে অঙ্কিত সিন্ধ বিদ্যাধরের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। অবিলম্বে চেতনা লাভ করিয়া বিলাপ করিতে উত্থিত হইয়া আত্মহত্যা করিতে কৃতসংকল্প হইয়া উচ্চ বৃক্ষে আরোহণপূর্বক উহার শীর্ষদেশ হইতে ঝম্প প্রদান করিয়া যখন সে নিম্নে পতিত হইতেছিল তখন মুনিবর তাহার নিকট প্রকট হইয়া তাহাকে স্বীয হস্তে গ্রহণ করিযা আশ্বাস প্রদান-পূর্বক বলিলেন, 'মূঢ় বৎস, তুমি কি জান না যে প্রকৃত রাজকুমারী তাহার প্রাসাদে আছে এবং পটে অঙ্কিত রাজকুমারী নির্জীব? তুমি কাহাকে আলিঙ্গন করিতেছ? কেই বা সর্পদষ্ট হইয়াছে? তোমার নিজের বাসনার সৃষ্ট বস্তুকে প্রকৃত বলিয়া মনে করিয়া তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছ কেন? এই প্রকার দৃঢ়তার সহিত সত্যান্বেষণপূর্বক যাহাতে পুনর্বার দুঃখজালে পতিত না হও, তাহা করিতেছ না কেন?'

বণিক যুবককে এই কথা বলিলে তাহার মায়ানিশা অপনোদিত হইল এবং সে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া মুনিকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'ভগবন্! আপনার

প্রসাদে আমি এই বিপদ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পরিবর্তনশীল সংসার হইতে আমাকে ত্রাণ করুন।' মলয়মালী সেই বোধিসত্ত্ব মুনিকে এইরূপ অনুরোধ করিলে মুনিবর তাহাকে স্বীয় জ্ঞানে শিক্ষা দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। মলয়মালী বনে গমন করিয়া স্বীয় তপোবলে প্রকৃত সত্য কি এবং কি বস্তু বর্জন করিয়া কি গ্রহণ করিতে হইবে জ্ঞাত হইয়া অর্হত্ব অর্জন করিল। সেই দয়াশীল প্রত্যাবর্তনপূর্বক ইন্দুকেশরী এবং চৌরবর্গকে জ্ঞানোপদেশ প্রদানপূর্বক মুক্তিভাগী করিল।

অতএব যাহারা ধ্যানবলে বলীয়ান, অসত্যও তাহাদের নিকট সত্য হইয়া যায়। ধ্যানপারমিতার কথা বলিয়াছি এখন প্রজ্ঞাপারমিতার কথা বলিব শ্রবণ কর :—(২৯৯-৩১৮)

চিত্রগুপ্ত-বিজয়ী চোরের কাহিনী

বহু প্রাচীনকালে সিংহলদ্বীপে সিংহবিক্রম নামে চোর বাস করিত। সে জন্ম হইতেই হৃত পরের বিত্ত দ্বারা দেহ পোষণ করিয়াছিল। কালক্রমে বার্ধক্য উপস্থিত হইলে স্ববৃত্তি পরিত্যাগপূর্বক সে চিন্তা করিতে লাগিল, 'পরলোকে আমার কি-ই বা আছে? আমি তথায় কাহার শরণ লইব? শিব কিংবা বিষ্ণুর আশ্রয় যদি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি তবে তাহারা আমার কি মূল্য প্রদান করিবেন? যখন দেবতা, মুনি, ঋষি প্রভৃতি তাহাদের অর্চনা করেন! আমি বরং নরগণের সুকর্ম এবং কুকর্মের হিসাবরক্ষক চিত্রগুপ্তের পূজা করিব। তিনি তাঁহার ক্ষমতা প্রভাবে আমার মুক্তি সাধন করিতে সমর্থ হইবেন। সেই কায়স্থ ব্রহ্মা এবং রুদ্র উভয়েরই হিসাব রক্ষক। তিনিই মুহূর্ত মধ্যে সমস্ত জগতের বিষয় লিপিবদ্ধ করেন অথবা মুছিয়া ফেলেন। নিখিল জগত তাঁহার করতলগত।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে ভক্তিভরে বিশেষভাবে তাঁহারই অর্চনা করিত এবং তাঁহার সন্তুষ্টির নিমিত্ত প্রত্যহ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইত।

সে যখন এইরূপ আচরণ করিতেছিল। তখন সেই তস্করের প্রকৃত চিত্তবৃত্তি নিরূপণ করিবার নিমিত্ত চিত্রগুপ্ত একদিন অতিথিবেশে তাহার আলয়ে আগমন করিলেন। (৩১৯-৩২৫): সেই তস্কর তাহাকে সাদর সম্বর্ধনা করিয়া উপহারাদি দ্বারা তাহাকে আপ্যায়িত করিয়া বলিল,-"আপনি এই কথা বলুন: 'চিত্রগুপ্ত তোমার প্রতি সদয় হউন।'" তখন ব্রাহ্মণবেশী চিত্রগুপ্ত তাহাকে বলিল, 'তুমি শিব বিষ্ণু এবং অন্যান্য দেবতাদিগকে

উপেক্ষা করিয়া চিত্রগুপ্তের কথা বলিতেছ কেন ?' তখন তস্কর বলিল, 'আপনার তাহা অবগত হইয়া কি লাভ হইবে ? আমি চিত্রগুপ্ত ব্যতীত অন্য কোন দেবতার প্রয়োজন বোধ করি না।' তখন ব্রাহ্মণবেশী চিত্রগুপ্ত তাহাকে বলিল, 'তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে আমায় দান কর তবে আমি ঐ কথা বলিব।' সিংহবিক্রম এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রীত হইয়া বলিল, যে দেবতাকে বিশেষরূপে আমার আপন বলিয়া স্বীকার করিয়াছি তাহার তুষ্টি বিধানের নিমিত্ত আমি আমার ভার্যাকে আপনাকে দান করিলাম।' চিত্রগুপ্ত এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার নিকট প্রকট হইয়া তাহাকে বলিলেন-, 'আমিই চিত্রগুপ্ত। তোমার উপর প্রীত হইয়াছি। তোমার জন্য আমার কি করিতে হইবে আমার নিকট প্রকাশ কর।'

তখন সিংহবিক্রম পরমপ্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিল, 'ভগবান! আমার যাহাতে মৃত্যু না হয় সেরূপ বিধান করুন।' তখন চিত্রগুপ্ত বলিল,- 'মৃত্যুর হস্ত হইতে কাহাকেও রক্ষা করা যায় না। তথাপি তোমার মুক্তির নিমিত্ত একটি কৌশল অবলম্বন করিব শ্রবণ কর :—শ্বেতমুনির নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শিবকর্তৃক কাল দগ্ধ হইলে পুনরায় তাহার প্রয়োজন অনুভব করিয়া শিব যখন তাহাকে সৃষ্টি করিলেন তখন শ্বেতমুনি আবাস-স্থলে বিধাতার আদেশে নিবারিত হইয়া শ্বেতমুনি অথবা তত্রস্থ অন্য কাহারও সে অনিষ্ট করে না। সম্প্রতি শ্বেতমুনি পূর্ব সমুদ্রের অপর তীরে তরঙ্গিনী নদী অতিক্রম করিষা একটি তপোবনে বাস করিতেছেন। সেই তপোবন আক্রমণ করিতে অসমর্থ। আমি তোমাকে তথায লইয়া গিয়া রাখিয়া আসিব। তুমি কিন্তু তরঙ্গিনী নদীর এই তীবে আগমন করিবে না। তথাপি যদি ভুলবশতঃ এই পারে আগমন করিয়া মৃত্যুর করতলগত হও তবে নরলোকে আগমন করিলে আমি তোমার মুক্তির ব্যবস্থা করিয়া দিব। (৩২৬-৩৩৮)

চিত্রগুপ্ত এই কথা বলিয়া প্রহৃষ্ট সিংহবিক্রমকে লইবার জন্য উপস্থিত হইয়া তাহাকে ধৃত করিবার অন্য কোনও উপায় দেখিতে না পাইয়া মায়াবলে একটি দিব্যাঙ্গনা সৃষ্টি করিয়া সিংহবিক্রমের নিকট প্রেরণ করিল। সেই সুন্দরী সিংহবিক্রমের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বীয় সৌন্দর্য্য-সম্ভার দ্বারা তাহাকে বশীভূত করিল। কিয়দ্দিবস পরে স্বজনদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ছল করিয়া সে তরঙ্গসঙ্কুলা তরঙ্গিনী নদীতে অবতরণ করিল। তাহার পশ্চাদনুসরণকারী সিংহবিক্রম যখন তীর হইতে তাহাকে অবলোকন করিতেছিল তখন সে মধ্যনদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। নদীস্রোতে যেন নীত হইতেছে এই ছল করিয়া তথা হইতে সে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার উঠিল,

'আর্য্য পুত্র! নদীবেগে আমি ভাসিয়া যাইতেছি দেখিয়াও তুমি আমাকে রক্ষা করিতেছ না কেন? তুমি কি শৃগালবিক্রম, সিংহবিক্রম নও?' এই কথা শ্রবণ করিয়া সিংহবিক্রম দ্রুত নদীনীরে অবতরণ করিলে সেই দিব্যাঙ্গনা স্রোতবেগে চালিত হইবার ছল করিয়া তাহাকে সত্বর নদীর অপরতীরে লইয়া গেল। সে তথায় উপনীত হইলে যম তাহার গলদেশে পাশ বন্ধ করিয়া তাহাকে বন্দী করিল। বিষয়গ্রস্তচিত্ত ব্যক্তির মস্তকে বিপদ পতিত হইবেই।

তখন কালকর্তৃক সেই অসাবধানী সিংহবিক্রম যমসভায় নীত হইলে পূর্ব হইতেই তাহার প্রতি প্রসন্ন চিত্রগুপ্ত তাহাকে জনান্তিকে বলিল, 'যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে প্রথমে তুমি স্বর্গভোগ করিবে না নরকভোগ করিবে, তুমি তখন বলিবে যে প্রথমে তুমি স্বর্গভোগ করিতে ইচ্ছা কর। স্বর্গে অবস্থানকালে যাহাতে চিরতরে তথায় থাকিতে সমর্থ হও তন্নিমিত্ত কঠোর তপশ্চর্য্যা দ্বারা স্বীয় পাপ ক্ষালন করিবে।' চিত্রগুপ্ত এই কথা বলিলে ভূমিতলে নেত্রবন্ধপূর্বক অধোমুখে অবস্থিত ভীত সিংহবিক্রম তাহা করিতে স্বীকৃত হইল।

মুহূর্তকাল পরেই ধর্মরাজ চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই চোরের স্বপক্ষে কি কোন পুণ্যকার্য করিবার নজির আছে?' তখন চিত্রগুপ্ত বলিল, 'এই ব্যক্তি কিন্তু বাস্তবিকই অতিথিসৎকারপরায়ণ। স্বীয় দেবতার তৃপ্তি সাধনের নিমিত্ত সে একজন অতিথির হস্তে নিজের পত্নীকে দান করিয়াছিল, সুতরাং এই ব্যক্তি দেবতাদিগের এক দিবস পরিমাণ সময় স্বর্গভোগ করিতে পারে।' ইহা শ্রবণ করিয়া যম সিংহবিক্রমকে বলিল, 'আমাকে বল তুমি প্রথমে সুখ অথবা দুঃখ কি ভোগ করিতে ইচ্ছা কর।' তখন সিংহবিক্রম সানুনয়ে তাহাকে বলিল যে সে প্রথমে সুখভোগ করিতে ইচ্ছা করে। যম স্বীয় রথ আনিতে আদেশ করিলে সিংহবিক্রম উহাতে আরোহণপূর্বক চিত্রগুপ্তের বাক্য স্মরণ রাখিয়া স্বর্গে গমন করিল।

তথায় সে কঠিন ব্রত অবলম্বনপূর্বক স্বর্গগঙ্গায় স্নানকরতঃ স্বর্গভোগে নিস্পৃহ থাকিয়া পুনরায় দেবতাদিগের একদিবস পরিমাণ সময় তথায় বাস করিবার সুযোগ লাভ করিল। কঠোর তপশ্চর্যা এবং শিবারাধনায় তাহার পাপ ধৌত হইয়া যাওয়াতে সে জ্ঞানলাভ করিয়া চিরকালের নিমিত্ত স্বর্গবাসের অধিকারী হইল। তখন নরকের দূতেরা উহার সুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে অশক্ত হইল এবং চিত্রগুপ্ত তাহার ভূর্জপত্রলিপিকা হইতে উহার নাম কাটিয়া দিলে যমও নীরব হইয়া রহিলেন। (৩৩৯-৩৬০)

এই প্রকার- সিংহবিক্রম চোর হওয়া সত্ত্বেও প্রজ্ঞাপারমিতা অবলম্বন

করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। এই প্রকারে বৎস, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ বর্ণিতোক্ত এই নৌতুল্য ষট্পারমিতার আশ্রয় গ্রহণপূর্বক ভবাম্বুধি উত্তরণ করে।'

বোধিসত্ত্বপ্রাপ্ত নৃপতি বিনীতমতিকর্তৃক সোমশূর যখন অরণ্যে এইরূপ উপদিষ্ট হইতেছিল তখন ভাস্করদেব এই ধর্ম কথা শ্রবণ করিয়া বিনীতভাবে বৌদ্ধ শ্রমণের কষায় বস্ত্র ধারণপূর্বক অন্তরাগে রঞ্জিত হইয়া পশ্চিমাচলের গুহায় প্রবেশ করিলেন। বিনীতমতি এবং সোমশূরও যথাবিধি সন্ধ্যাহ্নিক সমাপনান্তে সেই রজনী তথায় অতিবাহিত করিল। পরদিবস বিনীতমতি সোমশূরকে বৌদ্ধ শাসন রহস্যে শিক্ষা প্রদান করিলে সোমশূর তথায় একটি বৃক্ষমূলে কুটির নির্মাণপূর্বক সেই অরণ্যে গুরুর পদতলে ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া বাস করিতে লাগিল। কালক্রমে গুরু এবং শিষ্য উভয়ে অলৌকিক শক্তি অর্জন করিয়া পরম সিদ্ধি লাভ করিল। (৩৬১-৩৬৮)

ইতোমধ্যে ইন্দুকলশ ঈর্ষ্যাবশতঃ আগত হইয়া খড়্গ এবং অশ্বের প্রভাবে প্রথমে রাজ্যচ্যুত হইবার পর বিনীতমতিপ্রদত্ত অহিচ্ছত্র রাজ্য হইতেও ভ্রাতা কনককলসকে উৎখাত করিল। প্রথমবার রাজ্যচ্যুত হইবার পরই কনককলস বিবাদগ্রস্ত হইয়াছিল। এখন তাহার দুই তিনজন মন্ত্রিসহ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে দৈবাৎ বিনীতমতির তপোবনে উপস্থিত হইল। দুর্বার ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া যখন সে ফল এবং বারি অন্বেষণ করিতেছিল তখন বিনীতমতিকে অতিথিসৎকারে অসমর্থ করিবার নিমিত্ত ইন্দ্র যাদুমন্ত্রবলে সেই কানন দগ্ধ করিয়াছিলেন। স্বীয় আশ্রম মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া বিনীতমতি কিয়ৎকাল বিভ্রান্তচিত্তে ইতস্ততঃ পর্যটন করিতে করিতে তথায় আগত কনককলস এবং তাহার অনুচরদিগের সাক্ষাৎলাভ করিল। সে দেখিতে পাইল যে তাহাব অতিথিবৃন্দ ক্ষুধায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। অতিথিপরায়ণ বোধিসত্ত্ব তখন রাজাকে এই অবস্থায় দর্শন করিয়া তাহার নিকট হইতে তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিল, 'যদিও এই অরণ্য এখন মরুভূমি হইয়া অতিথি সৎকারের অযোগ্য হইয়াছে তথাপি তোমাদের এই ক্ষুধিতাবস্থায় তোমাদের প্রাণরক্ষার উপায় আমি বলিব। এইস্থান হইতে মাত্র অর্ধক্রোশ দূরে একটি গর্তে পতিত হইয়া একটি মৃগ হত হইয়াছে। তথায় গমনপূর্বক উহার মাংস আহার করিয়া তোমাদের জীবন রক্ষা কর।' ক্ষুধার্ত অতিথি তাহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া সানুচর সেইদিকে যাত্রা করিলে তাহার পূর্বেই বিনীতমতি তথায় গর্তের নিকট গমনকরতঃ অলৌকিক শক্তিবলে মৃগরূপ ধারণপূর্বক ঐ গর্তে পতিত হইয়া অর্থীদিগের নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করিল।

অতঃপর কনককলস এবং তাহার অনুচরবৃন্দ ধীরে ধীরে সেই বিবরের নিকট আগমন করিয়া তম্মধ্যে মৃত হরিণকে দেখিতে পাইল। তখন উহাকে বহির্দেশে আনয়নপূর্বক তৃনকণ্টকাদিদ্বারা অগ্নিসংযোগে উহার মাংস ভর্জিত করিয়া উহারা নিঃশেষরূপে ভক্ষণ করিল। ইতোমধ্যে নাগসুতা এবং রাজসুতা বোধিসত্ত্বের ভার্যাদ্বয় কানন আশ্রম ধ্বংস হইয়াছে দেখিয়া এবং পতিকে দেখিতে না পাইয়া বিষণ্ণচিত্তে গভীর ধ্যানে মগ্ন সোমশূরের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া তাহার নিকট সমস্ত নিবেদন করিল। সে ধ্যানযোগে গুরু যাহা করিয়াছেন জ্ঞাত হইয়া এই দুঃখজনক বার্তা ভার্য্যাদ্বয়ের নিকট নিবেদন করিয়া তাহাদের সহিত অবিলম্বে অতিথিদিগের নিমিত্ত গুরু যেথায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, সেই বিবরের নিকট গমন করিল। তথায় নাগদুহিতা এবং রাজদুহিতা মৃগরূপে পরিণত তাহাদের পতির কেবলমাত্র অস্থি এবং শৃঙ্গ অবশিষ্ট রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া শোকাকুল হইল এবং ঐ পতিব্রতাদ্বয় অস্থিশৃঙ্গাদি গ্রহণকরতঃ আশ্রম হইতে কাষ্ঠরাশি আনয়নপূর্বক তাহা প্রজ্বলিত করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিল। সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তত্রস্থ কনককলস এবং তাহার অনুচরবর্গও অগ্নিতে প্রবেশ করিল। (৩৬৯-৩৮৯)

যখন এই সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছিল তখন সোমশূর গুরুহারা হইয়া অসহ্য দুঃখে দর্ভাসনে শয়নপূর্বক প্রাণ বিসর্জন করিতে উদ্যত হইলে স্বয়ং ইন্দ্র তথায় প্রকট হইয়া বলিলেন, 'এই কার্য করিও না। তোমার গুরুকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আমিই ইহা করিয়াছি। সে, তাহার পত্নী এবং অতিথিদিগের অস্থি এবং ভস্মাদি যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহার উপর অমৃত সিঞ্চন করিয়া আমি উহাদের সকলকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছি।' ইন্দ্রকে এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়া সোমশূর তাহাকে পূজানিবেদনপূর্বক সম্মুখিত হইয়া প্রহৃষ্টচিত্তে তথায় গমন করিয়া দেখিতে পাইল যে তাহার গুরু বোধিসত্ত্ব বিনীতমতি পুনরুজ্জীবিত হইয়া তাহার ভার্য্যাদ্বয় এবং সানুচর কনককলসের সহিত অবস্থান করিতেছেন। তখন সে মস্তক অবনতপূর্বক পরলোক হইতে সভার্য্য প্রত্যাগত গুরুপিতাকে দর্শন করিয়া তাহাকে পুষ্পোপহার দ্বারা অর্চনা করিয়া তাহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল। যখন কনককলস এবং তাহার অনুচরেরা বিনীতমতির প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতেছিল তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু প্রমুখ দেবতাবৃন্দ তথায় সমাগত হইলেন। বিনীতমতির সদ্গুণে প্রীত হইয়া তাহারা সকলে পরার্থব্রতীকে দৈবশক্তি বলে বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সোমশূরাদি তাহাদের কাহিনী

বিবৃত করিলে বিনীতমতি তাহাদের সহিত অন্যত্র একটি তপোবনে গমন করিল।

সুতরাং দেখিতে পাইতেছ যে এই পৃথিবীতে ভস্মাবশেষ হইয়াও প্রাণীগণ পুনর্মিলিত হয়। জীবিত এবং যথেচ্ছ গমনে সমর্থ প্রাণীগণের ত কথাই নাই। সুতরাং বৎস, দেহত্যাগের কথা আর চিন্তা করিও না। তুমি বীর এবং নিশ্চয়ই মৃগাঙ্কদত্তের সহিত পুনর্মিলিত হইবে।'—বৃদ্ধা তাপসীর নিকট হইতে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমি নবীন আশায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাপসীকে প্রণাম করিয়া খড়্গহস্তে কালক্রমে বনে উপনীত হইলে দুর্গাদেবীর নিকট বলিপ্রদান করিতে শবরেরা যখন মনুষ্য সন্ধান করিতেছিল, আমি দৈবাৎ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাহাদের দ্বারা বন্দী হইয়া শবরপতি মায়াবটুর নিকট আনিত হইয়াছিলাম। প্রভো! এই স্থানে তোমার দুই তিন জন মন্ত্রিসহ তোমার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া আমি তোমার অনুগ্রহে সুখী হইয়া স্ববাসগৃহে বাস করিবার সুখ অনুভব করিতেছি।

শবররাজপ্রাসাদস্থিত মৃগাঙ্কদত্ত স্বয়ং সখা গুণাকরকথিত তাহার অভিযোগ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সাতিশয় প্রীত হইল এবং যুদ্ধে আহত তাহার সেই মন্ত্রীর ক্ষতসমূহে উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবা অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া অন্যান্য বয়স্যদিগের সহিত গাত্রোত্থানকরতঃ দিবসের আহ্নিককর্মাদি সম্পাদন করিল।

যদিও অন্যান্য বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইবে এবং শশাঙ্কবতীকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সে উজ্জয়িনী গমন করিতে সমুৎসুক হইয়াছিল তথাপি গুণাকরের আরোগ্যলাভের নিমিত্ত তথায় কতিপয় দিবস অবস্থান করিল। (৩৯০-৪০৭)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত কথাসরিৎসাগরের
শশাঙ্কবতী লম্বকের পঞ্চমতরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—৪০৭
মোট শ্লোক সংখ্যা—১৪,০১৫.

অতঃপর গুণাকরের ক্ষত আরোগ্য হইয়া সে সুস্থ হইয়া উঠিলে মৃণালদত্ত সখা শবরাধিপের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্বক এক শুভদিনে শশাংকবতীকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত স্বনগরী হইতে উজ্জয়িনীর দিকে যাত্রা করিল।

কিন্তু সখা মাতঙ্গাধিপ দুর্গপিশাচের সহিত শবরাধিপতি বহুদূর পর্যন্ত মিত্রের অনুগমন করিয়া তাহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল। মৃগাংকদত্ত তাহার বয়স্য শ্রুতধি, বিমলবুদ্ধি-গুণাকর, এবং ভীম-পরাক্রমের সহিত এবং অন্যান্য মিত্রদিগের সহিত যখন বিন্ধ্যারণ্যে পর্যটন করিতেছিল তখন দৈবাৎ এক রজনীতে মন্ত্রিদিগের সহিত পথিমধ্যে এক তরুমূলে নিদ্রিত হইয়াছিল। অকস্মাৎ জাগ্রত হইয়া সে চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল যে অন্য একজন ব্যক্তিও তথায় নিদ্রিত রহিয়াছে। সে মুখের আবরণ অপসারণ করিলে মৃগাঙ্কদত্ত তাহাকে তথায় আগত স্বীয় মন্ত্রী বিচিত্রকর্ম বলিয়া চিনিতে পারিল। বিচিত্রকর্ম জাগ্রত হইয়া স্বীয় প্রভু মৃগাংকদত্তকে দর্শন করিয়া সানন্দে তাহার পাদালিঙ্গন করিল। অচিন্তিতভাবে তাহাকে দেখিতে পাইয়া রাজপুত্র বিস্ফারিত নয়নে তাহাকে আলিঙ্গন করিল এবং সমস্ত মন্ত্রিগণও জাগ্রত হইয়া তাহাকে সাদরে সম্বর্ধনা করিল। তখন সকলে ক্রমান্বয়ে স্ব স্ব বৃত্তান্ত বিবৃত করিলে পৃষ্ট হইয়া বিচিত্রকর্ম স্বীয় কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিল: (১-১০)

রাজপুত্রের সঙ্গচ্যুত হইবার পর বিচিত্রকর্মের অভিযান কাহিনী

পারাবতাক্ষের অভিশাপে তোমরা যখন চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িলে আমিও তখন বিভ্রান্ত হইয়া একাকী বহুক্ষণ পর্যটন করিয়াছিলাম। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বহুদূর ভ্রমণ করিবার পর আমি পরদিবস যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম তখন অকস্মাৎ আমি অরণ্যের বহির্দেশে একটি বিরাট দিব্যনগরীতে উপনীত হইলাম। তথায় দিব্যরমণীসহ একজন দিব্যপুরুষ আমাকে দেখিতে পাইয়া শীতলজলে আমাকে স্নান করাইয়া সুস্থ করিল। তাহার নগরীতে আমাকে প্রবেশ করাইয়া আমাকে সযত্নে দিব্যভোজ্য আহার করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিল এবং তাহার ভার্যাদ্বয়ও অতঃপর আহার

করিল। ভোজনান্তে সুস্থ হইয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,' 'ভদ্র, আপনি কে এবং মুমূর্ষু আমাদের কেন রক্ষা করিলেন ? প্রভুহারা হওয়ায় আমি নিশ্চয়ই প্রাণ বিসর্জন দিব।' এই কথা বলিয়া আমার সমস্ত বৃত্তান্ত তাহার নিকট নিবেদন করিলে সেই মহান দয়ালপুরুষ আমাকে বলিলেন, 'আমি জনৈক যক্ষ এবং ইহারা আমার পত্নী। তুমি আমার অতিথিরূপে আগমন করিয়াছ। তুমি জ্ঞাত আছ যে যথাশক্তি অতিথিসংকার করা গৃহস্থের কর্তব্য। সেইজন্য আমি তোমাকে আসরে আপ্যায়ন করিয়াছি। কিন্তু তুমি দেহত্যাগ করিতে উন্মুখ হইয়াছ কেন ? তোমার এই সঙ্গচ্যুতি নাগের অভিশাপের ফল। উহা ক্ষণস্থায়ী হইবে। অভিশাপের শক্তি অপনীত হইলেই তোমরা সকলে পুনর্মিলিত হইবে। ভদ্র ! তুমি চিন্তা করিয়া দেখ, দুঃখহীন হইয়া পৃথিবীতে কে জন্মগ্রহণ করে ? আমি যক্ষ হওয়া সত্ত্বেও আমাকে যে দুঃখভোগ করিতে হইয়াছে তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ কর : (১১-২০)

শ্রীদর্শনের কাহিনী

সৎ গুণাবলীযুক্ত পুষ্পরচিত বসুধাবধূর শিরোভূষণ মাল্যস্বরূপ ত্রিগর্তা নাম্নী নগরী আছে। তথায় পবিত্রধর নামক ব্রাহ্মণ যুবক বাস করিত। তাহার পার্থিব বৈভব অল্পই ছিল কিন্তু স্বজন ছিল এবং সে উচ্চকুলজাত ছিল। সেই মানী দ্বিজ ধনীদিগের মধ্যে বাস করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, যদিও আমি স্বজাতির নিয়মানুসারে চলিয়া থাকি তথাপি সংকার্য শব্দরাজির মধ্যে নিরর্থক শব্দের ন্যায় আমি এই ধনী ব্যক্তিদিগের মধ্যে ঠিক খাপ খাইতেছিনা এবং মানী ব্যক্তি হওয়ায় কাহারও সেবা অথবা দান গ্রহণ করিতে পারি না। সুতরাং একান্তে কোনস্থানে গমন করিয়া গুরুদত্ত মন্ত্রবলে এক যক্ষিণীকে বশ করিব।' এইরূপ সংকল্প করিয়া সেই দ্বিজ পবিত্রধর অরণ্যে গমনপূর্বক যথাবিধি সৌদামিনী-নাম্নী যক্ষিণীকে ভার্যারূপে লাভ করিয়া ঘোর হিমোত্তীর্ণ বসন্তকালের বিটপীর ন্যায় তাহার সহিত মিলিত হইয়া বাস করিতে লাগিল। কোন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ না করায় বিষণ্ণ পবিত্রধরকে নিরীক্ষণ করিয়া যক্ষিণী তাহাকে বলিল, 'আর্যপুত্র, বিষাদগ্রস্ত হইও না, আমাদের পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিবে। তোমাকে যে কাহিনী বিবৃত করিতে যাইতেছি তাহা শ্রবণ কর : (২১-২৯)

সৌদামিনীর বৃত্তান্ত

প্রাবৃটকালের আধারস্বরূপ সূর্যকে আবৃত করিয়া ঘনমেঘযুক্ত তমাল-বনশ্রেণী দক্ষিণদেশে অবস্থিত আছে। তথায় পৃথুদর নামক এক বিখ্যাত যক্ষ বাস করে। আমি তাহারই একমাত্র কন্যা সৌদামিনী। আমার স্নেহাসক্ত পিতা আমাকে পর্বত হইতে পর্বতান্তরে লইয়া যাইতেন এবং আমি স্বর্গীয় উদ্যানসমূহে বিহার করিতাম।

একদিন আমি যখন সখী কপিশভ্রূর সহিত কৈলাসপর্বতে ক্রীড়ারত ছিলাম তখন অট্টহাস নামক যক্ষ যুবকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সখ্যাদিগের মধ্যে দণ্ডায়মান অবস্থায় সে-ও আমাকে দেখিতে পাইল এবং আমাদের নয়ন পরস্পরের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়াছিল। তদ্দৃষ্টে আমার পিতা উভয়েই সমকুলে জাত বিধায় অট্টহাসকে আহ্বানকরতঃ আমাদের বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন। শুভদিন ধার্য করিয়া তিনি আমাকে লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং অট্টহাসও আনন্দবিহ্বলচিত্তে বন্ধুদিগের সহিত গৃহে গমন করিল। কিন্তু পরদিবস আমার সখী কপিশভ্রূ বিষণ্ণচিত্তে আগত হইলে মৎকর্তৃক পৃষ্ট হইয়া বলিতে বাধ্য হইল, 'যদিও ইহা বলা উচিত নয় তথাপি আমি তোমাকে একটি দুঃসংবাদ দিতেছি। অদ্য আমি যখন আসিতেছিলাম তখন তোমার প্রতি সমুৎসুক তোমার বর অট্টহাসকে হিমালয়ের সানুদেশে চিত্রস্থল উপবনে দেখিতে পাইলাম, তাহার বন্ধুগণ তাহার চিত্তবিনোদনার্থ তাহাকে যক্ষরাজ করিয়া তাহার ভ্রাতা দীপ্তশিখাকে যক্ষরাজপুত্র নড়কুবর করিয়াছিল এবং নিজেরা সম্রাট হইয়াছিল। যখন তোমার প্রিয়তমাকে তাহার সখাগণ এই প্রকারে আনন্দ প্রদান করিতেছিল তখন নড়কুবর আকাশপথে গমন করিতে করিতে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল এবং কুবের পুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে আহ্বান করিয়া অভিশাপ প্রদান করিল, 'ভৃত্য হইয়াও তুই প্রভুর ন্যায় আচরণ করিতেছিস্, রে পাপি, তুই মর্ত্য নর হইয়া উর্ধ্বে উত্থিত হইয়া অধোগমন কর।'

এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া বিষাদগ্রস্ত অট্টহাস বলিল, (৩০-৪৩) 'রাজকুমার ঔৎসুক্যবশতঃ আমি মূর্খের ন্যায় এই কার্য করিয়াছি, কোন উচ্চপদ প্রাপ্তিলাভের নিমিত্ত নহে, অতএব প্রভো, আমাকে ক্ষমা করুন।' তাহার এই দুঃখপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ধ্যানযোগে ইহার সত্যতা নির্ণয় করিয়া নড়কুবর শাপান্তর কথা বলিল, 'তুমি নর হইয়া জন্মগ্রহণপূর্বক তোমার প্রিয়া যক্ষিণীর গর্ভে কনিষ্ঠ ভ্রাতা দীপ্তশিখাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া পাপমুক্ত হইবে এবং তোমার এই ভ্রাতা তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া

পৃথিবীতে রাজত্ব করিয়া শাপমুক্ত হইবে।' ধনাধিপতির পুত্র এই কথা বলিলে 'শাপপ্রভাবে অট্টহাস কোথাও অন্তর্হিত হইল। সখে, উহা দর্শন করিয়া আমি বিষণ্ণচিত্তে হেথায় তোমার নিকট আগমন করিয়াছি।' সখী আমাকে এই কথা বলিলে আমি অতিশয় শোকাকুল হইয়া ভাগ্যকে দোষী করিয়া পিতার নিকট এই বার্তা বহনকরতঃ প্রিয়তমার সহিত পুনর্মিলিত হইবার আশায় সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলাম।

তুমিই সেই অট্টহাস, ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং আমিই সেই যক্ষিণী তোমার সহিত হেথায় পুনর্মিলিত হইয়াছি। শীঘ্রই আমাদিগের পুত্রলাভ হইবে। দ্বিজ পবিত্রধরের বুদ্ধিমতী ভার্যা সৌদামিনী তাহাকে এই কথা বলিলে তাহার আশা হইল যে তাহার পুত্র সন্তান লাভ হইবে এবং সে অতিশয় হৃষ্ট হইল। কালক্রমে সেই যক্ষিণীর গর্ভে তাহার পুত্রের জন্ম হইয়া তাহার গৃহ এবং মন আনন্দে পূর্ণ করিল। পুত্রমুখ দর্শন করিয়া পবিত্রধর অবিলম্বে দিব্যমূর্তি ধারণপূর্বক পুনরায় যক্ষ অট্টহাসে পরিণত হইল। সে যক্ষিণীকে বলিল, 'প্রিয়তমে, আমাদের শাপ অপনীত হইয়াছে। আমি পূর্বেই অট্টহাস হইয়াছি। চল আমরা স্বস্থানে গমন করি।' (৪৪-৫৫) সে এই কথা বলিলে তাহার পত্নী তাহাকে বলিল, 'পাপ প্রভাবে তোমার পুত্ররূপে জাত তোমার ভ্রাতা এই শিশুর কি গতি হইবে তাহা চিন্তা কর।' অট্টহাস এই কথা শ্রবণ করিয়া ধ্যানবলে কি করিতে হইবে তাহা নির্ণয় করিয়া পত্নীকে বলিল, "প্রিয়ে এই নগরীতে দেবদর্শন নামক ব্রাহ্মণ বাস করে। সে বিত্তহীন এবং সন্তানহীন। যদিও সে গৃহে পঞ্চাগ্নি রক্ষণ করে তথাপি ক্ষুধা তাহার আরও দুইটি অগ্নিকে প্রজ্বলিত রাখে—তাহার এবং তাহার ভার্যার জঠরাগ্নি। একদিন যখন সে ধন এবং পুত্র লাভার্থ ভগবান অগ্নির আরাধনা করিতেছিল তখন তিনি স্বপ্নে তাহাকে আদেশ করিলেন, 'বিপ্র, তোমার ঔরসজাত কোন পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে না। কিন্তু পোষ্যপুত্রের প্রভাবে তোমার দারিদ্র্য মোচন হইবে।' অগ্নিদেবের তথাকথিত সেই পুত্রের জন্য সে প্রতীক্ষা করিতেছে। আমাদের পুত্রকে তাহাকেই সম্প্রদান করিব। ইহাই ভাগ্যের বিধান।" প্রিয়তমাকে এই কথা বলিয়া সে শিশুটির গলদেশ দিব্যাবরণ মাল্যে ভূষিত করিয়া একটি স্বর্ণপূর্ণ কুম্ভের উপর উহাকে স্থাপনকরতঃ যখন সেই ব্রাহ্মণ এবং তাহার পত্নী সুপ্ত ছিল তখন রজনীতে তাহার গৃহে শিশুকে নিক্ষেপ করিয়া প্রিয়তমার সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

অতঃপর বিপ্র দেবদর্শন এবং তাহার পত্নী জাগ্রত হইয়া দীপ্তিমান

রত্নোজ্জ্বল বালচন্দ্রনিভ শিশুকে দর্শন করিয়া আশ্চর্যে চিন্তা করিতে লাগিল, 'ইহার তাৎপর্য কি ?' কিন্তু স্বর্ণকুম্ভ দৃষ্টে অগ্নিদেব স্বপ্নে তাহাকে যাহা আদেশ করিয়াছিলেন তাহা স্মরণপথে উদিত হওয়াতে সে আনন্দিত হইল। বিধাতাপ্রদত্ত সেই স্বর্ণ এবং পুত্র গ্রহণ করিয়া সেইদিবস প্রাতঃকালে সে মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিল। একাদশ দিবসে সে পুত্রের 'শ্রীদর্শন' এই উপযুক্ত নামকরণ করিল। দ্বিজ দেবদর্শন মহা বিত্তশালী হইয়া যজ্ঞ-কর্মাদি সম্পাদন করিয়া উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি ভোগ করিতে লাগিল। (৫৬-৬৮)

বীর শ্রীদর্শন পিতৃগৃহে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বেদ ও অন্যান্য বিদ্যায় পারঙ্গম হইল এবং শাস্ত্রবিদ্যায়ও পারদর্শী হইল। সে যৌবন প্রাপ্ত হইলে পিতা দেবদর্শন তীর্থদর্শন করিতে গমন করিয়া প্রয়াগে দেহত্যাগ করিয়াছিল। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাহার মাতাও অগ্নিপ্রবেশ করিলে শ্রীদর্শন শোকাকুল-চিত্তে শাস্ত্রসম্মত কর্মাদি সমাপন করিল। কালক্রমে শোক মন্দীভূত হইলে অবিবাহিত হওয়ায় এবং কোন আত্মীয়স্বজন না থাকায় বিদ্বান হওয়া সত্ত্বেও সে দ্যূতক্রীড়াসক্ত হইয়া পড়িল। সেই ব্যসনে চিত্তনষ্ট হওয়ায় ভোজ্য সংগ্রহেও তাহার কষ্ট হইতে লাগিল। একদা দ্যূতশালায় সে তিন দিবস অনাহারে থাকিয়া উপযুক্ত বসনাভাবে লজ্জায় বহির্গত হইতেও অসমর্থ হইল এবং অন্য প্রদত্ত ভোজ্য দ্রব্য গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলে মুখরক নামক তাহার এক দ্যূতক্রীড়াসঙ্গী তাহাকে বলিল, 'তুমি এই প্রকার মুহ্যমান হইয়াছ কেন। তুমি কি জাননা যে পাপ দ্যূতক্রীড়ার এই পরিণতি ? তুমি কি জ্ঞাত নহ যে অক্ষ অমঙ্গলদেবীর কটাক্ষপাত ? দ্যূতক্রীড়াসক্তদিগের সাধারণ ভাগ্য কি বিধাতা তোমার নিমিত্ত নিপতিত করেন নাই ? দ্যূতক্রীড়াসক্তের বাহুদ্বয়ই একমাত্র আবরণ, ধূলি তাহার শয্যা, চত্বর তাহার গৃহ, ধ্বংস তাহার ভার্যা। তবে তুমি কেন আহার্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতেছ' জ্ঞানী হইয়া নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কেন উদাসীন হইয়াছ (৬৯-৭৮) জীবিত অবস্থায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি কি না লাভ করিতে সমর্থ হয় ? উদাহরণস্বরূপ ভূনন্দনের বিচিত্র কাহিনী শ্রবণ কর :—

ভূনন্দন-কথা

সুকৃতিকারীদিগের নিমিত্ত প্রথম স্বর্গ নির্মাণ করিয়া বিধাতা যে দ্বিতীয় স্বর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন ভূতলের অলংকারস্বরূপ সেই কাশ্মীর দেশ এই ধরা-ধামেই অবস্থিত। দুইয়ের ভিতর এই প্রভেদ যে স্বর্গে আনন্দ দৃষ্ট হয় কিন্তু

কাশ্মীরে আনন্দ উপভোগ করা যায়। শ্রী এবং সরস্বতী উভয় দেবীই তথায় প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে গমনাগমন করেন। একজন বলেন, 'এই রাজ্যে আমিই শ্রেষ্ঠ' এবং অন্যজন বলেন, 'না, তাহা ঠিক নহে।' হিমালয় ইহাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, যাহাতে ধর্মদ্রোহী কলি তথায় প্রবেশ করিতে অসমর্থ হয়। বীচিমালাদ্বারা এই দেশের পাপরাশি দূর করিয়া বিতস্তানদী ইহাকে অলংকৃতকরতঃ হস্ত প্রসারিতপূর্বক যেন বলিতেছে, 'এই দেবতীর্থভূমি হইতে তোমরা দূরে অপসৃত হও।' সুধাধৌত তুঙ্গপ্রাসাদসমূহ যেন সমীপস্থ হিমালয়ের শৈলশৃঙ্গের অনুকরণ করে। তথায় বর্ণাশ্রমগুরু, প্রজার আনন্দদায়ক নিদ্রাস্বরূপ বিদ্যা এবং আগমশাস্ত্রে পারদর্শী ভূনন্দন নামক নরপতি বাস করিত। কামিনীকুচযুগলে নখরাঘাতের চিহ্নস্বরূপ শত্রুরাজ্যে তাহার নখরাঘাত দৃষ্ট হইত। সে নীতিসম্মতভাবে প্রজাবর্গের শাসন করিত এবং তাহারা বিপন্মুক্ত ছিল। একমাত্র কৃষ্ণেই তাহার মতি ছিল এবং কুকার্যে প্রজাদিগের মতি ছিল না। (৭৯-৮৭)

একদা দ্বাদশী তিথিতে রাজা বিষ্ণু পূজান্তে এক দৈত্য কন্যাকে তাহার সমীপে অগ্রসর হইতে দেখিল। জাগ্রত হইয়া সে আর তাহাকে দেখিতে পাইল না। বিস্মিত হইয়া সে অঙ্গে সম্ভোগচিহ্ন দেখিয়া অনুমান করিল ইহা যে স্বপ্ন হইতে পারে না তাহা খুবই সুস্পষ্ট। কোন দিব্যনারী আগমন করিয়াছিল এবং এখন সে অন্তর্হিতা হইয়াছে। এই ঘটনায় তাহার চিত্ত বিরহাতুর হইল এবং সে ক্রমে ক্রমে সব রাজকার্য পরিহার করিল। সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, 'তাহার সহিত আমার স্বল্পকালের মিলন বিষ্ণুর প্রসাদেই সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং আমি নির্জনে একান্তে গমনপূর্বক যাহাতে সেই কন্যাকে লাভ করিতে সমর্থ হই তন্নিমিত্ত বিষ্ণুর আরাধনা করিব এবং তাহার বিরহে নীরস এই রাজ্যপাশ হইতে মুক্ত হইব। অতঃপর রাজা ভূনন্দন সচিবদিগকে জ্ঞাপন করাইয়া অনুজ সুনন্দনের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিল।

রাজ্যত্যাগান্তে সে ক্রমসরসনামক তীর্থে উপনীত হইল। বহুপূর্বে বামনাবতার শ্রীকৃষ্ণের পদক্ষেপে ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল। ত্রিদেব—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর ইহার সমীপস্থ পর্বতের শৃঙ্গত্রয়ে অবস্থান করেন। বিষ্ণুর পদতলে বিতস্তানদীর অনুকরণে বিষ্ণুবতীনামক অন্য একটি গঙ্গানদীর কাশ্মীরে উৎপত্তি হইয়াছিল। তথায় চাতক যেরূপ নিদাঘে বৃষ্টিবারি আকাঙ্ক্ষা করে নৃপতিও তদ্রূপ অন্য কোন সম্ভোগ আকাঙ্ক্ষা না করিয়া তপশ্চর্যাপূর্বক তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। (৮৮-৯৮)

এই প্রকারে তপস্যার দ্বাদশবর্ষ অতীত হইলে এক মুনিশ্রেষ্ঠ তথায় আগমন করিলেন। তাঁহার মস্তকে পিঙ্গল জটাজুট এবং পরিধানে ছিন্নবস্ত্র ছিল। শিষ্যগণপরিবৃত তাহাকে সেই তীর্থস্থানের পর্বতশীর্ষ হইতে অবতীর্ণ শিবের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। নৃপতির সহিত সাক্ষাৎ হওয়া মাত্রই তাহার প্রতি তাঁহার স্নেহরস উদ্রিক্ত হইল এবং তিনি বিনীত হইয়া তৎসমীপে অগ্রসর হইয়া তাহার নিকট হইতে তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়া মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'রাজন। আশ্বস্ত হউন। যে দৈত্যকন্যাকে আপনি ভালবাসেন আমি আপনাকে তাহার নিকট লইয়া যাইব। সে পাতালে বাস করে। আমি দাক্ষিণাত্যের যাজ্ঞিক যজ্ঞ নামক ব্রাহ্মণের পুত্র যোগীশ্রেষ্ঠ দ্বিজ ভূরিবসু। পিতা তাঁহার বিদ্যা আমাকে দান করিয়াছিলেন এবং পাতাল শাস্ত্র হইতে হাটকেশাণ (শিব) অর্চনার তন্ত্রমন্ত্র শিক্ষা করিয়া শ্রীপর্বতে গমনপূর্বক তথায় তপশ্চর্যা দ্বারা শিবার্চনা করিলে শিব তুষ্ট হইয়া আমার নিকট আবির্ভূত হইয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, 'যাও, দৈত্যকন্যা বিবাহ করিয়া রসাতলে সম্ভোগান্তে তুমি আমার নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইবে। শ্রবণ কর, আমি সেই সুখসম্ভোগের কৌশল তোমার নিকট বিবৃত করিতেছি। পৃথিবী হইতে পাতালে গমন করিবার বহু পথ আছে। কিন্তু দানবদিগের উদ্যানভূমিতে বাণদুহিতা উষা তাহার প্রেমিক অনিরুদ্ধকে যে বিবরদ্বারের ভিতর দিয়া লইয়া গিয়া সুখী করিয়াছিল, ময়কর্তৃক নির্মিত সেই সুবিখ্যাত গুপ্তদ্বার কাশ্মীরে অবস্থিত। প্রদ্যুম্ন পুত্রকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত গিরিশৃঙ্গের একস্থানে দ্বার নির্মাণকরতঃ শত স্তোত্রে দুর্গাদেবীকে তুষ্ট করিয়া তাহাকে শারিকা নামে খ্যাত করিয়া সেই দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছিল। এখনও প্রদ্যুম্নশিখর এবং শারিকাকূট এই দুই নামে সেই স্থান অভিহিত হয়। সুতরাং সেই বিখ্যাত রন্ধ্রপথে সানুচর পাতালে গমন কর। তথায় তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।' (৯৯-১১২)

এই কথা বলিয়া দেবতা অন্তর্হিত হইলে আমি তাঁহার প্রসাদে অখিল জ্ঞানার্জনপূর্বক সম্প্রতি এই কাশ্মীর রাজ্যে আগমন করিয়াছি। সুতরাং রাজন্, আমাদিগের সহিত সেই শারিকাকূটে আগমন কর। তোমাকে পাতালে তোমার প্রেমাস্পদার নিকট লইয়া যাইব।—মুনি এই কথা বলিলে নৃপতি ভূনন্দন সম্মত হইয়া তাহার সহিত শারিকাকূটে গমন করিল। তথায় বিতস্তা নদীতে স্নান করিয়া গণেশ এবং শারিকাদেবীর অর্চনা করিল এবং মস্তকের চতুর্দিকে হস্তচালনাপূর্বক ভূতপ্রেতাদি নিবারিত করিল।

অতঃপর মুনিবর শিবের বরপ্রভাবে সর্ষপবীজ যথাবিধি নিক্ষেপ করিয়া সেই বিবরদ্বার আবিষ্কার করিল এবং নৃপতি তথায় শিষ্যবর্গের সহিত প্রবেশ করিয়া পঞ্চদিবস পাতালপথে পর্যটন করিল। ষষ্ঠ দিবসে পাতাল-গঙ্গা উত্তরণপূর্বক রজতময় দিব্য কাননভূমি নিরীক্ষণ করিল। ইহার উপর উত্তম প্রবাল, কর্পূর, চন্দন এবং অগুরু পাদপ ছিল এবং ইহা প্রস্ফুটিত বৃহৎ স্বর্ণকমলবাসে সুবাসিত ছিল। উহার মধ্যস্থলে তাহারা সুউচ্চ শিবায়তন দেখিতে পাইল। উহা সুবিস্তৃত ছিল এবং সোপানরাজি রত্নখচিত ছিল। উহার কনকভিত্তি মহামূল্য প্রস্তরনির্মিত স্তম্ভরাজি শোভিত ছিল এবং ঐ বিশাল মন্দির চন্দ্রকান্ত শিলাদ্বারা নির্মিত হইয়াছিল।

ভূপতি ভূনন্দন এবং তাপসের জ্ঞানী শিষ্যবৃন্দ উহা দর্শন করিয়া আনন্দিত হইল। তাপস তখন তাহাদিগকে বলিলেন, (১১৩-১২৩) 'ইহা শিবমন্দির। শিব এই পাতালপুরীতে হাটকেশ্বর নাম ধারণ করিয়াছেন এবং ত্রিভুবন তাহার গুণগান করে ও তাহার পূজা করে।' অতঃপর তাহারা পাতাল গঙ্গায় স্নানাতে পাতালজাত নানাপ্রকার পুষ্পদ্বারা শিবার্চনা করিল। শিবপূজা এবং বিশ্রামান্তে তাহারা পর্যটন করিতে করিতে একটি বিশাল জম্বুবৃক্ষের সমীপবর্তী হইল। উহার পক্কফলসমূহ ভূতলে পতিত হইতেছিল। উহা দর্শন করিয়া তপস্বী আহাদিগকে বলিলেন, 'এই বৃক্ষের ফল তোমরা ভক্ষণ করিও না। ভক্ষণ করিলে তোমাদের কল্পিত কার্যে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। বারণ করা সত্বেও তাহার একজন শিষ্য ক্ষুধার্ত হইয়া ঐ বৃক্ষের একটি ফল ভক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্থবির এবং নিশ্চল হইয়া পড়িল।

অন্যান্য শিষ্যরা উহা দর্শন করিয়া ভীত হইয়া ঐ ফল ভোজনে আর আগ্রহান্বিত হইল না। তখন তপস্বী তাহাদের এবং রাজা ভূনন্দনের সহিত ক্রোশমাত্র গমন করিয়া তাহাদের সম্মুখে মহামূল্য রত্নময়দ্বারসমন্বিত একটি সুউচ্চ কনকপ্রাচীর দেখিত পাইল। দ্বারের দুই পার্শ্বে শৃঙ্গাঘাতে প্রবেশরোধার্থ দুইটি লৌহমেষ ছিল। কিন্তু তপস্বী অকস্মাৎ তাহাদিগকে মন্ত্রপূত দণ্ডদ্বারা মস্তকে আঘাত করিলে তাহারা বজ্রাহতবৎ কোথাও প্রস্থান করিল। তখন তাপস নৃপতি ও শিষ্যবর্গসহ দ্বারদেশে প্রবেশ করিয়া হেমরত্নময় উত্তম প্রাসাদসমূহে নিরীক্ষণ করিল। দ্বারে দ্বারে তাহারা লৌহ মুদ্গর হস্তে দন্তদ্বারা ওষ্ঠ দংশনরত বিকটাকার দ্বাররক্ষী দেখিতে পাইল। অতঃপর তাহারা সকলে তরুতলে উপবিষ্ট

হইলে তাপস অমঙ্গল নিবারণার্থ ধ্যানমগ্ন হইল। তাহার সেই ধ্যানপ্রভাবে বিকটাকার দ্বাররক্ষকগণ সমস্ত দ্বার হইতে পলায়নকরতঃ অদৃশ্য হইতে বাধ্য হইল। (১২৪-১৩৬)

তৎক্ষণাৎ সেই দ্বারদেশে দৈত্যাকন্যাদিগের দিব্যাভরণবস্ত্রাদিভূষিতা পরিচারিকাদিগের আবির্ভাব হইল। তাহারা পৃথকভাবে তাপস এবং তত্রস্থ সকলের নিকট আগমন করিয়া তাহাদের স্বামিনীদিগের নামে নিজেদের প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিল। তখন কৃতী তপস্বী অপরাপর সকলকে বলিলেন, ‘প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া তোমরা তোমাদের প্রিয়ার আদেশ লঙ্ঘন করিও না।’ অতঃপর কয়েকজন পরিচারিকাসহ সে একটি উত্তম প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া একটি দৈত্যকন্যার সহিত স্বেচ্ছামত বিহার করিতে লাগিল। অপর সকলে অন্যান্য পরিচারিকাদিগের সহিত প্রত্যেকে এক একটি স্বতন্ত্র প্রাসাদে প্রবেশকরতঃ দৈত্যসুতাদিগের সহিত প্রেমানন্দ উপভোগ করিতে থাকিল। একজন পরিচারিকা নৃপতি ভূনন্দনকে সসম্মানে প্রণাম করিয়া প্রাচীরের বহির্দেশে একটি মণিময় প্রাসাদে লইয়া গেল। সুন্দরী পরিচারিকাদিগের প্রতিবিম্ব মহামূল্য প্রাসাদভিত্তিতে প্রতিফলিত হওয়ায় মনে হইল যেন উহাতে সজীব প্রাণীসমূহ অধিষ্ঠান করিতেছে। মসৃণ নীলকান্ত মণিতে ঐ ভূভাগ নির্মিত হওয়ায় মনে হইল যেন উহা বিমানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইবার নিমিত্ত আকাশপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছে। মনে হইল উহা যেন অচ্যুতের প্রভাব-খনন্ধ বৃষ্ণীবংশের নিকেতন। মদাকুলা সুন্দরীগণ ঐ স্থানে বিহার করিত এবং উহা কামদেবের শ্রীতে পূর্ণ ছিল। ঐ প্রাসাদের রমণীদিগের সুকুমার দেহের সহিত বালাতপসহ পুষ্প প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিত না। তথায় দিব্যসঙ্গীত প্রতিধ্বনিত হইত এবং রাজা তথায় প্রবেশ করিয়া স্বপ্নে দৃষ্টা সুন্দরী দানব কন্যার পুনর্বার দর্শন লাভ করিলেন। সূর্য এবং তারকাবিহীন পাতালপুরী তাহার সৌন্দর্যেই আলোকিত হইয়াছিল। দ্যুতিমান রত্নাদি সৃষ্টি করার প্রয়োজন বিধাতাকে আর অনুভব করিতে হয় নাই। (১৩৭-১৪৮)

আনন্দাশ্রুপূর্ণনয়নে সেই অনির্বচনীয়া সুন্দরীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করায় তাহার নয়ন অন্যরমণীদৃষ্টিজাত পঙ্কবিমুক্ত হইয়াছিল। সখীরা বালাকুমুদিনীর স্তুতিগান করিতেছিল এবং সে রাজকুমারের সাক্ষাৎলাভ করিয়া অনির্বচনীয় আনন্দলাভ করিয়াছিল।

সে উত্থিত হইয়া হস্তধারণপূর্বক বলিল, ‘তোমাকে আমি অনেক যাতনা প্রদান করিয়াছি’ এবং অতঃপর তাহাকে সসম্মানে তাহার আসনে উপবিষ্ট

করাইল। কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া সে স্নান করিলে অসুরকন্যা তাহাকে বস্ত্রা-লংকারে সজ্জিত করিয়া পানার্থ উদ্যানে লইয়া গেল। আসবপূর্ণ সরোবরের তীরে তাহার সহিত উপবিষ্ট হইয়া তীরস্থ বৃক্ষ হইতে দোদুল্যমান শবের রক্ত এবং বসামিশ্রিত এক পাত্র মদ্য তাহাকে পান করিতে দিলে সে সেই ঘৃণ্য দ্রব্য গ্রহণ করিল না। দানবদুহিতা বারংবার বলিতে লাগিল, 'মৎপ্রদত্ত পানীয় গ্রহণ না করিলে তোমার মঙ্গল হইবে না।' সে প্রত্যুত্তর করিল, 'যাহা ঘটিবার তাহা ঘটুক, আমি কোনপ্রকারেই এই অপেয় দ্রব্য পান করিব না।' তখন সে সেই পানপাত্র তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া অন্তর্হিত হইলে অচিরে রাজার আনন এবং নয়ন মুদ্রিত হইল এবং চেটিকাবৃন্দ তাহাকে অন্য একটি সরোবরের অভ্যন্তরে নিক্ষেপ করিল।

জলে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র সে দেখিল যে সে পুনরায় ক্রমসর তীর্থের নিকটস্থ তপোবনে উপস্থিত হইয়াছে। তত্রস্থ গিরি অবলোকন করিয়া তাহার মনে হইল উহা যেন তাহাকে তুষার দ্বারা উপহাস করিতেছে। ভগ্ন মনোরথ নৃপতি বিষন্নচিত্তে আশ্চর্যান্বিত এবং উদ্ভ্রান্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, 'কোথায় দানবদুহিতার উদ্যান আর কোথায়ই বা এই ক্রমসর গিরি! এই অদ্ভুত ঘটনা কি মায়া না মতিভ্রম? ইহা ব্যতীত উহার অন্য কি অর্থ হইতে পারে? তাপসের সতর্কবাণী স্মরণ করা সত্ত্বেও আমি এই সুন্দরীর আদেশ অমান্য করিয়াছি। পানীয় দ্রব্যটি ঐ প্রকার অপেয় ছিল না, কারণ যখন উহা আমার মস্তকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তখন আমি উহার দিব্যসুবাস অনুভব করিয়াছিলাম। সুতরাং ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে বহু ক্লেশ সহ্য করা সত্ত্বেও অভাগা পুরস্কৃত হয় না, কারণ বিধি তাহার প্রতি বাম।' নরপতি ভূনন্দন যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিল তখন দানবকন্যাকর্তৃক তাহার দেহে নিক্ষিপ্ত আসবের সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভৃঙ্গরাজি তাহাকে পরিবেষ্টিত করিল। ভৃঙ্গদষ্ট হইয়া রাজা চিন্তা করিতে লাগিল, 'হায়! হায়! আমার শ্রম অভীষ্ট ফল আনয়ন না করিয়া অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির বেতাল উত্থাপনের ন্যায় অনিষ্ট ফলোৎপাদন করিয়াছে।' উদ্বিগ্ন হইয়াসে দেহত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইল। (১৪৯-১৬৬)

সেই সময়ে এক মুনিপুত্র সেই পথ দিয়া গমন করিতে করিতে নৃপতির ঐ অবস্থা দর্শন করিয়া করুণার্দ্রচিত্তে তাহার সমীপে গমন করিলে সত্বর ভৃঙ্গসমূহ দ্বারা বিতাড়িত হইল এবং জিজ্ঞাসাপূর্বক তাহার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহাকে বলিল, 'রাজন্, যতদিন পর্যন্ত আমাদের এই দেহ আছে ততদিন আমরা কি প্রকারে দুঃখকষ্টের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব?

প্রাপ্তব্যক্তিদিগকে অবিচলিতচিত্তে সর্বদা জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত থাকিতে হইবে। বিষ্ণু, শিব এবং ব্রহ্মা এক, এই অভেদজ্ঞান যে পর্যন্ত না হয় সে পর্যন্ত উহাদিগকে পৃথকভাবে আরাধনাকরতঃ যে সিদ্ধিলাভ করা যায় উহা অনিশ্চিত এবং ভঙ্গুর হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর অভেদ, এই জ্ঞানে আরও দ্বাদশ বৎসর ধৈর্যসহকারে ইহাদের উপাসনা করিলে তুমি সেই প্রিয় শাশ্বত মুক্তি লাভ করিবে। দেখিতে পাইতেছি যে এখনই তুমি দিব্য-গন্ধযুক্ত দেহ লাভ করিয়াছ। আমার নিকট হইতে মন্ত্রপূত এই কৃষ্ণাজিন গ্রহণকরতঃ উহাদ্বারা দেহ আবৃত করিলে অলিকুল তোমাকে আর বিরক্ত করিবে না।' ঋষি এই কথা বলিয়া তাহাকে মন্ত্র এবং কৃষ্ণাজিন প্রদান করিয়া অন্তর্ধান করিলে তাহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া রাজা ধৈর্য সহকারে তথায় অবস্থানকরতঃ শিবের তপশ্চর্যা করিলে সেই দৈত্যদুহিতা কুমুদিনী স্বেচ্ছায় তৎসমীপে আগমন করিল। নৃপতি তাহার প্রিয়তমার সহিত পাতালে গমন-পূর্বক তাহার সহিত বহুকাল সুখে বাস করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

এই প্রকারে উদ্বেগহীন ভাগ্যবান্ পুরুষগণ ধৈর্যাবলম্বনদ্বারা স্বমর্যাদাচ্যুত হইলেও উহা পুনঃপ্রাপ্ত হয়। যেহেতু শ্রীদর্শন, তুমি সুলক্ষণধারী এবং তোমার ভাগ্যে সমৃদ্ধিপ্রাপ্তি যোগ আছে, তুমি কেন উদ্বেগহেতু অনাহারে দিন যাপন করিতেছ?' সখা মুখরককর্তৃক দ্যূতশালায় এইরূপে পৃষ্ট হইলে সে বলিল, 'তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য, কিন্তু সদ্বংশজাত হওয়ায় আমি দ্যূতক্রীড়ায় এই হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নগরীতে বহির্গত হইতে সমর্থ হইতেছি না, সুতরাং সখে, তুমি যদি অনুমতি কর তবে আমি অদ্য রজনীতেই বিদেশে গমন করিব এবং আহার্য গ্রহণ করিব।' মুখরক এই কথা শ্রবণ করিয়া সম্মত হইয়া খাদ্য আনয়নপূর্বক তাহাকে প্রদান করিলে সে উহা ভক্ষণ করিল এবং ভোজনান্তে শ্রীদর্শন বিদেশ যাত্রা করিলে তাহার অনুরক্ত সখাও তাহার অনুগমন করিল। (১৬৭-১৮৩)

সে যখন রজনীতে পর্যটন করিতেছিল তখন তাহার পিতা এবং মাতা, অট্টহাস এবং সৌদামিনী, যাহারা তাহাকে ব্রাহ্মণগৃহে রাখিয়া আসিয়াছিল, ব্যোমমার্গে গমন করিতে করিতে তাহারা উহাকে দেখিতে পাইল। দ্যূত-ক্রীড়ায় সর্বস্বান্ত হইয়া সে দুঃখিতচিত্তে বিদেশ গমন করিতেছে দেখিয়া তাহারা অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাকে বলিল, 'শ্রীদর্শন, দেবদর্শনভার্যা তোমার মাতা তাহার গৃহে কিছু রত্ন প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছে। উহা গ্রহণ করিয়া তুমি উহা লইয়া মালবদেশে গমন কর। তথায় শ্রীসেননামক সমৃদ্ধিশালী নরপতি বাস করে। যৌবনে দ্যূতাসক্ত হইয়া বহু ক্লেশ প্রাপ্ত হওয়ায় সে

তথায় দ্যূতক্রীড়াসক্ত ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত একটি বিশাল অনুপম আশ্রয়স্থল নির্মাণ করিয়াছে। যক্ষক্রীড়কগণ তথায় অবস্থানপূর্বক স্বেচ্ছামত খাদ্যাদি গ্রহণ করে। বৎস, তুমি তথায় গমন কর, তোমার মঙ্গল হইবে।' এই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া শ্রীদর্শন মিত্রের সহিত স্বগৃহে গমন করিয়া তথায় এক গহ্বরে সেই অলঙ্কারাদি প্রাপ্ত হইল, এবং দেবতারা অনুগ্রহ করিয়াছেন মনে করিয়া সে হৃষ্টচিত্তে বন্ধুর সহিত মালবদেশে যাত্রা করিল। রজনীতে এবং পরদিবসে বহুদূর পর্যটন করিয়া সে সায়ংকালে সখাসহ বহুশস্য নামক গ্রামে উপনীত হইল। তথায় শ্রান্তিবশতঃ মিত্রের সহিত গ্রামের সমীপস্থ একটি স্বচ্ছজলপূর্ণ তড়াগতীরে উপবেশনকরতঃ তথায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পাদপ্রক্ষালান্তে জলপান করিলে বারি আনয়ন করিবার নিমিত্ত জনৈকা অপরূপা সুন্দরী রমণী তথায় আগমন করিল। তাহার দেহের বর্ণ নীলকমলবৎ ছিল এবং মনে হইল হরদগ্ধ কামের ধূমে শ্যামলীকৃতা সেই নারী একাকী রতির ন্যায় অবস্থান করিতেছে। শ্রীদর্শন তাহাকে দেখিয়া হৃষ্ট হইল এবং সে তাহার সমীপে গমন করিয়া কামপূর্ণনয়নে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে এবং তাহার সখাকে বলিল, 'মহাভাগগণ, আপনারা মৃত্যুর নিমিত্ত হেথায় আগমন করিয়া অজ্ঞানতাবশতঃ পতঙ্গবৎ প্রজ্বলিত অগ্নিতে পতিত হইয়াছেন কেন?' মুখরক এই কথা শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও বিস্মিত না হইয়া সেই যুবতীকে বলিল, 'তুমি কে? এইরূপ কথা বলিতেছ কেন? ইহার তাৎপর্য কি? আমাদিগের নিকট বিবৃত কর।' সে তখন বলিল, 'তোমরা উভয়েই শ্রবণ কর, আমি স্বল্প কথায় সমস্ত বলিব।

সুঘোষ নামক এক রাজপ্রদত্ত বৃহৎ অগ্রহার আছে। (১৮৪-২০০) তথায় প্রাচীন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পদ্মনাভ বাস করিতেন। তাঁহার উচ্চকুলোদ্ভবা শশিকলানাম্নী ভার্যা ছিল। সেই ব্রাহ্মণের পত্নীর গর্ভে দুইটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, মুখরক নামক পুত্রসন্তান এবং কন্যাসন্তান আমি, পদ্মিষ্ঠা। আমার ভ্রাতা মুখরক যৌবনসমাগমে দ্যূতব্যসনাসক্তে নষ্ট হইয়া গৃহ পরিত্যাগপূর্বক দেশান্তরে গমন করিলে আমার মাতা শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন এবং আমার পিতা দুই প্রকার দুঃখে গার্হস্থ্য-ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র আমাকে সঙ্গে লইয়াই তিনি পুত্রের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে বিধিবশে এই গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই গ্রামে বসুভূতি নামক চৌরদলপতি বাস করে। সে কেবল নামে মাত্র ব্রাহ্মণ। আমার পিতা এইস্থানে আগমন করিলে সেই দুর্বৃত্ত তাহার ভৃত্যদের সাহায্যে তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার

দেহস্থিত সমস্ত সুবর্ণাদি অপহরণকরতঃ আমাকে তাহার গৃহে লইয়া গিয়া তাহার পুত্র সুভূতির সহিত আমার বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছে। আমার পূর্বজন্মের সুকৃতিজনিত সৌভাগ্যবশতঃ তাহার পুত্র একটি সার্থবাহ লুণ্ঠন করিতে গমন করিয়া এখন পর্যন্তও প্রত্যাবর্তন করে নাই। এখন আমি ভাগ্যদেবতার উপর নির্ভর করিয়া আছি। সেই দস্যু তোমাদিগকে দেখিতে পাইলে নিশ্চয়ই নির্যাতন করিবে সুতরাং তাহার হস্ত হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হইবার কোন উপায় উদ্ভাবন কর। (২০১-২১০)

তরুণী এই কথা বলিলে মুখরক তাহাকে চিনিতে পারিয়া অচিরে তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া তাহাকে বলিল, 'হায়! ভগিনী পদ্মিষ্ঠে! আমিই তোমার সেই স্বজনঘাতী ভ্রাতা মুখরক! আমার কি মন্দভাগ্য।' পদ্মিষ্ঠা এই কথা শ্রবণ করিয়া এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দর্শন লাভ করিয়া শোকে মুহ্যমান হইল। অতঃপর শ্রীদর্শন পিতৃমাতৃশোকে শোকবিহ্বল ভ্রাতা এবং ভগিনীকে আশ্বস্ত করিয়া তাহাদিগকে সময়োচিত বাক্যে সাহসপ্রদানকরতঃ বলিল, 'এখন শোকের সময় নহে। আমাদের সমস্ত বিত্ত ব্যয় করিয়াও দস্যুহস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে।' শ্রীদর্শন এই কথা বলিলে তাহারা আত্মসমাহিত হইয়া শোক দমন করিল এবং তিনজন পরস্পরে কি কার্য করিবে সে সম্বন্ধে একমত হইল।

অতঃপর পূর্বের অনশনজনিত কৃশত্ব লাভ করায় শ্রীদর্শন পীড়ার ছল করিয়া তড়াগতীরে শায়িত হইল এবং মুখরক তাহার পদধারণ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। পদ্মিষ্ঠা তৎক্ষণাৎ দস্যুদলপতির নিকট গমন করিয়া তাহাকে বলিল, 'একজন পান্থ পীড়িত হইয়া তড়াগতীরে শয়ন করিয়া রহিয়াছে এবং তাহার সহিত তাহার একজন ভৃত্যও রহিয়াছে।' এই কথা শ্রবণ করিয়া দস্যুদলপতি তাহার কয়েকজন ভৃত্যকে তথায় প্রেরণ করিলে তাহারা তথায় গমন করিয়া তরুণীর কথামত দুই ব্যক্তির দর্শনলাভকরতঃ মুখরককে জিজ্ঞাসা করিল যে সঙ্গীর নিমিত্ত সে এত বিলাপ করিতেছে কেন। মুখরক এই কথা শ্রবণ করিয়া দুঃখের ভান করিয়া বলিল, 'আমার অগ্রজ এই দ্বিজ স্বদেশ পরিত্যাগপূর্বক তীর্থদর্শনমানসে আগমন করিয়া রোগাক্রান্ত হইয়াছে এবং আমার সহিত ধীরে ধীরে পর্যটন করিতে করিতে এইস্থানে উপনীত হইয়াছে। এইস্থানে আগমন করিয়া সে চলচ্ছক্তি রহিত হইয়া আমাকে বলিয়াছে, 'ভ্রাতঃ! সত্বর আমার নিমিত্ত দর্ভতৃণের শয্যা প্রস্তুত করিয়া এই গ্রাম হইতে কোন সৎব্রাহ্মণ আনয়ন কর, আমি তাহাকে আমার সর্বস্ব দান করিব, কারণ এই রজনীও আমি অতিক্রম করিতে

সমর্থ হইব না।' সূর্যাস্তের পর এই বিদেশে সে এই কথা বলিলে আমি কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া ক্রন্দন করিয়াছি! সুতরাং ভ্রাতা জীবিত থাকিতে থাকিতে কোন ব্রাহ্মণকে হেথায় আনয়ন করা হউক। আমার ভ্রাতা স্বহস্তে তাহাকে আমাদের যথাসর্বস্ব দান করিবে। অদ্য রজনীর পর সে আর নিশ্চয়ই জীবিত থাকিবে না এবং আমিও তাহার মৃত্যুশোক সহ্য করিতে না পারিয়া অগ্নিপ্রবেশ করিব। আপনাদিগকে বিনা কারণে বন্ধুহিসাবে প্রাপ্ত হইয়াছি। অনুগ্রহপূর্বক আমাদের প্রার্থনা পূরণ করুন।'

এই কথা শ্রবণ করিয়া চোরগণের হৃদয়ে অনুকম্পার উদ্রেক হইল এবং তাহারা তাহাদের প্রভু বসুভূতির নিকট গমনপূর্বক শ্রুতমত ব্যাপারটি যথাযথ বর্ণনা করিয়া বলিতে লাগিল, 'যে বিত্ত হত্যা না করিয়া লাভ করা যায় না তাহা ঐ দানে আগ্রহী বিপ্রের নিকট হইতে দানস্বরূপ গ্রহণ করিতে আগমন করুন।' তাহারা বসুভূতিকে এই কথা বলিলে সে বলিল, 'তোমরা এ কি কথা বলিতেছ? যাহার ধন তাহাকে হত্যা না করিয়া উহা গ্রহণ করা অত্যন্ত ন্যায়বিরুদ্ধ, কারণ হত্যা না করিয়া কাহারও ধন লুণ্ঠন করিলে সে নিশ্চয়ই আমাদের কোন ক্ষতি সাধন করিবে।' পামর এই কথা বলিলে তাহার ভৃত্যেরা প্রত্যুত্তর করিল, 'ইহাতে ভয়ের কি আছে? জোর করিয়া ধন গ্রহণ করা এবং মৃতকল্প ব্যক্তির নিকট হইতে দানস্বরূপ গ্রহণ করার মধ্যে প্রভেদ আছে! যদি ব্রাহ্মণদ্বয় জীবিত থাকে.তবে আগামী কল্য উহাদিগকে হত্যা করা যাইবে। অযথা কেন ব্রহ্ম হত্যার শাপ অর্জন করিব?' এই কথা শ্রবণ করিয়া বসুভূতি সম্মত হইল এবং সেই রজনীতে শ্রীদর্শনের নিকট সমাগত হইয়া তাহার দান গ্রহণ করিল। শ্রীদর্শন মাতার অলংকারের কিয়দংশ লুকায়িত রাখিয়া ছলপূর্বক ভগ্নস্বরে কথা বলিতে বলিতে অবশিষ্টাংশ বসুভূতিকে দান করিল। আকাঙ্খিত ধন লাভ করিয়া সেই বীর অনুচরদিগের সহিত গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। (২১১-২৩৬)

পৌরজনেরা সুপ্ত হইলে পশ্চিমঠা রজনীতে শ্রীদর্শন এবং মুখরকের নিকট আগমন করিল। তাহারা অবিলম্বে পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া যে পথে সাধারণতঃ চোরেরা গমন করে না সে পথে মালবদেশে যাত্রা করিল। রজনীতে তাহারা বহুদূর ভ্রমণ করিতে করিতে গর্জনরত সিংহ ব্যাঘ্রাদিপূর্ণ এক মহাটবীতে উপনীত হইল। কণ্টকিত হওয়াতে ইহা ইতস্ততঃ গমনশীল কৃষ্ণসারগণের দৃষ্টিদ্বারা যেন সতত রোমাঞ্চিত ছিল। শুষ্কলতা দৃষ্টে মনে হইতেছিল যে ইহার দেহ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল এবং বৃক্ষবল্কলের শব্দ রোদনধ্বনিবৎ

প্রতিভাত হইতেছিল। যখন তাহারা সেই অরণ্যে পর্যটন করিতেছিল সূর্যদেব সমস্ত দিবস তাহাদের ক্লেশ অবলোকন করিয়া যেন অনুকম্পাভরে তাহার কিরণ সংবরণ করিয়া অস্তমিত হইলেন। অতঃপর তাহারা ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত হইয়া তরুমূলে উপবিষ্ট হইলে রজনীর প্রথম যামে দূরে অগ্নিবৎ আলোকপিণ্ড অবলোকন করিল। শ্রীদর্শন বলিল, 'ঐ স্থানে হয়ত একটি গ্রাম আছে, আমি গমন করিয়া অনুসন্ধান করিব।' সেই আলোর দিকে গমন করিয়া সে দেখিতে পাইল যে তথায় একটি মণিময় প্রাসাদ আছে এবং উহার দীপ্তি অগ্নিময় আলোকশিখা বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। উহার অভ্যন্তরে সে বহু যক্ষ পরিবেষ্টিত দিব্যসুষমাময়ী একটি যক্ষিণীর সাক্ষাৎ-লাভ করিল। তাহার পাদদ্বয় বিপরীতমুখী ছিল এবং তাহার দৃষ্টি বক্র ছিল। সেই বীরপুরুষ তথায় বহুপ্রকার খাদ্য এবং পানীয়াদি দর্শন করিয়া যক্ষিণীর নিকট অতিথির অংশ যাচঞা করিল। (২৩৭-২৪৬) তাহার সাহসে সন্তুষ্ট হইয়া যক্ষিণী তাহাকে এবং তাহার সঙ্গীদ্বয়ের নিমিত্ত যথেষ্ট খাদ্য এবং বারি প্রদান করিল। যক্ষিণীর আদেশে একজন যক্ষ সেই খাদ্যদ্রব্যাদি তাহার পৃষ্ঠে বহন করিয়া শ্রীদর্শনের সহিত তাহার বয়স্য এবং পদ্মিষ্ঠার নিকট প্রত্যাবর্তন করিল। অতঃপর যক্ষকে বিদায় প্রদান করিয়া সে উহাদের সহিত ঐ সমস্ত নানাপ্রকার উত্তম আহার্য ভক্ষণ করিয়া বিশুদ্ধ শীতল বারি পান করিল। সুদর্শনের সাহস এবং শৌর্য দর্শন করিয়া সে নিশ্চয় কোন দেবাংশের অবতার হইবে উপলব্ধিকরতঃ মুখরক স্বীয় সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাহাকে বলিল, 'তুমি দেবাংশে জাত এবং আমার এই ভগিনী পদ্মিষ্ঠা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী। সে তোমার উপযুক্তা পত্নী হইবে বলিয়া আমি তোমার হস্তে তাহাকে সম্প্রদান করিলাম।' এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীদর্শন আনন্দিত হইয়া তাহার বন্ধুকে বলিল, 'আমি সানন্দে তোমার দান গ্রহণ করিলাম, বহুপূর্ব হইতেই আমার এইরূপ বাসনা ছিল। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে আমি উহাকে যথারীতি বিবাহ করিব। উহাদের উভয়কে এই কথা বলিয়া সে হৃষ্টচিত্তে রজনী অতিবাহিত করিল। পরদিবস প্রাতে তাহারা সকলে সেই স্থান হইতে যাত্রা করিয়া যথাকালে মালবরাজ শ্রীসেনের নগরীতে আগমন করিল। শ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থে তাহারা অবিলম্বে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর গৃহে প্রবেশ করিল। তাহাদের বৃত্তান্ত এবং নামধাম জ্ঞাত হইয়া বৃদ্ধাকে উদ্বিগ্ন দেখিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিলে সে বলিল, 'আমার নাম যশস্বতী। আমি অত্রস্থ সত্যব্রত নামক রাজসেবক দ্বিজের সদ্কুলমাতা ভার্যা। আমার ভরণ-পোষণ নির্বাহার্থে কোন পুত্রসন্তান না

থাকায় স্বামীর মৃত্যুর পর দয়ালু নৃপতি পতির বেতনের এক চতুর্থাংশ আমার জীবনধারণের নিমিত্ত প্রদান করিয়াছেন। অধুনা এই সদ্‌গুণশালী সমগ্র পৃথিবীদানশক্ত রাজচন্দ্র বৈদ্যদিগের অসাধ্য যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। গুণিগণের ঔষধে আর মন্ত্রে কোনই ফল হইতেছে না। নৃপতির সমক্ষে কোন মন্ত্রবিদ্ এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছে, 'যদি উপযুক্ত কোন বীরপুরুষের সাহায্য লাভ করিতাম তবে বেতালকে বশীভূত করিয়া আমি নিশ্চয়ই তাহার এই রোগ নিরাময় করিতে সমর্থ হইতাম।' (২৪৭-২৬১) পটহনিনাদ দ্বারা এই বাণী ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও এরূপ কোন বীরপুরুষ লব্ধ না হওয়ায় নৃপতি মন্ত্রিদিগকে আদেশ করিয়াছেন, 'দ্যূতক্রীড়াসক্ত ব্যক্তিগণ দুর্মদ, নির্ভয় এবং পত্নী ও স্বজনদিগকে পরিত্যাগপূর্বক যোগী-দিগের মত বৃক্ষতলাদির ন্যায় উন্মুক্ত স্থানে শয়ন করে।' মন্ত্রীদিগকে নৃপতি এই আদেশ প্রদান করিলে তাহারা মঠাধিপতিকে এই মর্মে উপদিষ্ট করিয়াছে এবং এখন সে মঠে ক্ষণকাল বাস করিতে ইচ্ছুক ঐ প্রকার সাহসী ব্যক্তির অন্বেষণ করিতেছে। তোমরা দ্যূতক্রীড়াসক্ত। শ্রীদর্শন, তুমি যদি নিমেষে এই কার্য সাধনের উপযুক্ত মনে কর তবে আমি তোমাকে সেই মঠে লইয়া যাইব। ভূপতি তোমার সহিত উত্তম ব্যবহার করিবেন এবং দুঃখক্লিষ্ট আমারও তুমি উপকার সাধন করিবে।'

বৃদ্ধানারী শ্রীদর্শনকে এই কথা বলিলে সে প্রত্যুত্তর করিল, 'আমি রাজী আছি। এই কার্য সম্পাদনে আমি সক্ষম হইব। সত্বর আমাকে সেই মঠে লইয়া যাও।' এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই বৃদ্ধা পদ্মিষ্ঠা ও মুখরক এবং তাহাকে মঠে লইয়া গিয়া মঠাধ্যক্ষকে বলিল, 'এই দ্যূতক্রীড়ক ব্রাহ্মণ বিদেশাগত এবং এই বীর নৃপতির মঙ্গলার্থ মন্ত্রবিদ্‌কে সাহায্য করিতে সমর্থ।' মঠাধিপ এই কথা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধা নারীর জ্ঞানের সত্যতা পরীক্ষার নিমিত্ত শ্রীদর্শনকে প্রশ্ন করিলে সে বৃদ্ধার বাক্য অনুমোদন করিল। তখন মঠাধ্যক্ষ তাহাকে বহু সম্মানপুরঃসর সত্বর নৃপতির সমীপে আনয়ন করিল। (২৬২-২৭১)

তৎকর্তৃক নীত হইয়া শ্রীদর্শন প্রতিপদের চন্দ্রের ন্যায় কৃশ এবং পাণ্ডুর নৃপতির দর্শন লাভ করিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিল। তাহার আকার দৃষ্টে নৃপতি আশ্বস্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে তাহাকে বলিল, 'তোমার চেষ্টায় আমার রোগ যে দূরীভূত হইবে তাহা আমি জ্ঞাত আছি। আমার দেহই আমাকে এই কথা বলিতেছে, কারণ তোমার দর্শনমাত্রই দেহব্যথার উপশম হইয়াছে। এই বিষয়ে মন্ত্রবিদ্‌কে সাহায্য কর।' রাজা শ্রীদর্শনকে এই

কথা বলিলে সে প্রত্যুত্তর করিল, 'ইহা অতি সামান্য ব্যাপার।' অতঃপর নৃপতি মন্ত্রবিদ্‌কে আহ্বান করিয়া তাহাকে বলিল, 'এই বীর তোমাকে সাহায্য করিবে। যাহা বলিয়াছিলে এখন তাহা কর।' মন্ত্রবিদ্‌ এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীদর্শনকে বলিল, 'ভদ্র! তুমি যদি বেতাল আহ্বানবিষয়ে আমাকে সাহায্য করিতে চাও তবে সদ্য কৃষ্ণাচতুর্দশী তিথিতে রজনীযোগে শ্মশানে আমার নিকট আগমন করিও।' মন্ত্রসাধক তপস্বী এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলে শ্রীদর্শন নৃপতির নিকট হইতে বিদায়গ্রহণপূর্বক মঠে প্রত্যাবর্তন করিল।

তথায় পদ্মিষ্ঠা এবং মুখরকের সহিত একত্রে ভোজন করিয়া সে রজনীতে কৃপাণহস্তে একাকী শ্মশানে গমন করিল। (২৭২-২৮০) তথায় কোন জনমানব ছিল না। কিন্তু বহু ভূত, এবং শৃগাল পিশাচে সেই অশুচিস্থান পূর্ণ ছিল। গাঢ় অন্ধকারাবৃত স্থানে যেথায় চিতা প্রজ্বলিত ছিল, তথা হইতে মৃদু আলোকশিখা দৃষ্ট হইতেছিল। সেই ভয়ঙ্কর স্থানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে বীর শ্রীদর্শন শ্মশানের মধ্যস্থলে সেই মন্ত্রসাধকের দর্শন লাভ করিল। তাহার সমস্ত দেহ ভস্মলিপ্ত ছিল, এবং সে কেশোপবীত ধারণ করিয়াছিল। তাহার মস্তকে প্রেতবস্ত্রের উষ্ণীষ ছিল এবং সে কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল। শ্রীদর্শন তাহার সমীপে উপস্থিত হইয়া স্বীয় আগমনবার্তা জ্ঞাপন করিয়া কচ্ছবন্ধকরতঃ বলিল, 'আমাকে কি করিতে হইবে বলুন।' মন্ত্রসাধক হৃষ্টচিত্তে তাহাকে বলিল, 'এই স্থানের অর্ধক্রোশমাত্র পশ্চিমদিকে তপ্ত চিতাগ্নিদগ্ধপত্রযুক্ত একটি শিংশপা বৃক্ষ আছে। তাহার পাদদেশে একটি শবদেহ আছে। উহাকে অক্ষত অবস্থায় হেথায় আনয়ন কর।

শ্রীদর্শন বলিল, 'আমি তাহাই করিব' এবং অবিলম্বে তথায় গমন করিয়া দেখিতে পাইল যে অন্য এক ব্যক্তি ঐ শব লইয়া যাইতেছে। সে ধাবিত হইয়া ঐ ব্যক্তির স্কন্ধ হইতে শব আকর্ষণ করিলে সে যখন উহা ছাড়িয়া দিল না তখন তাহাকে বলিল, 'শবদেহ ছাড়িয়া দাও। আমার সখাকে দাহ করিতে হইবে, তুমি উহাকে কোথায় লইয়া যাইতে চাও?' দ্বিতীয় ব্যক্তি শ্রীদর্শনকে বলিল, 'আমি এই শব ছাড়িব না। আমি উহার মিত্র। তুমি উহাকে লইয়া কি করিবে?' তাহারা উভয়ে যখন উহা পরস্পরের স্কন্ধ হইতে আকর্ষণ করিতেছিল তখন শবদেহে বেতাল অনুপ্রবিষ্ট হওয়াতে উহা ভৈরবনাদে চিৎকার করিয়া উঠিলে সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি ভীত হইল এবং তাহার হৃৎপিণ্ড ছিন্ন হওয়ায় সে প্রাণত্যাগপূর্বক ভূতলে

পতিত হইল। শ্রীদর্শন শব ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া প্রস্থান করিল। সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি মৃত হওয়া সত্ত্বেও বেতালাবিষ্ট হইয়া শ্রীদর্শনকে থামাইতে চেষ্টা করিয়া বলিল, 'থাম! থাম! আমার মিত্রকে স্কন্ধে লইয়া চলিয়া যাইও না।' তখন শ্রীদর্শন, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ভূতাবিষ্ট হইয়াছে জ্ঞাত হইয়া তাহাকে বলিল, 'এই ব্যক্তি যে তোমার বন্ধু তাহার কি প্রমাণ তোমার নিকট আছে? এই ব্যক্তি আমার মিত্র।' তখন সে প্রত্যুত্তর করিল, 'শব স্বয়ং আমাদের উভয়ের মধ্যে বিচার করিবে।' তখন শ্রীদর্শন বলিল ইহা অতি উত্তম প্রস্তাব। শব-ই বলুক না কেন কে তাহার মিত্র।' তখন তাহার পৃষ্ঠোপরি সবেতাল শব বলিল, 'আমি ক্ষুধার্ত। যে আমাকে খাদ্য প্রদান করিবে সেই আমার বন্ধু, আমাকে যথায় ইচ্ছা লইয়া যাইতে পারিবে।' দ্বিতীয় শব, যাহার ভিতরেও বেতাল অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল, উহা শ্রবণ করিয়া উত্তর করিল, 'আমার নিকট কোন আহার্য দ্রব্য নাই। যদি উহার নিকট থাকিয়া থাকে তবে ঐ ব্যক্তিই তোমাকে প্রদান করুক।' শ্রীদর্শন উহা শ্রবণ করিয়া বলিল, 'আমি আহার্য প্রদান করিব' এবং স্কন্ধস্থিত বেতালের আহার্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় শবকে খড়্গ দ্বারা প্রহার করিতে উদ্যত হইলে সেই বেতালাবিষ্ট শব অলৌকিক শক্তিবলে অন্তর্হিত হইল। (২৮১-২৯৯)

তখন শ্রীদর্শনের স্কন্ধোপরি বেতাল তাহাকে বলিল, 'আমাকে যে আহার্য দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলে তাহা প্রদান কর।' তখন শ্রীদর্শন অন্য কোন মাংস সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইয়া খড়্গ দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণ স্বীয় মাংস ছেদন করিয়া উহাকে প্রদান করিলে বেতাল প্রহৃষ্ট হইয়া বলিল, 'আমি তোমার কার্যে প্রীত হইয়াছি। তুমি সাহসী, তোমার দেহ পুনরায় পূর্ববৎ অক্ষত হউক। তুমি সিদ্ধিলাভ করিবে, কিন্তু ঐ মন্ত্রসাধক তাপস বিনষ্ট হইবে, কারণ সে কাপুরুষ।' বেতাল শ্রীদর্শনকে এই কথা বলিলে সে পূর্বের ন্যায় অক্ষত দেহ লাভ করিয়া ঐ শবকে মন্ত্রবিদের হস্তে প্রদান করিল। সে সানন্দে ঐ শব গ্রহণ করিয়া উহা অনুলেপনকরতঃ রক্তমাল্য দ্বারা পূজা করিল এবং নরাস্থিচূর্ণ দ্বারা বৃহৎ বৃত্ত রচনা করিয়া উহার চতুষ্কোণে নরবসা তৈলের প্রদীপসহ রক্তপূর্ণ কলসী স্থাপন করিয়া সেই বেতালাবিষ্ট শবকে উহার মধ্যে শায়িত করিল। শবের বক্ষদেশে উপবিষ্ট হইয়া নরাস্থিনির্মিত যজ্ঞপাত্রস্থিত ঘৃত দ্বারা উহার মুখে ঘৃতাহুতি প্রদান করিতে উদ্যত হইলে তৎক্ষণাৎ বেতালাবিষ্ট শবদেহের মুখ হইতে এই প্রকার একটি অগ্নিশিখা নির্গত হইল যে উহা দর্শন করিয়া মন্ত্রসাধক

উত্থিত হইয়া সভয়ে পলায়ন করিল। সে বিত্তের সাহস হারাইলে যজ্ঞ-পাত্রাদি তাহার হস্তচ্যুত হইল এবং বেতাল তাহার পশ্চাদ্ধাবনপূর্বক মুখব্যাদান করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে গলাধঃকরণ করিল। (৩০০-৩০৯)

এতদ্দৃষ্টে শ্রীদর্শন খড়্গোত্তোলনপূর্বক বেতালকে আক্রমণ করিলে সে তাহাকে বলিল, 'শ্রীদর্শন, আমি তোমার সাহসে তুষ্ট হইয়াছি। আমার মুখনির্গত এই সর্ষপবীজ গ্রহণ কর। নৃপতির হস্তে এবং মস্তকে এই এই সর্ষপবীজ স্থাপন করিলে তাঁহার যক্ষ্মারোগ তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হইবে এবং তুমি অচিরে সমগ্র পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করিবে।' এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীদর্শন তাহাকে বলিল, 'মন্ত্রসাধককে সঙ্গে না লইয়া আমি কি প্রকারে এই স্থান ত্যাগ করিব? নৃপতি নিশ্চয়ই বলিবে যে আমি স্বীয় স্বার্থের নিমিত্ত উহাকে বধ করিয়াছি।' বেতালকে এই কথা বলিলে সে প্রত্যুত্তর করিল, 'আমি ইহার উপযুক্ত প্রমাণের কথা বলিতেছি যাহাতে তোমার সমস্ত দোষ ক্ষালন হইবে। এই শবের দেহ কর্তিত করিয়া উহার উদরাভ্যন্তরে মৎকর্তৃক ভক্ষিত মন্ত্রসাধকের দেহ দেখাইবে।' এই কথা বলিয়া বেতাল তাহাকে সর্ষপবীজ প্রদান করিয়া মৃতদেহ ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছামত কোথাও প্রস্থান করিলে ঐ শব ভূপতিত হইল।

অতঃপর সর্ষপবীজ গ্রহণ করিয়া শ্রীদর্শন যে মঠে তাহার সখা ছিল, তথায় নিশিযাপনকরতঃ পরদিবস প্রাতঃকালে নৃপতির নিকট গমন করিয়া তাঁহার নিকট রাত্রির বৃত্তান্ত সকল নিবেদন করিল এবং মন্ত্রিদিগকে লইয়া গিয়া সেই শবের উদরাভ্যন্তরে মন্ত্রসাধককে দেখাইল। অনন্তর নৃপতির মস্তকে এবং হস্তে সর্ষপবীজ স্থাপনপূর্বক তাঁহাকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিল। তুষ্ট পুত্রহীন নৃপতি প্রাণদানকারী শ্রীদর্শনকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে সেই বীরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিল। সুকৃতিবীজ সুক্ষেত্রে বপণ করিলে প্রচুর ফলপ্রসূ হয়। অতঃপর ভাগ্যবান শ্রীদর্শন পূর্বার্চিত লক্ষ্মীদেবীপ্রদত্ত পুরস্কারস্বরূপ পদ্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিয়া পৃথিবী শাসনকরতঃ সুখসম্ভোগপূর্বক পদ্মিষ্ঠার ভ্রাতা মুখরকের সহিত তথায় বাস করিতে লাগিল। (৩১০-৩২৪)

একদা উপেন্দ্রশক্তি নামক মহাবণিক জলধিতীরে রত্নগণেশমূর্তি প্রাপ্ত হইয়া যুবরাজকে উহা প্রদান করিলে সে প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে উহাকে সাড়ম্বরে স্থাপিত করিয়া নিত্যভোগব্যবস্থার নিমিত্ত সহস্র গ্রাম দান করিয়াছিল এবং সেই বিগ্রহের সম্মানার্থ একটি যাত্রা উৎসবের ব্যবস্থা করিলে বহু ব্যক্তি তথায় মিলিত হইয়াছিল। তাহার সম্মানার্থ নৃত্যগীত-

বাদ্যে তুষ্ট হইয়া গণেশ রজনীতে তাঁহার গণদিগকে আদেশ করিলেন, 'আমার প্রসাদে এই শ্রীদর্শন পৃথিবীর সম্রাট হইবে। হংসদ্বীপনামক পশ্চিমসাগরে একটি দ্বীপ আছে। তথায় অনঙ্গোদয় নামক নরপতির অনঙ্গমঞ্জুরীনামা একটি সুন্দরী দুহিতা আছে। আমার ভক্ত সেই রাজকন্যা সর্বদা পূজান্তে আমার নিকট প্রার্থনা করে, ভগবান্, আমাকে এমন পতি প্রদান করুন যে সমস্ত পৃথিবীর সম্রাট হয়। সুতরাং আমি শ্রীদর্শনের সহিত তাহাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়া আমার উভয় ভক্তকে উপযুক্তভাবে পুরস্কৃত করিব। তোমরা শ্রীদর্শনকে তথায় লইয়া গিয়া পরস্পরের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করাইয়া উহাকে অবিলম্বে পুনরায় হেথায় আনয়ন করিবে। কালক্রমে উহাদের উভয়ের যথাবিধি মিলন হইবে। বিধির বিধানে এই মিলন এখনই সম্ভবপর নহে। অধিকন্তু যে বণিক উপেন্দ্রশক্তি আমার মূর্তি যুবরাজের নিকট আনয়ন করিয়াছিল আমি তাহাকে পুরস্কৃত করিবার নিমিত্ত এইরূপ সংকল্প করিয়াছি।'

গণেশ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া গণবৃন্দ তাহাদের অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে সেই রজনীতেই সুপ্ত শ্রীদর্শনকে হংসদ্বীপে নীত করিয়া যে কক্ষে পর্যঙ্কোপরি অনঙ্গমঞ্জুরী নিদ্রিতা ছিল সেই শয্যায় উহাকে স্থাপিত করিল। শ্রীদর্শন তৎক্ষণাৎ জাগ্রত হইয়া অনঙ্গমঞ্জুরীর সাক্ষাৎলাভ করিল। সে বিশুদ্ধ রেশমনির্মিত ধৌত শ্বেতবস্ত্রাচ্ছাদিত শয্যায় শায়িত ছিল। সেই সুন্দর কক্ষে মণিময় প্রদীপ প্রজ্বলিত ছিল এবং অসংখ্য অমূল্য গৃহসজ্জাদিতে উহা দ্যুতিমান ছিল। গৃহতল রাজাবর্তমণি-নির্মিত হওয়ায় শ্যামলবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। শায়িত রাজকন্যার দেহ হইতে অমৃতোপম রশ্মিধারা নির্গত হওয়ায় তাহাকে নয়নানন্দদায়ক দীপ্ত তারকাবলীসমন্বিত গগনে একখণ্ড শ্বেতমেঘাবৃত শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিল। অচিরাৎ সে হৃষ্ট, বিস্মিত এবং উদ্ভ্রান্ত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, 'আমি আমার গৃহাভ্যন্তরে নিদ্রিত ছিলাম। এখন ত দেখিতেছি অন্য কোথায় জাগ্রত হইয়াছি। ইহার তাৎপর্য কি? এই রমণী কে? নিশ্চয়ই ইহা স্বপ্ন! বেশ তাহাই হউক! কিন্তু আমি এই রমণীকে জাগ্রত করিয়া দেখি কি হয়!' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে অনঙ্গমঞ্জুরীর স্কন্ধে মৃদু করাঘাত করিতে তাহার কর-স্পর্শে সে তৎক্ষণাৎ জাগ্রত হইয়া চন্দ্রকিরণে যেরূপ কুমুদ্বতী বিকশিত হয় এবং ভ্রমর বৃত্তাকারে তাহার চতুর্দিকে ঘূর্ণিত হয় তদ্রূপ নয়ন ঘূর্ণিত করিয়া শ্রীদর্শনকে দেখিতে পাইল এবং মুহূর্তকাল চিন্তা করিল, 'এই সুরক্ষিত

কক্ষে প্রবিষ্ট দিব্যদর্শন পুরুষ নিশ্চয়ই কোন দেবতা হইবেন।' সে জাগ্রত হইয়া ঔৎসুক্যসহকারে সসম্মানে সে কে, কি প্রকারে এবং কিসের নিমিত্ত তথায় প্রবেশ করিয়াছে তাহার নিকট হইতে জানিতে চাহিলে শ্রীদর্শন তাহার বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া ঐ সুন্দরীকে প্রশ্ন করিলে সে ...র দেশ, নাম এবং কুলের পরিচয় প্রদান করিল। অতঃপর তাহারা পরস্পরের প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া ইহাকে স্বপ্ন বলিয়া অবিশ্বাস করিয়া কৃতনিশ্চিত হইবার নিমিত্ত পরস্পরের অলংকার বিনিময় করিল। (৩২৫-৩৪৯)।

তখন উভয়ে গান্ধর্বমতে বিবাহ হইতে উৎসুক হইলে গণবৃন্দ তাহাদিগকে সম্মোহিত করিয়া নিদ্রিত করিল। শ্রীদর্শন নিদ্রিত হওয়ামাত্র ভাগ্যকে বিড়ম্বিত করিয়া তাহারা উহাকে পুনরায় তাহার প্রাসাদে লইয়া গেল। শ্রীদর্শন স্বীয় প্রাসাদে জাগ্রত হইয়া নিজেকে কোন রমণীর অলংকারে ভূষিত দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, 'ইহার কি অর্থ হইতে পারে? এক মুহূর্তে আমি দেখিলাম যে হংসদ্বীপের রাজকন্যার সহিত এক দিব্য প্রাসাদে অবস্থান করিতেছি, এবং পরমুহূর্তেই দেখি যে আমি এই স্থানেই রহিয়াছি। ইহা স্বপ্ন হইতে পারে না, কারণ আমার প্রকোষ্ঠে তাহার আভরণসমূহ রহিয়াছে। নিশ্চয়ই ইহা দৈবের কোন খেলা হইবে।' সে যখন এই প্রকার চিন্তা করিতেছিল তখন তাহার পত্নী পদ্মিষ্ঠা জাগ্রত হইয়া তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিলে সে নিশিযাপন করিল। পরদিবস প্রাতে সে শ্রীসেনের নিকট সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিল। অনঙ্গমঞ্জরীর নামাঙ্কিত অলংকার পরিধান করিয়া সে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। নৃপতি তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত পটহনিনাদদ্বারা হংসদ্বীপের অবস্থিতি জ্ঞাত হইতে চাহিলে সেই দ্বীপে গমন করিবার পথের সন্ধান কেহই দিতে পারিল না। তখন অনঙ্গমঞ্জরীর বিরহে শ্রীদর্শন কামজ্বরে পীড়িত হইয়া সর্বপ্রকার সম্ভোগ পরিত্যাগ করিল। অনঙ্গমঞ্জরীর কণ্ঠহার এবং অন্যান্য অলংকারাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার আহারে আর রুচি রহিল না এবং তাহার মুখপংকজ নিরীক্ষণ করিতে অসমর্থ হইয়া সে নিদ্রা পরিত্যাগ করিল।

ইতোমধ্যে হংসদ্বীপে তূর্যধ্বনিতে প্রাতঃকালে অনঙ্গমঞ্জরী জাগ্রত হইয়া রাত্রির বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া শ্রীদর্শনের আভরণে স্বীয় দেহ সজ্জিত দৃষ্টে প্রেমাসক্ত হইয়া বিষাদিত হইল। সে চিন্তা করিতে লাগিল, 'হায়! হায়! আমার কি দশা উপস্থিত হইল। আমার জীবন সংশয় হইয়াছে। এই অলংকারসমূহ দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে আমি স্বপ্ন দ্বারা

প্রতারিত হই নাই। দুর্লভ বস্তুর প্রেমে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে।' সে যখন এই প্রকার চিন্তা করিতেছিল তখন তাহার পিতা অনঙ্গোদয় দৈবাৎ তথায় প্রবেশ করিয়া অনঙ্গমঞ্জরীকে পুরুষের আভরণে সজ্জিত দেখিল। কন্যা নৃপতির অতিশয় প্রিয় ছিল, সুতরাং সে যখন লজ্জায় অধোমুখে স্বীয় দেহ বস্ত্রাবৃত করিল তখন রাজা তাহাকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া বলিল, 'এই পুরুষবেশের অর্থ কি এবং তোমার এত কথাই বা কেন? আমাকে বল। আমাকে অবিশ্বাস করিও না। আমার জীবন তোমার উপর নির্ভর করে।' পিতার এই প্রকার সদয় বাক্যাদি তাহার লজ্জা হরণ করিল এবং সে অবশেষে তাহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। (৩৫০-৩৬৬)

তখন তাহার পিতা ইহা কোন ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার হইবে মনে করিয়া কি করা কর্তব্য সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দিহান হইল। অতএব সে তাহার পরম বন্ধু সিদ্ধযোগী ব্রহ্মসোম নামক তাপসের নিকট উপদেশপ্রাপ্তির আশায় গমন করিল। সেই তাপস ধ্যানবলে এই রহস্যের অনুসন্ধান করিয়া রাজাকে বলিলেন, 'প্রকৃত ব্যাপার হইতেছে এই যে, গণবৃন্দ মালবদেশ হইতে যুবরাজ শ্রীদর্শনকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছিল, কারণ গণেশ তাহার প্রতি এবং তোমার দুহিতার প্রতি অতিশয় সদয় এবং তাহার প্রসাদে শ্রীদর্শন সার্বভৌম সম্রাট হইবে। তোমার কন্যার সে উত্তম পতি হইবার যোগ্য।' সেই সিদ্ধ তাপস এই কথা বলিলে নৃপতি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'ভগবন্‌! এই বিরাট দেশ হংসদ্বীপ হইতে মালব বহুদূরে অবস্থিত। পথ অতি দুর্গম এবং এই ব্যাপারে বিলম্ব করাও সমীচীন নহে। আপনিই এখন আমার একমাত্র ভরসা।'

সেই ভক্তবৎসল তপস্বী নৃপতিকর্তৃক এই প্রকারে অনুরুদ্ধ হইয়া বলিল, 'আমি স্বয়ং এই কার্য সম্পাদন করিব'—এবং তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। মুহূর্তমধ্যে সে মালবদেশে শ্রীসেন নরপতির নগরীতে গমন করিয়া শ্রীদর্শননির্মিত মন্দিরে প্রবেশপূর্বক গণেশকে প্রণাম করিয়া উপবিষ্ট হইয়া তাহার স্তব করিতে আরম্ভ করিল, 'হে নক্ষত্রমালামণ্ডিত শিব! আপনাকে প্রণাম করি। হে সুমেরুশিখরসন্নিভ কল্যাণজয় মূর্তি, আপনাকে প্রণাম করি। হে ত্রিভুবনাগারধারণসমর্থ স্তম্ভস্বরূপ নৃত্যোৎসবে উৎক্ষিপ্ত মেঘবিতাড়নকারি আপনার শুণ্ডকে প্রণাম করি। হে সর্পালংকৃত দেহ-ধারি বিঘ্নবিনাশক লম্বোদর, সর্বসিদ্ধিনিধান, আপনাকে প্রণাম করি।' (৩৬৭-৩৭৮) তাপস যখন এই প্রকারে গণেশস্তবে রত ছিল তখন সেই

গণেশবিগ্রহ আনয়নকারী বণিকরাজ উপেন্দ্রশক্তির পুত্র ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সেই মন্দিরে প্রবেশ করিল। তাহার নাম ছিল মহেন্দ্রশক্তি। সে বহুকাল যাবৎ দুরন্ত উন্মাদরোগে ভুগিতেছিল। সে তপস্বীকে ধৃত করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইলে তপস্বী তাহাকে হস্তদ্বারা তাড়না করিলেন। তাপসের হস্ত মন্ত্রপূত থাকায় তাড়িত হওয়ামাত্র বণিকপুত্রের উন্মাদরোগ দূরীভূত হইল। সে দিগম্বর থাকায় লজ্জিত হইয়া হস্তদ্বারা দেহ আবৃতপূর্বক মন্দির পরিত্যাগ করিয়া স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। লোকমুখে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া উপেন্দ্রশক্তি পরম পুলকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে গৃহে আনয়ন করিল। তথায় তাহাকে স্নান করাইয়া এবং উপযুক্ত পরিচ্ছদাদি পরিধান করাইয়া তাহার সহিত তাপস ব্রহ্মসোমের নিকট গমন করিল। পুত্রের আরোগ্যকর্তা বলিয়া তাপসকে বহু ধন প্রদান করিতে চাহিলে সেই দিব্য সিদ্ধপুরুষ উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন।

ইতোমধ্যে স্বয়ং নরপতি শ্রীসেন সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রীদর্শনের সহিত সসম্মানে তাপসের নিকট আগমনকরতঃ তাঁহার সম্মুখে প্রণত হইয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া বলিল, 'আপনার আগমনে পুত্র সুস্থ হওয়ায় এই বণিক উপকৃত হইয়াছে। আমার এই পুত্র শ্রীদর্শনকেও সুস্থ করিয়া আমারও উপকার সাধন করুন। তপস্বীর নিকট এই অনুগ্রহ ভিক্ষা করিলে তিনি সহাস্যে বলিলেন, 'রাজন্, যে চোর রজনীতে হংসদ্বীপের রাজকুমারীর হৃদয় এবং অলংকার অপহরণ করিয়া এই স্থানে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে তাহার তুষ্টি বিধান কেন করিব? যাহা হউক, আপনার, আদেশ আমাকে অবশ্যই পালন করিতে হইবে।' এই কথা বলিয়া তাপস শ্রীদর্শনের প্রকোষ্ঠ ধৃত করিয়া তাহার সহিত অন্তর্হিত হইলেন। অনঙ্গমঞ্জুরীর আভরণে সজ্জিত শ্রীদর্শনকে তিনি হংসদ্বীপে নৃপতি অনঙ্গোদয়ের প্রাসাদে লইয়া গেলেন। নৃপতি প্রথমে তপস্বীর পদতলে পতিত হইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিল এবং সমাগত শ্রীদর্শনকে আনন্দে অভ্যর্থনা করিল। শুভদিনে অসংখ্য রত্নমাল্যে ভূষিত ধরণীর ন্যায় স্বীয় কন্যা অনঙ্গমঞ্জুরীকে সে শ্রীদর্শনের হস্তে সম্প্রদান করিল। অতঃপর তপস্বীর ক্ষমতাবলে সে জামাতা এবং বধূকে মালবদেশে প্রেরণ করিল। শ্রীদর্শন তথায় আগমন করিলে ভূপতি তাহাকে সানন্দে অভ্যর্থনা করিল এবং শ্রীদর্শন তথায় ভার্যাদ্বয়ের সহিত সুখে বাস করিতে লাগিল। (৩৭৯-৩৯৭)

কালক্রমে নৃপতি শ্রীসেনের লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটিলে বীর শ্রীদর্শন তাহার

রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সমগ্র পৃথিবী জয় করিল। সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইলে তাহার দুই ভার্যা পদ্মিষ্ঠা একং অনঙ্গমঞ্জরীর গর্ভে তাহার দুই পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। একটি পুত্রের নাম রাখা হইল পদ্মসেন এবং অন্যটির অনঙ্গসেন। এই উভয়কে সে প্রতিপালন করিতে লাগিল।

কিয়ৎকাল গত হইলে শ্রীদর্শন যখন রাজ্ঞীদ্বয়ের সহিত প্রাসাদাভ্যন্তরে উপবিষ্ট ছিল, তখন বহির্দ্দেশে একজন ব্রাহ্মণকে বিলাপ করিতে শ্রবণ করিল। বিপ্রকে প্রাসাদাভ্যন্তরে আনয়নপূর্বক তাহার ক্রন্দনের কারণ জানিতে চাহিলে ব্রাহ্মণ সাতিশয় উদ্বেগের সহিত বলিল, যে অগ্নি দীপ্তশিখাসহ প্রজ্বলিত হইতেছিল তাহার জ্যোতি ও ধূমলেখা অট্টহাস সহিত কালমেঘে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই কথা বলিয়া সেই মুহূর্তেই ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হইল এবং রাজা যখন সবিস্ময়ে বলিতেছিল, 'এই ব্যক্তি কি বলিল এবং কোথায়ই বা অদৃশ্য হইল?' তখন রাজ্ঞীদ্বয় অতিশয় ক্রন্দন করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

অশনিপাতসদৃশ অকস্মাৎ এই দুর্বিপাকের সম্মুখীন হইয়া 'হায়! হায়! কি ঘটিল,'—এই কথা বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে রাজা ভূমিতলে পতিত হইলে পার্শ্বস্থ ভৃত্যেরা তাহাকে বহন করিয়া অন্যত্র লইয়া গেল এবং মুখরক রাজ্ঞীদিগের অগ্নিসংস্কার কার্য সম্পাদন করিল। নৃপতি সংজ্ঞা লাভ করিয়া বহুক্ষণ রাজ্ঞীদিগের নিমিত্ত ক্রন্দন করিয়া তাহাদের ঊর্দ্ধদৈহিক কার্য সম্পাদন করিল। বৎসরকাল নেত্রবাষ্পান্ধকারে যাপন করিয়া রাজা পৃথিবীর সাম্রাজ্য দুই পুত্রের ভিতর দ্বিধাবিভক্ত করিয়া দিল এবং সংসার-ত্যাগের সংকল্প করিয়া নগরী পরিত্যাগপূর্বক পশ্চাদনুসরণকারী প্রজাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া তপশ্চর্যার নিমিত্ত অরণ্যে গমন করিল।

তথায় ফলমূল আহার করিয়া দিনপাত করিতে থাকিলে একদিন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সে একটি ন্যগ্রোধ পাদপের সমীপবর্তী হওয়ামাত্র দুইজন দিব্যাঙ্গনা ফলমূল হস্তে বৃক্ষ হইতে নির্গত হইয়া রাজাকে বলিল, 'দেব, আমাদের প্রদত্ত এই ফলমূল আপনি গ্রহণ করুন।' এই কথা শ্রবণ করিয়া সে শুধাইল, 'তোমরা কে, বল।' তখন দিব্যাঙ্গনাদ্বয় বলিল, 'আপনি আমাদের গৃহে আগমন করুন, আমরা আপনাকে সত্য কথা বলিব।' শ্রীদর্শন এই কথা শ্রবণ করিয়া সম্মত হইল এবং তাহাদের সহিত বৃক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তথায় একটি হেমময় পুরী দেখিতে পাইল। তথায় বিশ্রামান্তে দিব্যফলাদি আহার করা হইলে ঐ রমণীদ্বয় তাহাকে বলিল, 'রাজন্, এইবার শ্রবণ করুন:—

পুরাকালে প্রতিষ্ঠান নগরীতে কমলগর্ভ নামক এক দ্বিজ বাস করিত। তাহার পথ্যা এবং যবলানাম্নী দুই ভার্যা ছিল। কালক্রমে স্বামী এবং দুই পত্নী জরাক্রান্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি প্রীতিবশতঃ একত্র অগ্নিপ্রবেশ করিল। তখন অগ্নিতে অবস্থিত থাকিয়াই তাহারা শিবের নিকট প্রার্থনা করিল, 'প্রভো! আমরা যেন জন্ম-জন্মান্তরে স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করি।' তখন কমলগর্ভ তীব্র তপোবলে যক্ষ প্রদীপ্তাক্ষের পুত্র, অট্টহাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দীপ্তশিখ নামক যক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করে এবং তাহার পত্নীদ্বয় যক্ষিণীরূপে যক্ষরাজ ধূমকেতুর জ্যোতির্লেখা এবং ধূমলেখা নামক কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। (৩৯৮-৪২২)

কালক্রমে দুই ভগিনী যৌবনপ্রাপ্তা হইলে ভর্তৃলাভার্থ শিবের নিকট তপস্যা করিবার নিমিত্ত অরণ্যে গমন করিয়াছিল। শিব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন, 'যে ব্যক্তির সহিত তোমরা পূর্বজন্মে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিলে এবং যাহাকে জন্ম-জন্মান্তরে স্বামীরূপে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলে সে পুনরায় অট্টহাসভ্রাতা দীপ্তশিখ যক্ষ নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু প্রভুর অভিশাপে সে শ্রীদর্শননামে নররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তোমরাও মর্তলোকে গমনপূর্বক তাহার ভার্যা হইবে এবং শাপান্ত হইলেই তোমরা স্বামী এবং ভার্যা সকলে পুনরায় যক্ষ হইবে।' শিব এই কথা বলিলে যক্ষকন্যাদ্বয় পদ্মিষ্ঠা এবং অনঙ্গমঞ্জরীরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীদর্শনের ভার্যা হইয়াছিল। কিয়ৎকালপরে দৈবাৎ অট্টহাস তথায় ব্রাহ্মণবেশে উপস্থিত হইয়া দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় তাহাদের নাম উচ্চারণ করিয়া তাহাদিগকে পূর্বনামের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে তাহারা দেহত্যাগপূর্বক যক্ষিণী হইয়াছে। আমরাই তোমার সেই পত্নীদ্বয় এবং তুমি স্বয়ং সেই দীপ্তশিখ বলিয়া জানিবে।' তাহারা শ্রীদর্শনকে এই কথা বলিলে তাহার পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ হইল এবং সে অচিরাৎ দীপ্তশিখ যক্ষ হইয়া তাহার ভার্যাদ্বয়ের সহিত পুনর্মিলিত হইল।

অতএব বিচিত্রকথ জানিয়া রাখ, আমিই সেই যক্ষ এবং আমার এই পত্নীদ্বয় জ্যোতির্লেখা এবং ধূমলেখা। আমার মত দেববংশজকেও যদি পর্যায়ক্রমে এই প্রকার সুখ এবং দুঃখ ভোগ করিতে হয় তবে মর্তজীবের কথা আর কি বলিব। কিন্তু বৎস, তুমি হতাশ হইও না, তুমি সত্বরই তোমার প্রভু মৃগাঙ্কদত্তের সহিত পুনরায় মিলিত হইবে। ইহাই আমার পার্থিব আবাসস্থল। তোমার নিমিত্তই আমি হেথায় রহিয়াছি। তুমি এই স্থানে অবস্থান কর। আমি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব এবং অতঃপর স্বীয়

আলয় কৈলাসে গমন করিব।—স্বীয় বৃত্তান্ত এই প্রকারে বর্ণিত করিয়া যক্ষ কিয়ৎকাল আমার আতিথ্যসৎকার করিয়াছিল এবং আপনি রজনীতে এই স্থানে আগমন করিয়াছেন জ্ঞাত হইয়া সেই দয়ালু যক্ষ আপনারা যখন সুপ্ত ছিলেন, তখন আমাকেও আপনাদের মধ্যে নিদ্রিতাবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিল। সেই জন্য আপনারা আমাকে দেখিতে পাইয়াছেন এবং আমিও আপনাদিগের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি। রাজন্, আপনার নিকট হইতে পৃথক হইবার পর ইহাই আমার অভিযান কাহিনী।

রজনীতে সচিব বিচিত্রকথের নিকট হইতে এই যথার্থ বিচিত্র কাহিনী শ্রবণান্তে রাজা ও তাহার মন্ত্রিবর্গ অতিশয় পুলকিত হইল।

সেই বনভূমিতে রজনীযাপনপূর্বক বয়স্যাদিগের সহিত শশাঙ্কবতী-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নাগশাপে পৃথকীকৃত অন্যান্য অপ্রাপ্ত বন্ধুদিগের অন্বেষণার্থ সে উজ্জয়িনী অভিমুখে যাত্রা করিল। (৪২৩-৪৪১)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত কথাসরিৎসাগরের
শশাঙ্কবতী লম্বকের ষষ্ঠ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—৪৪১
ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা—১৪,৪৫৬

সপ্তম তরঙ্গ

অনন্তর মৃগাঙ্কদত্ত বিন্ধ্যারণ্যে শ্রুতধি প্রমুখ পঞ্চসচিবের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে ফলবান্ ছায়াতরুসমন্বিত ও স্বচ্ছশীতল জলাশয়পূর্ণ একটি মনোরম কাননে প্রবেশ করিল। সেই জলাশয়ে স্নান করিয়া এবং নানাপ্রকার ফল ভক্ষণ করিতে করিতে সে দৈবাৎ লতাগুল্ম আচ্ছাদিত স্থান হইতে আলাপের শব্দ শ্রবণ করিল। সেই লতাকুঞ্জের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া সে দেখিতে পাইল যে একটি বৃহদাকার হস্তী জনৈক পথশ্রান্ত অন্ধ-ব্যক্তির উপর শুন্ডদ্বারা জল নিক্ষেপকরতঃ তাহাকে ফল প্রদান এবং কর্ণদ্বারা বাতাস করিয়া তাহার শ্রান্তি অপনোদন করিতেছে। দয়ালু ব্যক্তির ন্যায় সেই হস্তী পুনঃ পুনঃ প্রীতিভরে স্পষ্ট বাক্যে তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'এখন কিঞ্চিৎ সুস্থবোধ করিতেছ ত?' রাজ-কুমার আশ্চর্যে এই দৃশ্য দর্শন করিয়া তাহার সহচরদিগকে বলিল, 'দেখ একটি বন্যহস্তী মনুষ্যের ন্যায় আচরণ করিতেছে। ইহা নিশ্চয়ই কোন উচ্চস্তরের জীব হইবে, কোন কারণবশতঃ ইহার এই দশা হইয়াছে। এই ব্যক্তিকে আমার বন্ধু প্রচণ্ডশক্তির মত দেখাইতেছে। কিন্তু ইনি অন্ধ। যাহা হউক, আমাদিগকে ইহাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।' মৃগা-ঙ্কদত্ত মিত্রদিগকে এই কথা বলিয়া তথায় অলক্ষ্যে থাকিয়া মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিতে লাগিল। (১-৯) ইতোমধ্যে সেই অন্ধ ব্যক্তি কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে হস্তী তাহাকে শুধাইল, 'বল তুমি কে এবং অন্ধ অবস্থায় কি প্রকারে এইস্থানে আগমন করিতে সমর্থ হইলে?' তখন সেই অন্ধব্যক্তি গজোত্তমকে বলিল, 'এই দেশে অযোধ্যাপতি অমরদত্ত নামক নরপতি আছেন। তাহার মৃগাঙ্কদত্ত নামক সর্বগুণোপেত ক্ষণজন্মা পুত্র আছে। আমি সেই রাজকুমারের ভৃত্য। কোন কারণবশতঃ তাহার পিতা তাহাকে আমাদের দশজন অনুচরের সহিত স্বদেশ হইতে নির্বাসিত করিয়াছিলেন। আমরা যখন শশাঙ্কবতীকে লাভ করিবার নিমিত্ত উজ্জয়িনী নগরীতে যাত্রা করিয়াছিলাম তখন নাগশাপে আমরা পরস্পরের সহিত বিযুক্ত হইলাম। নাগের শাপপ্রভাবে আমি দৃষ্টিহীন হইয়া পথে প্রাপ্ত ফল, মূল বারি গ্রহণকরতঃ জীবনধারণপূর্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এই স্থানে আগমন করিয়াছি। কোন গহ্বরে পতিত হইয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে মৃত্যু হওয়াই বরং আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ ছিল। কিন্তু হায়! বিধাতা সেরূপ

বিধান না করিয়া আমাকে ক্লেশ প্রদান করিতেছেন। অদ্য যে প্রকারে আপনার প্রসাদে আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়াছে তদ্রূপ আমার অন্ধত্বও মোচন হইবে, কারণ আমি জ্ঞাত আছি আপনি নিশ্চয়ই কোন দেবতা হইবেন।' সে এই কথা বলিলে মৃগাঙ্কদত্ত ঐ ব্যক্তিকে নিশ্চিতরূপেই চিনিতে পারিয়া হর্ষে ও বিষাদে দোলায়মান হইয়া মন্ত্রিদিগকে বলিল, 'ইনি আমাদের বন্ধু প্রচণ্ডশক্তি, এই দুর্দশায় পতিত হইয়াছে। ইহাকে এখনই আমাদের দ্রুত অভিনন্দন করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। হয়ত এই হস্তী ইহার অন্ধত্ব আরোগ্য করিবে। কিন্তু যদি আমাদিগকে দেখিতে পায় তবে হস্তী পলায়ন করিবে। সুতরাং আমরা এই স্থান হইতেই সমস্ত অবলোকন করি।' (১০-২০) রাজপুত্র এই কথা বলিয়া অনুচরদিগের সহিত তথায় রহিয়া গেল। অতঃপর প্রচণ্ডশক্তি গজকে বলিল, 'মহাত্মন, সম্প্রতি আপনার বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন, যদিও আপনি হস্তী এবং হস্তীর ন্যায় মত্ত হইতে পারেন তথাপি এইপ্রকার মৃদুস্বরে কথা বলিতেছেন কেন?' হস্তীবর এই কথা শ্রবণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক তাহাকে বলিল, আমি আমার বৃত্তান্ত আমূল বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর ঃ—

ভীমভটের কাহিনী

পুরাকালে এবলব্যা নগরীতে শ্রুতধর নামক নরপতি ছিল। তাঁহার দুই ভার্য্যার দুইটি পুত্রসন্তান হইয়াছিল। নৃপতি লোকান্তরিত হইলে তাহার কনিষ্ঠপুত্র সত্যধর জ্যেষ্ঠ শীলধরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিল। শীলধর ক্রুদ্ধ হইয়া শিবের আরাধনা করিলে শিব তাহার তপশ্চর্য্যায় সন্তুষ্ট হইলেন এবং শীলধর তাহার নিকট এই বর প্রার্থনা করিল, 'আমি যেন গন্ধর্ব হইয়া আকাশমার্গে বিচরণ করিবার শক্তি প্রাপ্ত হইয়া অনায়াসে আমার আত্মীয় সত্যধরকে হত্যা করিতে সমর্থ হই।' ভগবান শিব এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিল, 'তোমাকে এই বর প্রদান করিব। কিন্তু তোমার শত্রুর ত অদ্য স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছে। সে রাঢ়া নগরীতে নৃপতি উগ্রভটের প্রিয়পুত্র সমরভট নামে জন্মগ্রহণ করিবে। কিন্তু তুমি ভীমভট নাম গ্রহণপূর্বক তাহার অন্য মাতার গর্ভে উহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভীমভট নামে জন্মগ্রহণপূর্বক উহাকে হত্যা করিয়া রাজত্ব করিবে। (২১-৩০) তুমি ক্রোধপরবশ এই তপশ্চর্য্যা করিয়াছ বলিয়া মুনিশাপে কুলভ্রষ্ট হইয়া বন্যগজরূপে জন্মগ্রহণ করিবে। কিন্তু তুমি জাতিস্মর হইবে এবং তোমার বাক্‌শক্তি অটুট

থাকিবে। যখন তুমি তোমার একজন অবসন্ন অতিথিকে আশ্বাসপ্রদানপূর্বক তাহার নিকট স্বীয় কাহিনী বিবৃত করিবে তখন তুমি গজত্ব হইতে মুক্তি-লাভ করিয়া পুনরায় গন্ধর্বত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং তোমার অতিথিও অতিমাত্রায় উপকৃত হইবে।' শিব এই কথা বলিয়া অন্তর্ধান করিলে তপশ্চর্যায় ক্ষীণতনু শীলধর গঙ্গাগর্ভে দেহবিসর্জন করিল।

এইস্থানে আমি বলিতে ইচ্ছা করি যে পূর্ববর্ণিত নৃপতি উগ্রভট রাঢ়ানগরীতে সমকুলজাতা মনোরমার সহিত যখন সুখে বাস করিতেছিল তখন বিদেশ হইতে লাসকনামক নর্তক আগমনকরতঃ বিষ্ণু যে রমণীর বেশে দৈত্যাদিগের নিকট হইতে অমৃত হরণ করিয়াছিলেন সেই দৃশ্য রাজার নিকট অভিনয় করিয়া দেখাইয়াছিল। সেই নাট্যাভিনয়ে লাসকের কন্যা লাস্যবতী অমৃতিকার ভূমিকায় নৃত্য করিয়াছিল। যে অমৃতরূপে বিষ্ণু দানবদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন, রূপে লাস্যবতী তদ্রূপ হওয়ায় নৃপতি তাহার প্রতি প্রেমাসক্ত হইল। নৃত্যাভিনয়ান্তে লাসককে বহু ধন প্রদান করিয়া রাজা নর্তকী লাস্যবতীকে অন্তঃপুরে আনয়নকরতঃ তাহাকে বিবাহ করিয়া তাহার সহিত বাস করিতে লাগিল। (৩১-৪১) সে সর্বক্ষণ তাহার আননে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিত। একদা নৃপতি তাহার পুরোহিত যজুঃস্বামীকে বলিল, 'আমি পুত্রহীন। সুতরাং পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন কর।' পুরোহিত নৃপাদেশ পালনপূর্বক বিদ্বান বিপ্রবর্গের সহায়তায় নৃপতির হিতার্থে যথাযথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া মনোরমার পূর্ব-নির্দিষ্ট মত জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞীকে মন্ত্রপূত চরুর প্রথমাংশ ভক্ষণ করিতে প্রদান করিল এবং শেষাংশ দ্বিতীয়া রাজ্ঞী লাস্যবতীকে দিল। অতঃপর মৎকথিত শীলধর এবং সত্যধর রাজ্ঞীদ্বয়ের গর্ভে সঞ্জাত হইল। যথাকালে নৃপতির ভার্যা মনোরমা সুলক্ষণযুক্ত পুত্র প্রসব করিল। তন্মুহূর্তে স্পষ্ট আকাশবাণী শ্রুত হইল, 'যে শিশু ভূমিষ্ঠ হইল ভীমভট নামে সে প্রসিদ্ধ নৃপতি হইবে।' পরদিবস লাস্যবতীও পুত্রসন্তান প্রসব করিলে নৃপতিপিতা তাহার নাম রাখিল সমরভট। যথাবিধি সংস্কারকার্যাদি সম্পাদন করা হইল এবং পুত্রদ্বয় ক্রমে ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভীমভট সর্ব-প্রকার গুণে কনিষ্ঠকে অতিক্রম করিতে থাকিলে তাহাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সহ সংঘর্ষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল।

একদা যখন উভয়ে বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিল তখন সমরভট ঈর্ষান্বিত হইয়া ভীমভটের কণ্ঠে সজোরে আঘাত করিলে ভীমভট ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ সমরভটকে বাহুবদ্ধকরতঃ ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করিয়া সজোরে ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত

করিল। ভূমিতলে পতিত হওয়ায় সে অত্যন্ত আহত হইল এবং তাহার সর্বদেহ হইতে রক্ত মোক্ষণ হইতে থাকিলে ভৃত্যেরা তাহাকে তাহার মাতার নিকট লইয়া গেল। তাহার দর্শনে এবং সর্ববৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া স্নেহাতুরা মাতা শঙ্কিতা হইল এবং তাহার আননে স্বীয় আনন স্থাপন করিয়া অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিল। সেই মুহূর্তে ভূপতি তথায় প্রবেশকরতঃ এই দৃশ্য দর্শন করিয়া আকুলচিত্তে লাস্যবতীর নিকট 'কি ঘটিয়াছে' জানিতে চাহিলে সে প্রত্যুত্তর করিল, 'ভীমভট আমার পুত্রের এই দশা করিয়াছে। সে সর্বদা উহার সহিত এই প্রকার দুর্ব্যবহার করে। দেখ, পূর্বে আমি আপনাকে এই কথা বলি নাই। কিন্তু এখন তাহাকে দেখিয়া মনে হইতেছে এইরূপ পুত্রের সহিত আপনি নিরাপদে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন না। এখন স্বয়ং ইহার বিচার করুন।' (৪২-৫৭) প্রিয়পত্নী নৃপতি উগ্রভটকে এই কথা বলিলে সে ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমভটকে রাজসভা হইতে নির্বাসিত করিয়া তাহার বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিল এবং সমরভটের রক্ষকরূপে একশত রাজপুত ভৃত্য নিয়োজিত করিল। কনিষ্ঠ পুত্রের নিমিত্ত কোষাগার উন্মুক্ত করিয়া জ্যেষ্ঠপুত্রের যথাসর্বস্ব গ্রহণ করিয়া তাহাকে নিজের নিকট হইতে দূর করিয়া দিল।

মাতা মনোরমা পুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিল, 'তোমার পিতা এক নর্তকীর প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া তোমাকে ত্যাগ করিয়াছেন। তুমি আমার পিতার প্রসাদে পাটলিপুত্রে গমন কর। অপুত্রক হওয়ায় তোমার মাতামহ তোমায় স্বরাজ্য দান করিবেন। এইস্থানে থাকিলে তোমার বলশালী শত্রু সমরভট তোমাকে হত্যা করিবে।' মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া সে বলিল, 'আমি ক্ষত্রিয়, ক্লীবের ন্যায় স্বদেশ পরিত্যাগ করিব না। মাতঃ তুমি আশ্বস্ত হও। কোন্ অপদার্থ আমার ক্ষতি করিবে?' তাহার মাতা প্রত্যুত্তর করিল, 'তবে তুমি আমার ধনদ্বারা প্রচুর সংখ্যক দেহরক্ষী নিযুক্ত কর।' ভীমভট এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া বলিল, 'মাতঃ, ইহা উচিত হইবে না, কারণ ঐরূপ কার্য্য করিলে পিতার বিরুদ্ধাচারণ করা হইবে। তুমি চিন্তা করিও না। তোমার আশীর্বাদে আমার কল্যাণ হইবে।' এই প্রকারে মাতাকে আশ্বস্ত করিয়া ভীমভট প্রস্থান করিল। ইতোমধ্যে এই বার্তা পৌরবাসীদিগের কর্ণগোচর হইলে তাহারা চিন্তা করিতে লাগিল, 'হায়! হায়! নৃপতি ভীমভটের উপর অত্যন্ত অবিচার করিয়াছেন। সমরভট নিশ্চয়ই উহার রাজত্ব অপহরণ করিতে প্রয়াস পাইতেছে না। সিংহাসন প্রাপ্তির পূর্বে ভীমভটের উপকার সাধন করিবার সুযোগ আমাদের

নিকট উপস্থিত হইয়াছে।' (৫৮-৬৯) এইরূপ সংকল্প করিয়া পৌরজনেরা ভীমভটকে গোপনে এত ধন প্রদান করিয়াছিল যে সে ভৃত্যদের সহিত পরম সুখে বাস করিতে লাগিল। কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতা সতত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল, কারণ তাহার ধারণা হইয়াছিল যে পিতা এই উদ্দেশ্যেই তাহার নিমিত্ত রক্ষী নিযুক্ত করিয়াছেন।

ইতোমধ্যে শঙ্খদত্ত নামক জনৈক বীর ও বিত্তশালী ব্রাহ্মণ উভয় ভ্রাতার মিত্র সমরভটকে বলিল, 'জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি শত্রুতা সাধন করিও না। ইহা ন্যায়-সম্মত নহে। তুমি ইহার কোনই ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না। অধিকন্তু, ইহাতে, তোমারই অকীর্ত্তি হইবে। সে এই কথা বলিলে সমরভট তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া ভীতি প্রদর্শন করিল।

মূর্খকে সদুপদেশ প্রদান করিলে সে শান্ত না হইয়া বরং ক্রুদ্ধ হয়। তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শঙ্খদত্ত এই ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া সমরভটের উপর প্রতিশোধ লইবার সুযোগ প্রাপ্তির নিমিত্তে ভীমভটের সহিত দৃঢ় সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইল।

অনন্তর মণিদত্ত নামক বিদেশাগত কোনও বণিক একটি উত্তম অশ্বরত্ন আনয়ন করিয়াছিল। ইহা চন্দ্রধবল ছিল, ইহার হ্রেষারব বিশুদ্ধ মধুর শঙ্খ-ধ্বনি অথবা অন্যান্য সুমধুর বাদ্যযন্ত্রাদির ন্যায় ছিল, ইহা দেখিতে ছিল দুগ্ধ সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায়, ইহার গলদেশে কুঞ্চিত কেশদাম ছিল এবং চূড়ামণি, অঙ্গদ ও অন্যান্য সুলক্ষণ ইহার দেহে বর্ত্তমান থাকায় মনে হইল ইহা যেন কোন গন্ধর্ব কুলজাত। শঙ্খদত্তের নিকট হইতে এই উত্তম অশ্বের কথা শ্রবণ করিয়া ভীমভট বহু মূল্যে উহা বণিকবরের নিকট হইতে ক্রয় করিলে সমরভট ঐ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ বণিকের নিকট আগমনকরতঃ উহা দ্বিগুণ মূল্যে ক্রয় করিতে চেষ্টা করিল। (৭০-৭৩) কিন্তু অন্য একজনের নিকট উহা বিক্রয় করা হইয়াছে বলিয়া বণিক ঐ অশ্ব তাহাকে প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইল। তখন সমরভট ঈর্ষ্যাবশতঃ উহা বলপূর্বক লইতে উদ্যত হইলে রাজপুত্রদ্বয়ের ভৃত্যবর্গ সশস্ত্রে ধাবিত হইল এবং উভয় রাজপুত্রের ভিতর দারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন ভীমভটের প্রবলবাহু সমরভটের ভৃত্য-দিগকে নিহত করিলে সমরভট স্বয়ং অশ্ব পরিত্যাগপূর্বক ভ্রাতার ভয়ে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সে যখন পলায়ন করিতেছিল তখন শঙ্খদত্ত বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবনকরতঃ সমরভটের কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে ভীমভট সত্বর তথায় আগমনকরতঃ তাহাকে নিবারিত করিয়া বলিল, 'এখন থাকুক, পিতার অত্যন্ত দুঃখ হইবে।' শঙ্খদত্ত সমরভটকে ছাড়িয়া দিলে সে সভয়ে পিতার নিকট দ্রুত পলায়ন করিল এবং তাহার ক্ষতস্থান হইতে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল।

অনন্তর বীর ভীমভট অশ্বটি অধিকার করিলে অচিরে জনৈক বিপ্র তাহার নিকট আগমন করিয়া তাহাকে একান্তে বলিল, 'তোমার মাতা মনোরমা, পুরোহিত যজ্ঞস্বামী এবং তোমার পিতার মন্ত্রী সুমতি এই সময় তোমাকে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। বৎস, তুমি ত তোমার প্রতি তোমার পিতার মনোভাব জ্ঞাত আছ। এই দুর্ঘটনার পর তিনি সম্প্রতি তোমার প্রতি বিশেষভাবে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। যদি তুমি তোমার জীবন, কীর্ত্তি এবং ধর্মরক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, যদি তুমি ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া থাক এবং আমাদিগকে তোমার শুভাকাঙ্খী বলিয়া মনে কর, তবে অদ্য সায়ংকালে সূর্যাস্ত হওয়ামাত্র সকলের অলক্ষ্যে এই নগর পরিত্যাগ করিয়া তোমার মাতামহের প্রাসাদে গমন কর। তোমার মঙ্গল হউক। (৮১-৯১) তাহারা আমার সহিত তোমার নিমিত্ত এই বার্ত্তা এবং এই বহুমূল্য ধনরত্নপূর্ণ পেটিকা প্রেরণ করিয়াছেন। আমার হস্ত হইতে এই পেটিকা গ্রহণ কর।' প্রাজ্ঞ ভীমভট এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিল, 'আমি এতদনুরূপ কার্য্য করিব' এবং সেই স্বর্ণ ও বহুমূল্য রত্নপূর্ণ ভাণ্ড গ্রহণ করিল। সেই বার্ত্তার প্রত্যুত্তরে উপযুক্ত বার্ত্তাসহ ঐ ব্রাহ্মণকে বিদায় প্রদানপূর্বক ভীমভট অসিহস্তে সেই অশ্বে আরোহণ করিল। শঙ্খদত্তও কিঞ্চিৎ সুবর্ণ ও রত্নাদিসহ অন্য একটি অশ্বে আরোহণ করিলে রাজকুমার ভীমভট তাহার সহিত যাত্রা করিয়া বহুদূর অতিক্রমপূর্বক গভীররাত্রে পথিমধ্যে এক বিশাল শরবনে উপনীত হইল। সে ও তাহার সঙ্গী অবিরত চলিতে থাকিলে অশ্বখুরে আহত শরবন হইতে উত্থিত শব্দে সিংহ মিথুন শাবকবর্গসহ জাগ্রত হইয়া গর্জন করিতে করিতে নখর দ্বারা অশ্বদিগের উদর আহত করিতে থাকিলে সেই বীর ও তাহার সঙ্গী অবিলম্বে তাহাদের খড়্গদ্বারা সিংহসমূহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকে নিহত করিল। অতঃপর অশ্বদিগের কি অবস্থা হইয়াছে জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণপূর্বক দেখিতে পাইল যে অশ্বদিগের অন্ত্র ইত্যাদি বহির্গত হইয়াছে এবং উহারা শীঘ্রই মৃত হইয়া ভূপতিত হইল। এতদ্দৃষ্টে অধীর হইয়া শঙ্খদত্তকে বলিল, 'সখে, বহু আয়াসে শত্রুভাবাপন্ন আত্মীয় স্বজনের হস্ত হইতে আমরা রক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু বল কোথায় শত চেষ্টা করিয়া করিয়া বিধির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইব? আমাদের বাহনদিগকে এই স্থানে হরণ করিয়া কি কষ্টই না প্রদান করিয়াছেন। যে অশ্বের নিমিত্ত স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়াছি সে ত এখন মৃত! এই রজনীতে কি প্রকারে পদব্রজে অরণ্যে পর্য্যটন করিব?' (৯২-১০১) সে এই কথা বলিলে তাহার বন্ধু শঙ্খদত্ত প্রত্যুত্তর করিল, 'পৌরুষকে জয় করা বিধির কোন নূতন কার্য্য নহে। উহার প্রকৃতিই এইরূপ। কিন্তু দৃঢ় ধৈর্য্যদ্বারা জয় লাভ করিতে হইবে। পর্বতের

বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝা কি করিতে পারে। তদনুরূপ অকম্পিত ধৈর্য্যশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধেই বা বিধি কি করিবে? সুতরাং আইস, আমরা ধৈর্য্য অশ্বে আরোহণ করিয়া চলিতে থাকি।' শঙ্খদত্ত এইরূপ বলিলে, ভীমভট তাহার সহিত ধীরে ধীরে ঐ শরবন অতিক্রম করিল। শরাঘাতে তাহাদের পদতল ক্ষত বিক্ষত হইল এবং অবশেষে নিশারও অবসান হইল। জগৎপ্রদীপ ভানুর উদয়ে রজনীর অন্ধকার দূরীভূত হইলে পথিপার্শ্বস্থ কমলবনের কমলসমূহ প্রস্ফুটিত হইলে এবং অলিরাজি গুঞ্জন করিতে থাকিলে মনে হইল যেন তাহারা পরস্পরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধপূর্ব্বক বলিতেছে, 'সিংহ এবং অন্যান্য হিংস্রজন্তুপূর্ণ বনভূমি অতিক্রম করিয়া ভীমভট উত্তম কার্য্যই করিয়াছে।' বন্ধুর সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে সে অবশেষে তপস্বীদিগের কুটিরসমাকীর্ণ জাহ্নবী পুলিনে সমাগত হইল। তথায় হরশিরস্থ চন্দ্রের অমৃতপূর্ণ স্বাদুবারি পান করিয়া এবং শীতল জলে স্নান করিয়া তাহার ক্লান্তি দূর হইল। পথিমধ্যে ব্যাধ হইতে ক্রীত এবং শঙ্খদত্তকর্ত্তৃক ভর্জিত মৃগমাংস দেহপোষণার্থ সে ভক্ষণ করিল। সে দেখিতে পাইল যে গঙ্গা অত্যধিক বারিপূর্ণ এবং উহা উত্তরণ করা দুঃসাধ্য হইবে এবং উহার তরঙ্গমালা যেন বারংবার হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক উহাকে নিষেধ করিতেছে। তখন নদীকূল ধরিয়া গমন করিতে করিতে সে দেখিল যে একটি বিজন কুটির প্রাঙ্গনে জনৈক দ্বিজপুত্র বেদাধ্যয়ন করিতেছে। সে তাহার সমীপে গমন করিয়া তাহাকে শুধাইল, 'তুমি কে? এই নির্জ্জনস্থানে একাকী কি করিতেছ?' তখন দ্বিজযুবা প্রত্যুত্তর করিল, (১০৪-১১৫)

"আমি বারাণসীবাসী দ্বিজ শ্রীকণ্ঠের পুত্র নীলকণ্ঠ। পিতাকর্ত্তৃক মদীয় সংস্কারাদি সম্পাদিত হইলে আমি গুরুকুলে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলাম যে আমার সমস্ত আত্মীয়স্বজন লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। এই প্রকারে অসহায় এবং দারিদ্র্যপীড়িত হইয়া এবং গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালনে অসমর্থ হইয়া বিষণ্ণচিত্তে এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক কঠোর তপশ্চর্য্যায় ব্রতী হইয়াছিলাম। অনন্তর গঙ্গাদেবী স্বপ্নে আমাকে কতিপয় ফলপ্রদান করিয়া বলিলেন, 'এই ফলাহারপূর্ব্বক মনস্কামনা সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি এই স্থানে অবস্থান কর।' অতঃপর উষাকালে আমি জাগ্রত হইয়া স্নান করিতে গমন করিলে ধৌত কতিপয় ফল প্রাপ্ত হইয়া মদীয় কুটিরে আগমন করিয়া এই স্থানে তপশ্চর্য্যা করিতেছি এবং প্রত্যহই এইরূপ ফল আমি পাইয়া থাকি।"

সে এই কথা বলিলে ভীমভট শঙ্খদত্তকে কহিল, 'আমি এই গুণী যুবককে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশের নিমিত্ত উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ প্রদান করিব।' শঙ্খদত্ত সম্মত হইলে রাজকুমার মাতৃপ্রদত্ত ধন তাহাকে প্রদান করিল। প্রতিবেশীর

কষ্টের কথা শ্রবণমাত্র তাহা অপনোদনার্থ যত্নবান না হইলে মহৎব্যক্তির মহত্ত্ব, বীর্য্যবত্তা এবং অর্থের কি প্রয়োজন থাকিতে পারে ? (১১৬-১২৪)

এই প্রকারে ব্রাহ্মণকে বিত্তবান করিয়া ভীমভর্ট গঙ্গা উত্তরণ করিবার নিমিত্ত সমস্ত দিক অন্বেষণ করিয়া কোনও উপায় দেখিতে না পাইয়া অলঙ্কারাদি বস্ত্রাঞ্চলে আবন্ধকরতঃ অসি মস্তকোপরি ধারণ করিয়া শঙ্খদত্তের সহিত সন্তরণ করিয়া পার হইবার নিমিত্ত গঙ্গায় ঝম্প প্রদান করিল।

নদীর মধ্যভাগে স্রোতবেগে তাহার বন্ধু তাহার নিকট হইতে কিয়দ্দূরে নীত হইলে সে স্বয়ং বীচিমালা কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া বহুকষ্টে নদীর অপর তীরে উপনীত হইল। বন্ধু শঙ্খদত্তকে দেখিতে না পাইয়া সে তীরদেশে তাহাকে যখন অন্বেষণ করিতেছিল তখন সূর্য্যাস্ত হইল। তখন হতাশ হইয়া অতি দুঃখে সে 'হায় সখে'—বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল এবং নিশাগমে গঙ্গাজলে আত্মবিসর্জন করিতে প্রস্তুত হইয়া বলিতে লাগিল, 'দেবি জাহ্নবি ! তুমি আমার প্রাণোপম বন্ধুকে গ্রহণ করিয়াছ ; এখন এই শূন্য পাত্রস্বরূপ আমার দেহকেও গ্রহণ কর।' এই কথা বলিয়া সে ঝম্প প্রদান করিতে উদ্যত হইলে গঙ্গাদেবী মধ্য নদীতে স্বয়ং আবির্ভূতা হইলেন। তাহার তীব্র উদ্বেগে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে বলিলেন, 'পুত্র ! দুঃসাহসিক কার্য্য করিও না। তোমার সখা জীবিত আছে এবং তুমি সত্বরই তাহার সহিত পুনর্মিলিত হইবে। সম্প্রতি আমার নিকট হইতে প্রতিলোম এবং অনুলোম বিদ্যা গ্রহণ কর। অনুলোম বিদ্যা উচ্চারণ করিলে পর তুমি সমীপস্থ জনসমূহের নিকট অদৃশ্য হইবে এবং প্রতিলোম বিদ্যাবলে তুমি ইচ্ছামত রূপ গ্রহণ করিতে পারিবে। এই সপ্তাক্ষর মাত্র মন্ত্রের এইরূপই শক্তি। ইহার প্রভাবে তুমি পৃথিবীর রাজা হইতে সমর্থ হইবে।' (১২৫-১৩৫) দেবী গঙ্গা এই কথা বলিয়া তাহাকে ঐ বিদ্যা অর্পণ করিয়া তাহার নয়নসম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইলে সে বন্ধুপ্রাপ্তি এবং অন্যান্য বিষয়ে সফলতা প্রাপ্তির আশায় আত্মহত্যার সংকল্প পরিত্যাগ করিল। বন্ধুপ্রাপ্তির আশায় উদ্বিগ্ন হইয়া সে অধীরচিত্তে কমলের ন্যায় সেই রজনী যাপন করিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে সখার অন্বেষণে যাত্রা করিল।

শঙ্খদত্তকে অন্বেষণ করিতে করিতে ভীমভট একদা একাকী লাটদেশে আগমন করিল। তথায় জাতিবর্ণমিশ্রিত না হইলেও জনগণ বর্ণাঢ্য জীবন-যাপন করিত এবং কলাসমূহের নিলয় হইলেও উহা দোষের আকর ছিল না। এই নগরীতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া সে মন্দির এবং বাসগৃহাদি নিরীক্ষণ করিতে করিতে অবশেষে এক দ্যূতশালায় প্রবেশ করিল। তথায় সে কৌপীন মাত্র পরিহিত শঠ অক্ষক্রীড়কদিগের দর্শনলাভ করিল।

কৌপীনধারী হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের সুন্দর পেশল দেহ ও হৃষ্টপুষ্ট অঙ্গ—প্রত্যঙ্গাদি দৃষ্টে মনে হইল যে অর্থলোভে দ্যুতক্রীড়ক হইয়াছে। তাহারা উহার সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলে সে যখন উহাদের সহিত দ্যুতক্রীড়া আরম্ভ করিল তখন তাহারা মনে করিল যে উহার অলংকারাদি তাহাদের উত্তম প্রাপ্তি সম্পদ হইবে। কিন্তু ভীমভট ঐ ধূর্তদিগকে অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত করিয়া অন্যান্যদের বঞ্চিত করিয়া তাহারা যে ধন উপার্জন করিয়াছিল তৎ-সমুদয়ই প্রাপ্ত হইল।

বিত্তহারা হইয়া সেই দ্যুতক্রীড়কগণ গৃহে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে ভীমভট দ্বারদেশ বাহুদ্বারা বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে বলিল, 'আপনারা কোথায় গমন করিতেছেন? আপনাদের ধন গ্রহণ করুন, আমার উহাতে প্রয়োজন নাই। এই বিত্ত বন্ধুদিগকে দান করিতেই হইবে। আপনারা কি আমার মিত্র নহেন? আপনাদের মত প্রিয়বন্ধু আর কোথায় প্রাপ্ত হইব?' সে এই কথা বলিলে তাহারা লজ্জাবশতঃ ধন গ্রহণে অস্বীকৃত হইল এবং তথায় অক্ষপক্ষণক নামক জনৈক দ্যুতক্রীড়ক বলিল, 'দ্যুতক্রীড়ার অর্থই অবশ্য এই যে, যে ধন বিজিত হয় তাহা প্রত্যর্পণ করা হইবে না। কিন্তু এই ভদ্রলোক যদি আমাদের বন্ধু হইয়া বিধিমত বিজিত অর্থ আমাদিগকে স্বেচ্ছায় অর্পণ করেন তবে আমরা কেন তাহা গ্রহণ করিব না?' অন্যান্য সকলে উহা শ্রবণ করিয়া বলিল, 'উনি যদি চিরদিনের মত আমাদের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন তবে তাহা করা যাইতে পারে বটে।' তাহারা এই কথা বলিলে ভীমভটের ধারণা হইল যে উহাদের পৌরুষ আছে এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদের সহিত অক্ষয়বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সে তাহাদের ধন প্রত্যর্পণ করিল। তাহাদের অনুরোধে সে তাহাদের এবং তাহাদের পরিবারবর্গের সহিত একটি উদ্যানে গমন করিয়া তাহাদের প্রদত্ত খাদ্যপানাদি গ্রহণ করিল। (১৩৬-১৫২) তখন অক্ষক্ষপণক এবং অন্যান্যদের অনুরোধে সে তাহার নাম, বংশবিবরণ এবং বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া তাহাদিগকে তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে অক্ষক্ষপণক তাহার জীবনের বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।

অক্ষক্ষপণকের কাহিনী

হস্তিনাপুর শিবদত্ত নামক প্রভূত বিত্তশালী জনৈক বিপ্র বাস করিতেন। আমি তাহার পুত্র এবং আমার প্রকৃত নাম বসুদত্ত। বাল্যকালে আমি শাস্ত্র-

বিদ্যা এবং বেদবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলাম। অতঃপর পিতা সমবংশীয় পরিবার হইতে আমার জন্য পত্নী আনয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার মাতা রুদ্রস্বভাবা, নির্দয়া এবং অতিশয় কোপনস্বভাবা ছিলেন। তিনি আমার পিতাকে অসহনীয়ভাবে বিরক্ত করিতে থাকিলে আমার বিবাহান্তে তিনি গৃহত্যাগপূর্বক অজ্ঞাতবাসে প্রস্থান করিলেন। আমি সন্ত্রস্ত হইয়া আমার ভার্যাকে মাতার চিত্তবৃত্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে বলিলে সে ভীত হইয়া তাহাই করিতে লাগিল। কিন্তু আমার মাতা কলহ করিতে সমুৎসুক থাকায় আমার পত্নী কোনপ্রকারেই তাঁহার তুষ্টি বিধান করিতে পারিল না। সেই দুরাশয়া নারী আমার পত্নীর নীরবতাকে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা, তাহার দৈন্যালাপকে কপটতা এবং সে কোন কিছু বলিতে উদ্যত হইলে তাহা কলহ বলিয়া মনে করিত। বহ্নির দাহ্য শক্তি কে নিবারণ করিতে পারে? বিরুদ্ধাচরণ দ্বারা আমার পত্নীকে তিনি এতই ত্যক্ত বিরক্ত করিলেন যে সে দুঃখিতচিত্তে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যে প্রস্থান করিল আমি তাহা জ্ঞাত নহি। উদ্বিগ্ন হইয়া আমি গৃহ পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলে আমার পাপাত্মা আত্মীয়-স্বজন আমাকে জোর করিয়া দ্বিতীয়া ভার্য্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য করিল। (১৫৮-১৬২) আমার দ্বিতীয়া পত্নীও মাতাকর্তৃক সন্তাপিত হইয়া উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিল। আমি অতিশয় বিরক্ত হইয়া বিদেশ গমনে কৃতসংকল্প হইলে আমার স্বজনগণ যখন আমাকে বারণ করিল তখন আমি তাহাদিগকে আমার মাতার দোষের কথা বলিলে তাহারা পিতার গৃহত্যাগের অন্য কারণ নির্দেশ করিল এবং আমার কথা বিশ্বাস করিল না। তখন আমি বক্ষ্যমান কৌশল অবলম্বন করিলাম; আমি একটি দারুময় পুত্তলিকা নির্মাণ করিয়া উহাকে তৃতীয়া ভার্য্যারূপে বিবাহ করিয়া একটি স্বতন্ত্র গৃহে অর্গলাবদ্ধ করিয়া রাখিলাম। অন্য একটি নারী পুত্তলিকাকে পরিচারিকাবেশে সজ্জিত করিয়া তাহাকে উহার রক্ষিনীরূপে নিযুক্ত করিয়া মাতাকে বলিলাম, 'আমি আমার এই পত্নীকে পৃথক গৃহে রাখিয়াছি। তুমি এবং আমি তাহার সহিত পৃথকভাবে আমাদের নিজেদের গৃহেই বাস করিব। তুমি তথায় যাইবে না এবং সে হেথায়আসিবে না। সে এখনও শঙ্কিতা, তোমার স্নেহ কিপ্রকারে অর্জন করিতে হইবে সে তাহা জ্ঞাত নহে।' মাতা এই ব্যবস্থায় সম্মত হইলেন।

কতিপয় দিবসান্তে গৃহাভ্যন্তরে অর্গলাবদ্ধ কপট পুত্রবধূর নিকট কোন প্রকারেও গমন করিতে অসমর্থ হইয়া আমার মাতা একদিন এক প্রস্তর-খণ্ড দ্বারা স্বীয় মস্তক আহত করিয়া স্বীয় গৃহসম্মুখস্থ অঙ্গনে রক্তাপ্লুতা-বস্থায় উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে থাকিলে আমি এবং আমার অন্যান্য আত্মীয়-

স্বজন চিৎকার শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি ঘটিয়াছে, বলুন,' তখন তিনি ঘৃণাভরে বলিলেন, "অকারণে আমার পুত্রবধূ হেথায় আগমন করিয়া আমার এই দশা করিয়াছে। এখন মৃত্যুই আমার একমাত্র ত্রাণ।' (১৬৩-১৭৩) আমার আত্মীয়বর্গ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে এবং আমাকে, আমি যে গৃহে পুত্তলিকা রাখিয়াছিলাম, তথায় লইয়া গিয়া অর্গল উন্মোচনপূর্বক দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া ভিতরে প্রবেশকরতঃ তথায় কাষ্ঠ পুত্তলিকা ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইল না। তখন তাহারা আমার মাতাকে উপহাস করিলে তিনি আত্মবিড়ম্বিতা হইয়া লজ্জিতা হইলেন এবং তাহারা আমার বাক্যে আস্থাস্থাপনকরতঃ পুনরায় স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

দেশ পরিত্যাগপূর্বক এই স্থানে আগমন করিয়া দ্যূতশালায় প্রবেশ করিলাম এবং তুল্য পরাক্রম এই পঞ্চ অক্ষক্রীড়কের সাক্ষাৎ লাভ করিলাম—ইনি চণ্ডভুজংগ, উনি পাংশুপট, উহার নাম শ্মাশনবেতাল, ইনি কালবরাটক এবং অন্যজন শারিপ্রস্তর। উহাদের সহিত এই পণে ক্রীড়া করিয়াছিলাম যেঃ পরাজিত হইবে সে বিজেতার দাস হইবে। দ্যূতক্রীড়ায় উহাদিগকে পরাজিত করায় উহারা আমার দাস হইয়াছে, এবং আমি উহাদের গুণে আকৃষ্ট হইয়া উহাদের দাস হইয়া আমার সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছি।

আমার অবস্থার সহিত সমতা রক্ষা করিয়া হেথায় আমার নাম হইয়াছে অক্ষক্ষপণক।' প্রকৃত অবস্থা গোপনকারী এই সম্বংশজাত উত্তম ব্যক্তিদিগের সহিত বাস করিতেছি এবং এখন তুমি আমাদের সহিত মিলিত হইয়াছ। এখন তুমি আমাদিগের প্রভু হইয়াছ এবং তজ্জন্যই তোমার গুণমুগ্ধ হইয়া আমরা তোমার অর্ঘ গ্রহণ করিয়াছি।

অক্ষক্ষপণক এইরূপে তাহার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে অন্যান্য সকলেও তাহাদের কাহিনী নিবেদন করিল। রাজকুমার ভীমভটের ধারণা হইল যে তাহার বন্ধুরা সকলেই বীর, নিজেদের প্রকৃত গুণ গোপন করিয়া বিত্তলাভার্থে দ্যূতক্রীড়াসক্ত হইয়াছে। তাহাদের নানা প্রকার বিশ্রম্ভালাপে দিবস অতিবাহিত করিয়া পূর্বদিক উদীয়মান চন্দ্রালোকে আলোকিত হইলে সে অক্ষক্ষপণক ও অন্যান্য ছয়জনের সহিত সেই উদ্যান হইতে তাহাদের বাসস্থানে গমন করিল। (১৭৪-১৮৮) তাহাদের সহিত যখন সে তথায় অবস্থান করিতেছিল তখন তাহার সুহৃদ্বর্গের পুনঃ প্রাপ্তির আনন্দজনিত মেঘগর্জনে বর্ষাকালের আগমন সূচিত হইল। তখন তথাকার সমুদ্রগামী প্রমত্তা বিপাশা নদী সাগরবারিতে পরিপূরিত হইয়া বিপরীতদিকে প্রবাহিত হইয়া তটভূমি উত্তাল প্লাবনে প্লাবিত করিয়া পুনরায় প্লাবনের উপশমে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইতে

লাগিল। দৈবাৎ সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় একটি বিরাটাকার মৎস্য আয়তনের বিশালত্বহেতু নদীতে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তথাকার জনগণ মৎস্যটিকে নদীতটে নিক্ষিপ্ত দেখিতে পাইয়া নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্রসহ সেই তিমির উদর বিদারণ করিলে উহার অভ্যন্তর হইতে একজন সজীব ব্রাহ্মণ যুবক নির্গত হইল এবং সকলে এই অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়া চিৎকার করিতে লাগিল। তাহা শ্রবণ করিয়া সুহৃদবর্গের সহিত তথায় গমন করিয়া ভীমভট মৎস্যোদর হইতে সদ্য নিষ্ক্রান্ত সখা শঙ্খদত্তের দর্শন লাভ করিল। সে ধাবিত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গনকরতঃ অশ্রুধারায় তাহার গাত্র হইতে মৎস্যোদরবাসজনিত দুর্গন্ধ যেন ধৌত করিতে লাগিল। শঙ্খদত্তও বিপদমুক্ত হইয়া তাহার সখাকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দের উপর আনন্দ লাভ করিতে লাগিল। ভীমভট সৌৎসুক্যে তাহাকে প্রশ্ন করিলে সে স্বল্প কথায় স্বীয় কাহিনী এই প্রকারে নিবেদন করিল: সেদিন যখন গঙ্গোর্মিতে তাড়িত হইয়া আপনার দৃষ্টিভূত হইয়াছিলাম তখন দৈবাৎ একটি বিরাটাকার মৎস্যকর্ত্তৃক গিলিত হইয়া বহুকাল তাহার বিশাল উদরে ছুরিকাদ্বারা কর্ত্তন করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করিয়া অবস্থান করিতেছিলাম। অদ্য বিধিবশে মৎস্যটি এই নদীতীরে আনীত হইলে জনগণ তাহার উদর বিদারণপূর্ব্বক উহাকে হত্যা করিলে আমি উহার উদর হইতে নির্গত হইয়াছি। পুনরায় আপনার এবং রবিকরোজ্জ্বল দিক্‌সমূহের দর্শন লাভ করিলাম। সখে, এই আমার অভিযানের কাহিনী, আমার আর কোন বক্তব্য নাই।" (১৮৯-২০২)

শঙ্খদত্ত এই কথা বলিলে তত্রস্থ সকলে সাশ্চর্য্যে বলিল, 'দৈবের কীর্ত্তি অবর্ণনীয় এবং আশ্চর্য্যজনক। ভাবিয়া দেখ, শঙ্খদত্তকে গঙ্গানদীতে একটি মৎস্য গলাধঃকরণ করিল এবং সেই মৎস্য সমুদ্রে নীত হইয়া তথা হইতে বিপাশানদীতে গমনপূর্ব্বক হত হইল এবং উহার উদর হইতে শঙ্খদত্ত জীবিত অবস্থায় নিষ্ক্রান্ত হইল!' অক্ষক্ষপণক এবং অন্যান্যদিগের সহিত এইপ্রকার আলোচনা করিতে করিতে ভীমভট শঙ্খদত্তকে নিজ বাসগৃহে আনয়ন করিল। তথায় তাহাকে স্নান, বস্ত্রাদি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপচারে সংবর্দ্ধিত করিলে মনে হইল যেন তাহার সখা একই দেহসহ মৎস্যের উদর হইতে দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

তথায় ভীমভট তাহার সহিত বাস করিতে থাকিলে নাগরাজ বাসুকির সম্মানার্থ একটি উৎসব আরম্ভ হইল। ইহা দর্শন করিবার নিমিত্ত রাজকুমার মিত্রবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া নাগরাজের মন্দিরে গমন করিয়াছিল। তথায় বিরাট জনতা ছিল এবং সে তথায় সর্পসদৃশ বৃহৎ পুষ্পমালাসমন্বিত পাতালোদক-সম্ভিভ নাগরাজের দেবমূর্ত্তির আরাধনা করিল। অতঃপর দক্ষিণদিকে গমনকরতঃ

সে সর্পশিরস্থিত মণিরাজিদ্বারা দীপ্তিমান রক্তপদ্মপূর্ণ বাসুকিকর্ত্তৃক পূত হ্রদ সন্দর্শন করিল। সর্প বিষাগ্নিজাত ধূম ধূম্রমেঘসদৃশ নীলোৎপলে উহা পরিবেষ্টিত ছিল এবং বাত্যাতাড়িত পুষ্পসহ পাদপসমূহ দ্বারা যেন অর্চিত হইতেছিল। ইহা দর্শন করিয়া সে সাশ্চর্য্যে ভাবিতে লাগিল, এই বিরাট হ্রদের তুলনায় যে সমুদ্র হইতে বিষ্ণু লক্ষ্মীদেবীকে হরণ করিয়াছিলেন তাহা আমার নিকট অতিশয় নগণ্য মনে হইতেছে, কারণ ইহার শ্রীভাগ্য কোনপ্রকারেই অপহৃত হইবার নহে। (২০৩-২১৪) সে যখন বিস্মিত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছিল তখন লাটরাজ চন্দ্রাদিত্যের রাজ্ঞী কুবলয়াবতীগর্ভজাতা পরমাসুন্দরী যুবতী কন্যা হংসাবলীকে তথায় স্নানার্থ আগমন করিতে দেখিতে পাইল। দিব্যভাবাপন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি দ্বারা তাহার মর্ত্ত্যভাব গুপ্ত ছিল, কেবলমাত্র চপল চক্ষুর নিমেষদ্বারা উহা প্রকট হইতেছিল। তাহার পুষ্পপেলব দেহ হইতে কোটি সদ্গুণরাজি নির্গত হইতেছিল। তাহার মুষ্টিগ্রাহ্য কটিদেশ মন্মথের ধনুর্লতার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল এবং সে তাহার তির্যকদৃষ্টিশায়কদ্বারা ভীমভটের হৃদয় ভেদ করিয়া তাহাকে সম্মোহিত করিয়াছিল। জগৎসৌন্দর্য্য তস্কর ভীমভটও হংসাবলীর তির্য্যক পথে তাহার হৃদয়ের মণিকোঠায় প্রবেশ করিয়া তাহার হৃদয়ের স্থৈর্য্য হরণ করিয়াছিল। সে গোপনে জনৈকা বিশ্বস্তা এবং দক্ষা চেটিকা প্রেরণ করিয়া তাহার বন্ধুদিগের নিকট হইতে উহার নাম, ধাম ইত্যাদি জ্ঞাত হইতে ইচ্ছুক হইল। স্নানান্তে সহচরীগণ তাহাকে যখন তাহার প্রাসাদে লইয়া যাইতেছিল তখন সে বিবর্ত্তিত হইয়া ভীমভটের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিতেছিল। ভীমভটও সখাদিগের সহিত স্বীয় আবাসে প্রত্যাগমনকালে প্রিয়তমার প্রেমপাশবদ্ধ হওয়াতে স্খলিত গতিতে গমন করিতেছিল। (২১৫-২২২) রাজকুমারী হংসাবলী তাহার নিকট তাহার ঈপ্সিত বার্ত্তা লইয়া এক চেটিকাদূত প্রেরণ করিলে সেই চেটিকা তাহার নিকট আগমনপূর্ব্বক গোপনে তাহাকে বলিল 'দেবরাজ, কুমারী হংসাবলী আপনাকে এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেছেন: যখন তোমার প্রেমাস্পদ, আমাকে, প্রেমস্রোতে বাহিত হইতে দেখিতেছ তখন নিশ্চিন্ত হইয়া তীরে বসিয়া থাকিও না, আমাকে সত্বর রক্ষা করিও।' ভীমভট দূতীমুখে প্রিয়তমার অমৃতোপম বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যেন জীবন ফিরিয়া পাইল এবং সানন্দে চেটিকাকে বলিল, 'আমি স্রোতেই পতিত হইয়াছি; তটদেশে অবস্থান করিতেছি না। আমার প্রিয়া কি সেই কথা জ্ঞাত নহেন? এখন যখন আশা অবলম্বন করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে তখন নিশ্চয়ই তাহার আদেশ সানন্দে পালন করিব। অদ্য আমি অলক্ষ্যে তাহার স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিব। কেহ আমাকে দেখিতে পাইবে না, কারণ মন্ত্রবলে আমি অদৃশ্য রহিব।' চেটিকা সাহ্লাদে এই কথা শ্রবণ করিয়া হংসাবলী-

সমীপে গমনপূর্বক তাহাকে এই কথা বলিলে হংসাবলী সোদ্বেগে ভীমভটের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল।

রজনীর প্রথম যামে দিব্যাভরণে ভূষিত হইয়া সে গঙ্গাদেবীপ্রদত্ত অনুলোম মন্ত্রবলে হংসাবলীর উত্তমকক্ষে প্রবেশ করিল। হংসাবলী পূর্বেই সখীদিগকে তথা হইতে অন্যত্র প্রেরণ করিয়াছিল। সেই কালাগুরুগন্ধমোদিত পঞ্চবর্ণ পুষ্পসজ্জিত প্রীতিসুখকর কামোদ্যানবৎ কক্ষে সে গঙ্গাদেবীপ্রদত্ত মন্ত্রবল্লরী-প্রসূত পুষ্পের ন্যায় সেই দিব্যসৌরভসংযুক্তা কান্তার দর্শন লাভ করিল। সুন্দর রাজকুমার প্রতিলোম মন্ত্র পাঠ করামাত্র রাজকন্যার নিকট দৃশ্যমান হইল। আনন্দবেগে পুলকিতা, কম্পিতা রাজনন্দিতাকে দর্শন করিয়া তাহার আভরণ হইতে কিঙ্কিনীধ্বনি নির্গত হওয়াতে মনে হইল সে যেন ঐ সঙ্গীতালাপের সহিত নৃত্য করিতেছে। প্রেমলজ্জায় নতমুখী কন্যা ঈদৃশ দশাপ্রাপ্ত হৃদয়কে যেন জিজ্ঞাসা করিতেছিল, 'এখন কি করা কর্তব্য ?' ভীমভট তখন তাহাকে বলিল, 'সুন্দরি, তোমার হৃদয়ের অবস্থা ত আর গোপন নাই, তবে কেন উহা ব্রীড়াভরে সঙ্কুচিত করিতেছ ? উহা ত কিছুই গোপন করিতেছে না ? অধিকন্তু তোমার পুলকরোমাঞ্চিত দেহ এবং বিদারিত কণ্চুক কি প্রকারে আর গোপন রাখিবে ? এইপ্রকার এবং অন্যান্য প্রণয়সম্ভাষণ দ্বারা তাহার লজ্জা অপনোদিত করিয়া ভীমভট সেই সুমুখীকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করিল। সেই রজনী তাহার মুখাব্জের নিকট ভ্রমরবৎ যাপন করিয়া 'রজনীতে পুনরায় আগমন করিব' এই কথা বলিয়া ভীমভট হংসাবলীর নিকট হইতে অতিকষ্টে বিদায় গ্রহণপূর্বক স্বালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। (২২১-২৪০)

পরদিবস প্রাতঃকালে হংসাবলীর ভৃত্যেরা তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া সম্ভোগ লক্ষণ লক্ষ্য করিল। হংসাবলীর কেশপাশ আলুলায়িত ছিল এবং তাহার আর্দ্রদশন ও নখক্ষত দর্শন করিয়া মনে হইল যেন স্বয়ং কামদেব তথায় আগমন-করতঃ তাহার সমস্ত শায়কদ্বারা হংসাবলীকে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ নৃপতির নিকট এই বার্ত্তা বহন করিলে সে গোপনে রজনীর ক্রিয়াকলাপ দর্শনের নিমিত্ত গুপ্তচর নিয়োগ করিল। ভীমভট দিবাভাগে মিত্রগণের সহিত সুখ অবস্থান করিয়া প্রদোষকালে প্রিয়ার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। যখন গুপ্তচরেরা দেখিল যে সে মন্ত্রবলে অলক্ষ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং সে অলৌকিক শক্তি ধারণ করে তখন তাহারা তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজার নিকট সেই কথা নিবেদন করিলে সে তাহাদিগকে এইরূপে আদিষ্ট করিল, "সুরক্ষিত কক্ষে যে অলক্ষ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে সে কেবলমাত্র মনুষ্য নহে। সুতরাং তাহাকে এই স্থানে আনয়ন কর, আমি ইহার তাৎপর্য্য জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করি। তাহাকে সসম্ভ্রমে আমার এই কথাগুলি বলিবে, 'আমার

দুহিতার পানি কেন প্রকাশ্যে প্রার্থনা কর নাই ? ইহা গোপন করিলে কেন ? তোমার মত সর্বগুণসম্পন্ন বর আমার দুহিতার নিমিত্ত প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর।" গুপ্তচরদিগকে এই বার্ত্তা প্রদান করিলে তাহারা রাজার আদেশমত গমনপূর্বক দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া ভীমভটের নিকট রাজাদেশ নিবেদন করিল। নৃপতি তাহার আগমন বার্ত্তা জ্ঞাত হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া দৃঢ়চেতা ভীমভট সাহসের সহিত কক্ষাভ্যন্তর হইতে প্রত্যুত্তর করিল, 'আমার এই বার্ত্তা ভূপতির নিকট নিবেদন করিবে। আগামীকল্য আমি রাজসভায় প্রবেশ করিয়া সত্য কথা প্রকাশ করিব। এখন গভীর রজনী।' তাহারা প্রত্যাবর্ত্তনপূর্বক নৃপতিকে এই বার্ত্তা প্রদান করিলে সে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিল।

প্রাতঃকালে ভীমভট বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইয়া উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সপ্তবীর মিত্রের সহিত নৃপতি চন্দ্রাদিত্যের রাজসভায় প্রবেশ করিল (২৪১ ২৫৩) রাজা তাহার তেজোদীপ্ত সুন্দর আকৃতি দর্শন করিয়া তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনাকরতঃ স্বীয় আসনের সমতুল আসনে উপবিষ্ট করাইলে ভীমভটের বন্ধু দ্বিজ শঙ্খদত্ত রাজাকে বলিল, 'দেব, ইনি রাঢ়া রাজ্যের নরপতি উগ্রভটের পুত্র ভীমভট। মন্ত্রাধিকার বলে ইঁহার অসীম ক্ষমতা আছে এবং ইনি আপনার কন্যার প্যানিগ্রহণ করিবার নিমিত্ত হেথায় আগমন করিয়াছেন।' নৃপতি এই কথা শ্রবণ করিলে তাহার রাত্রের ঘটনাবলী স্মরণপথে উদিত হইল এবং তাহাকে দুহিতার উপযুক্ত পাত্র নিশ্চিত হইয়া 'আমি অতিশয় ভাগ্যবান',, এই কথা বলিয়া ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইল। বিবাহের নিমিত্ত উত্তম আয়োজন করিয়া সে বহুবিভবসহ স্বীয় দুহিতা হংসাবলীকে ভীমভটের সহিত বিবাহ দিল। অনন্তর ভীমভট বহু গজ, অশ্ব এবং গ্রামাদি প্রাপ্ত হইযা হংসাবলী ও লক্ষ্মীদেবীর সহিত তথায় সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। কতিপয় দিবসান্তে তাহার বৃদ্ধ অপুত্রক শ্বশুর তাহাকে লাটরাজ্য প্রদান করিয়া অরণ্যে গমন করিলেন। কৃতী ভীমভট সেই রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া শঙ্খদত্ত প্রমুখ সপ্তবীর মিত্রাদির সহায়তায় উহা সপ্রশংসভাবে শাসন করিতে লাগিল।

কতিপয় দিবস গত হইলে সে চরপ্রমুখাৎ জ্ঞাত হইল যে পিতা নৃপতি উগ্রভট প্রয়াগে গমন করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এবং মুমূর্ষু অবস্থায় তিনি নর্ত্তকীপুত্র কনিষ্ঠ সমরভটকে রাঢ়াদেশের নৃপতিরূপে অভিষিক্ত করিয়াছেন। ভীমভট পিতার নিমিত্ত শোকপ্রকাশ করিয়া তাহার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্যাদি সম্পাদনান্তর দূতের সহিত সমরভটের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করিল। সমরভট তাহার সহিত অন্যায় ব্যবহার করিতেছিল এবং ঐ পত্রে সে নিম্নলিখিত বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছিল, 'মূঢ় নর্ত্তকীপুত্র, পিতার সিংহাসনে আরোহণ করিবার

তোমার কোন যোগ্যতা নাই। লাটদেশের অধিপতি হওয়া সত্ত্বেও পিতৃসিংহাসন আমার; তুমি উহা অধিকার করিও না।' সমরভট যখন রাজসভায় সমাসীন ছিল তখন দূত স্বীয় আগমনবার্ত্তা ঘোষিত করিয়া ঐ লিপিকা তাহাকে প্রদান করিয়াছিল। ভ্রাতার স্বহস্ত লিখিত সেই পত্র পাঠ করিয়া ক্রুদ্ধ সমরভট বক্ষ্যমান উত্তর প্রদান করিল, 'এইদেশে বাস করিবার অনুপযুক্ত বলিয়া পিতা কর্ত্তৃক যে নির্বাসিত হইয়াছিল এইরূপ মিথ্যা অভিমান সেই দুর্বিনীতের উপযুক্ত বটে! স্বীয় গুহায় স্বচ্ছন্দে অধিষ্ঠিত শৃগালও সিংহের ন্যায় আচরণ করে; কিন্তু সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ামাত্র সে শৃগালই হইয়া যায়।' (২৫৪-২৭০) এইরূপ গর্জনকারীপ্রত্যুত্তর লিপিবদ্ধ করিয়া সে প্রতিদূতের হস্তে ঐ পত্র ভীমভটের নিকট প্রেরণ করিল।

প্রতিদূত প্রতীহার কর্ত্তৃক ঘোষিত হইয়া লাটাধিপতিকে ঐ পত্র প্রদান করিলে ভীমভট উহা পাঠ করিয়া উচ্চহাস্যে ভ্রাতার প্রতিদূতকে বলিল, "দূত, তুমি প্রত্যাগমনপূর্বক সেই নর্ত্তকীপুত্রকে বলিবে যে 'পূর্বে যখন তুমি অশ্ব ধৃত করিয়াছিলে তখন আমি শঙ্খদন্তের হস্ত হইতে তোমাকে রক্ষা করিয়াছিলাম। কারণ তুমি বালক ছিলে এবং পিতার প্রিয় ছিলে, কিন্তু তোমার ঔদ্ধত্য আর আমি ক্ষমা করিব না। পিতার অত্যধিক প্রিয়পাত্র তোমাকে আমি নিশ্চয়ই তাহার নিকট প্রেরণ করিব। তুমি প্রস্তুত থাকিও। আমি অল্প কয়েকদিবসের মধ্যেই তোমার নিকট গমন করিব।' এইরূপ বাক্যদ্বারা দূতকে বিদায় প্রদান-করতঃ সে অভিযান আরম্ভ করিল। রাজচন্দ্র যখন স্বীয় শৌর্যে প্রভাবশালী হইয়া গিরিসদৃশ গজারোহণ করিল তখন তাহার সৈন্য সমুদ্রগর্জন করিয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিল এবং দিকসমূহ যুদ্ধার্থ সসৈন্যাগত অসংখ্য সামন্তরাজ ও রাজকুমারে পূর্ণ হইল। অসংখ্য গজাশ্ব পাদপিষ্ট মেদিনী তাহাদের ভারে ভগ্ন হইবার ভয়ে রোদন করিতে এবং কম্পিত হইতে লাগিল। এই প্রকারে ভীমভট তাহার সৈন্য কর্ত্তৃক উত্থিত ধূলিজালে আকাশের সূর্যকে আবৃতকরতঃ রাঢ়া রাজ্যের সমীপবর্ত্তী হইল।

ইতোমধ্যে ক্রুদ্ধ সমরভট এই বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া অস্ত্র ধারণপূর্বক সসৈন্যে তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আগমন করিল। পূর্ব এবং পশ্চিম সমুদ্রের ন্যায় সৈন্যবাহিনীদ্বয় মিলিত হইলে দুইপক্ষের বীরদের মধ্যে পৃথিবী-ক্ষয়ী ভয়ংকর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। (২৭১-২৮২) ক্রুদ্ধ যমদংষ্ট্র ঘর্ষণের ন্যায় সশব্দে অসিঘর্ষণজনিত অগ্নি উদ্ভূত হইয়া নভোদেশ আবৃত করিল। সংগ্রামীদিগের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ দিব্যাঙ্গনাদিগের ভ্রূবিলাসের ন্যায় অগ্রভাগ সংযুক্ত বর্শাসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তখন রণভূমি রঙ্গভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হইল। ধূলিরেণু হইল ইহার বস্ত্রাচ্ছাদন, সৈন্য নির্ঘোষ হইল

ইহার সংগীত এবং সঞ্চরমান কবন্ধসমূহ হইল ইহার নর্ত্তক। প্রলয় কালরাত্রের ন্যায় প্রমত্ত রক্তস্রোত মুণ্ড এবং কবন্ধমালিনী হইয়া সমস্ত জীবন্ত প্রাণীদিগকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। বাহুযুদ্ধবিশারদ মত্তহস্তীসদৃশ বীরযোদ্ধা শঙ্খদত্ত, অক্ষক্ষপণক এবং চণ্ডভুজঙ্গাদির সহায়তায় যৌথ আক্রমণে ধনুর্দ্ধর ভীমভট সত্বর শত্রু সৈন্যদিগকে পরাজিত করিলে সমরভট স্বীয় সৈন্যবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ দৃষ্টে ক্রুদ্ধ হইয়া রথারোহণে ধাবনপূর্বক মন্দার পর্বতের ন্যায়রণ সমুদ্র মন্থন করিতে লাগিল। তখন ভীমভট গজারোহণে তাহাকে আক্রমণপূর্বক শারকদ্বারা তাহার ধনুক দ্বিখণ্ডিত করিল এবং তাহার রথের অশ্বচতুষ্টয়কে বধ করিল। তখন রথ ব্যবহার করিতে অসমর্থ হইয়া সমরভট ভীমভটের উত্তম গজের ললাট বর্শাবিদ্ধ করিবামাত্র উহা মৃত হইয়া ভূপাতিত হইল। তখন উভয়ে বাহকবিহীন হইয়া পদাচারী হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। দুই ক্রুদ্ধ নরপতি খড়্গ এবং ঢাল লইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ভীমভট যদিও মন্ত্রবলে অদৃশ্য হইয়া সমরভটকে বধ করিতে পারিত তথাপি ধর্মযুদ্ধ করিবে বলিয়া শত্রুকে ঐ প্রকারে নিহত করিতে ইচ্ছা করিল না। কিন্তু সুদক্ষ খড়্গ যোদ্ধা হওয়ায় সে সম্মুখযুদ্ধে খড়্গাঘাতে নর্ত্তকীতনয়ের শিরশ্ছেদন করিল। (২৮৩-২৯৫)

সসৈন্যে সমরভট নিহত হইলে এবং সিদ্ধগণ গগন হইতে প্রশংসাবাদ করিলে যুদ্ধ সমাপ্ত হইল এবং চারণগণ ও বন্দিগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া ভীমভট সখাগণসহ রাঢ়া নগরীতে প্রবেশ করিল। রাম যেমন কৌশল্যাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন, ভীমভটও দীর্ঘকাল প্রবাসান্তে শত্রুনিধনপূর্বক প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অপেক্ষমান মাতাকে সে তদ্রূপ আনন্দ প্রদান করিয়াছিল। পৌরজন কর্তৃক সংবর্দ্ধিত হইয়া সে পিতৃসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া উহার উপর উপবিষ্ট হইলে তাহার সংগুণপ্রিয় পিতৃসচিবগণ তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিল। অতঃপর সমস্ত প্রকৃতি-পুঞ্জকে উৎসবে আনন্দ প্রদান করিয়া এক শুভদিনে তাহারা শঙ্খদত্তকে লাটরাজ্যে সম্প্রদান করিল। লাটরাজ্যের সৈন্যবাহিনীকে তাহার রক্ষক নিযুক্ত করিয়া শঙ্খদত্তকে তথায় প্রেরণ করিল। অক্ষক্ষপণকাদিগকে বহুগ্রাম এবং বিত্ত দান করিয়া তাহাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সে লাটরাজ দুহিতা রাজ্ঞী হংসাবলীর সহিত পৈতৃক রাজ্য শাসন করিতে লাগিল। কালক্রমে সমস্ত মেদিনী জয় করিয়া নৃপতিবর্গের কন্যাদিগকে হরণকরতঃ সে তাহাদের সংসর্গেই প্রমোদে মত্ত হইয়া রহিল। সচিবদিগের ভিতর রাজকার্য্য বণ্টন করিয়া সে অন্তঃপুরে নারীদিগের সহিত বিহার করিত এবং কখনও উহার সীমার বাহির না হইয়া পান ব্যসনাদিতে মত্ত হইয়া রহিল। (২৯৬-৩০৪)

শিব কর্ত্তৃক পূর্বনির্দিষ্ট কালস্বরূপ ঋষি উত্তঙ্ক একদিন স্বেচ্ছায় ভীমভটের দর্শনপ্রার্থী হইয়া আগমন করিলেন। মুনি দ্বারদেশে সমাগত হইলে প্রতিহারগণের ঘোষণাসত্তেও রাগমদৈশ্বর্য্যদর্পান্ধ রাজা তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিল না। তখন ঋষি ক্রুদ্ধ হইয়া নৃপতিকে এই অভিশাপ দিলেন, 'রে মদমত্ত মানব। তুই সিংহাসনচ্যুত হইয়া বন্য গজে পরিণত হইবি।' রাজা এই কথা শ্রবণ করিলে ভয়ে তাহার মত্ততা দূরীভূত হইল। এবং সে বহির্গত হইয়া ঋষির পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া নানা প্রকার স্তোকবাক্যে তাহাকে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইল। মহর্ষির ক্রোধ শমিত হইলে তিনি তাহাকে বলিলেন, 'রাজন! তোমাকে হস্তী হইতেই হইবে। উহা আর পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নহে। কিন্তু যখন তুমি নাগশাপে পীড়িত অন্ধ প্রচণ্ডশক্তি নামক মৃগাঙ্কদত্তের সচিবকে অতিথিরূপে প্রাপ্ত হইয়া তোমার কাহিনী তাহার নিকট বর্ণনা করিবে তখন তুমি শাপমুক্ত হইবে। তখন তুমি শিবের পূর্বকথিতমত গন্ধর্বত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং তোমার অতিথিও দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইবে।' ঋষি উতঙ্ক এই কথা বলিয়া যথাবৎ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ভীমভট সিংহাসন হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া গজরূপ ধারণ করিল।

সুতরাং সখে জানিয়া রাখ আমিই সেই গজে পরিণত ভীমভট এবং তুমি প্রচণ্ডশক্তি। আমি জ্ঞাত আছি যে এখন আমার শাপান্ত হইয়াছে। (৩০৫-৩১৩) ভীমভট এই কথা বলামাত্র গজরূপ পরিত্যাগপূর্বক দিব্যশক্তিসম্পন্ন গন্ধর্ব হইল। অবিলম্বে প্রচণ্ডশক্তি নয়নদৃষ্টি ফিরিয়া পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া সেই গন্ধর্বকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে কালজ্ঞ মৃগাঙ্কদত্ত যে লতাকুঞ্জে সচিববৃন্দের সহিত লুক্কায়িত রহিয়া উহাদের কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিল, এই ব্যক্তি তাহার সখা এই তথ্য আবিষ্কার করিয়া গুপ্তস্থান হইতে দ্রুত বহির্গত হইয়া তাহার মন্ত্রী প্রচণ্ডশক্তির কণ্ঠালিঙ্গন করিল। প্রচণ্ডশক্তিও তাহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া স্বদেহ যেন অমৃতরসে প্লাবিত হইয়াছে বোধ করিয়া প্রভুর পাদযুগল বন্দনা করিল।

তখন গন্ধর্ব ভীমভট ক্রন্দনরত, বহুদিবস পরে পুনর্মিলিত উভয়কে আশ্বাস প্রদান করিল। অতঃপর মৃগাঙ্কদত্ত গন্ধর্বকে প্রণাম করিয়া কহিল, 'তোমার অদ্ভুত প্রভাবশক্তিপ্রভাবে আমার বন্ধু পুনরায় দৃষ্টিলাভ করিয়াছে এবং আমি উহাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইয়াছি। তোমাকে প্রণাম করি।' ইহা শ্রবণ করিয়া গন্ধর্ব রাজকুমারকে বলিল, 'তুমি সত্বরই তোমার অন্যান্য মিত্রদিগকে পুনরায় প্রাপ্ত হইবে এবং শশাঙ্কবতীকে ভার্য্যারূপে প্রাপ্ত হইয়া সমগ্র ধরণীর অধীশ্বর হইবে। সুতরাং ধৈর্য্যহারা হইও না। তোমার কল্যাণ হউক। আমি এখনই উপস্থিত হইব।'

শাপান্তে অতুলনীয় গন্ধর্বপ্রধান রাজকুমারকে এই কথা বলিয়া তাহার সহিত বন্ধুত্বের প্রমান প্রদানপূর্বক কল্যাণ ও সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া সত্বর গগনপথে যাত্রা করিলে তাহার চারুহার ও কেয়ূর নিক্কণে গগন প্লাবিত হইল।

মৃগাঙ্কদত্ত প্রচণ্ডশক্তিকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহার শক্তি যেন ফিরিয়া পাইল এবং সেই দিবস সচিবদিগের সহিত বনে যাপন করিল। (৩১৪ ৩২৬)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেবভট্ট বিরচিত কথাসরিৎসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের সপ্তম তরঙ্গ সমাপ্ত।

শ্লোক সংখ্যা ৩২৬

ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা = ১৪, ৭৮২

অষ্টম তরঙ্গ

শশাঙ্কবতী লম্বক

(বেতাল পঞ্চবিংশতি)

যে বিঘ্নজিৎ গণেশ নর্ত্তনকালে শুণ্ডতাড়ন দ্বারা পুষ্পবৃষ্টিসদৃশ নভোদেশ হইতে তারকা বৃষ্টি করেন তাঁহার জয় হউক।

অতঃপর মৃগাংকদত্ত সেই রজনীতে প্রচণ্ডশক্তি ও তাহার অন্যান্য মিত্রবর্গের সহিত তথায় অতিবাহিত করিয়া শশাঙ্কবতী ও তাহার স্নেহপ্রবণ অন্যান্য সচিবদিগকে প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে প্রাতঃকালে সেই অরণ্য হইতে উজ্জয়িনীর দিকে যাত্রা করিল।

পথে গমন করিতে করিতে সে দেখিতে পাইল যে একটি অতিশয় বিকৃতাকৃতি পুরুষ তাহার মন্ত্রী বিক্রমকেশরীকে নভোমার্গে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। যখন সে তাহার অন্যান্য মন্ত্রিবর্গকে তাহা দেখাইতেছিল তখন বিক্রমকেশরী আকাশ হইতে তাহার সমীপে অবতরণ করিল। সে সত্বর সেই পুরুষটির স্কন্ধ হইতে অবতরণপূর্বক সাশ্রুলোচনে মৃগাঙ্কদত্তের পাদবন্দনা করিল। হৃষ্ট মৃগাঙ্কদত্তও তাহাকে আলিঙ্গন করিলে অন্যান্য মন্ত্রীরাও একে একে পরস্পর তাহাই করিল, এবং বিক্রমকেশরী সেই পুরুষটিকে 'আমি তোমার কথা স্মরণ করিলেই তুমি পুনরায় আমার নিকট উপস্থিত হইবে'—এই কথা বলিয়া তাহাকে বিদায় প্রদান করিল। তখন সমুৎসুক মৃগাঙ্কদত্তকর্তৃক পৃষ্ঠ হইয়া বিক্রম-কেশরী আহার আত্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করিবার নিমিত্ত সেই অরণ্যে উপবেশন-পূর্বক তাহাদিগকে বলিল ঃ—

বিক্রমকেশরীর কাহিনী

নাগশাপে তোমাদের সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমি তোমাদিগকে বহু দিবস পর্যন্ত অন্বেষণকরতঃ চিন্তা করিলাম 'উজ্জয়িনীতে গমন করা যাউক, কারণ তাহারা নিশ্চয়ই তথায় সত্বর গমন করিবে' এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি সেই নগরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। কালক্রমে আমি ব্রহ্মস্থল গ্রামে উপনীত হইয়া তথায় একটি হ্রদের তীরে বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলে জনৈক সর্পদষ্ট ব্রাহ্মণ আমার সমীপে আগমন করিয়া আমাকে বলিল, 'আমার অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্বেই এই স্থান হইতে উত্থান কর। এই স্থানে একটি বৃহৎ সর্প

অবস্থান করে, তাহার দংশনে আমি এতই ক্লিষ্ট হইয়াছি যে আমি এখন এই হ্রদে নিজেকে নিমজ্জিত করিতে উদ্যত হইয়াছি।' (১—১৩) সে এই কথা বলিলে আমি দয়াপরবশ তাহাকে আত্মহত্যা হইতে প্রতিনিবৃত্তকরতঃ আমার বিষ-বিদ্যাদ্বারা তাহাকে নির্বিষ করিলাম। তখন সেই প্রীত এবং উৎসুক বিপ্র ভদ্রভাবে আমার জীবনকাহিনী জিজ্ঞাসা করিয়া এবং উহা শ্রবণ করিয়া আমার প্রতি সদয় হইয়া বলিল, 'অদ্য তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ, আমার নিকট হইতে আমার পিতৃপ্রদত্ত বেতালসাধনমন্ত্র গ্রহণ কর। তোমার মত শক্তিমান পুরুষের পক্ষে উহা উপযুক্ত। আমার ন্যায় দুর্বলপ্রাণী ঐ বিদ্যাদ্বারা কি করিবে?' এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি ঐ দ্বিজোত্তমকে প্রত্যুত্তর করিলাম, 'মৃগাঙ্কদত্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমি এখন বেতালদিগকে কি প্রয়োজন সাধনে নিয়োগ করিতে সমর্থ হইব?' ব্রাহ্মণ এই কথা শ্রবণ করিয়া সহাস্যে বলিল, 'তুমি কি জ্ঞাত নহ যে বেতালের নিকট হইতে সমস্ত অভীষ্ট বস্তু লাভ করা যায়? নৃপতি ত্রিবিক্রমসেন কি পুরাকালে জনৈক বেতালের প্রসাদে বিদ্যাধরদিগের উপর আধিপত্য লাভ করেন নাই? উহার প্রমাণস্বরূপ আমি একটি কাহিনী বর্ণনা করিতেছি। মনোযোগপূর্বক তুমি এখন তাহা শ্রবণ কর:—

হেথায় বেতাল সম্বন্ধীয় পঞ্চবিংশতি কাহিনীর প্রথম (১৪—২১) কাহিনী আরম্ভ হইল:—

বেতালপঞ্চবিংশতিকা

গোদাবরীতটে প্রতিষ্ঠান নামক নগরী আছে, তথায় পুরাকালে ইন্দ্রের তুল্য পরাক্রমশালী বিক্রমসেনপুত্র বিখ্যাত ত্রিবিক্রমসেন নরপতি বাস করিত। প্রতিদিন সে যখন রাজসভায় উপবিষ্ট থাকিত ক্ষান্তিশীল নামক জনৈক ভিক্ষু তাহার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ আগমনকরতঃ একটি ফল উপহারস্বরূপ প্রদান করিত। নৃপতিও প্রত্যহ ফলপ্রাপ্তিমাত্রই তাহার সমীপস্থ কোষাগারিকের হস্তে উহা ন্যস্ত করিত। এই প্রকারে দশবৎসর অতিক্রান্ত হইলে ভিক্ষু নৃপতিকে ফল প্রদানান্তর রাজসভা হইতে প্রস্থান করিলে এক দিবস রক্ষীহস্তভ্রষ্ট তথায় আগত এক পোষ্য মর্কটটিকে ভূপতি উহা প্রদান করিলে মর্কট যখন উহা ভোজন করিতেছিল তখন সেই বিভক্ত ফল হইতে একটি অমূল্য রত্ন নির্গত হইল, উহা দর্শন করিয়া নৃপতি রত্নটি গ্রহণপূর্বক ভাণ্ডাগারিককে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভিক্ষুকর্তৃক প্রদত্ত ফলসমূহ আমি তোমার হস্তে প্রদান করিলে তুমি সেই

ফলগুলিকে কোথায় রাখিয়াছ?' কোষাধ্যক্ষ উহা শ্রবণ করিয়া সভয়ে নৃপতিকে বলিল, 'আমি ত দ্বার উন্মুক্ত না করিয়া উহাদিগকে গবাক্ষপথে কোষাগারে নিক্ষেপ করিতাম। মহারাজ, যদি আজ্ঞা করেন তবে আমি দ্বার উন্মুক্ত-পূর্বক উহাদিগকে অন্বেষণ করিব।' কোষাধ্যক্ষ এই কথা বলিলে রাজাদেশ প্রাপ্ত হইয়া সে তথায় গমনপূর্বক সত্বর প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাজাকে বলিল, 'প্রভো! আমি দেখিলাম যে ফলসমূহ জীর্ণাবস্থায় তথায় পতিত রহিয়াছে এবং তথায় রাশি রাশি দীপ্তিমান রত্ন রহিয়াছে।' (২২—৩২)

এই কথা শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট নরপতি কোষাধ্যক্ষকে ঐ রত্নরাজি প্রদানকরতঃ পরদিবস পূর্বের ন্যায় আগত সেই ভিক্ষুকে বলিল, 'হে ভিক্ষো, তুমি প্রত্যহ এত ধন ব্যয়পূর্বক কেন আমার সেবা কর? আমাকে উহা না বলিলে, আমি অদ্য তোমার ফল গ্রহণ করিব না।' নৃপতির এই কথা শ্রবণ করিয়া ভিক্ষু তাহাকে একান্তে বলিল, 'আমার একটি মন্ত্র সাধন করিতে হইবে, উহাতে বীরপুরুষদের সহায়তার প্রয়োজন আছে। হে বীর, আমি আপনার সাহায্য ভিক্ষা করি।' নৃপতি ইহা শ্রবণ করিয়া তাহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলে হৃষ্ট শ্রমণ তাহাকে বলিল, 'তবে আগামী কৃষ্ণা চতুর্দশীতিথিতে মহাশ্মশানস্থিত বট বৃক্ষতলে আমার নিকট আগমন করিবেন।' 'আমি তাহাই করিব', নৃপতি এই কথা বলিলে ভিক্ষু কান্তিশীল প্রহৃষ্টচিত্তে স্বীয় আলয়ে প্রত্যাবর্তন করিল।

অতঃপর কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথি আগত হইলে ভিক্ষুর প্রার্থনা নৃপতির স্মরণপথে উদিত হইল এবং উহা সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রদোষকালে নীল বসনে মস্তক আবৃত করিয়া সকলের অলক্ষিতে খড়্গহস্তে সে নির্ভয়ে সেই শ্মশানে গমন করিল। ইহা ঘোর তমসায় আবৃত ছিল এবং প্রজ্বলিত চিতাগ্নিতে অস্থি, কঙ্কাল ও নর মস্তকে উহা ভয়ংকর আকৃতি ধারণ করিয়াছিল। তথায় স্বকার্য-সাধনরত হৃষ্ট ভূত ও বেতালদিগের অবস্থিতিতে শিবারবে মুখরিত হইলে উহা দ্বিতীয় ভৈরবের ন্যায় গম্ভীর ভীষণাকৃতি প্রতিভাত হইতেছিল। তথায় অন্বেষণান্তে সে বটতরুতলে মণ্ডল অংকনে রত ভিক্ষুর নিকট গমন করিয়া তাহাকে বলিল, 'এই যে ভিক্ষু, আমি আগমন করিয়াছি। বল, তোমার কোন্ কার্য আমাকে সাধন করিতে হইবে।'

নৃপতিকে দর্শন করিয়া এবং তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্ট শ্রমণ তাহাকে বলিল, (৩৩-৪৬) 'রাজন্, যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে একাকী দক্ষিণদিকে কিয়দ্দূর গমন করিলে একটি শিংশপাবৃক্ষ দেখিতে পাইবেন। উহাতে লম্বমান যে শব দেখিবেন উহা এইস্থানে আনয়ন করুন। বীরবর, আমাক এই বিষয়ে সাহায্য করুন।' এই কথা শ্রবণমাত্র বীর নৃপতি প্রতি-

শ্রুতমত 'তাহাই করিব,' এই কথা বলিয়া দক্ষিণদিকে গমন করিল। সেইদিকে কিয়দ্দূরে চিতানল দীপ্তপথে গমনান্তে সে অতীব ক্লেশে অন্ধকারে সেই শিংশপাতরুমূলে উপনীত হইল। সেই বৃক্ষ চিতাধূমে দগ্ধ হইয়াছিল এবং উহা হইতে অপক্ক মাংসের গন্ধ নির্গত হইতেছিল ও উহা একটি ভূতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। ভূতস্কন্ধে লম্বমানের ন্যায় সেই বৃক্ষে একটি শব দোদুল্যমান ছিল, সে বৃক্ষারোহণপূর্বক রজ্জু ছেদন করিয়া সেই মৃতদেহটি ভূমিতলে পতিত করিল। ভূমিতলে পতিত হইয়া উহা যেন বেদনায় আর্ত্তরব করিল। তখন ভূপতি উহা জীবিত মনে করিয়া কৃপাবশতঃ দেহ ঘর্ষণ করিলে ঐ শব ভূতের ন্যায় অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। তখন নৃপতি বুঝিতে পারিল যে উহা বেতালাবিষ্ট হইয়াছে এবং অকম্পিত থাকিয়া বলিল, 'হাস্য করিতেছ কেন? চল, আমরা প্রস্থান করি।' তৎক্ষণাৎ সে ঐ বেতালাবিষ্ট দেহ আর ভূমিতলে দেখিতে পাইল না, উহা পুনরায় সেই বৃক্ষেই লম্বমান হইয়াছিল। অনন্তর নৃপতি পুনরায় বৃক্ষে আরোহণপূর্বক উহা নিম্নে আনয়ন করিল। বীরদিগের হৃদয় বজ্রের ন্যায় কঠোর অপেক্ষাও দুরধিগম্য। তখন রাজা ত্রিবিক্রমসেন বেতলাবিষ্ট শবটি স্কন্ধোপরি স্থাপনপূর্বক মৌন হইয়া গমন করিতে লাগিলে তাহার স্কন্ধোপরি শবদেহস্থ বেতাল তাহাকে বলিল, 'রাজন্, তোমার পথক্লান্তি অপনোদনার্থ তোমাকে একটি গল্প বলিব, শ্রবণ কর ঃ—(৪৭-৫৮)

প্রথম বেতাল

পিতার মন্ত্রীপুত্রের সহায়তায় ভার্য্যাপ্রাপ্ত রাজপুত্রের কাহিনী

কৈলাসপর্বতভূমির ন্যায় পূতজন অধ্যুষিত শিবের আবাসস্থল বারাণসী নামক নগরী আছে। সতত বারিপূর্ণ গঙ্গানদী তাহার কণ্ঠহারস্বরূপ তথায় প্রবাহিত হয়। তথায় পুরাকালে প্রতাপমুকুট নামক নরপতি বাস করিত। অগ্নি যেরূপ অরণ্য দহন করে সে তদ্রূপ স্বীয় প্রতাপদ্বারা শত্রুপরিবারদিগকে দগ্ধ করিয়াছিল। স্বীয় রূপ এবং শৌর্যদ্বারা কামদেবের সৌন্দর্য্যগর্বদলনকারী এবং শত্রুদিগের শৌর্য্য খর্বকারী তাহার বজ্রমুকুট নামক পুত্র ছিল। সেই রাজপুত্রের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর বুদ্ধিশরীর নামক মহামতি মন্ত্রীপুত্র সখা ছিল।

একদা সেই অতীব মৃগয়াপরায়ণ রাজকুমার সখার সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে বহুদূরে গমন করিয়াছিল। চামরের ন্যায় শৌর্যশ্রীযুক্ত দীর্ঘকেশরান্বিত সিংহদিগের মস্তক শরদ্বারা ছেদন করিতে করিতে সে একটি গভীর অরণ্যে

প্রবেশ করিয়াছিল। কোকিলবন্দিদিগের গীতমুখরিত এবং চামর-সদৃশ দোদুল্যমান মঞ্জরীসমন্বিত বৃক্ষরাজি পরিশোভিত সেই অরণ্য কামদেবের আবাসস্থলরূপে প্রতীয়মান হইতেছিল, তথায় সে এবং মন্ত্রিপুত্র বিচিত্র কমলরাশি-পূর্ণ দ্বিতীয় অম্বুধির ন্যায় একটি সরোবর দেখিতে পাইল। সেই দিব্য সরোবরে তাহারা স্বপরিজনসহ স্নানার্থে আগতা এক দিব্যকন্যার দর্শনলাভ করিল। তাহার রূপচ্ছটায় সেই সরোবর পরিপূর্ণ হইয়াছিল এবং নবোৎপল বনের সৃষ্টি হইয়াছিল। সৌন্দর্য্যে ইন্দুকেও পরাভূতকারী শ্বেত-পদ্মদিগের লজ্জাকর তাহার আননদ্বারা সে তৎক্ষণাৎ রাজপুত্রের হৃদয় হরণ করিয়াছিল। রাজকুমারও তদ্রূপ তাহার দৃষ্টিপাত দ্বারা উহার নয়ন এরূপ-ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল যে সেই কন্যার ব্রীড়া এবং এমন কি স্বীয় আভরণা-দিও আর নয়নগোচর হইতেছিল না। সানুচর রাজকুমার তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া 'সে কে হইতে পারে' যখন এই কথা চিন্তা করিতেছিল তখন সেই যুবতী ক্রীড়াচ্ছলে অভিজ্ঞানদ্বারা স্বীয় স্বদেশ ইত্যাদির পরিচয় প্রদান করিতেছিল। (৫৯-৭২)

তাহার পুষ্পমাল্য হইতে একটি কমল গ্রহণপূর্বক কর্ণে সংলগ্নকরতঃ সে উহাদ্বারা দন্তপত্রসদৃশ অলঙ্কার বহু সময় অতিবাহিত করিয়া রচনা করিল এবং অন্য একটি পদ্ম গ্রহণ করিয়া শিরে স্থাপনকরতঃ হৃদয়ে হস্ত প্রদান করিল। রাজপুত্র তখন উহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে সমর্থ হইল না কিন্তু বুদ্ধিমান মন্ত্রিপুত্র উহা প্রণিধান করিতে সমর্থ হইল। সহচরীগণ দ্বারা চালিত হইয়া সেই যুবতী সত্বর সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় আলয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পর্য্যঙ্কে শায়িত হইল কিন্তু তাহার চিত্ত যে রাজপুত্রকে অভিজ্ঞান প্রদর্শন করান হইয়াছিল তাহার উপর ন্যস্ত রহিল।

সেই কন্যার অবর্ত্তমানে রাজকুমারের বিদ্যাহীন বিদ্যাধরের অবস্থা হইল এবং সে স্বীয় নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অতিশয় দুরবস্থা প্রাপ্ত হইল। একদা সেই মন্ত্রিপুত্র 'ঐ সুন্দরী সহজলভ্য'-রাজপুত্রকে গোপনে এই কথা বলিলে নৃপতিতনয় ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বলিল, 'যাহার নাম, আবাসস্থল অথবা কুল জ্ঞাত নহ তাহাকে কি প্রকারে প্রাপ্ত হইবে? কেন আমাকে মিথ্যা আশ্বাস প্রদান করিতেছ?' রাজকুমার এই কথা বলিলে মন্ত্রিপুত্র প্রত্যুত্তর করিল, কি আশ্চর্য্য, তুমি কি অবধান কর নাই, সে ত তোমাকে চিহ্নদ্বারা সমস্ত কথাই বলিয়াছিল? কর্ণে পদ্ম স্থাপন করিয়া সে বলিয়াছিল, 'আমি কর্ণোৎপল নৃপতির রাজ্যে বাস করি।' কমলদ্বারা দন্তপত্র অলঙ্কার রচনা করিয়া সে বলিতে চাহিয়াছিল যে 'আমি দন্তঘাটক সুতা।' হস্তে পদ্ম গ্রহণ করিয়া সে তোমাকে জ্ঞাত করাইয়াছিল যে তাহার নাম পদ্মাবতী এবং হৃদয়ে হস্ত ন্যস্ত

করিয়া সে বলিয়াছিল যে উহা তোমার। এখন, কলিঙ্গদেশে কর্ণোৎপল নামক নরপতি বাস করে। তাহার সংগ্রামবর্দ্ধন নামক জনৈক দন্তঘাটক সভাসদ আছে এবং সেই মনিবের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় ত্রিজগতের রত্নস্বরূপ পদ্মাবতী নামক দুহিতা আছে। আমি লোকমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়াছি। সুতরাং সে যখন চিহ্নাদি প্রদর্শন করাইতেছিল তাহা হইতে উহার দেশ এবং অন্যান্য পরিচয়াদি জ্ঞাত হইয়াছি।" (৭৩-৮৬)

মন্ত্রিপুত্রের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া সে সেই বুদ্ধিমান সখার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়া এবং মনোরথ সিদ্ধির উপায় প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় হৃষ্ট হইল। তাহার সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাজপুত্র মৃগয়াচ্ছলে প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া বস্তুতঃ তাঁহার প্রিয়তমার অন্বেষণে পুনরায় সেই দিকেই যাত্রা করিল। অর্দ্ধপথে বেগবান অশ্বের সাহায্যে অনুচরদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া সে কেবলমাত্র মন্ত্রিপুত্রসহ কলিঙ্গরাজ্যে প্রবেশ করিল। তথায় কর্ণোৎপল নরপতির নগরীতে উপনীত হইয়া অন্বেষণান্তে সেই দন্তঘাটকের ভবন আবিষ্কার করিয়া রাজপুত্র এবং মন্ত্রিপুত্র সমীপস্থ এক বৃদ্ধার গৃহে বাস করিবার নিমিত্ত আগমন করিল। মন্ত্রিপুত্র অশ্বদিগকে বারি এবং ঘাস প্রদান করিয়া উহাদিগকে গোপনে রাখিয়া রাজপুত্রের সমক্ষে বৃদ্ধাকে বলিল, 'মাতঃ, আপনি কি সংগ্রাম-বর্দ্ধন নামক দন্তঘাটকের কথা বিদিত আছেন?' বৃদ্ধা এই কথা শ্রবণ করিয়া সসম্ভ্রমে প্রত্যুত্তর করিল, 'আমি তাহার কথা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি। আমি তাহার ধাত্রী ছিলাম এবং এখন সে আমাকে তাহার দুহিতার পরিচারিকারূপে নিযুক্ত করিয়াছে। কিন্তু আমি পরিচ্ছদহীন হওয়ায় সম্প্রতি তথায় গমন করি না, কারণ দ্যূতক্রীড়াসক্ত আমার কুপুত্র আমার পরিচ্ছদাদি দৃষ্টিমাত্রেই হরণ করে।' হৃষ্ট মন্ত্রিপুত্র এই কথা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধাকে স্বীয় উত্তরীয় এবং অন্যান্য উপহারাদি প্রদানপূর্বক তাহাকে আপ্যায়িত করিয়া বলিল, 'আপনি আমাদের জননীসদৃশ, সুতরাং আপনাকে যাহা অনুরোধ করিব গোপনে সেই কার্য্য সাধন করিবেন। দন্তঘাটকসুতা পদ্মাবতীর নিকট গমনপূর্বক তাহাকে বলিবেন, যে রাজপুত্রকে তুমি সরোবরতীরে দর্শন করিয়াছিলে সে হেথায় আগমন করিয়াছে এবং তোমাকে এই বার্ত্তা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত আমাকে প্রণয়বশতঃ তোমার সকাশে প্রেরণ করিয়াছে।' দানদ্বারা বশীকৃতা বৃদ্ধা এই বাক্যে সম্মত হইয়া পদ্মাবতীসকাশে গমনপূর্বক অচিরে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে রাজকুমার এবং মন্ত্রীপুত্র কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া বলিল, 'আমি তাহার নিকট গমন করিয়া গোপনে তোমাদের আগমনবার্ত্তা তাহাকে প্রদান করিয়াছিলাম। কিন্তু সে উহা শ্রবণ করিয়া আমাকে ভৎর্সনা করিল এবং কর্পূরলিপ্ত হস্তে আমার উভয় গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিল। আমি এইরূপে

অপমানিত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। এই যে পুত্রগণ, আমার মুখে তাহার অঙ্গুলির চিহ্ন দর্শন কর।' (৮৭-১০২)

সে এই কথা বলিলে রাজপুত্র মনোরথ সিদ্ধ হইবে না বলিয়া হতাশ্বাস হইলে মন্ত্রিপুত্র তাহাকে গোপনে বলিল, 'নিরাশ হইও না, সে মনস্কামনা গুপ্ত রাখিয়া কর্পূরশুভ্র দশ অঙ্গুলি দ্বারা বৃদ্ধাকে চপেটাঘাত করিয়া ইহাই জ্ঞাপন করিতে চাহিতেছে যে অবশিষ্ট শুক্লা দশরজনী অপেক্ষা কর; কারণ এই সময় মিলিত হইবার উপযুক্ত নহে।'

মন্ত্রিপুত্র রাজপুত্রকে এই প্রকারে আশ্বস্ত করিয়া বিপণীতে তাহার হস্তস্থিত কিঞ্চিৎ স্বর্ণ গোপনে বিক্রয়ান্তে বৃদ্ধা দ্বারা উত্তম আহার্য্য প্রস্তুত করাইয়া উহারা দুইজন এবং বৃদ্ধা উহা গ্রহণ করিল। মন্ত্রিপুত্র এই প্রকারে দশদিবস অতিবাহিত করিয়া অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত পুনরায় বৃদ্ধাকে পদ্মাবতীর সকাশে প্রেরণ করিল। উত্তম আহার্য্য পানীয়াদিতে আসক্ত বৃদ্ধা অতিথিদিগের প্রীত্যর্থে পুনরায় পদ্মাবতীর আলয়ে গমন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্বক তাহাদিগকে বলিল, 'আমি অদ্য তথায় গমনকরতঃ তুষ্ণীভাব অবলম্বনপূর্বক অবস্থান করিলে তোমাদের বার্ত্তাবহনাপরাধের নিমিত্ত স্বেচ্ছায় আমাকে উপহাস করিয়া সে অলক্তকরাগে রঞ্জিত তিনটি অঙ্গুলিদ্বারা আমার বক্ষে আঘাত করিল। তাহার অঙ্গুলিত্রয়ের চিহ্নসহ আমি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি।' মন্ত্রিপুত্র উহা শ্রবণ করিয়া স্বেচ্ছায় রাজপুত্রকে বলিল, 'কোন শঙ্কা করিও না। অঙ্গুলিত্রয়ের রক্তালকচিহ্ন বৃদ্ধার বক্ষে আরোপিত করিয়া সেই রমণী ইহাই বলিতে চাহিয়াছে যে 'আমি তিনরজনী রজস্বলা অবস্থায় অবস্থান করিব।'

মন্ত্রিসুত রাজপুত্রকে এই কথা বলিলে দিবসত্রয় অপেক্ষাকরতঃ পুনরায় বৃদ্ধারমণীকে পদ্মাবতীর নিকট প্রেরণ করিলে সে তথায় উপস্থিত হওয়ামাত্র তাহাকে সসম্মানে আহার্য্য ও পানীয়াদি দ্বারা সমস্ত দিবস তাহাকে আপ্যায়িত করিল এবং সায়ংকালে বৃদ্ধা নিজাবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক হইলে বহির্দেশে তুমুল কোলাহল শ্রুত হইল। জনগণ চিৎকার করিতেছিল, 'হায়! হায়! একটি উন্মত্ত গজ বন্ধনদণ্ড হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্যদিগকে পদতলে নিষ্পেষিত করিয়া বিচরণ করিতেছে।' তখন পদ্মাবতী সেই বৃদ্ধাকে বলিল, 'তুমি গজাক্রান্ত জনপথে কিছুতেই গমন করিবে না, তোমাকে আমরা একটি রজ্জুবদ্ধ দোলায় আরোহণ করাইয়া এই বিস্তৃত গবাক্ষপথে গৃহোদ্যানে অবনমিত করিলে তুমি একটি বৃক্ষে আরোহনপূর্বক প্রাচীর লঙ্ঘনকরতঃ অন্য বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্বক স্বীয় গৃহে গমন করিবে।' এই কথা বলিয়া সে রজ্জুবদ্ধ দোলায় চেটিকাকর্ত্তৃক সেই বৃদ্ধাকে অবতরণ করাইলে বৃদ্ধা দর্শিত-

পথে গমন করিয়া সমস্ত কাহিনী রাজকুমার এবং মন্ত্রিকুমারের নিকট বিবৃত করিল। তখন মন্ত্রিপুত্র রাজকুমারকে বলিল, 'তোমার মনস্কামনা পূরণ হইয়াছে। কৌশলে সে তোমাকে কোন্ পথে গমন করিতে হইবে বলিয়া দিয়াছে। সুতরাং অদ্যাই সায়ংকাল আগত হওয়ামাত্রই ঐ পথে তোমার প্রিয়তমার ভবনে গমন করিও।'

মন্ত্রিপুত্র এই কথা বলিলে রমণীকর্তৃক প্রদর্শিত প্রাকারের উপর দিয়া রাজকুমার মন্ত্রিপুত্রের সহিত উদ্যানে প্রবেশ করিল। তথায় সে লম্বমান রজ্জুদোলা দেখিতে পাইল। উহার উপরিভাগে কতিপয় পরিচারিকা তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে তথায় আরোহণ করিবামাত্র পরিচারিকাগণ তাহার দর্শন লাভ করিয়া তাহাকে রজ্জুদ্বারা আকর্ষণ করিলে সে গবাক্ষপথে প্রিয়তমার সকাশে উপনীত হইল। (১০৩-১২৭)

সে প্রবেশ করিলে মন্ত্রিপুত্র স্বীয় আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। রাজকুমার তথায় প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণপক্ষের ভয়ে ভীত লুক্কায়িত পূর্ণিমার ন্যায় পূর্ণচন্দ্রের কিরণে উদ্ভাসিত পদ্মাবতীর বদন নিরীক্ষণ করিল। তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিবামাত্র পদ্মাবতী ঔৎসুক্য সহকারে উত্থানপূর্বক তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিল।

রাজপুত্রের জন্য এতাবৎকাল অপেক্ষা করিবার পর এইরূপ আচরণই স্বাভাবিক ছিল। অতঃপর রাজপুত্র তাহাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করিয়া সর্বমনোরথ পূর্ণ হইবার পর তাহার সহিত গোপনে অবস্থান করিতে লাগিল।

পদ্মাবতীর সহিত কতিপয় দিবস বাস করিবার পর একদিন রজনীতে রাজপুত্র তাহাকে বলিল, 'আমার সখা মন্ত্রিপুত্র আমার সহিত হেথায় আগমনকরতঃ সম্প্রতি তোমার ধাত্রীর গৃহে অবস্থান করিতেছে। সুন্দরি, আমি তাহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া পুনরায় এইস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিব চতুরা পদ্মাবতী এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার প্রেমাস্পদকে বলিল, 'আচ্ছা, আর্যপুত্র, তোমাকে আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। আমি যে সমস্ত অভিজ্ঞান প্রদর্শন করাইয়াছিলাম তাহার তাৎপর্য তোমার অথবা তোমার সখা মন্ত্রিপুত্রের কাহার বোধগম্য হইয়াছিল?' সে এই কথা বলিলে রাজপুত্র তাহাকে বলিল, 'আমার কিছুই বোধগম্য হয় নাই; কিন্তু আমার সখা মন্ত্রিপুত্র অলৌকিক জ্ঞানপ্রভাবে সমস্ত অনুমান করিয়া আমাকে বলিয়াছিল।' তখন এই কথা শ্রবণ করিয়া তন্বী কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিল, 'প্রথমেই আমাকে ইহা না জানাইয়া তুমি অন্যায় করিয়াছ। তোমার সখা হওয়াতে সে আমারও ভ্রাতা। তাম্বূল এবং অন্যান্য উপাচার দ্বারা তাহাকে সর্বাগ্রে সম্মানিত করা আমার কর্ত্তব্য।' সে এই কথা বলিলে রাজকুমার পূর্বর্বর্ণিত পথে নিশাযোগে সখার নিকট প্রত্যাগমনপূর্বক

কথাপ্রসঙ্গে প্রিয়তমা পদ্মাবতীকৃত সংজ্ঞাসমূহের তাৎপর্য্য কি প্রকারে মন্ত্রিপুত্রের বোধগম্য হইয়াছে তাহা বলিলে মন্ত্রিপুত্র ঐ কার্য্য অলৌকিক বিধায় অনুমোদন করিল না। এই প্রকারে কথোপকথন করিতে করিতে রজনী প্রভাত হইল। (১২৮-১৪১) প্রাতঃ ও সন্ধ্যাতে যখন তাহারা আবার আলাপে রত ছিল তখন পদ্মাবতীর সখী তাম্বুল এবং পক্কান্ন হস্তে তথায় আগমনকরতঃ মন্ত্রিপুত্রের কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে ঐ উত্তম দ্রব্যাদি প্রদান করিল এবং রাজপুত্র যাহাতে ঐ খাদ্যের কোন অংশই গ্রহণ না করে তন্নিমিত্ত কৌশলে কথাপ্রসঙ্গে বলিল যে তাহার স্বামিনী রাজপুত্রের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন এবং তাহাকে তথায় ভোজন করিয়া সমস্ত দিবস যাপন করিতে হইবে। এই কথা বলিয়া সে অচিরে গোপনে প্রস্থান করিল। তখন মন্ত্রিপুত্র রাজকুমারকে বলিল, 'কুমার, এখন তোমাকে আমি একটি কৌতুকপ্রদ দৃশ্য প্রদর্শন করাইব।' অতঃপর সে ঐ পক্কান্ন একটি সারমেয়কে প্রদান করিলে, সে উহা ভক্ষণমাত্র সেই স্থানেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এতদ্দৃষ্টে রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এই অদ্ভুত ব্যাপারের কি তাৎপর্য্য?' সে প্রত্যুত্তর করিল, 'প্রকৃত ব্যাপার হইতেছে যে আমি তাহার অভিজ্ঞানসমূহের তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে পদ্মাবতীর বোধ হইয়াছে যে আমি ধূর্ত্ত এবং সেইজন্য আমাকে বধ করিবার নিমিত্ত এই বিষান্ন প্রেরণ করিয়াছে। কারণ সে তোমার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত এবং মনে করে যে আমি জীবিত থাকিলে তুমি কোন প্রকারেই তাহার প্রতি একান্ত আসক্ত হইবে না এবং আমার প্রভাবে হয়ত স্বীয় নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না, বরং সেই দৃঢ়চেতা রমণী যাহাতে স্বজন পরিত্যাগ করে এবং তুমি তাহাকে হরণ করিতে সমর্থ হও আমি তাহার কৌশল উদ্ভাবনপূর্ব্বক তোমাকে বলিব।'

মন্ত্রিপুত্র তাহাকে এই কথা বলিলে রাজকুমার তাহাকে বলিল, "তোমার 'বুদ্ধিশরীর' নাম সার্থক। তুমি প্রজ্ঞার অবতার।" (১৪২-১৫১) যখন তাহারা এই প্রকার কথোপকথন করিতেছিল তখন বহির্দেশে জনগণের শোকধ্বনি শ্রুত হইল, 'হায়! হায়! নৃপতির শিশুপুত্রের মৃত্যু হইয়াছে।' উহা শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্ট মন্ত্রিপুত্র রাজপুত্রকে বলিল, 'রজনীতে পদ্মাবতীর আলয়ে গমনপূর্ব্বক তাহাকে প্রচুর মদ্যপান করাইয়া এতই মত্ত করিবে যে সে যেন অজ্ঞান হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। সে যখন নিদ্রিতা হইবে তখন তাহার কটিদেশে তপ্তশূলচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া তাহার সমস্ত আভরণ গ্রহণপূর্ব্বক গবাক্ষপথে রজ্জুর সাহায্যে নিম্নে অবতরণ করিবে। অতঃপর যাহাতে মঙ্গল হয় আমি সেইরূপ কার্য্য করিব।' মন্ত্রিপুত্র এই কথা বলিয়া একটি শূকরলোমবৎ সূক্ষ্মাগ্র ত্রিশূল নির্মাণকরতঃ রাজপুত্রকে প্রদান করিল। প্রিয়া এবং

বয়স্যের চিত্তের ন্যায় সেই কুটিল কর্কশ কৃষ্ণলৌহনির্মিত অস্ত্র হস্তে গ্রহণ করিয়া রাজপুত্র বলিল, 'আমি তোমার কথামত কর্মসম্পাদন করিব।' উত্তম মন্ত্রীর উপদেশ প্রভুর কখনই অগ্রাহ্য করা উচিত নয় বলিয়া রজনীতে রাজপুত্র পদ্মাবতীর আলয়ে আগমনকরতঃ প্রিয়তমাকে মদ্যদ্বারা নিশ্চেষ্ট করিল এবং তাহার জঘন শলাঙ্কিত করিয়া ও তাহার অলংকারাদি হরণকরতঃ মিত্রের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তাহাকে অলংকারাদি প্রদর্শন করাইয়া তাহার কৃতকর্মের কাহিনী বর্ণনা করিলে মন্ত্রিপুত্রের মনে হইল যেন তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে।

পরদিবস প্রাতঃকালে শ্মশানে গমনপূর্বক মন্ত্রিপুত্র সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিল এবং রাজপুত্রকে তাহার শিষ্যের বেশে সজ্জিত করিয়া তাহাকে বলিল, 'এই অলংকারনিচয় হইতে মুক্তাহার গ্রহণপূর্বক বিপণিতে উহা বিক্রয় করিবার ভান করিবে। কিন্তু উহার মূল্য এত অধিক ধার্য্য করিবে যে কেহ যেন উহা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক না হয়। মুক্তাহার লইয়া বিচরণ করিতে থাকিলে উহা যেন সকলের দৃষ্টিপথে পতিত হয় এবং পুররক্ষিগণ তোমাকে ধৃত করিলে বলিবে যে, 'আমার গুরু আমাকে ইহা বিক্রয় করিতে প্রদান করিয়াছেন।' (১৩২-১৬৫)

মন্ত্রিপুত্র রাজকুমারকে এই কার্য্য সম্পাদনার্থ প্রেরণ করিলে সে মুক্তাহারটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণকরতঃ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকিলে দন্তঘাটক সুতার নিকট হইতে চৌর্য্যের বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া চৌরঅনুসন্ধানরত পুররক্ষিগণ সাক্ষাৎ লাভ করিয়া উহাকে ধৃত করিল। তাহারা অবিলম্বে তাহাকে নগরাধ্যক্ষের নিকট লইয়া গেলে সে উহার সন্ন্যাসীর বেশ দর্শন করিয়া ভদ্রভাবে বলিল, 'ভগবন্। নগরীতে হৃত এই মুক্তাহার আপনি কোথায় প্রাপ্ত হইয়াছেন? রজনীতে দন্তঘাটক দুহিতার আভরণাদি অপহৃত হইয়াছে।' সন্ন্যাসীবেশী রাজপুত্র উহা শ্রবণ করিয়া বলিল, 'আমার গুরু আমাকে ইহা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার নিকট গমনপূর্বক তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন।' তখন পুরাধ্যক্ষ মন্ত্রিপুত্রের নিকট আগমনকরতঃ তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'ভগবন্। আপনার শিষ্যের নিকট যে মুক্তাহার আছে আপনি তাহা কোথায় প্রাপ্ত হইয়াছেন?' ধূর্ত্ত উহা শ্রবণ করিয়া তাহাকে একান্তে বলিল, 'আমি সন্ন্যাসী, অরণ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকি। দৈবাৎ এই স্থানে আগমনপূর্বক যখন এই শ্মশানে রজনীতে অধিষ্ঠান করিতেছিলাম তখন আমি নানাদিক হইতে আগত যোগিনীচক্রের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলাম। তাহাদের মধ্যে একজন রাজকুমারের হৃদয়পদ্ম উন্মোচনকরতঃ ভৈরবকে নিবেদন করিয়াছিল। মদ্যপানে মত্ত সেই মায়াবিদ্যাপারদর্শিনী যোগিনী নানাপ্রকার মুখভঙ্গী করিয়া আমি যখন জপ

করিতেছিলাম তখন সে আমার অক্ষমালিকা হরণ করিতে উদ্যত হইলে আমি মন্ত্রদ্বারা ত্রিশূল তপ্ত করিয়া তাহার কটিদেশে উহা দ্বারা চিহ্নিত করিয়া উহার গলদেশ হইতে হার গ্রহণ করিয়াছিলাম। উহা সন্ন্যাসীর অনুপযুক্ত হওয়ায় আমি ঐ হার এখন বিক্রয় করিতে চাই।' (১৬৬-১৭৭)

নগরাধ্যক্ষ এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতির নিকট এই বার্ত্তা নিবেদন করিলে রাজা সিদ্ধান্ত করিল যে ইহাই সেই হৃত মুক্তাহার এবং দন্তঘাটক দুহিতার কটিদেশে ত্রিশূল চিহ্ন আছে কিনা দেখিবার নিমিত্ত একজন বিশ্বস্তা বৃদ্ধা রমণীকে প্রেরণ করিল। বৃদ্ধা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিল যে কটিদেশে ত্রিশূলচিহ্ন স্পষ্টতই প্রতীয়মান হইতেছে। তখন নৃপতি, ঐ ডাকিনীই তাহার শিশুপুত্রকে হত্যা করিয়াছে এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া স্বয়ং সন্ন্যাসীবেশী মন্ত্রিপুত্রের নিকট গমনপূর্বক তাহাকে শুধাইল পদ্মাবতীকে কি প্রকারে শাস্তি প্রদান করিতে হইবে। তাহার উপদেশমত ভূপতি পদ্মাবতীর পিতামাতার অনুশোচনা সত্ত্বেও পদ্মাবতীকে নগরী হইতে নির্বাসিত করিতে আদেশ প্রদান করিল। তাহাকে উলঙ্গ অবস্থায় অরণ্যে নির্বাসিত করা হইলেও সে উহা মন্ত্রিপুত্রের কৌশল মনে করিয়া দেহত্যাগ করিল না। দিবসান্তে মন্ত্রিপুত্র এবং রাজপুত্র সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগপূর্বক অশ্বারোহণে ক্রন্দনরতা পদ্মাবতীর সমীপে আগমন করিয়া তাহাকে আশ্বাস প্রদানকরতঃ অশ্বোপরি স্থাপিত করিয়া নিজেদের রাজ্যে লইয়া গেল এবং তথায় রাজপুত্র তাহার সহিত সুখে বাস করিতে লাগিল। দন্তঘাটক দুহিতা হিংস্র জন্তুকর্ত্তৃক অরণ্যে ভক্ষিত হইয়াছে মনে করিয়া শোকে প্রাণত্যাগ করিল এবং তাহার পত্নীও তাহার সহমৃতা হইল।

বেতাল এই কাহিনী বর্ণনা করিয়া নৃপতিকে বলিল, 'এই কাহিনী সম্বন্ধে আমার একটি সন্দেহ আছে; তাহা নিরাকরণ করুন। দম্পতির মৃত্যুর নিমিত্ত মন্ত্রীপুত্র, রাজপুত্র অথবা পদ্মাবতী কে দায়ী ছিল? আপনি বুদ্ধিমানদিগের অগ্রগণ্য। রাজন্, জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও যদি আপনি আমার নিকট সত্য ভাষণ না করেন, তবে আপনার শির নিশ্চয়ই শতধা বিভক্ত হইবে।'

বেতাল এই কথা বলিলে সত্যজ্ঞানী নরপতি অভিশাপ ভয়ে এইরূপ উত্তর প্রদান করিল, 'হে যোগেশ্বর এই প্রশ্ন সমাধান করা কঠিন হইবে কেন? ঐ তিনজনের কেহই দোষী নহে, সমস্ত দোষ নৃপতি কর্ণোৎপলের।' তখন বেতাল বলিল, 'কেন, রাজা কি করিয়াছিলেন? ঐ তিনজনই এই ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট। হংসগণ ধান্য ভক্ষণ করিলে কাকের কি দোষ?' তখন রাজা বলিলেন, 'ঐ তিনজনের কেহই দোষী নহে। মন্ত্রিপুত্র তাহার প্রভুর স্বার্থসাধন করিয়া কোনই অপরাধ করে নাই। পদ্মাবতী এবং রাজকুমার কামদেবের শরাগ্নিতে দগ্ধ হওয়াতে অনভিজ্ঞ এবং বিচারহীন হইয়া স্ব স্ব স্বার্থসাধনে ব্যাপৃত ছিল।

কিন্তু নীতিশাস্ত্রজ্ঞানহীন নৃপতি কর্ণোৎপল স্বীয় প্রজাদিগের ভিতর গুপ্তচর-দ্বারা প্রকৃত ঘটনা অনুসন্ধান না করিয়া ধূর্তদিগের কৌশল জ্ঞাত না হইয়া এবং বাহ্যচিহ্নাদির প্রতি দৃষ্টি প্রদান না করিয়া যে অবিচার করিয়াছিল, সেইজন্যই তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করা উচিত।'

বিশুদ্ধ উত্তর প্রদানকরতঃ মৌনভঙ্গ করাতে শবদেহস্থিত বেতাল মায়াবলে নৃপতির স্কন্ধ হইতে অবতরণপূর্বক নৃপতির অধ্যবসায় পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কোথাও অলক্ষ্যে অন্তর্হিত হইলে অবিচলিত ভূপতি তাহাকে প্রাপ্ত হইতে কৃতসংকল্প হইল। (১৭৮-১৯৬)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের সপ্তম তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা –১৯৬
ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা— ১৪, ৯৭৮

নবম তরঙ্গ

(দ্বিতীয় বেতাল)

নৃপতি ত্রিবিক্রমসেন বেতালকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত পুনরায় শিংশপা-বৃক্ষের নিকট গমনপূর্বক চিতাগ্নির সাহায্যে অন্ধকারে অন্বেষণ করিতে করিতে ভূমিতলে পতিত কূজনকারী শব দেখিতে পাইল। বেতালসহ সেই মৃতদেহটি স্কন্ধোপরি স্থাপনপূর্বক নীরবে সত্বর উহা নির্দিষ্ট স্থানে নীত করিতে প্রবৃত্ত হইলে পুনরায় বেতাল স্কন্ধোপরি হইতে ভূপতিকে বলিল, 'তুমি যে মহান্ ক্লেশে পতিত হইয়াছে উহা তোমার উপযুক্ত নহে। তোমার চিত্ত বিনোদনার্থ একটি কাহিনী বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ কর:—

মৃতা রমণীর প্রাণদানকারী দ্বিজযুবকত্রয়ের কাহিনী

কালিন্দীতীরে ব্রহ্মস্থল নামক একটি অগ্রহার আছে। তথায় বেদবিৎ অগ্নিস্বামী নামক বিপ্র বাস করিত। মন্দাবতী নাম্নী তাহার এক সুরূপা কন্যার জন্ম হইয়াছিল। এই নব অমূল্য সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়া বিধাতা পূর্বসৃষ্ট দিব্যাংগনাদিগের প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন। সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কান্যকুব্জ হইতে সর্বগুণসম্পন্ন বিপ্রযুবকত্রয় আগমন করিল। তাহারা প্রত্যেকে নিজের নিমিত্ত কন্যার পিতার নিকট কন্যার পাণিপ্রার্থী হইল এবং অন্য কোন ব্যক্তিকে কন্যা প্রদান করা হইলে বরং প্রাণত্যাগ করিবে বলিয়া কৃত-সংকল্প হইল। কিন্তু পিতা উহাদের কাহারও হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিল না। কারণ তাহার ভয় হইল যে সেরূপ করিলে সে অন্য যুবকদের মৃত্যুর কারণ হইবে। সুতরাং কন্যা অবিবাহিতাই রহিয়া গেল। ঐ যুবকত্রয় দিবারাত্র কন্যার মুখচন্দ্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চকোরবৃত্তি অবলম্বন করিল। (১—১১)

যুবতী মন্দারবতী অকস্মাৎ দাহজ্বরে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন ব্রাহ্মণত্রয় শোকাপ্লুতচিত্তে তাহাকে যথোচিত সজ্জিত করিয়া শ্মশানে নীতপূর্বক অগ্নিসংকার করিল। তাহাদের একজন তথায় কুটির নির্মাণপূর্বক কন্যার ভস্মে তাহার শয্যা প্রস্তুত করিয়া তথায় ভিক্ষার্থে জীবন যাপন করিতে লাগিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার অস্থিরাজি লইয়া ভাগীরথী তীরে গমন করিল এবং তৃতীয়জন সন্ন্যাসী হইয়া বিদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিল।

সেই সন্ন্যাসী ভ্রমণ করিতে করিতে বক্রোলক নামক গ্রামে উপস্থিত হইয়া এক ব্রাহ্মণের অতিথিশালায় প্রবেশ করিলে সেই ব্রাহ্মণ তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। সে ভোজন করিতে উপবিষ্ট হইলে একটি শিশু তথায় ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। উহাকে শান্ত করিবার নিমিত্ত সর্বপ্রকার উপায় অবলম্বন সত্ত্বেও যখন সে বিরত হইল না তখন ক্রুদ্ধ গৃহস্বামিনী উহাকে বাহুদ্বারা ধৃত করিয়া জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিল। নিক্ষিপ্ত হওয়ামাত্রই কোমলাঙ্গ শিশু ভস্মে পরিণত হইল। উহা দর্শন করিয়া অতিথি সন্ন্যাসী রোমাঞ্চিত দেহে চিৎকার করিয়া উঠিল, 'হায়! হায়! আমি একটি ব্রহ্মরাক্ষসের গৃহে প্রবেশ করিয়াছি। হেথায় আমি ভোজন করিব না। কারণ এই খাদ্য মূর্তিমান পাপ।' সে এই কথা বলিলে গৃহস্থ তাহাকে বলিল, 'মন্ত্রবলে মৃতকে জীবিত করিবার শক্তি মন্ত্রোচ্চারণমাত্রই দেখিতে পাইবে।' (১২-২১) সে এই কথা বলিয়া মন্ত্রপুস্তক হইতে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক ভস্মোপরি কিঞ্চিৎ ধূলি নিক্ষেপ করিলে বালকটি পূর্ববৎ জীবিত হইল। বিপ্রের মন সুস্থির হইল এবং সে তথায় ভোজন করিল। গৃহস্বামী একটি আধারে পুস্তকটি স্থাপন করিয়া ভোজনান্তে শয়ন করিল এবং সন্ন্যাসীও তদ্রূপ করিল। গৃহস্থ নিদ্রিত হইলে সন্ন্যাসী শশঙ্কচিত্তে প্রিয়তমাকে জীবিত করিবার নিমিত্ত ঐ পুস্তিকাটি গ্রহণপূর্বক দিবারাত্র পর্যটন করিতে করিতে যে শ্মশানে প্রিয়তমাকে দাহ করা হইয়াছিল তথায় আগমন করিল। তৎকালে সে দেখিতে পাইল যে দ্বিতীয় বিপ্র যে কন্যার অস্থি গঙ্গায় বিসর্জন করিতে গমন করিয়াছিল, সেও তথায় আগমন করিয়াছে। যে বিপ্র শ্মশানে কন্যার ভস্মোপরি মঠ নির্মাণ করিয়া তদুপরি শায়িত ছিল তাহারও সাক্ষাৎ লাভ করিয়া সে উভয়কে বলিল, 'এই মঠ উত্তোলন কর, আমি ভস্মরাশি হইতে প্রিয়তমাকে মন্ত্রবলে সঞ্জীবিত করিতে ইচ্ছা করি।' তাহার নির্বন্ধাতিশয্যে মঠ উত্থাপিত হইলে সেই দ্বিজ পুস্তিকাটি উন্মোচনপূর্বক মন্ত্র আবৃত্তিকরতঃ ভস্মোপরি কিঞ্চিৎ ধূলি নিক্ষেপ করিলে মন্দারবতী জীবিত হইল। অগ্নি প্রবেশ করায় যখন সে জীবন প্রাপ্ত হইল তখন অগ্নিপ্রবেশ হেতু সেই দেহ পূর্বাপেক্ষা অধিক দ্যুতিমান হওয়ায় কাঞ্চননির্মিতবৎ প্রতিভাত হইল। (২২-৩২)

উহাকে এইপ্রকারে জীবিতদৃষ্টে ব্রাহ্মণত্রয় অবিলম্বে কামার্ত হইয়া প্রত্যেকে উহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত পরস্পরের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইল। প্রথমজন বলিল, 'এই কন্যা আমার ভার্য্যা কারণ আমিই মন্ত্রবলে উহাকে পুনরায় জীবিত করিয়াছি।' দ্বিতীয়জন বলিল, 'আমার তীর্থ পর্যটনের ফলে এই কন্যা জীবিত হইয়াছে সুতরাং সে আমার প্রাপ্য।' তৃতীয়জন বলিল, 'আমি উহার ভস্মরক্ষাকরতঃ তপস্যা করিয়াছিলাম সুতরাং এই কন্যা আমার ভার্য্যা।'

এখন রাজন্, বিচারপূর্বক উহাদের কলহের নিষ্পত্তি কর, এই কন্যা কাহার পত্নী হইবে। যদি জ্ঞাত হইয়াও না বল, তবে তোমার মস্তক বিদলিত হইবে।

বেতালের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা তাহাকে বলিল, 'যে মন্ত্রদ্বারা উহাকে সঞ্জীবিত করিয়াছে সে কষ্ট স্বীকার করা সত্ত্বেও উহার পিতা, পতি নহে। যে উহার অস্থি গঙ্গায় বিসর্জন করিতে লইয়া গিয়াছিল, সে ত উহার পুত্রবৎ। কিন্তু যে প্রেমিক উহার ভস্মের উপর শায়িত রহিয়া উহাকে আলিঙ্গনকরতঃ শ্মশানে তপশ্চর্য্যাপূর্বক অবস্থান করিয়াছিল সে গাঢ় অনুরাগী হওয়ায় উহার পতি হইবে।'

নৃপতি ত্রিবিক্রমসেন এই কথা বলিয়া মৌনভঙ্গ করিলে বেতাল অলক্ষ্যে স্কন্ধ হইতে অবতরণপূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল, কিন্তু ভিক্ষুর অভিপ্রেত সাধনে ইচ্ছুক নরপতি তাহাকে পুনরায় আনয়ন করিবার নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইল।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি প্রাণের বিনিময়েও স্বীয় সংকল্পিত কার্য্যসাধনে বিরত হয় না। (৩৩-৪২)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের নবম তরঙ্গ সমাপ্ত।

শ্লোক সংখ্যা – ৪২

ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা—১৫-০২০

দশম তরঙ্গ

(দ্বিতীয় বেতাল)

বীর নৃপতি ত্রিবিক্রমসেন বেতালকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত পুনরায় শিংশপা তরুতলে গমনকরতঃ শবদেহে উহা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় উহাকে স্কন্ধোপরি স্থাপনপূর্বক নীরবে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। স্কন্ধোপরি বেতাল তাহাকে বলিল, 'রাজন্, তুমি রজনীতে সম্মুখে এবং পশ্চাতে গমন করিতে ভীত নহ। তোমার ক্লেশ অপনোদন করিবার নিমিত্ত আমি অপর একটি কাহিনী বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ কর :—

নৃপতি এবং বুদ্ধিমান পক্ষিদ্বয়ের কাহিনী

এই ভূমণ্ডলে পাটলিপুত্র নামক বিখ্যাত নগরী আছে। পুরাকালে তথায় বিক্রমকেশরী নামক নরপতি বাস করিত। বিধাতা তাহাকে সর্বগুণের এবং রত্নের আধারস্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

(এই স্থানে গ্রন্থে কিঞ্চিৎ ত্রুটি আছে বলিয়া মনে হয়।) তাহার বিদগ্ধ-চূড়ামণি নামক সর্বশাস্ত্রবিশারদ দিব্যগুণমণ্ডিত অভিশংতজাত এক শুক ছিল। শুকের উপদেশে সে সমবংশজাত মগধরাজকুলের চন্দ্রপ্রভা নামক রাজকুমারীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিল। সেই রাজকুমারীরও সোমিকা নাম্নী এক সর্বজ্ঞানশালিনী সারিকা ছিল। একই পিঞ্জরে অবস্থানপূর্বক সেই শুক এবং সারিকা নিজেদের বুদ্ধি দ্বারা প্রভু দম্পতির সেবা করিত।

একদিন সেই শুক সারিকার প্রেমাসক্ত হইয়া তাহাকে বলিল, 'আমরা একই পিঞ্জরে অবস্থান করিয়া একসঙ্গে ভোজন করি এবং শয্যাগ্রহণ করি, হে সুভগে, আমাকে বিবাহ কর।' সারিকা প্রত্যুত্তর করিল, 'আমি পুরুষসঙ্গ কামনা করি না, পুরুষেরা দুষ্ট এবং কৃতঘ্ন।' শুক বলিল, 'পুরুষেরা দুষ্ট নহে, নারীরা দুষ্টা এবং নির্দয়া।' উভয়ের মধ্যে এই প্রকারে কলহ হইতে থাকিলে এইরূপ পণ হইল যে যদি বিবাদে শুক জয়লাভ করে তবে সে সারিকাকে বিবাহ করিবে এবং সারিকা জয়ী হইলে শুক তাহার ভৃত্য হইবে। তাহারা ন্যায়ানুগ বিচারের নিমিত্ত রাজকুমারের নিকট উপস্থিত হইলে পিতৃরাজসভায় স্থিত রাজকুমার উভয়ের বিবাদের বিষয় শ্রবণ করিয়া সারিকাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি পুরুষদিগকে অকৃতজ্ঞ বলিতেছ কেন?' তখন সারিকা 'শ্রবণ করুন' এই

কথা বলিয়া স্বীয় যুক্তি সমর্থনের নিমিত্ত পুরুষদিগের দোষের কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিল। (১—১৫)

সারিকা-কথিত কাহিনী

ভূ-মণ্ডলে কামন্দিকা নাম্নী বিখ্যাত নারী আছে। তথায় অর্থদত্ত নামক ধনী বণিক বাস করিত। তাহার ধনদত্ত নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর যুবক উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। ধূর্ত্তগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া সে দ্যূতক্রীড়াদিতে আসক্ত হইয়া পড়িল। দুর্জনসংসর্গ বাস্তবিকই অনিষ্টবৃক্ষের মূল। অচিরে ব্যসনাদিতে তাহার ধনক্ষয় হওয়ায় সে দারিদ্র্য-লজ্জায় স্বদেশ পরিত্যাগপূর্বক বিদেশে গমন করিল। পর্যটন করিতে করিতে সে চন্দনপুর নগরীতে উপনীত হইয়া ভোজনার্থে এক বণিকের গৃহে প্রবেশ করিল। দৈবযোগে তাহার সুকুমারকান্তিতে মুগ্ধ হইয়া এবং জিজ্ঞাসান্তে সে কুলীনবংশজাত জ্ঞাত হইয়া, সেই বণিক তাহাকে পুত্রবৎ গ্রহণ করিল এবং তাহার সহিত সধন নিজ কন্যার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিলে ধনদত্ত শ্বশুর গৃহে বাস করিতে লাগিল।

কতিপয় দিবসেই অর্থপ্রাপ্তির পর বর্ত্তমানে সুখী হওয়ায় সে তাহার পূর্ব দারিদ্র্য বিস্মৃত হইল এবং ব্যসনোন্মুখ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক হইল। সেই ধূর্ত্ত, একমাত্র সন্তানের পিতা অনিচ্ছুক শ্বশুরের নিকট হইতে সম্মতি আদায় করিয়া সালঙ্কারা ভার্য্যাসহ এক বৃদ্ধা রমণীকে সঙ্গে করিয়া এই তিনজন সেই স্থান হইতে যাত্রা করিল। কালক্রমে দূর বনে সমাগত হইয়া দস্যুভয়ের ছলে পত্নীর সমস্ত অলঙ্কার আত্মসাৎ করিল। দ্যূত ও বেশ্যাসক্ত কৃতঘ্ন পুরুষদের চিত্ত কি প্রকার অসির ন্যায় কঠোর হয় অবলোকন কর। (১৬-২৭)

সাধ্বী পত্নীকে হত্যা করিতে কৃতসংকল্প হইয়া সেই দুর্বৃত্ত তাহাকে এবং বৃদ্ধা রমণীকে এক গহ্বরে নিক্ষেপকরতঃ প্রস্থান করিল। বৃদ্ধা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল কিন্তু তাহার পত্নী লতাগুল্মবিজড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল না। তাহার আয়ুষ্কাল শেষ না হওয়াতে সে লতাগুল্মের সাহায্যে করুণ বিলাপ করিতে করিতে সেই গহ্বর হইতে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ক্ষত-বিক্ষত দেহে পথের কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে যে পথে আগমন করিয়াছিল সেই পথেই পিতৃগৃহে অতিকষ্টে গমন করিল। হঠাৎ তাহাকে ঐ অবস্থায় দর্শন করিয়া উৎসুক পিতামাতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সাধ্বী রমণী বিলাপ করিতে করিতে তাহার কাহিনী বর্ণনা করিল, 'পথে দস্যুদল কর্ত্তৃক হৃতসর্বস্ব হইলে

তাহারা আমার স্বামীকে বন্ধনপূর্বক লইয়া গেল। বৃদ্ধা রমণীর মৃত্যু হইয়াছে এবং আমি একটি গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইয়াও মৃত হই নাই। সেই পথে আগত একজন দয়ালু পথিক আমাকে গহ্বর হইতে উদ্ধার করিলে আমি পর্য্যটন করিতে করিতে ভাগ্যবশে হেথায় আগমন করিয়াছি।' পিতামাতা সতী রত্নাবলীকে আশ্বাস প্রদান করিলে সে কেবলমাত্র পতির কথা চিন্তা করিতে করিতে তথায় অবস্থান করিতে লাগিল।

কালক্রমে স্বদেশাগত ভর্ত্তা ধনদত্ত দ্যূতক্রীড়ায় সমস্ত ধন অপচয় করিয়া মনে মনে চিন্তা করিল, "তাহার কন্যা হেথায় আমার গৃহে অবস্থান করিতেছে' এই কথা বলিয়া শ্বশুরের নিকট হইতে পুনরায় ধন আনয়ন করিব।" এইরূপ চিন্তা করিয়া সে শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিল। সে নিকটবর্ত্তী হইলে দূর হইতে তাহাকে দর্শন করিয়া তাহার পত্নী সেই দুরাত্মার নিকট ধাবিত হইয়া তাহার পাদবন্দনা করিল। পতি দুর্বৃত্ত হইলেও সতী সাধ্বীর চিত্তবৈকল্য হয় না। পতি ভীত হইলে রত্নাবলী তাহাকে দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার এবং গহ্বরে পতিত হইবার কল্পিত কাহিনী পিতামাতার নিকট যেরূপ ব্যক্ত করিয়াছে তাহা নিবেদন করিল। (২৮-৩০) অতঃপর সে নিঃশঙ্কচিত্তে পত্নীর সহিত শ্বশুরালয়ে প্রবেশ করিলে শ্বশুর এবং শ্বশ্রূমাতা তাহাকে দেখিতে পাইয়া সানন্দে অভ্যর্থনা করিল। তাহার শ্বশুর স্বজনদিগকে আহ্বানকরতঃ মহোৎসব সম্পাদন করিয়া বলিল, 'দস্যুরা যে আমার জামাতার জীবনহানি করে নাই ইহা ভাল হইয়াছে।' অতঃপর ধনদত্ত পত্নী রত্নাবলীর সহিত শ্বশুরের ধনসম্ভোগ করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিল। কিন্তু হায়! লজ্জার কথা বলিতে নাই, তথাপি কাহিনী সমাপ্ত করিবার নিমিত্ত বলিতেই হইবে। তাহার বক্ষে যখন পত্নী নিদ্রিত ছিল তখন তাহাকে হত্যা করিয়া সে তাহার অলঙ্কারাদি গ্রহণপূর্ব্বক অলক্ষ্যে স্বদেশে প্রস্থান করিল।

'পুরুষেরা এই প্রকার নৃশংস হয়' —সারিকা এই কাহিনী বলিলে রাজা শুককে বলিল, 'এবার তোমার কথা বল।' তখন শুক বলিল, 'দেব, স্ত্রীলোকেরা দুঃসাহসিকা, দুশ্চরিত্রা এবং দুর্বৃত্তা। প্রমাণস্বরূপ একটি কাহিনী শ্রবণ করুন।

শুক বর্ণিত বৃত্তান্ত

হর্ষবতী নাম্নী নগরীতে বহুকোটীশ্বর ধর্মদত্ত নামক মুখ্য বণিক বাস করিত। সেই বণিকের প্রাণাধিক প্রিয় বসুদত্তা নাম্নী অপরূপা সুন্দরী কন্যা ছিল। সমবংশীয় বিত্তবান্ যুবক সমুদ্রদত্তের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। চকোর যেরূপ চন্দ্রের শোভা পান করে, বরাঙ্গনাগণও

নেত্রদ্বারা তদ্রূপ তাহার রূপসুধা পান করিত। সে আর্য্যপ্রবরঅধ্যুষিত তাম্রলিপ্ত নগরীতে বাস করিত। একদা স্বামী স্বদেশে গমন করিলে পিতৃ-গৃহস্থিতা সেই বণিকসুতা দূরে জনৈক সুকান্ত যুবককে দেখিতে পাইয়া কামাসক্ত হইয়া সখী কর্ত্তৃক তাহাকে নিমন্ত্রিত করিয়া যুবককে তাহার গুপ্ত প্রণয়ীরূপে বরণ করিল। সেই সময় হইতে প্রতি রজনী তাহার সহিত অতিবাহিত করিয়া কেবলমাত্র তাহার প্রতিই আসক্ত হইয়া রহিল। (৪১—৫৪)

অনন্তর একদা বসুদত্তার পিতামাতার নয়নানন্দস্বরূপ তাহার যুবক পতি স্বদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সেই মহোৎসবের দিন বসুদত্তা আভরণে সজ্জিত হইয়া মাতাকর্ত্তৃক শয্যায় প্রেরিত হইয়াও পতির সহিত কোন বাক্যালাপ করিল না, পরন্তু পতি তাহার সহিত কথা বলিলে অপরাসক্ত সেই রমণী নিদ্রার ভান করিয়া রহিল। পানমত্ত এবং পথশ্রমক্লান্ত তাহার পতিও নিদ্রামগ্ন হইল। ইতো-মধ্যে পানভোজনান্তে গৃহ পরিজন গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলে একটি চোর প্রাকার খনন করিয়া তাহাদের কক্ষে প্রবেশ করিল। সেই মুহূর্তে বণিকসুতা, চোরকে দেখিতে না পাইয়া, জারের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত সংকেত স্থানে গোপনে প্রস্থান করিল। চোর তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না উপলব্ধি করিয়া মনে মনে চিন্তা করিল, 'আমি যে আভরণসমূহ অপহরণ করিতে এইস্থানে আগমন করিয়া-ছিলাম তাহাতে ভূষিত হইয়া এই রমণী গভীর নিশীথে প্রস্থান করিতেছে। সে কোথায় গমন করে আমি সেই দিকে দৃষ্টি রাখিব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই চোর স্বয়ং অলক্ষিত রহিয়া বণিকসুতা বসুদত্তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া তাহার অনুগমন করিল।

সেই নারী পুষ্পাদি হস্তে গুপ্তরহস্যজ্ঞাতা তাহার এক সখীর সহিত নগরীর বহির্দেশে অনতিদূরে এক উদ্যানে প্রবেশ করিল। তথায় সে তাহার প্রেমিককে বৃক্ষে লম্বমান অবস্থায় দেখিতে পাইল। রজনীতে সেই প্রেমিককে তথায় অবলোকন করিয়া নগররক্ষিগণ তাহাকে চোর সন্দেহে ধৃত করিয়া তাহার গলদেশ পাশবদ্ধ করিয়াছিল। 'হায়! হায়! আমি হত হইয়াছি'—এইরূপ চিৎকার করিয়া করুণভাবে বিলাপ করিতে করিতে সে ভূমিতলে পতিত হইল। (৫৫—৬৫) অতঃপর বসুদত্তা মৃত প্রেমিককে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করাইয়া সেই মৃতব্যক্তিকে অঙ্গরাগ এবং পুষ্পাদি দ্বারা সজ্জিত করিয়া কামান্ধ এবং শোকান্ধচিত্তে তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিল। যখন সে তাহার মুখ উত্তোলন-পূর্বক প্রেমিককে চুম্বন করিল তখন সেই দেহে বেতাল প্রবেশকরতঃ অকস্মাৎ দন্ত দ্বারা তাহার নাসিকাচ্ছেদন করিল। সেই দুর্ভাগা রমণী বিহ্বলা এবং বেদনাক্লিষ্টা হইয়া প্রেমিক এখনও জীবিত আছে কিনা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যখন দেখিতে পাইল যে বেতাল তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে এবং

সে মৃত এবং নিস্পন্দ তখন সে ভীত এবং পরাভূত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ইতোমধ্যে চৌর লুক্কায়িত রহিয়া সমস্ত দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিল, 'এই দুর্বৃত্তা নারী কি কর্মই না করিল। নারীচিত্ত তমসাবৃত কূপের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, ভয়ঙ্কর ও গভীর। এখন সে কি করিবে দেখা যাউক!' এইরূপ চিন্তা করিয়া চৌর দূর হইতে ঔৎসুক্যসহকারে উহার পশ্চাদানুসরণ করিতে লাগিল।

যেথায় তাহার পতি সুপ্ত ছিল রমণী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিলাপ করিতে করিতে চিৎকার করিতে লাগিল, 'আমাকে রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর। আমি কোনও পাপকার্য্য করি নাই, তথাপি আমার পতিরূপী এই দুর্বৃত্ত শত্রু আমার নাসিকা কর্ত্তন করিয়াছে।' তখন তাহার ভর্ত্তা, পিতা এবং ভৃত্যগণ তাহার মুহুর্মুহু চিৎকারে সৌৎসুক্যে জাগ্রত হইল। তাহার পিতা কন্যার নাসিকা সদ্য ছিন্ন হইয়াছে দর্শন করিয়া পত্নীকে আঘাত করিয়াছে বলিয়া তাহার পতিকে বন্ধন করিল। তাহাকে যখন বন্ধন করা হইতেছিল তখন সে মূকবৎ নীরব রহিল, কারণ তাহার শ্বশুর এবং অন্যান্য শ্রোতৃগণ সকলেই তাহার বিপক্ষে ছিল। (৬৬ ৭৮)

এই সমস্ত দর্শন করিয়া চৌর ধীর পদে তথা হইতে অপসৃত হইল এবং কোলাহলপূর্ণ নিশারও ক্রমশঃ অবসান হইল অতঃপর বণিকপুত্রকে তাহার শ্বশুর ছিন্ননাসা পত্নীসহ নৃপতি সকাশে আনয়ন করিয়া সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলে বণিকপুত্রের বাক্য অগ্রাহ্যকরতঃ স্বীয় পত্নীকে বিকৃতাঙ্গ করিবার অপরাধে রাজা তাহাকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিল। পটহনিনাদ সহকারে যখন সে বধ্যভূমিতে নীত হইতেছিল তখন চৌর রাজপুরুষদিগের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, 'অকারণে এই ব্যক্তিকে আপনারা বধ করিবেন না। আমি সমস্ত ঘটনা অবগত আছি। আমাকে নৃপতি সকাশে লইয়া গেলে আমি তথায় সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিব।' নৃপতির নিকট নীত হইয়া তাহাকে অভয় প্রদান করা হইলে সে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিয়া বলিল, 'মহারাজ, আমাকে যদি বিশ্বাস না করেন তবে শবের মুখাভ্যন্তরে এই রমণীর নাসিকা অবলোকন করিতে পারিবেন এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি ভৃত্যদিগকে তাহা দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলে চৌরের বচন সত্য অবগত হইয়া ঐ যুবকের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রতিরোধ করা হইল। ধর্মদত্ত সেই দুষ্টা নারীর কর্ণদ্বয়ও ছেদন করিয়া তাহাকে দেশ হইতে নির্বাসিত করিল এবং শ্বশুরের সমস্ত ধন বাজেয়াপ্ত করিয়া চৌরের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে সেই নগরীর পুররাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিল

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে নারীগণ স্বভাবতঃই দুষ্টা এবং কৃতঘ্না।— শুক এই কথা বলিলে তাহার প্রতি ইন্দ্রের আরোপিত অভিশাপ দূর হইল এবং সে পুনরায় চিত্ররথ গন্ধর্বের দিব্যদেহ ধারণপূর্বক স্বর্গে গমন করিল। তন্মুহূর্তে শারিকাও শাপান্তে দিব্য অপ্সরা তিলোত্তমারূপে স্বর্গে প্রস্থান করিল। রাজসভায় তাহাদের বিবাদের আর নিষ্পত্তি হইল না।

এই কাহিনী বর্ণনা করিয়া বেতাল পুনরায় নরপতিকে বলিল, 'মহারাজ! এখন বিচার কর কে মন্দ, পুরুষ অথবা নারী? জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও যদি না বল, তবে তোমার শির চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে।'

স্কন্ধোপরি বেতাল কর্তৃক এইপ্রকারে পৃষ্ট হইয়া নৃপতি বলিল, 'হে গোপেশ্বর, স্ত্রীলোকেরাই পাপকর্মাসক্তা, অবশ্য ইহা সম্ভবপর যে কখনও কখনও কোনও পুরুষ দুষ্কর্ম করিতে পারে, কিন্তু নারীগণ সর্বদা সর্বত্রই এবংবিধ দুষ্কার্য সাধন করে।' নৃপতি এই কথা বলিলে বেতাল পূর্বের ন্যায় নৃপতিস্কন্ধ হইতে অদৃশ্য হইল এবং রাজা পুনরায় তাহাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত তৎপর হইল। (৭৯—৯৫)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের দশম তরঙ্গ সমাপ্ত।

শ্লোক সংখ্যা—৯৫
ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা—১৫, ১১৫।

একাদশ তরঙ্গ

চতুর্থ বেতাল

ভূপতি ত্রিবিক্রমসেন পুনরায় রজনীতে শ্মশানস্থ শিংশপা তরুর নিকট গমন করিয়া অট্টহাস্যরত শবদেহস্থিত বেতালকে স্কন্ধে করিয়া অবিচলিত চিত্তে নীরবে যাত্রা করিল। সে যখন এইরূপে গমন করিতেছিল তখন তাহার স্কন্ধস্থিত বেতাল পুনরায় তাহাকে বলিল, 'রাজন্, তুমি এই দুষ্ট ভিক্ষুর নিমিত্ত এত কষ্ট স্বীকার করিতেছ কেন? বস্তুতঃ তুমি বিচারবুদ্ধিহীন হইয়া এই নিষ্ফল পরিশ্রম করিতেছ। পথে তোমার চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত যে কাহিনী বলিব, শ্রবণ কর ঃ—

বীরবর কথা

শোভাবতী নাম্নী বিখ্যাত একটি নগরী আছে। তথায় পরম সাহসী শূদ্রক নামক নরপতি বাস করিত। বন্দী শত্রুপত্নীদিগের চামর ব্যজনে তাহার শৌর্য্যাগ্নি সতত প্রদীপ্ত থাকিত। অবিমিশ্র ধর্মাচরণে সেই রাজার রাজত্বে বসুন্ধরা এতই মহিমাময়ী হইয়াছিলেন যে আমার মনে হয় তিনি রাম প্রভৃতি অন্যান্য নৃপতিদিগের কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

একদা মালবদেশ হইতে শূরপ্রিয় নৃপতির সেবার্থে বীরবরনামক এক দ্বিজ আগমন করিয়াছিল। তাহার পত্নীর নাম ছিল ধর্মবতী, পুত্রের নাম সত্ত্ববর এবং কন্যার নাম ছিল বীরবতী। এই তিনজন লইয়াই তাহার পরিবার ছিল এবং তাহার তিনজন অনুচর ছিল। তাহার কটিদেশে ছিল কৃপাণ, এক হস্তে ছিল খড়্গ এবং অপর হস্তে ছিল সুচারু ঢাল। অল্পসংখ্যক পরিজন থাকা সত্ত্বেও সে নৃপতির নিকট হইতে বৃত্তিস্বরূপ দৈনিক পঞ্চশত দীনার গ্রহণ করিত। (১—১১) নৃপতি শূদ্রক উহার শৌর্য্যব্যঞ্জক আকৃতি দর্শন করিয়া তাহার ঈপ্সিত বেতন প্রদান করিল। কিন্তু তাহার পরিজন স্বল্পসংখ্যক ছিল, ঐ প্রভূত স্বর্ণমুদ্রা সে ব্যসনে ব্যয় করে অথবা কোন সৎকার্য্যে ব্যয় করে কিনা ইহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত ভূপতি উৎসুক হইয়া বীরবরের জীবনযাত্রার পদ্ধতি নিরূপণ করিবার নিমিত্ত গুপ্তচর নিযুক্ত করিল। এইরূপ দৃষ্ট হইল যে বীরবর প্রত্যহ প্রাতঃকালে নৃপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মধ্যাহ্নে আয়ুধ হস্তে সিংহ-দ্বারে অবস্থান করিত। অতঃপর গৃহে গমনপূর্বক ভার্য্যার হস্তে তাহার বেতন হইতে একশত দীনার ভোজ্যবস্তুর নিমিত্ত প্রদান করিত। শত দীনার ব্যয় করিয়া সে অঙ্গরাগাদি এবং তাম্বূল ক্রয় করিত এবং স্নানান্তে বিষ্ণু এবং শিবের আরাধনার নিমিত্ত একশত দীনার পৃথক রাখিয়া দুইশত দীনার ব্রাহ্মণদিগকে

দান করিত। এই প্রকার সে দৈনিক পঞ্চশত দীনার ব্যয় করিত। অতঃপর সে যজ্ঞে ঘৃতাহুতি প্রদানকরতঃ অন্যান্য কর্মাদি সম্পন্ন করিয়া ভোজন করিত। রজনীতে একাকী পুনরায় সিংহদ্বারে খড়্গ হস্তে প্রহরারত রহিত। গুপ্তচর প্রমুখাৎ বীরবরের এই প্রকার সদ্ভাবে জীবনযাত্রার কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি শূদ্রক হৃদয়ে আনন্দ লাভ করিল এবং বীরবরকে অনুসরণ করিতে গুপ্তচরদিগকে বারণ করিল। রাজা তাহাকে বিশেষ পূজার্হ পুরুষ বলিয়া মনে করিল। (১২—২১)

প্রচণ্ড রবিকরযুক্ত গ্রীষ্মকালে অক্লেশে অতিবাহনান্তে বীরবরের প্রতি বিদ্বেষবশতঃই যেন বিদ্যুৎগর্জনসহ দিবারাত্রবারিবর্ষণকারী ঘনঘটায় বর্ষাকালের আগমন হইল। তখন মুষলধারে দিবারাত্র বৃষ্টি পতিত হইতে থাকিলেও অচল বীরবর পূর্ববৎ সিংহদ্বারে অবস্থান করিত। রাজা শূদ্রক দিবাভাগে প্রাসাদশীর্ষ হইতে তাহাকে দেখিত এবং পুনরায় রজনীতে তথায় আরোহণকরতঃ সে তথায় আছে কি নাই জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত তথা হইতে চিৎকার করিল, 'সিংহদ্বারে কে আছে?' বীরবর উহা শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিল, 'মহারাজ, আমি এখানে আছি।' তখন নৃপতি শূদ্রক মনে মনে চিন্তা করিল, 'বীরবর অতিশয় সাহসী পুরুষ এবং আমার ভক্ত। উহাকে উচ্চপদে উন্নীত করিতে হইবে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া নৃপতি প্রাসাদশীর্ষ হইতে অবতরণপূর্বক অন্তঃপুরে গমনকরতঃ সুপ্ত হইল।

পরদিবস প্রদোষে ধারাসারে বৃষ্টিপতন আরম্ভ হইলে নভোদেশ অদৃশ্যকরতঃ চতুর্দিক ঘোর তমসাবৃত হইলে ঔৎসুক্য নিবারণের নিমিত্ত নৃপতি পুনরায় প্রাসাদশীর্ষে একাকী আরোহণকরতঃ তারস্বরে চিৎকার করিল, 'সিংহদ্বারে কে রহিয়াছ?' বীরবর পুনরায় বলিল, 'আমি হেথায় আছি।' ভূপতি যখন তাহার সাহসের প্রশংসায় মগ্ন ছিল তখন দূরে এক হতাশ রমণীর ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইল। তাহার বিলাপের করুণ শব্দই মাত্র শ্রবণ করা যাইতেছিল। ইহা শ্রবণকরতঃ নৃপতি দয়াদ্রচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিল, 'আমার রাজত্বে কোনও পরাভূত, দুঃস্থ অথবা দরিদ্র ব্যক্তি নাই তবে কোন রমণী একাকিনী রাত্রে বিলাপ করিতেছে?' তখন নিম্নে একাকীস্থিত বীরবরকে সে এই আদেশ করিল, 'বীরবর, শ্রবণ কর, দূরে কোন রমণী ক্রন্দন করিতেছে। তথায় গমনপূর্বক সে কে এবং কেন সে বিলাপ করিতেছে জানিয়া আইস।' (২২—৩৫) বীরবর এই কথা শ্রবণকরতঃ, 'আমি তাহাই করিব' বলিয়া কটিদেশে খড়্গ এবং অসিহস্তে তথা হইতে যাত্রা করিল। পৃথিবী বিদ্যুৎস্বরূপ একচক্ষুসমন্বিত নবমেঘে কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষসের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিল। শিলারূপী বৃহৎ বৃহৎ বৃষ্টি বিন্দু পতিত হইতেছিল। নৃপতি শূদ্রক এই প্রকার রজনীতে তাহাকে একাকী

গমন করিতে দর্শন করিয়া করুণার এবং ঔৎসুক্যে প্রাসাদশীর্ষ হইতে অবতরণ-পূর্বক অসিহস্তে অলক্ষিতে একাকী তাহার অনুগমন করিল। অধ্যবসায় সহকারে বীরবর বিলাপধ্বনির দিকে অগ্রসর হইয়া নগরীর বহির্দেশস্থ একটি তড়াগসমীপে উপনীত হইয়া তথায় বারিমধ্যে জনৈকা রমণীকে এই বলিয়া বিলাপ করিতে দেখিল, 'হায় বীর। হায় কৃপালু উদার পুরুষ। তোমা বিহনে আমি কি প্রকারে জীবন ধারণ করিব? নৃপতিকর্তৃক অনুসৃত বীরবর সাশ্চর্যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কে এবং কেন এই প্রকার বিলাপ করিতেছ?' তখন সে তাহাকে প্রত্যুত্তর করিল, 'প্রিয় বীরবর, আমি এই ধরণী, ধার্মিক নৃপতি শূদ্রক সম্প্রতি আমার পতি, অদ্য হইতে তৃতীয় দিবসে তাহার মৃত্যু হইলে আমি আর কোথায় তাহার ন্যায় অন্য পতি লাভ করিব? সেইজন্যই আমি তাহার এবং আমার নিমিত্ত শোকান্বিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছি।' এইকথা শ্রবণ করিয়া বীরবর সশঙ্কিত চিত্তে বলিল, 'দেবি, জগৎরক্ষক প্রভুর মৃত্যু নিবারণ করিবার কোনও উপায় আছে কি?'

তাহার এই বচন শ্রবণ করিয়া ধরণীদেবী বলিলেন, 'ইহার একটি মাত্র উপায় তুমি অবলম্বন করিতে পার।' তখন বীরবর বলিল, 'দেবি, যাহাতে আমি এখনই উহা প্রয়োগ করিতে পারি আপনি অবিলম্বে তাহা বলুন। অন্যথা আমার জীবনের কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?' (৩৬—৪৮) এই কথা শ্রবণ করিয়া ধরণীদেবী তাহাকে বলিলেন, 'তোমার মত সাহসী এবং প্রভুভক্ত আর কে আছে? সুতরাং তাহার কি প্রকারে মঙ্গল হইবে শ্রবণ কর। যে উত্তমা চণ্ডীদেবী তাঁহার ভক্তদিগের নিকট সর্বদা আত্মপ্রকাশ করিতে উন্মুখ এবং যাঁহার নিমিত্ত নৃপতি তাহার প্রাসাদ সমীপে মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে তাহার নিকট যদি তুমি তোমার পুত্র সত্ত্ববরকে নিবেদন কর তবে রাজার মৃত্যু হইবে না। সে আরও একশত বৎসর জীবিত থাকিবে। যদি তুমি অবিলম্বে এই কার্য্য সম্পাদন কর তবে তাহার নিরাপত্তা বিহিত হইবে। আর যদি তাহা না কর তবে অদ্য হইতে তৃতীয় দিবসে সে নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।'

ধরণীদেবী এই কথা বলিলে বীরবর কহিল, 'দেবি, আমি গমনপূর্বক এই মুহূর্তেই ঐ কার্য সম্পাদন করিব।' ধরণীদেবী তখন, 'তুমি সফলকাম হও' এই কথা বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। গুপ্তভাবে বীরবরের অনুগামী নৃপতি এই সমস্তই শ্রবণ করিল।

অতঃপর বীরবর অন্ধকারে সত্বর তাহার আলয়ে গমন করিলে নৃপতি শূদ্রক ও সৌৎসুক্যে অলক্ষিতে তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল। তথায় সে পত্নী ধর্মবতীকে জাগ্রত করিয়া কি প্রকারে ধরণীদেবী তাহাকে নৃপতির নিমিত্ত পুত্রকে বলিদান করিতে হইবে তাহা নিবেদন করিলে তাহা শ্রবণ করিয়া ধর্মবতী বলিল,

'নাথ, নৃপতির মঙ্গলবিধান আমাদের করিতেই হইবে। সুতরাং আমাদের পুত্রকে জাগ্রত করিয়া তুমি স্বয়ং তাহাকে এই কথা বল।' তখন বীরবর তাহার সুপ্ত বালকপুত্রকে জাগ্রত করিয়া যাহা ঘটিয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়া বলিল, 'সুতরাং বৎস, তোমাকে যদি চণ্ডিকাদেবীর নিকট উপহার প্রদান করা হয় তবে নৃপতি জীবিত রহিবেন। নতুবা তৃতীয় দিবসে তাঁহার মৃত্যু হইবে।' এই কথা শ্রবণ করিয়া বালক হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় নামের মর্যাদা রক্ষা করিয়া অক্লীবচিত্তে সে বলিল, 'আমার জীবন দান করিলে যদি ভূপতির জীবন রক্ষা হয় তবে আমার সমস্ত মনস্কামনাই পূর্ণ হইবে কারণ আমি তাঁহার অন্নঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হইব। সুতরাং এই বিষয়ে বিলম্বের আর কি প্রয়োজন আছে? আমাকে ভগবতীর নিকট উপহার প্রদান কর এবং প্রভুর শান্তি লাভ হউক।' (৪৯—৬২)

সত্ত্বর এই কথা বলিলে বীরবর প্রত্যুত্তর করিল, 'সাধু, সাধু, তুমি আমার উপযুক্ত পুত্র।' নৃপতি, বহির্দেশ হইতে সমস্ত শ্রবণ করিয়া মনে মনে বলিল, 'উহারা সকলেই সমান সত্ত্বশীল।'

অতঃপর বীরবর পুত্র সত্ত্বরকে স্কন্ধে স্থাপন করিলে তাহার ভার্য্যা ধর্মবতী তাহাদের দুহিতা বীরবতীর সহিত চণ্ডী মন্দিরে সেই রজনীতে উভয়ে গমন করিলে নৃপতি শূদ্রক প্রচ্ছন্ন রহিয়া তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিল। তখন পিতা সত্ত্বরকে স্বীয় স্কন্ধ হইতে বিগ্রহের সম্মুখে অবতরণ করাইলে ধৈর্য্যশীল সত্ত্বর দেবীকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'আমার শির উপহার প্রদান করিয়া নৃপতি শূদ্রকের জীবন রক্ষা করা হউক। হে দেবি, তিনি যেন আরও একশত বৎসর নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হন।' বালক সত্ত্বর এই কথা বলিলে, 'সাধু, সাধু' এই বাক্য উচ্চারণপূর্বক বীরবর অসি নিষ্কাষণপূর্বক পুত্রের শিরশ্ছেদন করিয়া বলিল, 'আমার পুত্রোৎসর্গে ভূপতির জীবন রক্ষা হউক।' তৎক্ষণাৎ আকাশ হইতে দৈববাণী শ্রুত হইল, 'সাধু, বীরবর, সাধু। তোমার মত রাজভক্ত আর কে আছে?' তুমি তোমার একমাত্র মহৎ পুত্রকে উৎসর্গ করিয়া নৃপতি শূদ্রকের জীবন এবং রাজ্য রক্ষা করিয়াছ।' অতঃপর বীরবর-দুহিতা বালিকা বীরবতী হত ভ্রাতার শির আলিঙ্গনকরতঃ অতিশয় শোকে মুহ্যমান হইয়া বিলাপ করিতে করিতে ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিল। গুপ্তস্থানে লুক্কায়িত রহিয়া রাজা সমস্তই দর্শন এবং শ্রবণ করিয়াছিল। (৬৩—৭৪)

অতঃপর বীরবরপত্নী ধর্মবতী তাহাকে বলিল, 'নৃপতির সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইল, এখন তোমাকে আমার কিছু বলিবার আছে। আমার জ্ঞানহীনা বালিকা কন্যা ভ্রাতার শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এই সন্তানদ্বয় হারাইয়া আমার আর জীবনের কি প্রয়োজন আছে? আমি মূঢ়তাবশতঃ নৃপতির

কল্যাণের নিমিত্ত দেবীর নিকট ইতঃপূর্বে স্বীয় শির উৎসর্গ করি নাই, এখন আমাকে সন্তানদিগের দেহের সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিতে অনুমতি প্রদান কর।' এই প্রকারে অনুরুদ্ধ হইয়া বীরবর তাহাকে বলিল, 'তুমি তাহাই কর, তোমার মঙ্গল হউক। হে মনস্বিনি সন্তানদিগের নিমিত্ত দুঃখপূর্ণ জীবন যাপন করিয়া তুমি আর কি সুখলাভ করিবে? কিন্তু স্বীয় জীবন উৎসর্গ কর নাই বলিয়া দুঃখিত হইও না। পুত্র ব্যতীত অন্য কাহারও জীবনের বিনিময়ে যদি কর্ম সিদ্ধ হইত তবে আমি কি আমার জীবন উৎসর্গ করিতাম না? দেবীমন্দিরের চতুর্দিকে বেষ্টন করিবার নিমিত্ত যে কাষ্ঠরাশি সংগৃহীত হইয়াছে উহা দ্বারা আমি যতক্ষণ চিতা প্রস্তুত করি ততক্ষণ অপেক্ষা কর।'

এই কথা বলিয়া বীরবর কাষ্ঠ দ্বারা চিতা নির্মাণপূর্বক আলোকবর্ত্তিকায় উহা প্রজ্বলিত করিয়া সন্তানদ্বয়ের দেহ তদুপরি স্থাপিত করিলে তাহার ধর্মশীলা ভার্য্যা ধর্মবতী তাহার পদতলে পতিত হইয়া চণ্ডীকে অর্চনা করিয়া তাহার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিল 'এই আর্য্যপুত্রকে যেন পরজন্মেও পতিরূপে প্রাপ্ত হই। আমার জীবন দান দ্বারা তাহার প্রভু নৃপতির কল্যাণ হউক।' ধার্মিক নারী এইবাক্য উচ্চারণপূর্বক কেশ কলাপের ন্যায় প্রজ্বলিত চিতানলে অবহেলায় প্রবেশ করিল। (৭১—৮৫)। তখন শূর বীরবর মনে মনে চিন্তা করিল, আকাশবাণীর কথামত নৃপতির স্বার্থে যাহা করিবার আমি ত তাহা সম্পাদন করিয়াছি। প্রভুর নিকট ভোজ্যঋণ পরিশোধ করিয়াছি। এখন একাকী অবস্থায় কেন জীবন ধারণ করিয়া রহিব? প্রিয় পরিজন, যাহাদিগকে পালন করা কর্ত্তব্য, তাহাদিগকে উৎসর্গ করিবার পর আমার মত পুরুষের পক্ষে জীবনধারণ করা আর শোভা পায় না। সুতরাং স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করিয়া চণ্ডিকা দেবীর তৃপ্তি সাধন করি না কেন?' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে প্রথমে এই প্রকারে দেবীর স্তুতিবাদ করিতে লাগিল 'মহিষাসুরমর্দিনি, তোমার জয় হউক। রুরু দানব নিধনকারিনী ত্রিশূলধারিনী দেবি! তোমার জয় হউক। দেবতাদিগের আনন্দদায়িনী, ত্রিভুবনের মাতৃবর দেবি! তোমার জয় হউক। ভক্তদিগের নিঃশেষে মোক্ষদায়িনী আশ্রয়স্থল তোমার জয় হউক। যিনি ভাস্কর কিরণ ধারণপূর্বক বিপদান্ধকার বিদূরিত করেন তাহার জয় হউক। মুণ্ডমালা-ধারিণী কপালিনী কালি, তোমার জয় হউক। হে শিবে তোমার জয় হউক! আমার মস্তকোপহার গ্রহণপূর্বক সম্প্রতি নৃপতি শূদ্রকের প্রতি প্রসন্ন হও।' এইরূপ বাক্যে দেবীর স্তবকরতঃ সে অকস্মাৎ খড়্গাঘাতে স্বীয় মস্তক ছেদন করিল।

গুপ্তস্থান হইতে এই সমস্ত অবলোকনপূর্বক রাজা শূদ্রক আকুল, দুঃখিত এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিল, "এই সাধু এবং তাহার স্বজনেরা আমার নিমিত্ত অদ্ভুত এবং দুষ্কর কার্য্য করিয়াছে। পৃথিবীতে কখনও এই-

রূপ দৃষ্ট হয় নাই। এই বিচিত্র এবং বিস্তৃত সংসারে কাহাকেও বিদিত না করিয়া প্রভুর নিমিত্ত গোপনে আত্মদানকারী এই প্রকার মহৎ ব্যক্তি কোথায় দৃষ্ট হইবে? (ইহার অগ্রে পুস্তকান্তরে আছে, 'মহত্ত্ব নষ্ট হইলে কেবল অখ্যাতিই প্রাপ্ত হওয়া যায়') যদি এই উপকারের প্রতিদান করিতে সমর্থ না হই তবে পশুবৎ জীবনযাত্রা করিবার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?' (৮৬—৯৭) বীর নরপতি এইরূপ চিন্তা করিয়া কোষ হইতে অসি মুক্তকরতঃ দেবীর নিকট আগমন করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিল, দেবি! আপনার সতত অর্চক আপনাকে শিরোৎসর্গকারী আমাকে একটি বর প্রদান করুন। নামসদৃশ কর্ম সম্পাদনকারী এই দ্বিজ বীরবর যে আমার হিতার্থে জীবন বিসর্জন করিয়াছে সে সপরিবারে জীবিত হউক।' এইরূপ প্রার্থনা করিয়া নৃপতি শূদ্রক অসি দ্বারা স্বীয় মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলে. আকাশ হইতে দৈববাণী শ্রুত হইল, 'এই প্রকার দুঃসাহসিক কার্য্য করিও না। আমি তোমার শৌর্য্যে সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই বিপ্র বীরবর সভার্যা এবং সসন্তান পুনরায় জীবিত হউক।' এইরূপ বাক্য উচ্চারণপূর্বক বাণী নীরব হইলে পুত্র, কন্যা এবং ভার্য্যাসহ অক্ষত বীরবর পুনরায় জীবিত হইল। এই অদ্ভুত দৃশ্য অবলোকন করিয়া নৃপতি পুনরায় সত্বর প্রচ্ছন্ন হইয়া হর্ষাশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহাদিগকে দর্শন করিতে লাগিল।

সত্বর সুপ্তোত্থিত বীরবর নিজেকে, সন্তানদিগকে এবং ভার্য্যাকে জীবিত দর্শন করিয়া বিভ্রান্ত হইল। সে স্ত্রী এবং সন্তান প্রত্যেককে নাম ধরিয়া আহ্বানকরতঃ বলিল, 'তোমরা ভস্মীভূত হইয়া পুনরায় কি প্রকারে জীবিত হইলে? আমিও ত স্বীয় শিরশ্ছেদন করিয়াছিলাম। এখন আবার কি প্রকারে জীবনলাভ করিলাম? ইহা কি মায়া না দেবীর অনুগ্রহ?' সে এই কথা বলিলে তাহার পত্নী ও সন্তান প্রত্যুত্তর করিল, 'আমাদের পুনরুজ্জীবিত হওয়া দেবীর অনুগ্রহের ফল, যাহা আমরা জ্ঞাত নহি।' বীরবরও ঐ বাক্য সমর্থনপূর্বক অম্বিকাদেবীকে প্রণাম করিয়া ঈপ্সিত কার্য্য সিদ্ধান্তে পুত্র এবং সন্তানগনের সহিত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। (৯৮—১০৯)

পুত্র, পত্নী এবং কন্যাকে তথায় রাখিয়া সে সেই রজনীতে পুনরায় নৃপতির সিংহদ্বারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পূর্ববৎ তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। রাজা শূদ্রকও যে সকলের অলক্ষিতে সমস্ত ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিল, পুনরায় প্রাসাদশীর্ষে গমনপূর্বক তথা হইতে উচ্চৈঃস্বরে শুধাইল, 'সিংহদ্বারে কে অবস্থান করিতেছ?' তখন বীরবর প্রত্যুত্তর করিল, 'মহারাজ! আমি স্বয়ং হেথায় বর্ত্তমান রহিয়াছি। আপনার আদেশমত সেই নারীর অন্বেষণে গমন করিলে সে দৃষ্টমাত্রই রাক্ষসীবৎ অন্তর্ধান করিল।'

বীরবরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপতি যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সে স্বয়ং সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে চিন্তা করিল, 'মনস্বীদিগের চিত্ত সমুদ্রের ন্যায় গভীর। অনন্যসামান্য কর্ম করিলেও তাহার উল্লেখমাত্রও করেন না।' এইরূপ চিন্তা করিয়া নৃপতি প্রাসাদশীর্ষ হইতে নীরবে অবতরণপূর্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সেই রজনী যাপন করিল।

পরদিবস প্রাতে বীরবর রাজসভায় উপস্থিত হইলে হৃষ্ট নৃপতি বীরবর রজনীতে যাহা যাহা করিয়াছিল মন্ত্রীদিগের নিকট তৎ সমুদয় বর্ণনা করিলে তাহারা সকলে আশ্চর্য্যান্বিত এবং মোহিত হইল। তখন ভূপতি তাহার প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ বীরবর ও তাহার পুত্রকে লাট এবং কর্ণাট রাজ্য দান করিল। তখন সমপর্য্যায়ে স্থিত শূদ্রক এবং বীরবর নৃপতিদ্বয় পরস্পরের উপকার সম্পাদনপূর্বক সুখে বাস করিতে লাগিল। (১১০—১২০)

বেতাল এই অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী বর্ণনা করিয়া নৃপতি ত্রিবিক্রমসেনকে বলিল, 'রাজন্, এখন বল, ইহাদের মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীর। জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও যদি উত্তর প্রদান না কর তবে মৎকথিত পূর্ববৎ অভিশাপগ্রস্ত হইবে।'

এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি বেতালকে প্রত্যুত্তর করিল, 'ইহাদের মধ্যে রাজা শূদ্রকই সর্বশ্রেষ্ঠ বীর!' তখন বেতাল বলিল, 'বীরবর কি শ্রেষ্ঠতর নয়? অথবা তাহার পুত্র, যে বালক হওয়া সত্ত্বেও এই প্রকার অনবদ্য শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিল, সে ও কি শ্রেষ্ঠতর নয়? তুমি নৃপতি শূদ্রককে ইহাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বীররূপে আখ্যাত করিতেছ কেন?'

বেতাল এই কথা বলিলে ভূপতি প্রত্যুত্তর করিল, 'এইরূপ বলিও না, উচ্চ-কুলোদ্ভব বীরবরের পারিবারিক কর্ত্তব্যই হইতেছে যে নৃপতির সংরক্ষণের নিমিত্ত দারা, পুত্র এবং নিজের জীবন বিসর্জন করা। তাহার সদ্বংশজা পত্নীরও পতিই একমাত্র উপাস্য এবং পতিদর্শিত পথে চলা ব্যতীত তাহার আর কিছু করিবার নাই। তাহাদের পুত্র সত্ত্ববরও তাহাদেরই মত। সূত্র যেরূপ হইবে বস্ত্রও তদনুরূপ হইবে। কিন্তু শূদ্রক তাহাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কারণ যে ভৃত্যবর্গ জীবন বিসর্জনপূর্বক নৃপতির জীবনরক্ষা করে তিনি তাহাদের নিমিত্ত স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।

বেতাল নৃপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার স্কন্ধ হইতে তৎক্ষণাৎ অবতরণপূর্বক মায়াবলে অদৃশ্য হইয়া তাহার পূর্বস্থানে গমন করিলে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ নৃপতিও রজনীতে তাহাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত পূর্বপথে শ্মশানে গমন করিল। (১২১—১৩২)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত

কথাসরিৎসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের একাদশ তরঙ্গ সমাপ্ত।

শ্লোক সংখ্যা—১৩২

ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা—১৫, ২৪৭।

দ্বাদশ তরঙ্গ

পঞ্চম বেতাল

অতঃপর নরপতি ত্রিবিক্রমসেন শিংশপাতরুর নিকট গমন করিয়া তথায় বেতালকে পূর্ববৎ শবদেহে দেখিতে পাইয়া তাহাকে নামাইয়া তাহার প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়া পুনরায় স্বীয় গম্যস্থানে ত্বরিৎগতিতে যাত্রা করিল। পূর্বের মৌন অবস্থায় মহাশ্মশান হইতে রজনীতে গমন করিতে থাকিলে তৎস্কন্ধোপরি বেতাল তাহাকে বলিল, 'তুমি কষ্টসাধ্য ব্রত গ্রহণ করিয়াছ। তোমাকে দেখামাত্রই তোমার প্রতি আমার প্রীতি জন্মিয়াছে। তোমার চিত্তবিনোদনার্থ একটি কাহিনী বলিতেছি, শ্রবণ কর ঃ—

সোমপ্রভা এবং তাহার প্রণয়ীত্রয়ের কাহিনী

উজ্জয়িনী নগরীতে নৃপতি পুণ্যসেনের আশ্রিত তাহার মন্ত্রী হরিস্বামী নামক দ্বিজ বাস করিত। সমকুলজা পত্নীর গর্ভে তাহার দেবস্বামী নামক তৎতুল্য পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, হরিস্বামীর সার্থকনামা সোমপ্রভা নামক অপূর্বসুন্দরী কন্যাও জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার বিবাহকাল আসন্ন হইলে সেই রূপগর্বিতা যুবতী মাতৃপ্রমুখাৎ পিতা এবং ভ্রাতার নিকট এই বার্ত্তা প্রেরণ করিল, 'যদি আমার জীবনের প্রতি তোমাদের আকর্ষণ থাকে তবে আমাকে শৌর্য্যশালী অথবা জ্ঞানী অথবা মায়াবিদ্যায় পারদর্শী বরের সহিত বিবাহ প্রদান করিবে, অন্য কাহারও সহিত নহে।' এই কথা শ্রবণ করিয়া পিতা হরিস্বামী ঐ তিন শ্রেণী হইতে কন্যার নিমিত্ত বর নির্বাচন করিতে ব্যস্ত হইল। এই সময়ে আক্রমণকারী দক্ষিণাপথের এক ভূপতির সহিত সন্ধি স্থাপনের নিমিত্ত নৃপতি পুণ্যসেন তাহাকে প্রেরণ করিলে সেই কার্য্য সম্পাদিত হইলে তাহার কন্যার রূপলাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া এক দ্বিজ আগমনকরতঃ তাহার দুহিতার পাণি প্রার্থনা করিল। হরিস্বামী পরিণয়প্রার্থী সেই ব্রাহ্মণকে বলিল, 'শৌর্য্যশালী, জ্ঞানী অথবা মায়াবিৎ না হইলে আমার কন্যার পছন্দ হইবে না। আপনি ইহার মধ্যে কোন্ শ্রেণীভুক্ত? হরিস্বামী এই কথা বলিলে বিবাহার্থী সেই বিপ্র বলিল, 'আমি মায়াবিদ্যাবিৎ।' হরিস্বামী প্রত্যুত্তর করিল, 'তবে আপনার মায়াবল আমাকে প্রদর্শন করান।' সেই অলৌকিক শক্তিধর তৎক্ষণাৎ স্বীয় বিদ্যাবলে একটি আকাশগামী যান প্রস্তুত করিয়া হরিস্বামীকে সেই রথে উপবিষ্টকরতঃ স্বর্গাদি জগৎ সমূহ প্রদর্শন করাইয়া প্রহৃষ্ট হরিস্বামীকে কার্যব্যপদেশে

আগত সেই দাক্ষিণাত্য নৃপতির স্কন্ধাবারে তাহাকে পুনরায় আনয়ন করিল। হরিস্বামী তখন সেই মায়াবিদ্যাবিদের হস্তে কন্যা সম্পদান করিতে স্বীকৃত হইয়া তখন হইতে সপ্তম দিবস বিবাহ লগ্ন বলিয়া স্থির করিল। (১—১৮)

ইতোমধ্যে উজ্জয়িনীতে আর একজন বিপ্র হরিস্বামীপুত্র দেবস্বামীর নিকট আগমনপূর্বক তাহার ভগিনীর পাণি প্রার্থনা করিল। দেবস্বামী তাহাকে বলিল, 'আমার ভগিনী জ্ঞানী, মায়াবিদ্যাবিৎ অথবা শৌর্যশালী পুরুষ ব্যতীত আর কাহাকেও পতিরূপে গ্রহণ করিবে না।' তখন সে বলিল, 'আমি বীর পুরুষ।' যখন সেই বীর অস্ত্রশস্ত্রের পারঙ্গমতা প্রদর্শন করাইল তখন দেবস্বামী অনুজাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইল এবং গণকদিগের উপদেশানুসারে পিতা অন্য বিবাহার্থীকে যেরূপ বলিয়াছিলেন মাতার অজ্ঞাতে সেই সপ্তমদিবসেই অনুজার বিবাহের দিন ধার্য করিল।

ঠিক সেই সময়ে হরিস্বামীর পত্নী সোমপ্রভার মাতার নিকট তৃতীয় ব্যক্তি আগমনকরতঃ একান্তে তাহার দুহিতার পাণিপ্রার্থনা করিলে সে তাহাকে বলিল, 'আমার কন্যা জ্ঞানী. শৌর্যবান অথবা মায়াবিদ্যাবিৎ স্বামী গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক।' তখন সে প্রত্যুত্তর করিল, 'মাতঃ, আমি জ্ঞানী।' সে তখন তাহাকে ভূত এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া সেই অলৌকিক জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের হস্তে সপ্তম দিবসে কন্যা সম্প্রদান করিতে স্বীকৃত হইল।

পরদিবস হরিস্বামী গৃহে প্রত্যাবৃত হইয়া তাহার পত্নী এবং পুত্রের নিকট কন্যার বিবাহের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিলে তাহারাও পৃথকভাবে তাহাদের প্রতিশ্রুতির কথা বলিলে বরত্রয় নিমন্ত্রিত হইয়াছে বলিয়া সে উদ্বিগ্ন হইল। (১৯—২৭)

বিবাহ দিবসে জ্ঞানী, মায়াশাস্ত্রবিৎ এবং শৌর্যশালী বরত্রয় হরিস্বামীর গৃহে সমাগত হইলে একটি অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গেল। বধূকন্যা সোমপ্রভা অজ্ঞাতভাবে কোথায় প্রস্থান করিয়াছে এবং অন্বেষণ করিয়াও তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া গেল না। তখন হরিস্বামী সৌৎসুক্যে জ্ঞানীকে বলিল, 'হে জ্ঞানী, সত্বর আমাকে বলুন, আমার কন্যা কোথায় প্রস্থান করিয়াছে।' তাহা শ্রবণ করিয়া জ্ঞানী তাহাকে বলিল, 'রাক্ষস ধূম্রশিখা তাহাকে স্বীয় আবাসে বিন্ধ্যাটবীতে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।' জ্ঞানী হরিস্বামীকে এই কথা বলিলে সে ভীত হইয়া বলিল, 'হায়। হায়। কি প্রকারে তাহাকে উদ্ধার করা যাইবে? কি প্রকারেই বা তাহার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইবে?' তখন মায়াবিদ্যাবিৎ এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল. 'ধৈর্যধারণ করুন। জ্ঞানীর কথামত আপনার কন্যা যেথায় অবস্থান করিতেছে আমি আপনাকে এই মুহূর্তেই তথায় লইয়া যাইব।' এই কথা বলিয়া সে পূর্ববৎ একটি আকাশগামী রথ প্রস্তুত করিয়া সর্বপ্রকার অস্ত্রে উহা সজ্জিতকরতঃ হরিস্বামী জ্ঞানী এবং বীরপুরুষকে তদুপরি স্থাপন

করিয়া জ্ঞানীবর্ণিত বিন্ধ্যারণ্যে রাক্ষসের আবাসস্থলে মুহূর্তের মধ্যে তাহাদিগকে লইয়া গেল। যাহা ঘটিয়াছে তাহা দর্শন করিয়া ক্রুদ্ধ রাক্ষস বহির্গত হইলে হরিস্বামী কর্তৃক প্রেরিত বীরপুরুষ তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিল। তখন রাম রাবণের যুদ্ধের ন্যায় উভয় কন্যাপ্রার্থী নর ও রাক্ষসের ভিতর নানা অস্ত্রে বিচিত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্ষণকালের মধ্যেই অর্ধচন্দ্রবাণে বীরপুরুষ সেই দুর্মদ রাক্ষসের শিরশ্ছেদন করিলে তাহারা রাক্ষসাবাসে প্রাপ্ত সোমপ্রভাকে সঙ্গে লইয়া মায়াবিদ্যাবিদের রথে প্রত্যাবর্তন করিল। (২৮—৩৯)

হরিস্বামীর গৃহে সকলে সমাগত হইলে শুভলগ্ন আগত হওয়া সত্ত্বেও উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল না। কারণ জ্ঞানী, মায়াবিদ্যাবিৎ ও বীরপুরুষদিগের মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইল। জ্ঞানী বলিল, 'আমি যদি না জানিতাম এই কন্যা কোথায় লুক্কায়িত আছে তবে উহাকে কি প্রকারে আবিষ্কার করা যাইত? সুতরাং উহাকে আমার হস্তে সম্প্রদান করা উচিত।' মায়াবিদ্যাবিৎ বলিল, 'আমি যদি ব্যোমগামী বিমান প্রস্তুত না করিতাম তবে তোমরা দেবতাদিগের মত তথায় মুহূর্তকালমধ্যে গমন এবং প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হইতে না। রথ ব্যতীত রথী রাক্ষসের সহিত কি উপায়ে যুদ্ধ করিত? সুতরাং কন্যাকে আমরা হস্তে সম্প্রদান করা হউক আমিই এই শুভলগ্ন অর্জন করিয়াছি।' বীরপুরুষ বলিল, 'রণে যদি আমি রাক্ষসকে হত্যা না করিতাম তবে তোমাদের সকলের চেষ্টা সত্ত্বেও এই কন্যা কি প্রকারে এই স্থানে নীত হইত? সুতরাং এই কন্যা আমার প্রাপ্য।' তাহারা যখন এই প্রকারে বিবাদ করিতেছিল তখন হরিস্বামী উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছিল।

এখন রাজন্, বল কাহাকে কন্যা সম্প্রদান করা উচিত? জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও তুমি যদি উত্তর প্রদান না কর তবে তোমার শির চূর্ণ-বিচূর্ণ হইবে।' বেতালের নিকট হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, 'বীর-পুরুষের হস্তে কন্যাকে সম্প্রদান করা উচিত, কারণ যুদ্ধে প্রাণপণ করিয়া রাক্ষসকে বাহুবলে হত্যা করিয়া সে কন্যাকে জয় করিয়াছে। বিধাতা জ্ঞানী এবং মায়াবিদ্‌কে উহার যন্ত্রস্বরূপ করিয়াছিলেন। গণক এবং কারুবিদেরা কি সতত অন্যের সহায়করূপে কর্ম সম্পাদন করে না?

নৃপতির এই উত্তর শ্রবণ করিয়া বেতাল তাহার স্কন্ধ হইতে অবতরণপূর্বক পূর্ববৎ স্বীয় স্থানে প্রত্যাবর্তন করিলে ভূপতি কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত না হইয়া তাহার অন্বেষণে যাত্রা করিল। (৪০—৫০)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের দ্বাদশ তরঙ্গ সমাপ্ত।

শ্লোক সংখ্যা—৫০
ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা—১৫, ২৯৭।

ত্রয়োদশ তরঙ্গ

ষষ্ঠ বেতাল

নৃপতি ত্রিবিক্রমসেন পুনরায় শিংশপাতরুর নিকট গমনপূর্বক পূর্ববৎ স্কন্ধোপরি বেতালকে স্থাপিত করিয়া দ্রুতবেগে নীরবে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিলে পথিমধ্যে বেতাল তাহাকে বলিল, (পাঠান্তর—পৃষ্ঠস্থিত বেতাল তাহাকে বলিল) 'রাজন্, তুমি জ্ঞানী এবং সাহসী এবং সেই নিমিত্ত তুমি আমার প্রিয়। তোমাকে একটি বিচিত্র কাহিনী নিবেদন করিব। উত্তমরূপে আমার প্রশ্নে মনঃসংযোগ করিবে।

ভ্রাতা এবং পতির মস্তক বিনিময়কারিণী রমণীর কাহিনী

যশঃকেতু নামক এক বিখ্যাত নরপতি ছিল। শোভাবতী নগরীতে তাহার রাজধানী ছিল। সেই নগরীতে গৌরী দেবীর একটি সুন্দর মন্দির ছিল এবং উহার দক্ষিণদিকে গৌরীতীর্থ নামক সরোবর ছিল। প্রতি বৎসর শুক্লা চতুর্দশীতে তথায় একটি উৎসব হইত। উহাতে পৃথিবীর নানাদিক হইতে বহু ব্যক্তি স্নান করিবার নিমিত্ত আগমন করিত।

একদা সেইদিবস ব্রহ্মস্থল গ্রাম হইতে ধবল নামক জনৈক রজক তথায় স্নানার্থে আগতা মদনসুন্দরী নাম্নী কন্যার সাক্ষাৎ লাভ করিল। ইন্দুলাবণ্য-লুণ্ঠকারী সেই কন্যা তাহার হৃদয় হরণ করিয়াছিল এবং তাহার নাম ও পরিবারের পরিচয় সংগ্রহান্তে সে কামার্ত্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তথায় মদনসুন্দরী বিহনে অস্থির হইয়া অনাহারে থাকিলে মাতা কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া সে তাহার মনোগত অভিপ্রায় তাহার নিকট ব্যক্ত করিল। ভর্ত্তা বিমলকে সেই কথা বলিলে সে পুত্র সমীপে আগমনকরতঃ তাহাকে সেই অবস্থায় দর্শন করিয়া বলিল, 'অতি সহজলভ্যা বিষয়ের নিমিত্ত তুমি এত বিষাদগ্রস্ত হইয়াছ কেন? শুদ্ধপটকে বলিলেই সে তোমাকে তাহার কন্যা সম্প্রদান করিবে। আমরা কুলে, বিত্তে এবং কর্মে তাহার সমকক্ষ। আমি তাহাকে জানি এবং সেও আমাকে জানে, সুতরাং আমার পক্ষে এই কার্য্য দুষ্কর হইবে না।' (১—১০) বিমল এই প্রকারে পুত্রকে আশ্বস্ত করিলে সে আহার্য্যাদি গ্রহণ করিল এবং পরদিবস সে তাহার সহিত শুদ্ধপটের গৃহে গমনকরতঃ পুত্র ধবলের নিমিত্ত তাহার কন্যার পাণি প্রার্থনা করিলে শুদ্ধপট সাদরে কন্যাকে সম্প্রদান করিতে স্বীকৃত হইল। অতঃপর শুভলগ্ন নিরূপণকরতঃ ধবলের

সমকুলজাত কন্যা মদনসুন্দরীকে পরদিবস তাহার সহিত বিবাহ দিল। বিবাহান্তে ধবল ভার্যাসহ পিতৃগৃহে সুখী হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। প্রথম দর্শনেই মদনসুন্দরী তাহার প্রেমে পড়িয়াছিল। পিতৃগৃহে সুখে বাস করিতে থাকিলে একদা মদনসুন্দরীর ভ্রাতা তথায় আগমন করিলে সকলে তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। তাহার ভগিনী তাহাকে আলিঙ্গন দ্বারা আপ্যায়িত করিল এবং পরিজনেরা তাহাকে কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিবার পর বিশ্রামান্তে সে অবশেষে তাহাদিগকে বলিল, 'দুর্গাদেবীর উপাসনা উৎসবে মদনসুন্দরী এবং জামাতাকে নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত পিতা কর্ত্তৃক আমি হেথায় প্রেরিত হইয়াছি। কুটুম্ব এবং আত্মীয়স্বজনেরা তাহার বাক্য অনুমোদন করিলে তাহাকে সেই দিবস পানভোজনাদি দ্বারা আপ্যায়িত করা হইল।

পরদিবস প্রাতে ধবল মদনসুন্দরী এবং শ্যালকের সহিত শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিয়া সঙ্গীদ্বয়ের সহিত শোভাবতী নগরীতে উপনীত হইয়া তথায় দুর্গাদেবীর বৃহৎ আয়তনের সমীপবর্ত্তী হইয়া উহা দর্শন করিল। তথায় ভক্তিপূর্ণ হইয়া তাহার পত্নী এবং শ্যালককে বলিল, 'আইস, আমরা দেবী-মন্দির দর্শন করি।' শ্যালক এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে বারণ করিবার নিমিত্ত বলিল, 'আমরা এতজন রিক্তহস্তে কি প্রকারে দেবীকে দর্শন করিব? তখন ধবল বলিল, 'তোমরা বহির্দেশে অপেক্ষা কর, আমি একাকীই গমন করিতেছি।'

এই কথা বলিয়া দেবীর আয়তনে প্রবেশ করিয়া অষ্টদশ হস্ত দ্বারা দানবদলনী পাদপদ্মতলে নিক্ষিপ্ত মহিষাসুরমর্দিনী দেবীর ধ্যান করিতে করিতে বিধির নির্বন্ধে তাহার হৃদয়ে ধর্মভাব জাগ্রত হইলে সে মনে মনে চিন্তা করিল, 'বহু প্রাণী উৎসর্গ করিয়া লোকেরা দেবীর অর্চনা করে, আমি সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত কেন তাহার প্রীত্যর্থে আত্মবিসর্জন করিব না?' এই চিন্তা করিয়া সে অর্চকশূন্য গর্ভগৃহে প্রবেশ করিয়া বহুপূর্বে কোনও যাত্রী কর্ত্তৃক উৎসর্গীকৃত খড়্গ গ্রহণপূর্বক ঘণ্টার শৃঙ্খলে স্বীয় শিরঃবন্ধ করিয়া খড়্গ দ্বারা ছিন্ন করিলে উহা ভূমিতলে পতিত হইল।

তাহার শ্যালক বহুকাল তথায় অপেক্ষা করিয়া তাহাকে প্রত্যাগমন করিতে না দেখিয়া তাহাকে অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত দেবী মন্দিরে প্রবেশকরতঃ ভগ্নী-পতিকে ছিন্নমস্তক অবস্থায় দর্শন করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া সেই খড়্গ দ্বারাই স্বীয় মস্তক ছেদন করিল। (১২—৩১)

ভ্রাতাকেও অনাগত দেখিয়া উদ্‌ভ্রান্তমনা মদনসুন্দরী দেবীর মন্দিরে প্রবেশকরতঃ স্বামী এবং ভ্রাতাকে ঐ অবস্থায় দর্শন করিয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া

বিলাপ করিতে লাগিল, 'হায়! হায়! ইহার কি অর্থ? আমি হত হইলাম।' সে উত্থিত হইয়া এই প্রকারে হত ঐ দুই জনের নিমিত্ত শোক করিতে করিতে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, 'আমারই বা জীবনের এখন কি প্রয়োজন আছে?' দেহত্যাগ করিবার নিমিত্ত উন্মুখ হইয়া সে দেবী সমীপে নিবেদন করিল, 'সৌভাগ্য সতীত্ব এবং ধর্ম বিধায়িণী দেবি। ভর্তা শিবের দেহার্দ্ধ অধিকারিণি, ললনাকুলের আশ্রয়দাত্রী সন্তাপহারিণি, তুমি একই সময়ে আমার ভ্রাতা এবং পতিকে হরণ করিয়াছ কেন? ইহা অনুচিত হইয়াছে, কারণ আমি তোমার চিরভক্ত। তোমার শরণপ্রার্থিনী আমার একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনা শ্রবণ কর। আমি এখনই আমার সঙ্কটগ্রস্ত তনু ত্যাগ করিব। জন্মে জন্মে যেন আমি এই দুই পুরুষকে যেখানেই হউক, আমার পতি এবং ভ্রাতারূপে প্রাপ্ত হই।'

এইরূপ বাক্যে দেবীর স্তব করিয়া সে লতা দ্বারা একটি পাশ প্রস্তুতপূর্বক একটি অশোকতরুতে আবদ্ধ করিয়া যখন ঐ পাশে তাহার মস্তক স্থাপন করিতেছিল, তখন গগনাঙ্গন হইতে এই প্রকার দৈববাণী হইল, (৩-২৪৩) 'বৎস, এই প্রকার দুঃসাহসিক কার্য করিও না। বালিকা হইয়াও তুমি যে সাহস প্রদর্শন করিয়াছ আমি তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছি। পাশ পরিত্যাগপূর্বক তোমার পতির এবং ভ্রাতার দেহে তাহাদের মস্তক সংযোজন কর। আমার বরে উহারা উভয়ে পুনরুজ্জীবিত হইবে।'

বালিকা মদনসুন্দরী পাশ পরিত্যাগপূর্বক অতিশয় হর্ষান্বিত কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত এবং অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া কি করিতেছে, অনুধাবন করিতে অসমর্থ হইয়া বিধিবশতঃ ভর্তার শির ভ্রাতার দেহে এবং ভ্রাতার শির ভর্তার দেহে যুক্ত করিলে উহারা উভয়ে সঞ্জীবিত হইল কিন্তু উহাদের পরস্পরের মস্তকের এবং দেহের বিনিময় সাধিত হইয়াছিল।

তখন হৃষ্টচিত্তে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল পরস্পরে তাহা আলোচনা করিয়া দেবীর অর্চনান্তে ঐ তিনজন তাহাদের যাত্রা আরম্ভ করিল। কিন্তু পথে গমন করিতে করিতে মদনসুন্দরী দেখিতে পাইল যে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া সে উহাদের মস্তক বিনিময় করিয়াছে এবং কি করিতে হইবে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

এখন, রাজন্‌, বল, ঐ দুই মিশ্রিত পুরুষের মধ্যে কে তাহার স্বামী হইবে। যদি জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান না কর তবে তুমি পূর্ববৎ অভিশপ্ত হইবে। নৃপতি ত্রিবিক্রমসেন এই কাহিনী শ্রবণকরতঃ বেতালের প্রশ্নের নিম্নবৎ উত্তর প্রদান করিল, 'উভয়ের মধ্যে যে ব্যক্তির দেহে পতির মস্তক সংযোজিত করা হইয়াছিল সেই উহার স্বামী, মস্তকই দেহের উত্তমাঙ্গ এবং উহা হইতেই মানুষের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।'

নৃপতি এই কথা বলিলে বেতাল পূর্ববৎ তাহার স্কন্ধ হইতে অন্যত্র প্রস্থান করিলে নৃপতি পুনরায় তাহাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিল। (৪৪-৫৩)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত

কথাসরিৎসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের ত্রয়োদশ তরঙ্গ সমাপ্ত।

শ্লোকসংখ্যা—৫৩

ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা—১৫,৩৫০।

চতুর্দশ তরঙ্গ

সপ্তম বেতাল

অতঃপর নৃপতি ত্রিবিক্রমসেন শিংশপা তরুসমীপে পুনরায় গমনপূর্বক তথায় বেতালকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে স্কন্ধোপরি স্থাপনকরতঃ পথ চলিতে আরম্ভ করিলে বেতাল তাহাকে বলিল, 'তোমার পথশ্রান্তি বিনোদন করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট একটি আখ্যায়িকা বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর ঃ—

আশ্রয়প্রার্থীকে জলদেবীর সহিত বিবাহপ্রদাতা নৃপতির কাহিনী

পূর্বসমুদ্রতটে তাম্রলিপ্ত নামক নগরী আছে। তথায় চণ্ডসিংহ নামক নরপতি বাস করিত। সে পরদারে বিমুখ ছিল কিন্তু রণক্ষেত্রে নহে, সে শত্রুদিগের বিত্ত হরণ করিত কিন্তু প্রতিবেশীদিগের বিত্ত স্পর্শ করিত না।

একদা সত্ত্বশীল নামক দক্ষিণাপথের একজন জনপ্রিয় রাজপুত সিংহদ্বারে আগমনপূর্বক আগমনবার্তা ঘোষণা করিল এবং দারিদ্র্য-নিবন্ধন সে এবং অন্য কতিপয় রাজপুত নৃপতির সমক্ষে একটি পুরাতন বস্ত্র ছিন্নভিন্ন করিল। এই প্রকারে সে রাজার আশ্রিত হইয়া বহু বৎসর নৃপতির সেবা করিলেও তাহার দ্বারা কখনও পুরস্কৃত হয় নাই। সে মনে মনে চিন্তা করিল, 'রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমি এত দরিদ্র কেন? এত দারিদ্র্য সত্ত্বেও বিধাতা আমার আশা এত উচ্চ করিয়াছেন কেন? যদিও আমি নৃপতির এইপ্রকার সেবা করি তথাপি আমার অনুচরবর্গ ক্লিষ্ট এবং আমিও বহুকাল যাবৎ ক্ষুধার্ত। কিন্তু এতাবৎ ভূপতি আমার প্রতি দৃষ্টি প্রদান করেন নাই।'

সেই আশ্রিত ব্যক্তি যখন এইপ্রকার চিন্তা করিতেছিল তখন একদিন নৃপতি মৃগয়ায় গমন করিল। সে অশ্ব এবং পদাতিক পরিবৃত হইয়া হিংস্র জন্তু-অধ্যুষিত অরণ্যে গমন করিলে তাহার আশ্রিত ঐ ব্যক্তি লগুড় হস্তে তাহার সম্মুখে ধাবমান রহিল। কিয়ৎকাল মৃগয়া করিবার পর রাজা একটি মুক্ত শূকরের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া অচিরে অন্য একটি দূরস্থিত অরণ্যে উপনীত হইল। তৃণ-পত্রাচ্ছন্ন বিশাল অরণ্যে পথ আবৃত থাকায় সে শূকরহারা হইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল এবং অন্বেষণ করিয়াও পথ বাহির করিতে সমর্থ হইল না। স্বীয় প্রাণের মায়া না করিয়া পদব্রজে ধাবিত হইয়া সেই আশ্রিত পুরুষরাই কেবল ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত হইয়াও তাহার সঙ্গচ্যুত হয় নাই যদিও নৃপতি বেগশালী অশ্বে সমারূঢ় ছিল। (১-১৪) এই প্রকার অবস্থাতেও সেই আশ্রিতব্যক্তিকে তাহার অনুসরণ করিতে দেখিয়া তাহাকে রাজা সস্নেহে বলিল, 'আমরা যে পথে আগমন করিয়াছি তাহা কি তুমি জ্ঞাত আছ?' (পুস্তকান্তরে ইহার পূর্বে এই-রূপ আছে, 'তুমি কোথা হইতে এইস্থানে আগমন করিয়াছ?' সে বলিল, 'আমি দাক্ষিণাত্যে আপনার অনুগত রাজপুত।' ইহা শ্রবণ করিয়া নৃপতি তাহাকে

সস্নেহে বলিল,......) নৃপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, 'দেব, আমি জ্ঞাত আছি। কিন্তু আপনি পরিশ্রান্ত, হেথায় কিয়ৎকাল বিশ্রাম করুন। আকাশকন্যার মেখলার মধ্যমণি স্বরূপ সাজ্জণীপতি এখন তাহার প্রচণ্ড রশ্মিজালসমূহ বিকীরণ করিতেছেন।' এই কথা শ্রবণ করিয়া ভূপতি সস্নেহে তাহাকে বলিল, 'তবে দেখ, কোথাও জল আছে কিনা।' এইকথা বলিয়া সেই আশ্রিত ব্যক্তি একটি উচ্চ বৃক্ষে আরোহণপূর্বক নদী দর্শন করিয়া অবতরণকরতঃ নৃপতিকে তথায় লইয়া গেল। অশ্বপৃষ্ঠ হইতে জিন মোচন করিয়া উহাকে যথেচ্ছ বিশ্রাম করিতে দিয়া শষ্পমুষ্টি এবং বারিদ্বারা সে উহার শ্রান্তি অপনোদন করিল। ভূপতির স্নান সমাপনান্তে সে তাহার বস্ত্রাঞ্চল হইতে মধুর আমলকী ফল বাহির করিয়া উহা ধৌত করিল এবং নৃপতিকে প্রদান করিল। 'উহা কোথা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ?' নৃপতি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে আমলকী হস্তে নতজানু হইয়া তাহাকে বলিল, 'গত দশ বৎসর আমার নৃপতির তুষ্টিবিধানের নিমিত্ত আমি একান্তে অবস্থান না করিয়া মুনিব্রত অবলম্বনপূর্বক এই ফলে জীবন ধারণ করিয়াছি।' (১৫-২০)

এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি বলিল, 'তোমার সত্ত্বশীল নাম যথার্থই হইয়াছে।' লজ্জায় এবং অনুকম্পায় আপ্লুত হইয়া সে মনে মনে চিন্তা করিল, 'ভৃত্যদিগের মধ্যে কে শান্তিতে আছে এবং কে অশান্তিতে আছে যে সকল নরপতিগণ তাহা অনুধাবন করে না তাহাদিগকে ধিক্।' রাজা এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিলে আশ্রিত ব্যক্তির নির্বন্ধাতিশয়ে সে তাহার নিকট হইতে দুইটি আমলকী গ্রহণ করিয়া উহা ভক্ষণপূর্বক বারিপানান্তে ফল এবং জল দ্বারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা অপনোদনকারী সেই আশ্রিতের সহিত কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিল।

নৃপতির অশ্ব আশ্রিত ব্যক্তি সজ্জিত করিলে নৃপতি তাহাতে আরোহণ করিল এবং তাহার পুরোভাগে আশ্রিত ব্যক্তি তাহাকে পথপ্রদর্শন করিয়া চলিতে লাগিল। নৃপতির বহু অনুরোধ সত্ত্বেও সে তাহার অশ্বের পশ্চাতে আরোহণ করিল না। এই প্রকারে রাজা তাহার রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিল এবং পথিমধ্যে তাহার সৈন্যদলের সহিতও সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অতঃপর ভূপতি আশ্রিতজনের রাজভক্তি বিজ্ঞাপিত করিয়া তাহাকে বহু ধনসম্পত্তি দান করিলেও তাহার মনে হইল যে উহাকে উচিতমত পুরস্কৃত করা হয় নাই। তখন সত্ত্বশীল বিত্তবান হইয়া আর আশ্রিত জনরূপে না রহিয়া চণ্ডসিংহ নৃপতির পার্শ্বচর হইল।

একদা নৃপতি সিংহলদ্বীপাধিপতির কন্যার পাণিপ্রার্থী হইয়া সত্ত্বশীলকে সিংহলে প্রেরণ করিল। সমুদ্রযাত্রা করিতে হইবে বলিয়া সে তাহার অভীষ্ট দেবতাকে অর্চনাকরতঃ নৃপতি কর্তৃক নিযুক্ত ব্রাহ্মণদিগের সহিত অর্ণবপোতে আরোহণ করিল। পোত অর্দ্ধপথ গমন করিলে পোতস্থ সকলের বিস্ময় উৎপাদনপূর্বক সমুদ্র হইতে একটি ধ্বজাদণ্ড অকস্মাৎ সমুদ্রমধ্যে উত্থিত হইল। সুবর্ণনির্মিত এই ধ্বজাদণ্ডের উচ্চশির মেঘরাশি স্পর্শ করিয়াছিল এবং নানারঙে রঞ্জিত হইয়া পতাকার ন্যায় আন্দোলিত হইতেছিল। তৎমুহূর্তে অকস্মাৎ মেঘরাজি

আবির্ভূত হইয়া বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল এবং প্রবল বায়ু বহিতে লাগিল। বৃষ্টি এবং বায়ু দ্বারা তাড়িত হইয়া স্তম্ভে আবদ্ধ করিবার নিমিত্ত হস্তিপককর্তৃক তাড়িত হস্তীর ন্যায় সেই অর্ণবপোত ধ্বজাদণ্ডে সংলগ্ন হইয়া উহার সহিত বীচিবিক্ষুব্ধ অম্বুধিতে নিমজ্জিত হইতে লাগিল। (২৪-৩৮)

তখন পোতস্থ বিপ্রবর্গ ভয়াকুল হইয়া চণ্ডসিংহ নরপতিকে স্মরণ করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। বীর সত্ত্বশীল তাহাদের চিৎকার শ্রবণ করিয়া অত্যাধিক প্রভুভক্তিবশতঃ স্থির থাকিতে অসমর্থ হইয়া উত্তরীয় দ্বারা দেহ আবদ্ধ-করতঃ প্রকৃত কারণ নির্ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া খড়্গহস্তে সমুদ্রবেগরোধার্থ সেই ধ্বজাদণ্ড অনুসরণ করিয়া সমুদ্রতরঙ্গে ঝম্প প্রদান করিলে সেই অর্ণবপোত বায়ুবেগে এবং তরঙ্গাঘাতে দূরে মগ্ন হইল এবং পোতস্থ সকলে সামুদ্রিক জন্তুর মুখে পতিত হইল।

সমুদ্রে নিমজ্জিত সত্ত্বশীল চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে পাইল যে সে একটি অপরূপ নগরীতে আগমন করিয়াছে এবং কোথাও সমুদ্রের চিহ্ন দেখিতে পাইল না। রত্নস্তম্ভোপরি নির্মিত স্বর্ণময় প্রাসাদসমূহ তথায় ঝলমল করিতেছিল। রত্নখচিত সোপানাবলী সংযুক্ত তড়াগসমূহ উদ্যানরাজিতে শোভা পাইতেছিল। তথায় সে মেরুসদৃশ উচ্চ নানা মণি শিলাভিত্তিসমন্বিত রত্নখচিত দোদুল্যমান পতাকাযুক্ত দেবী কাত্যায়নীর মন্দির নিরীক্ষণ করিল। দেবীকে প্রণাম করিয়া সে তাহার স্তব করিল এবং উপবিষ্ট হইয়া সবিস্ময়ে চিন্তা করিতে লাগিল ইহা কোন ইন্দ্রজাল কিনা।

ইতোমধ্যে দেবীমন্দিরের সম্মুখবেষ্টিত স্থান হইতে দ্বার উন্মোচনকরতঃ অকস্মাৎ এক দিব্যাঙ্গনার আবির্ভাব হইল। তাহার নয়ন ছিল নীলকমল সদৃশ, তাহার আনন ছিল প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায়, সেই কুসুমস্মিতার দেহ ছিল মৃণালের ন্যায় কোমল। মনে হইল সে যেন একটি চলমান পদ্ম-সরোবর। সহস্র সখী পরিবৃতা হইয়া সে দেবীমন্দিরাভ্যন্তরে এবং সত্ত্বশীলের হৃদয়াভ্যন্তরে যুগপৎ প্রবেশ করিল। দেবী পূজা সম্পাদনকরতঃ সে গর্ভগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেও সত্ত্বশীলের হৃদয় হইতে বহির্গত হইতে পারিল না। সেই দ্যুতিময় স্থানে সে প্রবেশ করিলে সত্ত্বশীলও তাহার অনুসরণ করিল। (৩৯-৫১)

তথায় প্রবেশ করিয়া সে ভোগসম্পদ উদ্যানস্বরূপ অপর একটি অপরূপ নগরী দেখিতে পাইল। তথায় ঐ যুবতীকে একটি রত্নখচিত পর্যঙ্কে উপবিষ্ট দর্শন করিয়া সে তাহার সমীপে গমনপূর্বক তাহার পার্শ্বে অবস্থান করিল। পুলককম্পিতদেহে তাহার আসক্তি জ্ঞাপন করিয়া সে চিত্রাঙ্কিতবৎ যুবতীর আননে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল। সে তাহার প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়াছে অনুভব করিয়া রমণী তাহার সহচরীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহারা তাহার সঙ্কেত হৃদয়ঙ্গম করিয়া সত্ত্বশীলকে শুধাইল, 'তুমি অতিথিরূপে হেথায় সমাগত হইয়াছ, অতএব আমাদের স্বামিনীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া উত্থিত হইয়া স্নানান্তে ভোজন কর।' এই কথা শ্রবণ করিয়া সে কিঞ্চিৎ আশান্বিত হইয়া কোনও প্রকারে গাত্রোত্থানপূর্বক

তাহাদের প্রদর্শিত উদ্যান তড়াগে গমন করিল। তথায় নির্মজ্জিত হইয়া উত্থিত হওয়ামাত্র সে সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল যে তাম্রলিপ্তিতে নৃপতি চণ্ডসিংহের উদ্যানমধ্যস্থ তড়াগে সে অবস্থান করিতেছে। অকস্মাৎ তথায় উপনীত হইয়া সে মনে মনে চিন্তা করিল, 'হায়! হায়! ইহার কি তাৎপর্য? সম্প্রতি আমি এই উদ্যানে রহিয়াছি কিন্তু মুহূর্তকাল পূর্বে আমি সেই দিব্যনগরীতে ছিলাম। ক্ষণকাল মধ্যে আমি সেই সুন্দরীর অমৃতোপম দৃষ্টিহারা হইয়া মহা বিষাক্ত বিরহানলে পতিত হইয়াছি। উহা মোটেই স্বপ্ন ছিল না, আমি জাগ্রত অবস্থাতেই উহা দর্শন করিয়াছিলাম। স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে ঐ পাতালকন্যাগণ আমাকে বঞ্চনা করিয়াছে।

সেই রমণীহারা হইয়া বিফলকাম হইয়া সে যখন এইরূপ চিন্তা করিয়া বিলাপ করিতে করিতে উন্মাদবৎ উদ্যানে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল, তখন উদ্যানপালকগণ তাহাকে ঐ অবস্থায় দেখিতে পাইল। তাহার দেহ বায়ুতাড়িত হরিদ্বর্ণ পুষ্পরেণু দ্বারা আবৃত হওয়ায় মনে হইল সে যেন বিরহানলে দগ্ধ হইতেছে। উদ্যানপালকগণ নৃপতি চণ্ডসিংহকে এইকথা বিজ্ঞাপিত করিলে সে বিভ্রান্ত হইয়া স্বয়ং তথায় আগমনপূর্বক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং তাহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক কহিল, 'সখে, বল কি হইয়াছে? তুমি একস্থানে গমন করিতে যাত্রা করিয়া অন্যস্থানে উপনীত হইয়াছ। তোমার তীর লক্ষ্য ভেদ করে নাই।' এই কথা স্মরণ করিয়া সত্ত্বশীল নৃপতির নিকট তাহার অভিযানবৃত্তান্ত নিবেদন করিলে রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, 'অদ্ভুত ব্যাপার! এই পুরুষ বীর হওয়া সত্ত্বেও আমার পুণ্যবলে প্রেমাসক্ত হওয়ায় আমি উহার ঋণশোধ করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছি।' বীর নৃপতি তাহাকে বলিল, 'অযথা শোক করিও না। আমি সেই পথে লইয়া গিয়া তোমাকে তোমার প্রেয়সী অসুরকন্যার সহিত মিলিত করিব।' এই প্রকার বাক্যদ্বারা সান্ত্বনা প্রদানপূর্বক তাহাকে স্নানাদি দ্বারা তৃপ্ত করিল। (৫২—৬৯)

পরদিবস মন্ত্রীদিগের হস্তে রাজ্যভার অর্পণকরতঃ সত্ত্বশীল প্রদর্শিত পথে রাজা তাহার সহিত অর্ণবপোতে সমুদ্রযাত্রা করিল। মধ্যপথ অতিক্রমনান্তে সত্ত্বশীল পূর্ববৎ পতাকাসহ অপূর্ব ধ্বজাদণ্ড সমুদ্র হইতে উত্থিত হইতে দর্শন করিয়া নৃপতিকে বলিল, 'ঐ যে সেই অত্যাশ্চর্য দিব্য প্রভাবশালী মহাধ্বজাদণ্ড সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়াছে। আমি নির্মজ্জিত হইলে নৃপতিও ধ্বজাদণ্ড অনুসরণ করিয়া নির্মজ্জিত হইবেন।' সত্ত্বশীল এই কথা বলিয়া উভয়ে ধ্বজাদণ্ডের নিকট উপনীত হইলে উহা মগ্ন হইতে লাগিল। প্রথমে সত্ত্বশীল উহার সন্নিকটে ঝম্প প্রদান করিলে নৃপতিও সেই দিকে নির্মজ্জিত হইল এবং উভয়ে অচিরে সেই অপরূপ পুরীতে উপনীত হইল। তথায় ভূপতি সবিস্ময়ে দেবী পার্বতীর আরাধনান্তে সত্ত্বশীলের সহিত উপবিষ্ট হইল।

ইতোমধ্যে সেই দীপ্তিমান মণ্ডপ হইতে মূর্তিমান লাবণ্যের ন্যায় সখী পরিবৃতা হইয়া সেই রমণী নিষ্ক্রান্ত হইলে সত্ত্বশীল বলিল, 'ঐ যে সেই সুমুখী।'

তাহার দৃষ্টি লাভ করিয়া নৃপতির প্রতীতি জন্মিল যে উহার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বশীলের যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে। শুভলক্ষণযুক্ত নৃপতিকে অবলোকন করিয়া সেই রমণী মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, 'এই বরেণ্য পুরুষ কে হইতে পারে?' সে দুর্গাদেবীর মন্দিরে অর্চনার্থ অবজ্ঞাভরে নৃপতি সত্ত্বশীলসহ উদ্যানে গমন করিল।

ক্ষণকাল পরে সৎপতি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত দেবীর নিকট প্রার্থনা করিয়া গর্ভগৃহ হইতে দেবীপূজান্তে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সেই দানবদুহিতা তাহার জনৈকা সখীকে বলিল, 'যে মহাত্মাকে হেথায় দর্শন করিয়াছিলাম, সখি, তিনি কোথায় আছেন নিরূপণ করিয়া তাহাকে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ কর। তিনি কোন বিশিষ্ট সম্মানার্হ পুরুষ হইবেন বলিয়া মনে হইতেছে।' এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সেই পরিচারিকা গমনপূর্বক তাহাকে অন্বেষণ করিয়া বিনীত মস্তকে উদ্যানে গমনকরতঃ স্বামিনীর বার্তা তাহাকে প্রদান করিল। তখন সেই বীর নৃপতি অবহেলাভরে প্রত্যুত্তর করিল, 'এই উদ্যানই যথেষ্ট আনন্দ প্রদান করিতেছে, অন্য প্রকার আতিথ্যের কি প্রয়োজন আছে?' চেটিকা দৈত্যদুহিতাকে এই বার্তা প্রদান করিলে অসুরকন্যা নৃপতিকে উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইবার যোগ্য সত্ত্ববান পুরুষ বলিয়া ধারণা করিল। (৭০—৮৫)

আতিথ্য গ্রহণে তাহার আত্মসমাহিত অমানুষিক নিস্পৃহতা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সে দুর্গাদেবী কর্তৃক তাহার প্রার্থনামত স্বামীরূপে প্রেরিত হইয়াছে চিন্তা করিয়া অসুরকন্যা স্বয়ং উদ্যানে গমন করিল। নানা পক্ষীর কূজন, বাত্যান্দোলিত ভুজসম লতাসমূহ যেন তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করিল। সে নৃপতি সমীপে সমাগত হইয়া যথাযথ বিনীত হইয়া নৃপতিকে আতিথ্য গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলে রাজা সত্ত্বশীলকে নির্দেশপূর্বক তাহাকে বলিল, 'ইহার কথা মত দেবীর বিগ্রহের উপাসনা করিবার নিমিত্ত আমি হেথায় আগমন করিয়াছি। ধ্বজদ্বারা চালিত হইয়া দেবীর অদ্ভুত মন্দিরে আগমনকরতঃ দেবীর এবং অতঃপর তোমারও দর্শন লাভ করিয়াছি। আর কোন আতিথ্যের আমার প্রয়োজন আছে?' সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অসুরকন্যা বলিল, 'তবে কুতূহল-বশতঃ ত্রিভুবনে অদ্ভুত আমার দ্বিতীয় পুরীও দর্শন করিতে আগমন করুন।' সে এই কথা বলিলে নৃপতি সহাস্যে বলিল, 'আচ্ছা, যেস্থানে স্নানবাপিকা আছে তাহার কথাও ইনি বলিয়াছেন।' তখন যুবতী বলিল, 'রাজন, এইরূপ বলিবেন না। আমি প্রতারক নহি। আপনার মত পূজ্য ব্যক্তিকে কে প্রতারণা করিতে চাহিবে? আপনাদের উৎকৃষ্ট গুণে আমি আপনাদের কিঙ্করী হইয়াছি। আমার প্রার্থনা ভঙ্গ করা আপনার উচিত হইবে না।'

এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি সম্মত হইল এবং সত্ত্বশীলসহ অসুরকন্যার সঙ্গে সেই প্রভামণ্ডলে প্রবেশ করিল। দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সে তাহাদিগকে লইয়া গেলে তাহারা অসুরকন্যার সেই দিব্য দ্বিতীয় পুরী দর্শন করিল। সমস্ত ঋতু তথায় যুগপৎ বর্তমান থাকায় বৃক্ষসমূহ সতত ফল এবং পুষ্প

প্রদান করিত। মেরুশৃঙ্গের ন্যায় ঐ পুরী সুবর্ণ এবং রত্নে নির্মিত হইয়াছিল। দৈত্যসুতা রাজাকে মহার্ঘ্য রত্ন সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইয়া যথাবিধি অর্ঘ্য প্রদানান্তে তাহাকে বলিল, 'আমি অসুররাজ উদারচেতা কালনেমির দুহিতা। চক্রধারী বিষ্ণু কর্তৃক আমার পিতা স্বর্গে প্রেরিত হইয়াছেন। পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত এই দুই পুরী বিশ্বকর্মা নির্মিত। ইচ্ছামত সমস্ত দ্রব্যই হেথায় লভ্য, জরা এবং মৃত্যু এই স্থানে প্রবেশ করিতে পারে না। এখন আমি আপনাকে পিতৃবৎ জ্ঞান করি এবং আমি ও আমার পুরীদ্বয় এখন আপনার অধীনে।' এই কথা বলিয়া নিজেকে ও তাহার যথাসর্বস্ব নৃপতিকে অর্পণ করিলে সে তাহাকে বলিল, 'যদি তাহাই হয় তবে হে সুকন্যে, আমি তোমাকে আমার আত্মীয় এবং সখা বীর সত্ত্বশীলের হস্তে সম্প্রদান করিলাম।' (৮৬-১০৩) মূর্তিমতী দেবীর প্রসাদস্বরূপ এই কথা বলিলে গুণজ্ঞা অসুরকন্যা তাহা অনুমোদন করিল। অসুরদুহিতাকে বিবাহ করিয়া মনোরথ সিদ্ধ হইলে সত্ত্বশীলকে ঐ পুরীদ্বয়ের রাজত্ব প্রদানপূর্বক নৃপতি তাহাকে বলিল, 'তোমার নিকট হইতে যে আমলকী ভক্ষণ করিয়াছিলাম তাহার একটির ঋণ আমি শোধ করিয়াছি, কিন্তু দ্বিতীয়টির ঋণ এখনও পর্যন্ত পরিশোধ করিতে পারি নাই।' নৃপতি সত্ত্বশীলকে এই কথা বলিলে সে তাহাকে প্রণাম করিয়া অসুরকন্যাকে কহিল, 'এখন আমাকে স্বপুরে গমন করিবার পথ প্রদর্শন করাও।' তখন দৈত্যকন্যা তাহাকে 'অপরাজিত' নামক খড়্গ এবং জরামৃত্যুজয়ী একটি ফল ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত প্রদান করিলে, দৈত্যকন্যাকর্তৃক নির্দিষ্ট বাপীতে সত্ত্বশীল মগ্ন হইল এবং উত্থিত হইয়া দেখিতে পাইল যে সর্বমনস্কামনা সিদ্ধান্তে সে স্বদেশে উপস্থিত হইয়াছে। সত্ত্বশীল দৈত্যকন্যার পুরীদ্বয়ে রাজত্ব করিতে লাগিল।

'এখন বল, বারিতে নিমজ্জিত হইয়া এই দুইজনের মধ্যে কে বেশী সাহস দেখাইয়াছিল?' বেতাল রাজাকে এই প্রশ্ন করিলে অভিশাপ ভয়ে সে প্রত্যুত্তর করিল, 'আমার মতে সত্ত্বশীল অধিক সাহসী, কারণ প্রকৃত ব্যাপার জ্ঞাত না হইয়া এবং কোন প্রকার প্রত্যাশা না করিয়া সে সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিয়াছিল, কিন্তু নৃপতি প্রকৃত বিষয় জ্ঞাত হইয়া কিছু দেখিবার আশায় নিমজ্জিত হইয়াছিল এবং অসুরদুহিতার প্রতি প্রেমাসক্ত হয় নাই, কারণ সে জানিত যে ঐরূপ স্পৃহা করিলেও তাহা অসাধ্য হইবে।' বেতালকে এই উত্তর প্রদান করিয়া মৌনভঙ্গ করায় বেতাল তাহার স্কন্ধ পরিত্যাগপূর্বক শিংশপা তরুস্থ তাহার স্বস্থানে প্রস্থান করিল এবং নৃপতিও তাহাকে পুনরায় আনয়ন করিবার নিমিত্ত দ্রুত তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল। সুধিজন আরব্ধ কার্য সম্পাদন করিতে বিরত হন না।

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের চতুর্দশ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—১১৫
ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা—১৫, ৪৬৫।

পঞ্চদশ তরঙ্গ

অষ্টম বেতাল

নৃপতি ত্রিবিক্রমসেন শিংশপা বৃক্ষসমীপে উপনীত হইয়া বেতালকে ধৃতকরতঃ তাহাকে পৃষ্ঠোপরি স্থাপনপূর্বক পুনরায় যাত্রা করিলে পথে স্কন্ধ হইতে বেতাল পুনরায় কহিল, 'পথশ্রমক্লান্তি যাহাতে বিস্মৃত হও তন্নিমিত্ত আমার এই প্রশ্ন শ্রবণ কর ঃ—

বিলাসী পুরুষত্রয়ের কাহিনী

অঙ্গদেশে বৃক্ষঘট নামক অগ্রহার আছে। তথায় বিষ্ণুস্বামী নামক এক বিত্তশালী যাজক ব্রাহ্মণ বাস করিত। তাহার সমকুলজা পত্নীর গর্ভে তিন বিদগ্ধ পুত্রের জন্ম হইয়াছিল। কালক্রমে তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদা যজ্ঞার্থ সে ভ্রাতৃত্রয়কে সমুদ্র হইতে একটি কচ্ছপ আনিতে প্রেরণ করিল। তাহারা গমনকরতঃ একটি কূর্ম ধৃত করিলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অপর দুই ভ্রাতাকে বলিল, 'পিতার যজ্ঞের নিমিত্ত তোমরা একজন এই কচ্ছপটিকে লইয়া যাও। পঙ্কে পিচ্ছিল হওয়াতে আমি ইহাকে লইতে পারিতেছি না।' জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই কথা বলিলে কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতা বলিল, 'তুমিই যখন ইহাকে লইয়া যাইতে ইতস্ততঃ করিতেছ তখন আমরাও তদ্রূপ আচরণ করিব না কেন?' এই কথা শ্রবণ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিল, 'তোমাদের উভয়কে ইহা অবশ্যই লইতে হইবে অন্যথা তোমাদের এবং পিতার নরকে পতন হইবে।' কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে এই কথা বলিলে তাহারা সহাস্যে বলিল, 'আমাদের কর্তব্যকর্ম সম্বন্ধে তুমি যখন এতই সচেতন তখন নিজের সম্বন্ধেও ঐ প্রকার আচরণ কর না কেন?' তখন জ্যেষ্ঠ প্রত্যুত্তর করিল, 'তোমরা কি জ্ঞাত নহ আমি কিরূপ ভোজন বিলাসী? ঘৃণ্যবস্তু আমি স্পর্শ করি না। জ্যেষ্ঠের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মধ্যম ভ্রাতা বলিল, 'তবে আমি তোমাপেক্ষাও বিলাসী। আমি অতিশয় নারী বিলাসী।' মধ্যম ভ্রাতার এই কথা শ্রবণ করিয়া জ্যেষ্ঠ বলিল, 'তবে তোমাদের উভয়ের মধ্যে যে ছোট সেই ঐ কচ্ছপটি লইয়া যাউক। কনিষ্ঠ ভ্রাতা তখন ভ্রূকুটিপূর্বক বলিল, 'হে মূর্খদ্বয়, আমি অতিশয় শয়নবিলাসী, অতএব আমি সর্বাপেক্ষা বিলাসী।' (১-১৪)

ভ্রাতৃত্রয় পরস্পরে কলহ করিতে করিতে কচ্ছপটি পরিত্যাগপূর্বক বিবাদ-ভঞ্জনোদ্দেশে সেই দেশের বিটঙ্কপুর নামক নগরীতে সদর্পে প্রসেনজিৎ নামক নরপতির সভায় গমন করিল। তথায় প্রতীহারীকর্তৃক ঘোষিত হইয়া রাজসভায় প্রবেশকরতঃ নৃপতি সকাশে স্ব স্ব বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। নৃপতি বলিল, 'তোমরা এই স্থানে অবস্থান কর, তোমাদের সকলকে আমি পরীক্ষা করিব। তাহারা সম্মত হইয়া তথায় রহিয়া গেল। ভোজনকালে নৃপতি তাহাদিগকে সসম্মানে আসন প্রদানপূর্বক ষড়রসসম্পন্ন রাজজনোচিত সুখাদ্য পরিবেশন করিলে সকলে ভোজন

করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু সেই ভোজনবিলাসী ব্রাহ্মণ উহা গ্রহণ না করিয়া ঘৃণাকুণ্ঠিত মুখে বসিয়া রহিল। স্বয়ং নরপতি, ব্রাহ্মণ কেন এই সুঘ্রাণযুক্ত খাদ্য আহার করিতেছে না, জিজ্ঞাসা করিলে সে ধীরে ধীরে প্রত্যুত্তর করিল, 'আমি এই পক্কান্নে শবদেহের দুর্গন্ধ অনুভব করিতেছি। সুতরাং যতই সুখাদ্য হউক না কেন, প্রভো আমি উহা ভক্ষণ করিতে সমর্থ হইব না।' সমাগত ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে এই কথা বলিলে নৃপতির আদেশে তাহারা উহা আঘ্রাণ করিয়া বলিল, 'এই অন্ন শালিধান্য হইতে প্রস্তুত, ইহা অতি উত্তম এবং সুগন্ধযুক্ত।' কিন্তু সেই ভোজনবিলাসী বিপ্র উহা স্পর্শ না করিয়া নাসিকা রুদ্ধ করিয়া রহিল। রাজা চিন্তিত হইয়া এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে রাজপুরুষদিগের নিকট হইতে জ্ঞাত হইল যে ঐ ধান্য কোনও গ্রামের শ্মশানসমীপস্থ ভূমিতে জাত হইয়াছিল। তখন বিস্মিত এবং তুষ্ট হইয়া নৃপতি তাহাকে বলিল, 'তুমি বাস্তবিকই ভোজনবিলাসী। অন্য ভোজ্য গ্রহণ কর।' (১৫-২৬)

ভোজনান্তে নৃপতি বিপ্রদিগকে তাহাদের কক্ষে প্রেরণ করিয়া সর্বোত্তমা বারবনিতাকে আহ্বান করিয়া সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী রমণীকে উত্তমরূপে প্রসাধনপূর্বক নারীবিলাসী দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের নিকট প্রেরণ করিল। মধ্যরাত্রের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুবদনী কন্দর্পদীপিনী বারবধূ রাজভৃত্যদিগের সহিত নারীবিলাসী সেই বিপ্রের কক্ষ আলোকিত করিয়া প্রবেশ করিলে সেই ব্রাহ্মণ মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া বাম হস্তদ্বারা নাসিকা রুদ্ধকরতঃ রাজভৃত্যদিগকে বলিল, 'ইহাকে যদি শীঘ্র লইয়া না যাও তবে আমি মৃত হইব। ইহার গাত্র হইতে ছাগলের গন্ধ নির্গত হইতেছে।' রাজভৃত্যগণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বারবনিতাকে ভূপতির সকাশে লইয়া গিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা বর্ণনা করিলে নৃপতি তৎক্ষণাৎ নারীবিলাসীকে আহ্বানকরতঃ কহিল, 'চন্দন, কালাগুরু, কর্পূর এবং অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্যদ্বারা এই বারবিলাসিনী প্রসাধন করিয়াছে এবং ইহার দেহ হইতে সুগন্ধ নির্গত হইয়া চতুর্দিক আমোদিত করিয়াছে। ইহার গাত্রে ছাগলের গন্ধ হইবে কেন?' নারীবিলাসীকে এইপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করা সত্ত্বেও সে অনড় হইয়া রহিলে নৃপতি সন্দেহাকুল চিত্তে সুকৌশলে সেই রমণীকে প্রশ্ন করিয়া তাহার নিকট হইতে জ্ঞাত হইল যে শৈশবে মাতা এবং ধাত্রীর বিয়োগ হইলে সে ছাগদুগ্ধে পালিতা হইয়াছিল। (২৭-৩৬) নারীবিলাসীর জ্ঞানের উচ্চপ্রশংসা করিয়া শয্যা-বিলাসী তৃতীয় বিপ্রের নিমিত্ত তাহার পছন্দমত শয্যা প্রদান করা হইল। পর্য্যঙ্কোপরি সপ্ত তোষক স্থাপন করা হইয়াছিল এবং উহার উপর সূক্ষ্ম মসৃণ শ্বেত চাদর বিস্তৃত করিয়া শয্যাবিলাসীকে একটি উত্তম কক্ষে শয়ন করিতে দেওয়া হইল। কিন্তু রজনীর মধ্যযাম অতিক্রম না হইতেই শয্যাবিলাসী তাহার পার্শ্বদেশ হস্তে চাপিয়া যন্ত্রণায় চিৎকার করিয়া উঠিল। তত্রস্থ রাজপুরুষগণ তাহার পার্শ্বদেশে একটি রক্তারুণ চিহ্ন দেখিতে পাইল, মনে হইল যেন একটি কেশ গভীরভাবে তথায় আরোপিত হইয়াছে। নৃপতি সকাশে গমনকরতঃ তাহাকে এই কথা বলিলে রাজা তাহাদিগকে বলিল, 'দেখ, তোষকের তলদেশে কোন বস্তু

আছে কিনা।' তাহারা প্রত্যাবর্তনপূর্বক এক একটি তোষক উত্তোলন করিয়া সর্বশেষ তোষকের তলদেশে পর্য্যঙ্কের মধ্যদেশে একটি কেশের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া শয়নবিলাসীর সহিত রাজার নিকট লইয়া গেলে রাজা তাহার দেহের অবস্থা দর্শন করিয়া চিন্তিত হইল। কি প্রকারে সপ্তসংখ্যক তোষক ভেদ করিয়া একটি কেশ চর্ম চিহ্নিত করিতে পারে এই কথা সবিস্ময়ে চিন্তা করিতে করিতে নৃপতি সেই রজনী যাপন করিল।

পরদিবস প্রাতে নৃপতি ঐ বিলাসীত্রয়কে তাহাদের বৈদগ্ধ্য ও সৌকুমার্যের পুরস্কারস্বরূপ তিনলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিল। তাহারা কূর্মের কথা বিস্মৃত হইয়া এবং পিতৃযজ্ঞে বাধাপ্রদান করাতে যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া পরমসুখে নৃপতির সভায় কালাতিপাত করিতে লাগিল।

ভূপতির স্কন্ধোপরিস্থিত বেতাল এই বিচিত্র কাহিনী বর্ণনা করিয়া পুনরায় সে তাহাকে শুধাইল, 'হে রাজন পূর্বে যে অভিশাপের কথা বলিয়াছি তাহা মনে রাখিয়া আমাকে বল ভোজনবিলাসী, নারীবিলাসী এবং শয্যাবিলাসী এই তিনজনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কে বিলাসী?' প্রাজ্ঞ নৃপতি উহা শ্রবণ করিয়া বেতালকে প্রত্যুত্তর করিল, 'আমার মতে ঐ তিন বিলাসীর ভিতর শয্যাবিলাসীই সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল, কারণ বঞ্চনার কোন প্রশ্নই উঠে না, তাহার দেহের উপর কেশের চিহ্ন জাজ্বল্যমান ছিল। অপর দুইজন অন্য কাহারও নিকট হইতে প্রয়োজনীয় বার্তা সংগ্রহ করিয়া থাকিতে পারিত।' নৃপতি এই কথা বলিলে বেতাল পূর্বের ন্যায় স্কন্ধচ্যুত হইল এবং নৃপতিও পূর্ববৎ বিষাদগ্রস্ত না হইয়া তাহার অন্বেষণে গমন করিল।

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের পঞ্চদশ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—৫২
ক্রমিক শ্লোক সং—১৫,৫১৭।

ষোড়শ তরঙ্গ

নবম বেতাল

নৃপতি ত্রিবিক্রমসেন পুনরায় শিংশপা তরুর নিকট আগমনকরতঃ বেতালকে স্কন্ধোপরি গ্রহণপূর্বক যাত্রা করিলে বেতাল তাহাকে বলিল, 'রাজন, শ্মশানে রজনীতে বিচরণ আপনার রাজপদের উপযুক্ত নহে। এই পিতৃকানন রজনীতে ভূতসঙ্কুল এবং চিতাধূমের ন্যায় তমসাবৃত হইয়া ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে। শ্রমণকে তুষ্ট করিবার নিমিত্ত কিরূপ কষ্ট না করিতেছ! আমার এই প্রশ্ন পথে তোমার চিত্তবিনোদন করিবে, শ্রবণ কর ঃ—

অনঙ্গরতি এবং তাহার প্রেমিকচতুষ্টয়ের কাহিনী

পৃথিবীর আদিযুগে দেবনির্মিত শিবের দেহের ন্যায় অনন্ত, সর্প ও বিভূতি-বিভূষিত অবন্তীনাম্নী নগরী ছিল। সত্যযুগে ইহার নাম ছিল পদ্মাবতী, ত্রেতা-যুগে ভোগবতী, দ্বাপরযুগে হিরণ্যবতী এবং কলিযুগে উজ্জয়িনী। তথায় বীরদেব নামক উত্তম নরপতি এবং তাহার রাজ্ঞী পদ্মরতি বাস করিত। পত্নীর সহিত মন্দাকিনীতটে গমনপূর্বক পুত্রলাভার্থে রাজা শিবকে তুষ্ট করিবার নিমিত্ত কঠোর তপশ্চর্যা করিয়াছিল। বহুকাল তপস্যা করিয়া স্নান এবং অর্চনান্তে সে আকাশ হইতে আগত তুষ্ট শিবের বাণী শ্রবণ করিল, 'রাজন্, তোমার কুলে এক শূর বালক জন্মগ্রহণ করিবে এবং অপ্সরা বিনিন্দিত তোমার এক পরমা সুন্দরী কন্যা লাভ হইবে।' নৃপতি বীরদেব এই দৈববাণী শ্রবণকরতঃ সফলমনোরথ হইয়া রাজ্ঞীর সহিত স্বনগরীতে প্রত্যাবর্তন করিল। (১-১১)

প্রথমে তাহার পুত্র শূরদেব জন্মগ্রহণ করিল এবং কিছুকাল পরে রাজ্ঞী পদ্মরতি একটি কন্যা প্রসব করিল। রূপদ্বারা অনঙ্গের হৃদয়ে প্রেম উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে বিধায় কন্যার পিতা তাহার নাম রাখিল অনঙ্গরতি। সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে নৃপতি ভূতলের নিখিল রাজন্যবর্গের চিত্রাঙ্কিত পট আনয়ন-পূর্বক কন্যার উপযুক্ত কাহাকেও না দেখিয়া তাহাকে সাদরে বলিল, 'বৎসে আমি তোমার উপযুক্ত কোন বর দেখিতেছি না। আমি পৃথিবীর সমস্ত নৃপতি-দিগকে হেথায় আহ্বান করিব। তুমি স্বয়ং তোমার পতি নির্বাচন করিও।' রাজকন্যা ইহা শ্রবণ করিয়া পিতাকে বলিল, 'তাত! স্বয়ম্বরা হইতে আমার অতিশয় লজ্জা হইতেছে। একটি বিজ্ঞানকুশলী কোনও সুদর্শন যুবকের সহিত আমার বিবাহ দিন। ইহার অধিক আর কিছু আমি প্রার্থনা করি না।'

দুহিতা অনঙ্গরতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপতি তদ্রূপ যুবক অন্বেষণ করিতে উদ্যত হইলে লোকমুখে তাহা অবগত হইয়া দাক্ষিণাপথ হইতে বীর, জ্ঞানী এবং ভব্য যুবক চতুষ্টয় তাহার নিকট আগমন করিলে ঐ দুহিতার পাণিপ্রার্থী যুবক চতুষ্টয়কে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া সে কন্যার সম্মুখেই পর পর তাহাদের প্রত্যেকের বিদ্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। (১২-২১)

প্রথমজন বলিল, 'আমি পঞ্চপট্টিক নামক শূদ্র। আমি প্রত্যহ পঞ্চমসংখ্যক উত্তম পরিচ্ছদ প্রস্তুত করি। প্রথমটি আমার আরাধ্যদেবতাকে নিবেদন করি, দ্বিতীয়টি কোন ব্রাহ্মণকে দান করি এবং একটি স্বয়ং ব্যবহার করি। যে কন্যা এইস্থানে আছে সে আমাকে বিবাহ করিলে তাহাকে চতুর্থটি প্রদান করিব এবং পঞ্চমটি বিক্রয় করিয়া আমি আমার আহার পানাদির সংস্থান করি। আমার এই বিদ্যা অধিগত আছে বলিয়া অনঙ্গরতিকে আমার হস্তে সম্প্রদান করা হউক।'

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, 'আমি ভাষাজ্ঞ নামক বৈশ্য, পশু পক্ষী ইত্যাদি সমস্ত জীবজন্তুর ভাষা জ্ঞাত আছি। রাজপুত্রীকে আমার হস্তে সম্প্রদান করা হউক।' দ্বিতীয় ব্যক্তি এই কথা বলিলে তৃতীয়জন বলিল, 'আমি খড়্গধর নামক ক্ষত্রিয় নৃপতি। বাহুবলে আমার খ্যাতি আছে। অসিযুদ্ধে পারঙ্গম ভূমণ্ডলে আমার তুল্য আর কেহ নাই, সুতরাং হে রাজন্, এই কন্যা আমাকে সম্প্রদান করুন।' তৃতীয় জন এই কথা বলিলে চতুর্থ ব্যক্তি বলিল, 'আমি জীবদত্ত নামক ব্রাহ্মণ। আমার বিদ্যা হইতেছে এই যে আমি মৃতজীবের প্রাণদানপূর্বক তাহাকে জীবিত দেখাইতে পারি। অতএব বীরচর্যাসিদ্ধ আমাকে এই কন্যার পতিত্বে বরণ করা হউক।' (২২-৩১) তাহারা এইরূপ বলিলে দুহিতাকে পার্শ্বে রাখিয়া নৃপতি বীরদেব উহাদের সকলের দেবতার ন্যায় আকৃতি এবং বেশভূষা দর্শন করিয়া সন্দেহ দোলায় দোলায়মান হইল।

বেতাল এই কাহিনী সমাপ্ত করিয়া নৃপতি ত্রিবিক্রমসেনের স্মরণে পূর্বোক্ত অভিশাপের কথা উদিত করিয়া বলিল, 'রাজন্, বলুন এই চারিজনের ভিতর কাহার হস্তে অনঙ্গরতিকে প্রদান করা ন্যায়সঙ্গত হইবে?'

এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি বেতালকে এইরূপ প্রত্যুত্তর করিল, 'তুমি পুনঃ পুনঃ আমার সময় নষ্ট করিবার নিমিত্ত আমার মৌন ভঙ্গ করিতেছ। নতুবা হে যক্ষেশ্বর, এইপ্রকার অসঙ্গত প্রশ্ন কেন করিতেছ? ক্ষত্রিয়বংশজ কন্যাকে কি শূদ্র তন্তুবায়ের হস্তে অথবা বৈশ্যের হস্তে সম্প্রদান করা যায়? কার্যকালে পশু-পক্ষী ইত্যাদি প্রাণীর ভাষাজ্ঞ কি প্রয়োজনে আসিবে? তৃতীয় জন, বিপ্র যে নিজেকে বীর বলিয়া মনে করে নিজ বর্ণের উপযোগী কর্ম না করিয়া ঐন্দ্র-জালিক হইয়া জাতিচ্যুত হইয়াছে। সুতরাং স্ববিদ্যাবীর্যশালী সমবর্ণের চতুর্থ প্রার্থী খড়্গধরকেই কন্যা সম্প্রদান করা উচিত হইবে।'

এই কথা শ্রবণ করিয়া বেতাল নৃপতির স্কন্ধ পরিত্যাগপূর্বক পূর্বের ন্যায় মায়াবলে স্বস্থানে প্রস্থান করিলে নৃপতি পুনর্বার তাহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত তাহার পশ্চাদনুসরণ করিতে উদ্যত হইল। বীরের হৃদয়ে কখনও খেদ প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না।

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের ষোড়শ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—৩৯
ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা—১৫,৫৫৬।

সপ্তদশ তরঙ্গ

দশম বেতাল

শিংশপা তরু হইতে পুনর্বার বেতালকে স্কন্ধে স্থাপনকরতঃ নৃপতি ত্রিবিক্রমসেন পুনরায় যাত্রা করিলে পথে বেতাল তাহাকে বলিল, 'রাজন্, তুমি ক্লান্ত, তোমাকে শ্রমহরা একটি কাহিনী বলিতেছি, শ্রবণ কর ঃ—

মদনসেনা এবং তাহার অবিমৃশ্যকারিতার কাহিনী

বীরবাহু নামক এক উত্তম নরপতি বাস করিত। তাহার আজ্ঞা সকল নৃপতি শিরোধার্য করিত। তাহার অনন্তপুর নামক একটি অপূর্ব নগরী ছিল এবং তথায় অর্থদত্ত নামক জনৈক বিত্তশালী বণিক বাস করিত। তাহার জ্যেষ্ঠ সন্তানের নাম ছিল ধনদত্ত এবং কনিষ্ঠ সন্তান ছিল কন্যারত্ন মদনসেনা।

একদা যখন সেই কন্যা সখীদিগের সহিত স্বকীয় উদ্যানে ক্রীড়ারতা ছিল তখন সে তাহার ভ্রাতার মিত্র ধর্মদত্ত নামক যুবক বণিকের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সেই লাবণ্যরসনির্ঝরিণী কান্তিমতী কুচকুম্ভাগ্রা, বলিত্রয়রঞ্জিতা, যৌবনপ্রাপ্ত গজদিগের ক্রীড়ামর্জন বাপী স্বরূপা যুবতীকে দেখিয়া তাহার উপর যেন কামশররাশি বর্ষণ হইতে লাগিল এবং তাহার চেতনা অচিরে লুপ্ত হইল। সে চিন্তা করিতে লাগিল, 'আহা! অতিশয় রূপবতী এই যুবতীকে কন্দর্পদেব আমার হৃদয় শরাঘাতে বিদীর্ণ করিবার নিমিত্তই যেন সৃষ্টি করিয়াছেন।' সে এইপ্রকার চিন্তা করিয়া তাহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিলে দিবস অতিক্রান্ত হইল এবং সে যেন চক্রবাকের মত পড়িয়া রহিল। অতঃপর মদনসেনা স্বগৃহে প্রস্থান করিলে সে অদৃশ্য হওয়াতে ধর্মদত্তের হৃদয়ে বেদনা সঞ্জাত হইল। তাহার অদর্শনে তাহার শোকাগ্নিতে দীপ্ত হইয়া সূর্যদেব যেন লোহিতবর্ণ ধারণপূর্বক পশ্চিম সাগরে বিলীন হইলেন। যুবতীর কমলাননে পরাভূত চন্দ্রদেব সেই সুমুখী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে দৃষ্টে ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধাকাশে উদিত হইলেন। (১-১৩)

ইতোমধ্যে চন্দ্রাহত ধর্মদত্ত গৃহে গমনপূর্বক সুন্দরীর কথা চিন্তা করিতে করিতে শয্যায় এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল। বন্ধু ও আত্মীয়স্বজন তাহাকে আগ্রহভরে প্রশ্ন করা সত্ত্বেও কামবিমোহিত হইয়া সে নীরব রহিল। রজনীতে অতিকষ্টে নিদ্রিত হইয়া তাহার ইচ্ছা এতই প্রবল হইয়াছিল যে সে স্বপ্নে দেখিতে পাইল যেন প্রিয়তমাকে অনুনয় বিনয় করিতেছে। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া সে সেই উদ্যানে গমনপূর্বক মদনসেনাকে একাকী গোপনে তাহার সখীর প্রতীক্ষা করিতে দেখিতে পাইল। মদনসেনাকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিবার মানসে তাহার পদতলে পতিত হইয়া অনুরাগপূর্ণ বাক্যে তাহাকে সম্ভাষণ করিলে সে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া বলিল, 'আমি অনূঢ়া, কিন্তু অপরের নিকট প্রতিশ্রুতা, তুমি এখন আমাকে পাইবে না, কারণ আমার পিতা বণিক সমুদ্রদত্তের সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছেন

এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যে তাহার সহিত পরিণীতা হইব। তুমি নীরবে প্রস্থান কর, অন্যথা অনর্থ ঘটিতে পারে।' তখন ধর্মদত্ত তাহাকে বলিল, 'যাহা হইবার তাহা হউক। তোমা বিহনে আমি জীবনধারণ করিতে পারিব না।' এই কথা শ্রবণ করিয়া ধর্মদত্ত বলাৎকার করিতে পারে এই ভয়ে শঙ্কিত হইয়া সে বলিল, 'এই স্থানেই আমার বিবাহ হউক। আমার পিতা তাহার চিরআকাঙ্ক্ষিত কন্যাদান ফলপ্রাপ্ত হউন। আমি তোমার সহিত নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ করিব, কারণ তোমার প্রেম আমার হৃদয় জয় করিয়াছে।' এই কথা শ্রবণ করিয়া সে বলিল, 'অপর কর্তৃক পূর্বেই আলিঙ্গিত রমণীর সহিত আমি প্রেম করি না। পরভুক্ত কমলে কি অলি আনন্দ প্রাপ্ত হয়?' তাহাকে এই কথা বলিলে সে প্রত্যুত্তর করিল, 'তবে বিবাহ সমাপনান্তেই আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব, এবং পরে স্বামীতে উপগত হইব।' মদনসেনা এইপ্রকার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেও বণিকপুত্র পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলে সে শপথবদ্ধা হইল। তখন সে তাহাকে ছাড়িয়া দিলে মদনসেনা ব্যাকুল-চিত্তে স্বগৃহে প্রবেশ করিল।

লগ্নদিবস সমাগত হইলে বিবাহমঙ্গলান্তে পতিগৃহে গমনপূর্বক তথায় সেই দিবস উৎসবে যাপনকরতঃ সে রজনীতে পতির গৃহে গমন করিল। (১৪—২৮) পতির আদরে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলে পতি অনুনয় বিনয় করিলে সে বিলাপ করিতে লাগিল। তখন তাহার স্বামী মনে মনে চিন্তা করিল, 'মদনসেনার হৃদয়ে আমার স্থান নাই' এবং সে তাহাকে বলিল, 'সুন্দরি, তুমি যদি আমাকে ভাল না বাস তবে আমিও তোমাকে আকাঙ্ক্ষা করি না। যে তোমার প্রিয়তম তাহার নিকট গমন কর।' এই কথা শ্রবণ করিয়া মদনসেনা নতমস্তকে ধীরে ধীরে বলিল, 'তুমি আমার প্রাণাধিক প্রিয়, কিন্তু আমার যাহা বলিবার আছে তাহা শ্রবণ করিতে হইবে। আর্যপুত্র, আনন্দে উত্থিত হইয়া আমাকে অভয় প্রদান কর। তুমি সেইমত শপথ করিলে আমার বক্তব্য আমি তোমাকে বলিব।'

সে এই কথা বলিলে তাহার স্বামী অনিচ্ছায় সম্মত হইলে লজ্জিতা মদনসেনা সবিষাদে এবং সভয়ে বলিল 'আমার ভ্রাতার সখা ধর্মদত্ত নামক যুবক একদা আমাকে উদ্যানে একাকিনী দর্শন করিয়া কামার্ত হইয়া আমাকে তথায় আটক করিয়াছিল। সে বলপ্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলে পিতার কন্যাদান ফলপ্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত এবং কুৎসা রোধার্থে তাহার সহিত এই চুক্তি করিয়াছিলাম 'বিবাহের পর পতির নিকট গমন করিবার পূর্বে আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।' এখন আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে হইবে। আমি প্রথমে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তোমার নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইব। বাল্যকাল হইতেই যে সত্যের আমি সেবা করিয়াছি, প্রভো! তাহা হইতে বিচ্যুত হইতে ইচ্ছা করি না।' বজ্রপাতসম এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সমুদ্রদত্ত ক্ষণকাল এই প্রকার চিন্তা করিল, 'অহো, সে অন্যের প্রতি আসক্তা! তাহাকে নিশ্চয়ই গমন করিতে হইবে। উহাকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে দিব কেন? সে গমন করুক।

উহাকে ভার্যারূপে রাখিতে আমি আগ্রহান্বিত হইব কেন ?' এই প্রকার চিন্তা করিয়া সে মদনসেনাকে অনুমতি প্রদান করিলে সে গাত্রোত্থানপূর্বক পতিগৃহ ত্যাগ করিল। (২৯—৪১) ইতোমধ্যে হিমকিরণদাতা চন্দ্র হর্ম্যশিখরের ন্যায় পূর্বাঞ্চলে উদিত হইলে তাহার করস্পর্শে পূর্ব-দিগঙ্গনা হাস্য করিল। তখন পর্বতকন্দরে চন্দ্রের প্রিয় ওষধিসমূহ তমসাবৃত রহিলে এবং ভৃঙ্গসমূহ অন্য কুমুদরাজি আশ্রয় করিলে মদনসেনা যখন একাকিনী রজনীতে গমন করিতেছিল তখন একটি চোর ধাবিত হইয়া তাহার বসনাঞ্চল ধৃত করিয়া শুধাইল, 'তুমি কে এবং কোথায় গমন করিতেছ ?' তাহার এই কথা শ্রবণ করিয়া মদনসেনা ভীত হইয়া বলিল, 'তোমার তাহাতে কি প্রয়োজন ? আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমার এইস্থানে কোন কার্য আছে।' তখন চোর বলিল, 'আমি চোর, তোমাকে ছাড়িব কেন ?' ইহা শ্রবণ করিয়া সে প্রত্যুত্তর করিল, 'আমার আভরণাদি গ্রহণ কর।' তখন চোর উত্তর দিল, 'সুন্দরি, তোমার রত্নাদিতে কি প্রয়োজন ? চন্দ্রকান্ত মণির ন্যায় তোমার আনন, তোমার কেশপাশ রসাঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, তোমার কটিদেশ হীরাসদৃশ, স্বর্ণ দীপ্তিময় তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, পদ্মরাগের ন্যায় রক্তবর্ণ পদদ্বয় দ্বারা তুমি দর্শকদিগকে মুগ্ধ কর। তুমি জগতের অলঙ্কার। তোমাকে আমি ছাড়িব কেন ?'

চোর এই কথা বলিলে অসহায়া বণিকদুহিতা তাহাকে তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া অনুরোধ করিল, 'মুহূর্তকালের নিমিত্ত আমাকে ক্ষমা কর, তুমি যদি এইস্থানে অবস্থান কর, আমি আমার বাক্য রক্ষা করিয়াই হেথায় প্রত্যাবর্তন করিব। ভদ্র, আমাকে বিশ্বাস কর। আমার শপথ আমি কোনমতেই লঙ্ঘন করিব না।' চোর এই কথা শ্রবণ করিয়া 'রমণী তাহার বাক্য রক্ষা করিবে' এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহাকে মুক্তকরতঃ তাহার প্রত্যাগমনের আশায় সেইস্থানেই অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মদনসেনা ধর্মদত্তের নিকট গমন করিলে সে তাহাকে কি প্রকারে অরণ্যে আগমন করিয়াছে শুধাইলে মদনসেনা সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিল এবং যদিও ধর্মদত্ত মদনসেনার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছিল তথাপি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, 'প্রতিশ্রুতি রক্ষার নিমিত্ত তুমি যাহা করিয়াছ তাহাতে আমি প্রীত হইয়াছি পরস্ত্রীদ্বারা আমি কি করিব ? সুতরাং কেহ দেখিবার আগেই তুমি যে পথে আগমন করিয়াছ সেই পথে প্রত্যাবর্তন কর।' (৪২—৫৪) এই প্রকারে তাহাকে ছাড়িয়া দিলে 'তাহাই হইবে', এই কথা বলিয়া পথিমধ্যে অপেক্ষ্যমান চোরের নিকট গমন করিলে সে তাহাকে শুধাইল, 'সংকেতস্থলে গমন করিলে কি ঘটিয়াছিল আমাকে বল।' বণিক তাহাকে কি প্রকারে মুক্ত করিয়াছিল এই কথা বিবৃত করিলে চোর তাহাকে বলিল, 'যখন এইরূপ ঘটিয়াছে, তোমার সত্যসন্ধতা দর্শনপূর্বক আমিও তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম। সালঙ্কার গৃহে প্রত্যাবর্তন কর।'

অতএব সেও তাহাকে নিষ্কৃতি প্রদানপূর্বক তাহার রক্ষকস্বরূপ তাহার

সহিত গমন করিলে মদনসেনা অক্ষত চরিত্রে পতিগৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। সেই সতী সাধ্বী রমণী গোপনে তথায় প্রবেশকরতঃ স্বামী কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে তাহার উত্তমা পত্নী সতীত্ব নষ্ট না করিয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছে দেখিয়া সমুদ্রদত্তের মুখ উজ্জ্বল হইল এবং কুলের সম্মান নষ্ট না করায় সেই পূতমনা রমণীকে সাদরে আপ্যায়িত করিয়া তাহার সহিত সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে কালাতিপাত করিতে লাগিল।

শ্মশানে নৃপতিকে এই কথা বলিয়া বেতাল কহিতে লাগিল, 'রাজন্, আমাকে বল বণিকদ্বয় এবং চোরের ভিতর কে বাস্তবিক মহৎ? বিদিত হইয়াও যদি না বল তবে তোমার শিরঃ শতধা ছিন্ন হইবে।'

বেতাল এই কথা বলিলে নৃপতি ত্রিবিক্রমসেন মৌনভঙ্গ করিয়া বলিল, 'ঐ তিনজনের মধ্যে চোরই বাস্তবিক মহৎ, বণিকদ্বয় নহে। বিবাহ করা সত্ত্বেও সুন্দরী ভার্যাকে তাহার পতি অবশ্য ছাড়িয়া দিয়াছিল। কোনও ভদ্র ব্যক্তি অন্যাসক্তা পত্নীকে কি প্রকারে রাখিতে ইচ্ছা করিবে? কালক্ষেপে প্রবৃত্তি সংযত হওয়াতে অন্য ব্যক্তি, মদনসেনার পতি; পরদিবস নৃপতির নিকট সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিবে এই আশঙ্কা করিয়াছিল। কিন্তু গুপ্তচারী, নিরপেক্ষ পাপকর্মকারী চোর আভরণাদিসহ এই স্ত্রীরত্নকে ছাড়িয়া দিয়া বাস্তবিকই মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করাইয়াছিল।'

বেতাল এই কথা শ্রবণ করিয়া ভূপতির স্কন্ধ পরিত্যাগপূর্বক স্বীয় স্থানে পূর্বের ন্যায় গমন করিলে দারুণ ধৈর্য্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন না করিয়া রাজা পূর্ববৎ তাহাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিল। (৫৫-৬৮)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের সপ্তদশ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—৬৮
ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা—১৫, ৬২৪।

অষ্টাদশ তরঙ্গ

একাদশ বেতাল

নৃপতি ত্রিবিক্রমসেন গমনকরতঃ পুনরায় শিংশপা তরু হইতে বেতালকে স্কন্ধোপরি স্থাপনকরতঃ যাত্রা করিলে স্কন্ধোপরিস্থ বেতাল তাহাকে বলিল, 'তোমাকে একটি বিচিত্র কাহিনী বলিব শ্রবণ কর—

নৃপতি ধর্ম্মধ্বজ এবং তাহার অভিমানিনী পত্নীত্রয়ের কাহিনী

পূর্ব্বকালে উজ্জয়িনীতে ধর্মধ্বজ নামক নরপতি বাস করিত। তাহার অতিশয় প্রিয় তিন পত্নী ছিল। তাহারা সকলেই রাজপুত্রী ছিল। প্রথমজন ছিল ইন্দুলেখা, দ্বিতীয়ার নাম ছিল তারাবলী এবং তৃতীয়া ছিল মৃগাঙ্কবতী। তাহারা সকলেই অসামান্যা গুণশালিনী ছিল।

একদা বসন্তোৎসব সমাগমে সে ভার্যাত্রয়ের সহিত উদ্যানে বিহার করিতে গমন করিয়াছিল। তথায় কন্দর্পের ধনুকের ন্যায় পুষ্পভারাবনতা লতারাজি অলিমালা ছিলা দ্বারা যেন বসন্ত তাহার নিমিত্তই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। তথায় কামদেবের আজ্ঞা স্বরূপ বৃক্ষাপ্রস্থিত কোকিল কূজন শ্রবণ করিয়া সেই পরাক্রান্ত নৃপতি কন্দর্পের জীবন পানমদোৎসবে প্রিয়াদিগের সহিত আনন্দ করিতেছিল। প্রিয়াদিগের বিম্বাধরস্পৃষ্ট এবং তাহাদের সুবাসদ্বারা সুগন্ধীকৃত রক্ত আসব তাহারা পান করিবার পর সে সানন্দে অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করিতেছিল। (১—১০)

ইন্দুলেখা ক্রীড়াচ্ছলে যখন নৃপতির কেশাকর্ষণ করিতেছিল, তখন একটি নীল পদ্ম তাহার কর্ণ হইতে অঙ্কে পতিত হইলে সেই আঘাতে রাজ্ঞীর উরুদেশে একটি ক্ষতের সৃষ্টি হইল। সুকুমার রাজ্ঞী "হা, হা," শব্দ উচ্চারণ করিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িলে রাজা এবং পরিজনেরা শোকবিহ্বল চিত্তে শীতল বারি এবং ব্যজন দ্বারা তাহাকে ক্রমশঃ সুস্থ করিয়া প্রাসাদে আনয়নপূর্বক সেই ক্ষতস্থান বন্ধনকরতঃ ভিষকগণ কর্তৃক প্রস্তুত ঔষধ প্রয়োগ করিল।

রজনীতে তাহাকে সুস্থ দর্শনান্তে রাজা দ্বিতীয়া রাজ্ঞী তারাবলীর সহিত প্রাসাদশীর্ষে চন্দ্রকিরণ ধৌত একটি কক্ষে প্রবেশ করিলে জালপথে চন্দ্রকিরণ অভ্যন্তরে প্রবেশকরতঃ ভূপতির অঙ্কে সুপ্তা তারাবলীর অঙ্গের যে স্থান হইতে বস্ত্র অপসৃত হইয়াছিল তথায় পতিত হইয়াছিল। তৎক্ষণাৎ 'হায়! হায় আমি দগ্ধ হইয়াছি' এই কথা বলিয়া অঙ্গ মর্দন করিতে করিতে তারাবলী জাগ্রত হইয়া শয্যাতেই উত্থিত হইল। 'কি হইয়াছে' এই কথা উচ্চারণ করিয়া শঙ্কিত নৃপতি জাগ্রত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে রাজ্ঞীর অঙ্গে ব্রণ উৎপাদিত হইয়াছে। তৎকর্তৃক পৃষ্ট হইয়া রাজ্ঞী তারাবলী বলিল, 'আমার নগ্নদেহে চন্দ্রকিরণ পতিত হইয়া আমার এই দশা হইয়াছে।' সে এই কথা বলিয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলে শোকার্ত্ত রাজ্ঞী রাজার পরিচারিকাদিগকে আহ্বান

করিলে তাহারা ভয়ে বিহ্বলচিত্তে কম্পিত হইয়া তথায় আগমন করিল। তাহার নিমিত্ত পদ্মপত্রের শয্যা প্রস্তুত করা হইলে তাহার গাত্রে বারি সিঞ্চনকরতঃ চন্দন লেপন করা হইল। (১১—২১)

ইতোমধ্যে তাহার তৃতীয়া পত্নী মৃগাঙ্কবতী উহা শ্রবণ করিয়া নৃপতি সকাশে আগমন করিবার নিমিত্ত স্বীয় কক্ষ ত্যাগ করিলেন। মুক্ত বায়ুতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিস্তব্ধ রজনীতে কোন দূরস্থিত গৃহে ধান্যোপরি মুষলাঘাতের শব্দ সুস্পষ্টই শ্রবণ করিয়া সেই মৃগনয়নী, 'হায়, হায়! আমি মৃত হইলাম।' এই কথা উচ্চারণ করিয়া বেদনাকম্পিত হস্তে পথোপরি উপস্থিত হইল। বালা প্রত্যাবর্তন করিতে উদ্যত হইলে তাহাকে তাহার স্বীয় কক্ষে নীত করিলে সে শয্যার উপর পতিত হইয়া করুণ শব্দ করিতে লাগিল। ক্রন্দনরতা পরিচারিকাগণ পরীক্ষা করিয়া অবলোকন করিল যে তাহার হস্তদ্বয় আঘাতে জর্জরিত হইয়া কৃষ্ণভ্রমরাচ্ছাদিত কমলের ন্যায় দেখাইতেছে। নৃপতির নিকট এই কথা নিবেদন করিলে ধর্মধ্বজ বিহ্বল হইয়া তথায় আগমন করিয়া প্রিয়াকে 'কি হইয়াছে?' এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে পীড়িতা রাজ্ঞী তাহাকে নিজ হস্ত প্রদর্শন করাইয়া বলিল, 'মুষলশব্দ শ্রবণমাত্র আমার হস্তদ্বয় ব্রণাক্রান্ত হইয়াছে।' আশ্চর্যান্বিত ও বিষাদগ্রস্ত নরপতি ব্যথা প্রশমনের নিমিত্ত রাজ্ঞীর হস্তে চন্দনলেপন করিল।

ভূপতি চিন্তা করিতে লাগিল, 'পদ্ম পতনে আমার এক রাজ্ঞী আহত হইয়াছে। চন্দ্রকিরণে দ্বিতীয়ার দেহ দগ্ধ হইয়াছে এবং মুষলশব্দ শ্রবণ মাত্রই তৃতীয়ার হস্তদ্বয় ব্রণ জর্জ্জরিত হইয়াছে। বিধিবশে রাজ্ঞীদিগের এই অত্যধিক আভিজাত্য যুগপৎ প্রত্যেকের পক্ষে দোষ হইয়া পড়িয়াছে।' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজ্ঞীদিগের কক্ষের চতুর্দিকে পদচারণা করিয়া ত্রিযামা রজনী ক্লান্তিকর অবস্থায় রাজা অতিবাহিত করিলে পরদিবস প্রাতঃকালে বৈদ্য এবং শল্যবিদ্‌গণের চিকিৎসায় রাজ্ঞীত্রয় নিরাময় হইলে নৃপতি আশ্বস্ত হইল। (২২—৩৪)

বেতাল এই বিচিত্র কাহিনী বর্ণনা করিয়া নৃপতি ত্রিবিক্রমসেনের স্কন্ধোপরি হইতে প্রশ্ন করিল, 'রাজন, এখন আমাকে বল এই রাজ্ঞীত্রয়ের মধ্যে কে সর্বাপেক্ষা সুকুমার ছিল। জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও যদি না বল, তবে আমার পূর্ববর্ণিত অভিশাপ তোমার উপর বর্তাইবে।'

এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি প্রত্যুত্তর করিল, 'স্পর্শ না করিয়া কেবল মাত্র মুষল শব্দ শ্রবণে যে রাজ্ঞীর হস্তে কড়া পড়িয়াছিল, সে সর্বাপেক্ষা সুকুমার। অন্য রাজ্ঞীদ্বয় তাহার সমকক্ষ নহে। কারণ একজনের ক্ষত ও অপর জনের ব্রণ পদ্ম এবং চন্দ্রকিরণের সংস্পর্শে ঘটিয়াছিল।'

ভূপতি এই কথা বলিলে বেতাল পুনরায় স্কন্ধ পরিত্যাগপূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল এবং ধৈর্যশীল রাজা তাহাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত পুনরায় যাত্রা করিল। (৩৫—৩৯)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের অষ্টাদশ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—৩৯
ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা—১৫,৬৬৩।

ঊনবিংশ তরঙ্গ

দ্বাদশ বেতাল

নৃপতি ত্রিবিক্রমসেন পুনরায় শিংশপা বৃক্ষের সমীপবর্তী হইয়া বেতালকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে স্কন্ধোপরি স্থাপিত করিয়া পূর্ববৎ তূষ্ণীভাব অবলম্বনপূর্বক চলিতে থাকিলে স্কন্ধোপরি অবস্থিত বেতাল পুনরায় তাহাকে বলিল, 'রাজন্ তুমি দুধর্ষ এবং আমার অতিশয় প্রিয়। তোমার চিত্ত বিনোদনার্থ একটি হৃদ্য গল্প বলিব :—

নৃপতি যশঃকেতু, তাহার বিদ্যাধরী ভার্যা এবং বিশ্বস্ত মন্ত্রীর কাহিনী

অঙ্গদেশে স্বীয় দেহ লুক্কায়িত করিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় কন্দর্পসম অদগ্ধ যুবক নরপতি যশঃকেতু বাস করিত। প্রচণ্ড শৌর্যদ্বারা সে সমস্ত অরিকুল জয় করিয়াছিল। এবং ইন্দ্রের যেরূপ বৃহস্পতি মন্ত্রী ছিল, তাহারও সেইরূপ দীর্ঘদর্শী নামক মন্ত্রী ছিল। কালক্রমে সেই নৃপতি রূপযৌবনে মত্ত হইয়া তাহার ঐ মন্ত্রীর হস্তে নিষ্কণ্টক রাজ্যভার অর্পণ করিয়া কেবলমাত্র ব্যসনাসক্ত হইয়া পড়িল। রাজসভায় না রহিয়া সে সতত অন্তঃপুরে বাস করিতে লাগিল এবং হিতৈষীদিগের বাক্য শ্রবণ না করিয়া সে অন্তঃপুরে সঙ্গীতসুধা ভোগ করিত। বহুছিদ্র রাজকার্যে ব্যাপ্ত না রহিয়া সে জালবাতায়নে কালাতিপাত করিত।

কিন্তু মহামন্ত্রী দীর্ঘদর্শী ক্লান্তিহীন হইয়া দিবারাত্র রাজ্যভার বহন করিত। এইরূপ জনপ্রবাদ রটিল যে, দীর্ঘদর্শী ভূপতিকে ব্যসনাসক্ত রাখিয়া কেবলমাত্র নামে রাজা করিয়া রাখিয়াছে এবং সে স্বয়ং প্রভুর সমস্ত শক্তি ভোগ করিতেছে। অতঃপর মন্ত্রী দীর্ঘদর্শী স্বেচ্ছায় ভার্যা মেধাবতীকে বলিল, 'নৃপতি ব্যসনাসক্ত থাকায় আমি রাজকার্য পরিচালনা করি বলিয়া আমার বিরুদ্ধে লোকাপবাদ হইয়াছে যে আমি রাজত্ব গ্রাস করিয়াছি। এই প্রকার লোকাপবাদ মিথ্যা হইলেও এই পৃথিবীতে মহৎ ব্যক্তিদের পক্ষে হানিকর। রামকে কি মিথ্যাপবাদে সীতাকে বর্জন করিতে হয় নাই? এই অবস্থায় এখন আমি কি করিব?' সে এই কথা বলিলে সার্থকনামা মেধাবিনী মেধাবতী তাহাকে বলিল, 'তীর্থযাত্রার ব্যপদেশে নৃপতির নিকট হইতে বিদায়গ্রহণপূর্বক মহামতি কিয়দ্দিবসের জন্য বিদেশে গমন কর। তখন সকলে বুঝিতে পারিবে যে তোমার কোন উচ্চাশা নাই এবং তোমার অপবাদ স্বতঃই অপনোদিত হইবে। তোমার অনুপস্থিতিতে নৃপতি স্বয়ং রাজকার্য পরিচালনা করিবেন এবং তাহার এই ব্যসনবাসনা ক্রমশঃ লুপ্ত হইবে এবং যখন প্রত্যাবর্তন করিবে তখন দোষশূন্য হইয়া মন্ত্রিত্ব করিতে পারিবে।' (১-১৫)

ভার্যা এই কথা বলিলে 'তাহাই করিব' বলিয়া সে ভূপতি যশঃকেতুকে কথাপ্রসঙ্গে বলিল, 'রাজন্ আমাকে অনুমতি করুন আমি কিয়দ্দিবস তীর্থযাত্রা করিয়া ধর্মকার্য সম্পাদন করিব।' এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা কহিল, 'এইরূপ করিও না। তীর্থে গমন না করিয়া গৃহে থাকিয়া দানাদি পুণ্যকর্ম করিলে

কি তোমার স্বর্গলাভ হইবে না ?' এই কথা শ্রবণ করিয়া সে বলিল, 'যে বিশুদ্ধতা ধনদ্বারা লাভ করা যায় তাহা দানাদিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু পুণ্যতীর্থ দর্শনের ফল চিরস্থায়ী। যৌবনেই প্রাজ্ঞ ব্যক্তির ঐ কার্য সম্পাদন করা উচিত, দেহের যখন স্থিরতা নাই তখন ঐ কার্য যে করা যাইবে তাহা অবিশ্বাস্য।' যখন সে রাজাকে এই কথা বলিতেছিল এবং রাজা তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিল তখন জনৈক প্রতিহারী আগমনপূর্বক রাজাকে বলিল, 'দেব ! ব্যোমসরসীতে সূর্যদেব নিমজ্জিত হইতেছেন। আপনি গাত্রোত্থান করুন, আপনার স্নানকাল সমাগত।' এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি স্নানার্থ গাত্রোত্থান করিলে তীর্থযাত্রায় উন্মুখ মন্ত্রী তাহাকে প্রণাম করিয়া স্বগৃহে গমন করিল।

পত্নীকে ত্যাগ করিয়া তাহাকে অনুসরণ করিতে বারণ করিয়া ভৃত্যাদিগেরও অজ্ঞাতে সে একাকী ধৈর্য সহকারে দেশ দেশান্তর ভ্রমণকরতঃ তীর্থস্থান দর্শন করিয়া অবশেষে পৌণ্ড্রদেশে আগত হইল। তথায় সমুদ্র হইতে নাতিদূরস্থ একটি নগরীতে শিবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া দীর্ঘদর্শী মন্দির প্রাঙ্গণে উপবেশন করিল। তথায় দেবার্চনার নিমিত্ত সমাগত নিধিদত্ত নামক বণিক তাহাকে দীর্ঘ পথযাত্রায় ধূসরিত এবং রবিকিরণে ক্লান্ত দেখিতে পাইল। অতিথিবৎসল বণিক উপবীতধারী এবং শুভ লক্ষণযুক্ত পথিককে এই অবস্থায় দর্শন করিয়া মনে করিল যে ইনি নিশ্চয়ই কোন খ্যাতিমান ব্রাহ্মণ হইবেন এবং তাহাকে স্বগৃহে আনয়নপূর্বক স্নান এবং উত্তম ভোজ্যাদি দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া তাহার শ্রান্তি অপনোদন করিল এবং বিশ্রামান্তে তাহাকে শুধাইল, 'আপনি কে, কোথা হইতে আগমন করিয়াছেন এবং কোথায় গমন করিতেছেন ?' (১৮-৩১) সাবধানতা সহকারে ব্রাহ্মণ তাহাকে প্রত্যুত্তর করিল, 'আমি দীর্ঘদর্শী নামক বিপ্র, অঙ্গদেশ হইতে হেথায় তীর্থযাত্রায় আগমন করিয়াছি।' তখন বণিকরাজ নিধিদত্ত তাহাকে বলিল, 'আমি বাণিজ্যার্থ সুবর্ণদ্বীপে গমন করিতেছি। আমার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত আপনি আমার গৃহে অবস্থান করুন। ততদিনে তীর্থ ভ্রমণের ক্লান্তি অপনোদিত হইলে আপনি গৃহে গমন করিবেন।' দীর্ঘদর্শী এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, 'হেথায় থাকিব কেন ? আপনার মত হইলে বণিকবর আমি আপনার সহিতই গমন করিব।' সাধু বলিল, 'তাহাই হইবে।' বহুদিন হইতে শয্যা গ্রহণে অনভ্যস্ত দীর্ঘদর্শী সেই রজনী তাহার গৃহে যাপন করিল।

পরদিবস দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ অর্ণবপোতে সেই বণিকের সহিত দীর্ঘদর্শী সমুদ্রযাত্রা করিল। সেই পোতে ভ্রমণ করিয়া বিচিত্র ভয়াবহ সমুদ্রদর্শন করিতে করিতে সে কালক্রমে সুবর্ণদ্বীপে আগমন করিল। কোথায় মুখ্যমন্ত্রীত্ব আর কোথায় সমুদ্র ভ্রমণ ! সাধু ব্যক্তি যশোহানির ভয়ে কি না করিয়া থাকে ? সুতরাং সে ক্রয়-বিক্রয়রত বণিক নিধিদত্তের সহিত তথায় কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিল। (৩২-৪০)

সেই বণিকের সহিত প্রত্যাগমন কালে সে অকস্মাৎ ঊর্মিমালা বিক্ষুব্ধ হইলে সমুদ্রবক্ষ হইতে কল্পতরু উত্থিত হইতে দেখিল। উহার সুবর্ণশাখাসমূহ প্রবাল

এবং রত্নসহ ফলপুষ্পে শোভিত ছিল। সেই বৃক্ষোপরি সে এক অত্যদ্ভুত রমণীয় কন্যাকে মণিখচিত পর্যঙ্কে শায়িত দেখিতে পাইয়া মুহূর্তকাল চিন্তা করিল, 'কি আশ্চর্য! ইনি কে?' তখন বীণা হস্তে সেই কন্যা গান করিতে লাগিল, 'পূর্ব-জন্মে মানুষ যে কর্মবীজ বপন করে তাহাকে নিশ্চয়ই তাহার ফল ভক্ষণ করিতে হয়। পূর্বজন্মের ফল বিধাতাও অন্যথা করিতে সমর্থ নহেন।' গীত সমাপনান্তে সেই কন্যা কল্পবৃক্ষ এবং তাহার শয়ন পর্যঙ্কসহ সমুদ্রে নিমজ্জিত হইলে দীর্ঘদর্শী চিন্তা করিতে লাগিল, 'অদ্য আমি এই অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিলাম। সমুদ্রে বৃক্ষ এবং তদোপরি গীতরতা দিব্যাঙ্গনা, যাহারা দর্শন মাত্রই অদৃশ্য হয়, এইরূপ দর্শন করিবার কল্পনা করা যায় না। অথবা এই রত্নাকর অম্বুধি সর্বকালেই এই প্রকার কি? লক্ষ্মীদেবী, চন্দ্র, পারিজাত বৃক্ষ এবং অন্যান্য অমূল্য দ্রব্যাদি কি ইহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল?' কিন্তু দীর্ঘদর্শীকে বিস্মিত এবং বিভ্রান্ত দর্শন করিয়া কর্ণধার এবং অন্যান্য নাবিকবৃন্দ তাহাকে বলিল, 'এই সুন্দরী রমণী সর্বদাই এইভাবে এই স্থানে উত্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ নিমজ্জিত হয়। তোমার নিকট অবশ্য এই দৃশ্য অভিনব।' তাহারা মন্ত্রীকে এই কথা বলা সত্ত্বেও সে বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিল। যথাকালে নিধিদত্তের সহিত ঈপ্সিত তটে আগমন করিলে ভৃত্যদিগের চিত্তে আনন্দবর্ধনকরতঃ বণিক তাহার দ্রব্যসম্ভার পোত হইতে গ্রহণপূর্বক মন্ত্রীর সহিত তাহার উৎসবমুখর স্বগৃহে সানন্দে প্রবেশ করিল। তথায় ক্ষণকাল অবস্থিতির পর মন্ত্রী নিধিদত্তকে বলিল, 'বণিকরাজ আমি আপনার গৃহে বহু দিবস সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে অবস্থান করিয়াছি, এখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে ইচ্ছা করি। আপনার মঙ্গল হউক।' অতিশয় অনিচ্ছুক বণিকবরের নিকট হইতে এই বলিয়া বিদায়গ্রহণকরতঃ স্বীয় ধর্মকে একমাত্র সাক্ষী করিয়া সে তথা হইতে যাত্রাকরতঃ দীর্ঘ ভ্রমণের পর স্বদেশ অঙ্গরাজ্যে উপনীত হইল। (৪১-৫৫)

নগরীতে প্রবেশ করিবার পূর্বেই নৃপতি যশঃকেতু কর্তৃক মন্ত্রীর প্রত্যাবর্তন লক্ষ্য করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত চরগণ নৃপতি সকাশে তাহার আগমনব · জ্ঞাপন করিল। তাহার অদর্শনে শোকান্বিত নৃপতি তাহার নিকট গমন করিয়া আলিঙ্গন দ্বারা তাহাকে সম্বর্ধিত করিল। দীর্ঘ ভ্রমণজনিত ধূলিধূসরিত কৃশ মন্ত্রীকে প্রাসাদে আনয়নকরতঃ রাজা তাহাকে বলিল, 'আমাকে পরিত্যাগ করিয়া নির্দয়-ভাবে অনুলেপনাদি ব্যবহার না করিয়া দেহের এইরূপ দশা কেন করিয়াছ? প্রবল ভাগ্যদেবতার কথা কে বলিতে পারে? তুমি অকস্মাৎ তীর্থযাত্রার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলে। আমাকে বল কোন কোন দেশ পর্যটন করিয়াছ এবং কোন অভিনব দৃশ্য দর্শন করিয়াছ?' তখন দীর্ঘদর্শী তাহার সুবর্ণদ্বীপ যাত্রার বিবরণ সবিস্তারে বলিতে বলিতে ত্রিভুবনের রত্ন সেই গায়িকা কন্যা যে কল্পতরু সহ পর্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট হইয়া সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়াছিল, তাহার কথা বলিল। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সে অনুরূপভাবেই যথাযথ তৎসমুদায় বণনা করিয়াছিল।

ইহা শ্রবণমাত্র প্রগাঢ়ভাবে সেই কন্যার প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া সে তদ্বিহনে নিজের জীবন ও রাজ্য তুচ্ছ মনে করিল। মন্ত্রীকে একান্তে লইয়া গিয়া সে

বলিল, 'ঐ কন্যার সহিত সাক্ষাৎ না হইলে আমার জীবন রহিবে না। তোমার বর্ণিত পথে আমি ভাগ্যদেবীকে প্রণাম করিয়া গমন করিব। আমাকে বারণ করিও না অথবা আমার পশ্চাদনুসরণ করিও না। আমি একাকী ছদ্মবেশে গমন করিব, তুমি আমার রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। আমার আদেশ অমান্য করিও না, নতুবা আমার মৃত্যুর জন্য তুমি দায়ী হইবে।' (৫৬-৬৭)

নৃপতি এই কথা বলিয়া মন্ত্রীর উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা না করিয়া তাহাকে প্রতীক্ষ্যমান আত্মীয় স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত বিদায়প্রদানান্তর তাহাকে স্বগৃহে প্রেরণ করিল। তথায় উৎসবানন্দের ভিতরও দীর্ঘদর্শী দুর্মনা হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। প্রভুদিগের আরোগ্যাতীত ব্যসন দৃষ্টে কোন মন্ত্রী সুখী হইতে পারে?

মন্ত্রীর হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া পরদিবস রজনীতে নৃপতি যশঃকেতু তাপসের ছদ্মবেশে যাত্রা করিয়া পথে কুশনাভ নামক তপস্বীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। সেই মুনি তাপসবেশী নরপতিকে বলিল, 'তুমি সাহসের সহিত অগ্রসর হও। লক্ষ্মীদত্ত বণিকের সহিত অর্ণবযানে সমুদ্রে গমনপূর্বক তোমার বাঞ্ছিতা কন্যার দর্শন লাভ করিবে।' এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি অতিশয় হৃষ্টচিত্তে মুনিকে প্রণামপূর্বক পুনরায় যাত্রা আরম্ভকরতঃ বহুদেশ, নদী, এবং পর্বত অতিক্রম করিয়া সমুদ্রের নিকট উপনীত হইল। অম্বুধি যেন তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত সোৎসুকে অপেক্ষা করিতেছিল। শঙ্খ-ধবল বীচি বক্রভ্রূসংযুক্ত নেত্র বিস্তার করিয়া তাহাকে যেন অবলোকন করিতেছিল। তীরদেশে মুনিকথিত বণিক লক্ষ্মীদত্তের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। সে তখন সুবর্ণদ্বীপে গমন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছিল। তাহার ধ্বজবজ্রাঙ্কিত পদাচিহ্নাদি দর্শন করিয়া রাজলক্ষণযুক্ত তাপসবেশী যশঃকেতুকে বণিক প্রণাম করিল এবং নৃপতি তাহার সহিত অর্ণবপোতে আরোহণপূর্বক সমুদ্রযাত্রা করিল। অর্ণবযান অম্বুধির মধ্যস্থলে আগত হইলে সেই কন্যা কল্পবৃক্ষোপরি আরোহণ-পূর্বক বারি হইতে উত্থিত হইলে চকোর যেরূপ চন্দ্রকিরণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখে রাজাও তদ্রূপ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সেই কন্যা বীণাসহকারে সুললিত গান আরম্ভ করিল, 'পূর্বজন্মে মানব যে কর্মবীজ বপন করে সেই ফল তাহাকে নিশ্চয়ই ভক্ষণ করিতে হইবে। পূর্বজন্মের কৃতকর্মের অন্যথা বিধাতাও করিতে সমর্থ নহেন। বিধাতা যাহা বিধান করিয়াছেন অসহায় মানবকে সেই স্থানে এবং সেই প্রকারে তাহা ভোগ করিতে হইবেই হইবে। ভবিতব্য অখণ্ডনীয়।' এই গান শ্রবণ করিয়া রাজা কামনারহিত হইয়া কিয়ৎকাল নিস্পন্দভাবে তাহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল। অতঃপর নিম্নোক্ত রূপে সে সমুদ্রের স্তুতি করিতে লাগিল, 'অগাধহৃদয় রত্নাকর, এই সুন্দরী দিব্যাঙ্গনাকে লুক্কায়িত রাখিয়া তুমি বিষ্ণুকে লক্ষ্মী হইতে বঞ্চিত করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার। পক্ষযুক্ত পর্বতদিগের আশ্রয়, দেবতারাও যাহার পরিমাপ করিতে অসমর্থ, আমি তোমার শরণাগত হইলাম, আমার মনস্কামনা পূরণ কর।' সে যখন এই

প্রকারে স্তব করিতেছিল তখন বৃক্ষসহ সেই কন্যা সমুদ্রে নিমজ্জিতা হইলে রাজাও যেন কামাগ্নি নির্বাপণের নিমিত্ত তাহার পশ্চাৎ সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিল। সজ্জন লক্ষ্মীদত্ত এই অভাব্য দৃশ্য দর্শন করিয়া নৃপতি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে মনে করিয়া শোকান্বিত হইয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলে নিম্নোক্ত আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া সে আশ্বস্ত হইল, 'দুঃসাহসিক কার্য করিও না। সমুদ্রে নিমজ্জিত হইলেও উহার কোন বিপদ হইবে না। উহার নাম নৃপতি যশঃকেতু, তাপসের ছদ্মবেশে তাহার পূর্বজন্মের প্রিয়া এই কন্যাকে লাভ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছে এবং উহাকে প্রাপ্ত হইয়াই স্বীয় অঙ্গ-রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিবে। (৬৮-৮৮) এই কথা শ্রবণ করিয়া বণিক ইষ্ট সিদ্ধার্থে পূর্বনির্দিষ্ট সমুদ্রযাত্রা পুনরায় আরম্ভ করিল।

সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া যশঃকেতু অকস্মাৎ সবিস্ময়ে একটি বিশাল অপরূপ পুরী দর্শন করিল। অমূল্য রত্নখচিত উজ্জ্বল স্তম্ভসহ প্রাসাদে ঐ পুরী ঝলমল করিতেছিল। উহাদের প্রাচীরসমূহ সুবর্ণে দীপ্ত ছিল এবং গবাক্ষসমূহ মুক্তাফল মণ্ডিত ছিল। ইহার উদ্যানসমূহে সর্বপ্রকার রত্নখচিত শীলাখণ্ডে নির্মিত সোপানাবলীসংযুক্ত বাপী দ্বারা শোভিত ছিল এবং তথায় সর্বমনোরথসিদ্ধি-প্রদ কল্পবৃক্ষসমূহ বিরাজ করিতেছিল। সেই নগরীর নির্জন প্রতিগৃহে প্রবেশ করিয়াও কোথায়ও তাহার প্রিয়তমার সাক্ষাৎ লাভ করিল না। ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপকরতঃ সে একটি সুউচ্চ মণিময় প্রাসাদ অবলোকন করিয়া তথায় গমন-করতঃ দ্বার উন্মোচনপূর্বক অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তথায় প্রবেশ করিয়া সে মণিময় পর্যঙ্কোপরি বস্ত্রাচ্ছাদিত একটি মাত্র দেহ শায়িত অবস্থায় দেখিতে পাইল। বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সেই দেহ নারীদেহ কিনা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত সোৎসুকে মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া তাহারই প্রিয়তমার দর্শন লাভ করিল। অন্ধকারের ন্যায় কৃষ্ণবস্ত্রাচ্ছাদন উন্মোচিত হইলে তাহার বদনচন্দ্রমা হাস্যে উদ্ভাসিত হইল এবং মনে হইল চন্দ্রকিরণে উদ্দীপিত রজনীর ন্যায় সে দিবা-ভাগে পাতাল দর্শন করিতে আগমন করিয়াছে। গ্রীষ্মকালে মরুভ্রমণরত মানব নদী সন্দর্শনে যেরূপ পুলকিত হয় তাহাকে দর্শন করিয়া নৃপতিরও সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। সেই রমণীও চক্ষু উন্মীলনপূর্বক সুলক্ষণযুক্ত বীরপুরুষের অকস্মাৎ আবির্ভাবে উত্তেজিত হইয়া পর্যঙ্ক হইতে অবতরণপূর্বক নতমুখে তাহাকে অভ্যর্থনা করিল। ফুল্লকমলসদৃশ বিস্তারিত চক্ষুদ্বারা সে যেন তাহাকে সম্মানিত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'আপনি কে এবং কি নিমিত্ত এই অগম্য রসাতলে আগমন করিয়াছেন? আপনার দেহ রাজলক্ষণযুক্ত তথাপি তাপসব্রত অবলম্বন করিয়াছেন কেন? যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন তবে মহাশয়, অনুগ্রহপূর্বক আমার বাক্যের উত্তর প্রদান করুন।' এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি প্রত্যুত্তর করিল, (৮৯-১০২) 'সুন্দরি, আমি যশঃকেতু নামক অঙ্গদেশের অধিপতি। কোন এক বিশ্বস্ত বন্ধুর কাছে প্রত্যহ তোমাকে সমুদ্রে দৃষ্ট হইবার কথা শ্রবণ করিয়া আমি তোমার নিমিত্ত রাজ্যপরিত্যাগপূর্বক এই ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া

সমুদ্রের ভিতরে তোমাকে অনুসরণকরতঃ এই স্থানে আগমন করিয়াছি। তোমার পরিচয় প্রদান কর।' সে এই কথা বলিলে, কন্যা সলজ্জে, সানুরাগে এবং সানন্দে তাহাকে বলিল, 'আমি বিদ্যাধরদিগের সৌভাগ্যশালী নৃপতি মৃগাঙ্কসেনের মৃগাঙ্কবতী নাম্নী দুহিতা। আমার পিতা অজ্ঞাত কোন কারণে তাঁহার এই পুরীতে আমাকে একাকিনী রাখিয়া অন্যান্য প্রজাবর্গের সহিত কোথাও প্রস্থান করিয়াছেন। একাকিনী অবস্থায় শোকান্বিতচিত্তে আমি কল্পতরুবৃক্ষযানে আরোহণপূর্বক সমুদ্রবক্ষে উত্থিত হইয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গান করি।' সে এই কথা বলিলে মুনির বাক্য স্মরণ করিয়া মৃগাঙ্কবতীর সহিত প্রেমপূর্ণ বচনে অনুরাগপূর্ণ ব্যবহার করিলে সে তৎক্ষণাৎ এই সর্তে নৃপতিকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়া বলিল, 'আর্যপুত্র, প্রত্যেক মাসের শুক্ল এবং কৃষ্ণপক্ষের চারিদিন আমি আমার অধীনে থাকি না। সেই দিবসচতুষ্টয়ে কোন কারণবশতঃ আমি কোথায় গমন করি সেই সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিবেন না, আমাকে নিষেধও করিতে পারিবেন না।' সেই দিব্যাঙ্গনার এই একমাত্র সর্তে সম্মত হইয়া রাজা তাহাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করিল। তখন নৃপতি মন্মথনির্দিষ্ট মণ্ডনপদ্ধতি অনুসারে মৃগাঙ্কবতীর আলুলায়িত কেশের পুষ্পমাল্য বিপর্যস্ত করিয়া, দশনদ্বারা তাহার বিম্বাধরে ক্ষত উৎপাদন করিয়া, কুচদ্বয়ের মাণিক্যমাল্য করদ্বারা ছিন্ন করিয়া এবং গাঢ় আলিঙ্গনে তাহার অঙ্গের অঙ্গরাগ লুপ্ত করিয়া যখন সম্ভোগসুখে তথায় কালাতিপাত করিতেছিল তখন একদা মৃগাঙ্কবতী তাহাকে বলিল, 'অদ্য কৃষ্ণাচতুর্দশী। আর্যপুত্র, আমার পূর্বকথামত তুমি এই স্থানেই রহিবে, আমি কার্যব্যপদেশে কোন স্থানে গমন করিব। স্ফটিকগৃহে প্রবেশ করিবে না, কারণ তথায় বাপীর অভ্যন্তরে পতিত হইয়া ভূতলে গমন করিবার আশঙ্কা আছে।' এই কথা বলিয়া মৃগাঙ্কবতী বিদায়গ্রহণপূর্বক নগরী হইতে বহির্গত হইলে নৃপতিও প্রহেলিকার স্বরূপ নিরূপণার্থ খড়্গ হস্তে তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল।

তখন রাজা দেখিতে পাইল যে নরাকৃতি ঘনশ্যাম একটি ঘোরাকার রাক্ষস মুখ ব্যাদানপূর্বক পাতাল হইতে আগমন করিতেছে। (১০৩—১২১) সেই রাক্ষস ভীষণ গর্জন করিয়া মৃগাঙ্কবতীকে ধৃত করিয়া তাহাকে মুখগহ্বরে স্থাপনকরতঃ গিলিয়া ফেলিল। এতদৃষ্টে বীর নৃপতি মহাক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া নির্মোকমুক্ত কৃষ্ণ ভুজঙ্গের ন্যায় বৃহৎ খড়্গ কোষ হইতে নিষ্কাশণপূর্বক অগ্রসর হইয়া দৃঢ়োষ্ঠবদ্ধ আক্রমণকারী রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিল। রাক্ষসের কবন্ধ হইতে নির্গত রক্তস্রোত ভূপতির জ্বলন্ত ক্রোধ নির্বাপিত করিল। কিন্তু প্রিয়তমার বিয়োগশোক অপনোদন করিতে সমর্থ হইল না। বিহ্বলতাজনিত তমোরাশিতে অন্ধ হইয়া নৃপতি যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল তখন অকস্মাৎ মৃগাঙ্কবতী রাক্ষসের মেঘমলিনদেহ বিদীর্ণকরতঃ কলঙ্কহীন চন্দ্রের ন্যায় চতুর্দিক আলোকিত করিয়া অক্ষত দেহে জীবিতাবস্থায় বহির্গত হইল। প্রিয়তমাকে বিপদমুক্ত দর্শন করিয়া নৃপতি সোৎসাহে ধাবিত হইয়া তাহাকে 'আইস আইস' বলিয়া আলিঙ্গনপূর্বক বলিল, 'প্রিয়ে, ইহার তাৎপর্য কি? ইহা কি স্বপ্ন না মায়া?' নৃপতি বিদ্যাধরীকে এইরূপ প্রশ্ন করিলে সত্য কথা তাহার স্মরণপথে উদিত হইল

এবং সে বলিল, 'আর্যপুত্র, ইহা মায়াও নহে, স্বপ্নও নহে। বিদ্যাধররাধিপতি আমার পিতা আমাকে এই প্রকারে অভিশপ্ত করিয়াছিলেন। আমার পিতা পূর্বে এই নগরীতে বাস করিতেন। তাহার বহু পুত্রসন্তান থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাকে এতাদৃশ স্নেহ করিতেন যে আমি উপস্থিত না থাকিলে কখনও খাদ্য স্পর্শ করিতেন না। কিন্তু শিবার্চনায় প্রবৃত্ত থাকায় আমি এই নির্জন স্থানে দুই পক্ষের চতুর্দশী এবং অষ্টমী তিথিতে সর্বদা আগমন করিতাম।

এক চতুর্দশী তিথিতে আমি বহুক্ষণ পর্যন্ত গৌরীদেবীর উপসনা করিতে থাকিলে ভক্তির প্রাবল্যে আমার সাধনা সমাপ্ত হইবার পূর্বেই দিবাবসান হইল। (১২২-১৩৩) সেই দিবস আমার পিতা ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত হওয়া সত্ত্বেও খাদ্য গ্রহণ ও জল পান না করিয়া অতিশয় ক্রোধবিষ্ট হইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বীয় আপরাধ সম্বন্ধে সচেতন হইয়া আমি সায়ংকালে যখন নতমস্তকে প্রত্যাবর্তন করিলাম তখন তিনি আমাকে নিম্নোক্তরূপে অভিশপ্ত করিলেন, 'তোর অহঙ্কারে অদ্য আমি ক্ষুধাকর্তৃক যেরূপ ভুক্ত হইয়াছি তুইও তদ্রূপ প্রতি মাসের দুই পক্ষের অষ্টমী এবং চতুর্দশী তিথিতে নগরীর বহির্দেশে শিবার্চনায় গমন করিলে সেই কৃতান্তসন্ত্রাস রাক্ষস কর্তৃক ভক্ষিত হইবি এবং প্রত্যেক বার তাহার হৃদয়ে প্রবেশকরতঃ জীবিতাবস্থায় বহির্গত হইবি। কিন্তু তোর শাপের কথা অথবা গিলিত হইবার যন্ত্রণা স্মরণে রহিবে না এবং তুই একাকী এই স্থানে থাকিবি।' পিতা আমাকে এই প্রকারে অভিশপ্ত করিলে আমি ক্রমে ক্রমে অনুনয়পূর্বক তাঁহার ক্রোধ প্রশমিত করিলে তিনি আমার শাপান্ত এইরূপে হইবে বলিলেন, 'অঙ্গদেশের যশঃকেতু নামক নরপতি যখন তোকে রাক্ষসদ্বারা গিলিত হইতে দর্শন করিয়া তাহাকে হত্যা করিবে তখন সেই রাক্ষসের বক্ষ হইতে নির্গত হইলে তুই শাপমুক্ত হইবি এবং তোর অভিশাপের কথা ইত্যাদি তোর স্মরণ পথে উদিত হইবে।'

'আমার শাপমুক্তি এই প্রকারে ধার্য করিয়া তিনি আমাকে হেথায় একাকিনী রাখিয়া সপরিকর ভূতলে নিষধ পর্বতে গমন করিয়াছিলেন। শাপবিহ্বল হইয়া আমি এইস্থানে এইরূপে অবস্থান করিতেছি। কিন্তু সেই অভিশাপের কাল অধুনা শেষ হওয়াতে আমার সমস্তই মনে পড়িতেছে। আমি অচিরে নিষধ পর্বতে পিতার নিকট গমন করিব। আমাদের ন্যায় দিব্যব্যক্তিগণের জন্য এই নিয়ম যে শাপমুক্ত হওয়া মাত্র আমাদিগকে স্বস্থানে প্রস্থান করিতে হয়। ইচ্ছা হইলে তুমি এইস্থানে থাকিতে পার অথবা স্বরাজ্যে প্রস্থান করিতে পার।' নৃপতি এই কথা শ্রবণ করিয়া দুঃখিতচিত্তে তাহাকে এই প্রকার অনুরোধ করিল. 'বরাঙ্গনে, তুমি সপ্তাহকাল হেথায় অবস্থান কর। সেই সময়ে এই উদ্যানে কেলিরত হইয়া বিরহব্যথা বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করা যাইবে। অতঃপর তুমি তোমার পিতৃসকাশে গমন করিও। আমিও আমার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিব।' তাহার এই প্রস্তাবে সুমুখী সম্মত হইলে, ষড়দিবস নৃপতি তাহার সহিত উদ্যানসমূহে এবং তড়াগে বিহার করিল। (১৩৪-১৪৮) তড়াগস্থ অশ্রুপূর্ণ কমল নয়নসমূহ

যেন তাহাদের হস্তরূপ বীচিমালা আলোড়নপূর্বক এবং হংসসারস নিঃশ্বাস দ্বারা করুণভাবে বলিতেছিল, 'আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিও না।' সপ্তম দিবসে সে প্রিয়তমাকে কৌশলে ভূলোক গমনের দ্বার যে তড়াগে অবস্থিত ছিল সেই উদ্যানগৃহে আনয়নপূর্বক তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া সেই তড়াগে নিমজ্জিত হইয়া স্বীয় নগরীর উদ্যানস্থ এক সরোবর হইতে উত্থিত হইলে উদ্যানপালকগণ তাহাকে প্রিয়াসহ উত্থিত হইতে দর্শন করিয়া সানন্দে মন্ত্রী দীর্ঘদর্শীর নিকট সেই বার্তা জ্ঞাপন করিল। মন্ত্রী আনত হইয়া তাহার পাদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া ঈপ্সিত অঙ্গনাসহ নৃপতিকে দর্শনকরতঃ মন্ত্রী এবং পৌরজনগণ তাহাকে প্রাসাদে আনয়ন করিল। মন্ত্রী তখন চিন্তা করিতে লাগিল, 'কি আর বলিব; আকাশে ক্ষণপ্রভার ন্যায় যে দিব্যাঙ্গনাকে আমি মুহূর্তকালের নিমিত্ত সমুদ্রবক্ষে দর্শন করিয়াছিলাম, আশ্চর্যের বিষয়, তাহাকে নৃপতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রকৃত কথা হইতেছে যে বিধাতাপুরুষ যাহার ললাটে যেরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন অসম্ভব হইলেও তাহা ঘটিবেই ঘটিবে।'

মন্ত্রী এইরূপ চিন্তা করিলেও প্রজাবর্গ নৃপতির প্রত্যাগমনে এবং দিব্যাঙ্গনা লাভে অতিশয় আনন্দিত হইয়া মহোৎসবে মত্ত হইল। সপ্তাহান্তে ভূপতি স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে দর্শন করিয়া মৃগাঙ্কবতী বিদ্যাধরাবাসে প্রস্থান করিতে ইচ্ছুক হইল। কিন্তু স্মরণ করিতে চেষ্টা করিলেও আকাশগমন বিদ্যা তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইল না। ধনরত্ন লুণ্ঠিত হইলে যেরূপ অবস্থা হয় মৃগাঙ্কবতীও তদ্রূপ নিরতিশয় হতাশ হইয়া পড়িল। 'প্রিয়ে, তোমাকে সহসা এইরূপ নিরুৎসাহ দেখাইতেছে কেন?' নৃপতি এই কথা শুধাইলে মৃগাঙ্কবতী প্রত্যুত্তর করিল, 'শাপমুক্তির পরও তোমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া আমি দীর্ঘকাল হেথায় অবস্থান করায় আমার বিদ্যা আমাকে ত্যাগ করিয়াছে এবং আমার নভোদেশস্থ গৃহগমনের শক্তি লুপ্ত হইয়াছে।' এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা যশঃকেতু বলিল, 'এইবার আমি বিদ্যাধরীকে প্রাপ্ত হইয়াছি' এবং সে মহোৎসবে মত্ত হইল (১৩৯-১৬১)

ইহা দর্শনপূর্বক মন্ত্রী দীর্ঘদর্শী গৃহে প্রস্থান করিয়া রজনীতে ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিল। বিষাদগ্রস্ত যশঃকেতু দীর্ঘকাল স্বয়ং রাজ্যভার বহনপূর্বক রাজ্ঞী মৃগাঙ্কবতীর সহিত বাস করিতে লাগিল।

নৃপতি ত্রিবিক্রমসেনের স্কন্ধস্থিত বেতাল পথিমধ্যে তাহাকে এই কাহিনী নিবেদন করিয়া বলিল, 'রাজন্, সত্বর আমাকে বল, সেই মহামন্ত্রীর হৃদয় প্রভুর সফলতা দর্শন সত্ত্বেও কেন অচিরে ভগ্ন হইল? স্বয়ং দিব্যাঙ্গনাকে লাভ করিতে অসমর্থ হওয়াতেই কি তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল অথবা নৃপতির প্রত্যাবর্তনে রাজশক্তি প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়া নিরাশ হইয়াছিল?' জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও যদি আমাকে না বল তবে তোমার পুণ্যবল অচিরে নষ্ট হইবে এবং তোমার মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে।' নৃপতি ত্রিবিক্রমসেন ইহা শ্রবণ করিয়া বেতালকে বলিল, 'এই দুইটি কারণের কোনওটির জন্যই ধার্মিক উত্তম মন্ত্রীর হৃদয় বিদীর্ণ হয় নাই। মন্ত্রী এইরূপ চিন্তা করিয়াছিল, 'মর্ত্যনারীর প্রেমে যে নরপতি

রাজকার্যে অবহেলা করিয়াছে সে এখন দিব্যাঙ্গনা প্রাপ্ত হইয়া রাজকার্যে আরও অধিকতর অমনোযোগী হইবে। অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলাম এবং আমার আশা ছিল যে তাহার এই রোগ নিরাময় হইবে, কিন্তু তাহা না হইয়া উহা কেবল বর্দ্ধিতই হইল।' এইরূপ চিন্তা করিয়াই মন্ত্রীবরের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল। নৃপতি এই কথা বলিলে মায়াবী বেতাল স্বীয় স্থানে প্রস্থান করিলে নৃপতিও তাহাকে জোর করিয়া পুনরায় আনয়ন করিবার নিমিত্ত দ্রুত তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। (১৬২-১৭১)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের ঊনবিংশ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—১৭১
ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা—১৫,৮৩৪।

বিংশ তরঙ্গ

ত্রয়োদশ বেতাল

অতঃপর পুনরায় শিংশপা তরুসমীপে গমনপূর্বক নৃপতি ত্রিবিক্রমসেন বেতালকে স্কন্ধোপরি স্থাপনপূর্বক গমন করিতে থাকিলে বেতাল ভূপতিকে বলিল, 'রাজন্, অবধান কর, আমি তোমাকে একটি ক্ষুদ্র কাহিনী বলিব ঃ—

পূর্বে পত্নীহারা এবং পরে জীবনহারা হরিস্বামীর কাহিনী

ভূতলে হরের নিবাসস্থল বারাণসী নামক পুরী আছে। তথায় নৃপতিকর্তৃক সম্মানিত দেবস্বামী নামক দ্বিজ বাস করিত। সেই ধনী বিপ্রের হরিস্বামী নামক পুত্র ছিল এবং সেই পুত্রের লাবণ্যবতী নাম্নী পরমাসুন্দরী ভার্যা ছিল। আমার মনে হয় তিলোত্তমা এবং অন্যান্য দিব্যাঙ্গনাদিগকে সৃষ্টি করিবার পর বিধাতা কৌশল আয়ত্তকরতঃ ঐ অমূল্য লাবণ্যশালিনী নারী সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

একদা সম্ভোগান্তে ক্লান্ত হরিস্বামী পত্নীর সহিত চন্দ্রকিরণশীতল হর্ম্যে নিদ্রিত হইলে তন্মুহূর্তে মদনবেগ নামক কামচারী বিদ্যাধরকুমার আকাশমার্গে তথায় আগমন করিল। স্বামীর পার্শ্বে নিদ্রিতা স্রস্তবসনা লাবণ্যবতীর সুগঠিত দেহ-সৌন্দর্যে মোহিত এবং আকৃষ্ট হইয়া কামান্ধ মদনবেগ নিম্নে অবতরণকরতঃ সুপ্তা লাবণ্যবতীকে তৎক্ষণাৎ অঙ্কে স্থাপনপূর্বক নভোদেশে উড্ডীন হইল। (১-৯)

যুবক পতি হরিস্বামী অচিরে জাগ্রত হইয়া প্রিয়তমাকে পার্শ্বে দর্শন না করিয়া বিহ্বল চিত্তে গাত্রোত্থানপূর্বক চিন্তা করিতে লাগিল, 'ইহার অর্থ কি? সে কোথায় গমন করিয়াছে? আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছে কি? অথবা আমার প্রকৃত মনোভাব জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমার সহিত পরিহাস করিতেছে?' এইরূপে নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া সে ব্যাকুল হইয়া তাহাকে গৃহচূড়ায় এবং ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিল। এমন কি গৃহোদ্যানেও তাহাকে অন্বেষণ করিয়া এবং কোথাও তাহাকে প্রাপ্ত না হইয়া শোকাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া সে বিলাপ করিতে লাগিল, 'হায়! আমার চন্দ্রবিম্ববদনা জ্যোৎস্নাধবলা প্রিয়ে! তুল্যগুণা এই রজনী কি তোমার প্রতি ঈর্ষান্বিতা হইয়াছে? তোমার সৌন্দর্যে পরাভূত শঙ্কিত চন্দ্র, যে তাহার চন্দন-শীতল কিরণদ্বারা আমাকে সুখ প্রদান করিতেছিল, সে এখন তোমার অবর্তমানে সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার অথবা বিষসিক্ত তীরদ্বারা আমাকে তাড়না করিতেছে। হরিস্বামী এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে নিশার অবসান হইল, কিন্তু তাহার বিরহশোকের অবসান হইল না। পরদিবস প্রাতঃকালে রবিকরে পৃথিবী আবৃতকারী ঘন তমসার অবলুপ্তি ঘটিল কিন্তু তাহার হতাশার্তমিস্রার নিরাকরণ হইল না। রজনী সমাগমে চক্রবাকের বিরহকাল অপনোদিত হইলে তাহাদের ক্রন্দনশক্তি প্রাপ্ত হইয়া হরিস্বামীর করুণ বিলাপধ্বনি যেন শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। আত্মীয়স্বজন আশ্বাস প্রদান করা সত্ত্বেও প্রিয়তমা বিহনে তাহার বিরহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত

হওয়ায় সেই দ্বিজযুবক ধৈর্যপ্রাপ্ত হইল না। সে স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনপূর্বক সাশ্রুনয়নে বলিতে লাগিল, 'এই ত এই স্থানে সে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, এইস্থানে সে স্নান এবং প্রসাধন করিয়াছিল, এইস্থানে সে আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছিল।' (১০-২১)

বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনেরা তাহাকে বলিল, 'লাবণ্যবতীর মৃত্যু হয় নাই, তবে আত্মহত্যা করিতেছ কেন? যদি জীবিত থাক তবে কোথাও না কোথাও তাহাকে প্রাপ্ত হইবে। ধৈর্যধারণপূর্বক তোমার প্রিয়তমার অন্বেষণে তৎপর হও। এই জগতে ধৈর্যশীল ব্যক্তির অপ্রাপ্য কিছুই নাই।' এইরূপে বন্ধু এবং স্বজনবর্গকর্তৃক প্রবোধিত হইয়া সে আশায় আশায় থাকিয়া কিয়দ্দিবসান্তে আত্মসম্বিত প্রাপ্ত হইল। সে মনে মনে চিন্তা করিল, 'আমার যাহা কিছু আছে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া নিখিল তীর্থ ভ্রমণপূর্বক আমার পাপস্খালন করিব। পাপস্খালন হইলে হয়ত পর্যটন করিতে করিতে কোনসময় প্রিয়তমার দর্শনলাভ করিতে পারিব।' সময়োপযোগী এইরূপ চিন্তা করিয়া সে গাত্রোত্থানপূর্বক স্নান করিল এবং যথাবিহিত কার্যাদি সম্পাদনকরতঃ পরদিবস বিপ্রদিগকে খাদ্য পানাদি দ্বারা আপ্যায়িতপূর্বক যজ্ঞ সম্পাদনকরতঃ তাহার সমস্ত বিত্ত অবারিতভাবে দান করিল।

অতঃপর সে কেবলমাত্র তাহার দ্বিজজন্মকে সম্বল করিয়া স্বদেশ পরিত্যাগপূর্বক প্রিয়তমার অন্বেষণে তীর্থ পর্যটনে নিক্রান্ত হইল। যখন সে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিল তখন প্রচণ্ড আদিত্যবদন দীপ্তরশ্মিরূপ কেশরসংযুক্ত ভীম গ্রীষ্মকেশরীর আবির্ভাব হইল। প্রিয়াবিরহসন্তপ্ত পান্থজনের নিঃশ্বাসে সমীরণ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। আতপতাপে শুষ্কপ্রায় তড়াগসমূহ তাহাদের বিশুষ্ক শ্বেতকর্দমদ্বারা যেন তাহাদের বিদীর্ণ হিয়া প্রদর্শন করাইতেছিল। পথপার্শ্বস্থ পাদপসমূহ যেন বসন্তশ্রীর বিরহে স্ফোটিত বল্কলশব্দ তাপম্লান পত্রাধরদ্বারা প্রকাশ করিতেছিল। সেই ঋতুতে আতপতাপে ক্লান্ত হরিস্বামী বিরহ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং অবিরত ভ্রমণ দ্বারা রুক্ষ, কৃশ এবং ধূলিধূসরিত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে আহার্যের আশায় একটি গ্রামে উপনীত হইল। তথায় সে যজ্ঞরত পদ্মনাভ নামক এক বিপ্রের গৃহ দেখিতে পাইল। সেই গৃহাভ্যন্তরে বহু ব্রাহ্মণকে ভোজন করিতে দেখিয়া দ্বারস্তম্ভ অবলম্বনপূর্বক সে নিশ্চল এবং নীরব অবস্থায় দণ্ডায়মান হইল। (২২-৩৫) যজ্ঞরত বিপ্র পদ্মনাভের উত্তমা গৃহিণী তাহাকে তদবস্থায় দর্শনকরতঃ দয়ার্দ্রচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিল, 'আহা, ক্ষুধার কি প্রচণ্ড প্রতাপ। কাহাকে না সে ক্লিষ্ট করিবে। দ্বারপ্রান্তে জনৈক ব্যক্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ঐ অধোমুখ ব্যক্তি আহারার্থী কোন গৃহস্থ বলিয়া মনে হইতেছে, দীর্ঘ ভ্রমণের পর ক্ষুধায় যাহার ইন্দ্রিয় শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে। এই ব্যক্তিকেই কি আহার্য প্রদান করা সমীচীন হইবে না?' এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই দয়াবতী মহিলা পরমান্নপূর্ণ একটি পাত্রে ঘৃত এবং শর্করা সংযোগকরতঃ তাহার হস্তে প্রদান করিয়া বিনীতভাবে বলিল, 'কোনও বাপীতটে গমনপূর্বক ইহা ভোজন কর। এই স্থান ভোজনরত ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা উচ্ছিষ্ট হইয়াছে। ইহা ভোজন করিবার উপযুক্ত স্থান নহে।'

'আমি তাহাই করিব'—এই কথা বলিয়া সে পরমান্ন পাত্র নাতিদূরস্থ বাপীতটে একটি বটতরুর তলে স্থাপনকরতঃ বাপীনীরে হস্ত-পদ ধৌত করিয়া আচমনকরতঃ তুষ্ট চিত্তে পরমান্ন ভক্ষণ করিতে আগমন করিলে একটি শ্যেনপক্ষী চঞ্চু এবং নখরে একটি কৃষ্ণসর্প ধারণ করিয়া কোন স্থান হইতে আগত হইয়া ঐ বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিল। শ্যেনপক্ষীকর্ত্তৃক ধৃত এবং বাহিত ঐ মৃত সর্পের মুখ হইতে বিষলালা বৃক্ষনিম্নস্থ অন্নপাত্রে পতিত হইল। হরিস্বামী উহা অবলোকন না করিয়াই ঐ পরমান্ন ভোজন করিল। নিদারুণ ক্ষুধার্ত হইয়া ঐ পরমান্ন ভক্ষণান্তে সে বিষের জ্বালায় তীব্র বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। সে বলিয়া উঠিল, 'বিধাতা যাহার প্রতি বিরূপ হন জগতের সমস্ত বস্তুও তাহার প্রতি বিরূপ হয়। শর্করা ও ঘৃত মিশ্রিত পরমান্ন আমার নিকট গরল হইয়াছে।' (৩৬-৪৭) এইরূপ বলিতে বলিতে বিষের জ্বালায় ক্লিষ্ট হইয়া কম্পিত কলেবরে হরিস্বামী যজ্ঞরত ব্রাহ্মণের গৃহে আগত হইয়া তদীয় গৃহিণীকে বলিল, 'আমাকে যে পরমান্ন দান করিয়াছিলেন তাহা আমাকে বিষক্লিষ্ট করিয়াছে। বিষক্রিয়া নিরোধ করিবার নিমিত্ত সত্বর এক বিষবৈদ্যকে আনয়ন করুন নতুবা আপনার ব্রহ্মহত্যার পাপ হইবে।' হরিস্বামী এই কথা বলিলে বিহ্বলা রমণীরত্ন যখন 'কি ব্যাপার?' এইরূপ চিন্তা করিতেছিল তখন হরিস্বামী নেত্র নিমীলনপূর্বক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

নিরপরাধা অতিথিবৎসলা ভার্যাকে অতিথিহত্যার মিথ্যা অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়া যজ্ঞরত ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে গৃহ হইতে বিদূরিত করিয়া দিল। সেই উত্তমা সাধ্বী রমণী তাহার ধর্মকর্মের নিমিত্ত অযথা দোষী হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত তীর্থে গমন করিল। তখন ধর্মরাজের সমক্ষে ঐ চারিজন, শ্যেনপক্ষী, সর্প এবং পরমান্নদাতা দম্পতিদ্বয়ের মধ্যে ব্রহ্মহত্যার জন্য কে দোষী এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তাহার কোন সমাধান হইল না।

এখন নৃপতি ত্রিবিক্রমসেন, তুমি বল, কে ব্রহ্মহত্যার জন্য দায়ী? যদি না বল তবে তুমি পূর্ববর্ণিত শাপে অভিশপ্ত হইবে।'

বেতালের নিকট হইতে ইহা শ্রবণ করিয়া তাহাকে মৌন ভঙ্গ করিতেই হইল। সে বলিল, 'উহাদের মধ্যে কাহাকেও এই পাপের জন্য দোষী করা যায় না। সর্প ত নহেই, শত্রুকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইবার সময় সে অসহায় অবস্থায় ছিল। কি করিয়া তাহাকে দোষ দেওয়া যায়? শ্যেনের কথা বলিতে গেলে—সে ক্ষুধার্ত হইয়া অকস্মাৎ ভক্ষ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া ভক্ষণ করাতে কি দোষ করিয়াছিল? ঐ ধর্মশীল দম্পতির মধ্যে উভয়েই পাপকার্য করিতে অপারগ ছিল। পরমান্ন প্রদান করাতে কি দোষ থাকিতে পারে? যথাবিধি চিন্তা না করিয়া যে উহাদের মধ্যে কাহাকেও দোষী করিবে তাহারই ব্রহ্মহত্যার পাপ হওয়া উচিত।

নৃপতি এই কথা বলিলে তাহার স্কন্ধ পরিত্যাগপূর্বক বেতাল পুনরায় স্বস্থানে গমন করিলে ধৈর্যশীল নরপতি তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল। (৩৭-৬০)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের বিংশ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—৬০
ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা—১৫,৮৯৪।

একবিংশ তরঙ্গ

চতুর্দশ বেতাল

অনন্তর নৃপতি ত্রিবিক্রমসেন শিংশপা তরুসমীপে গমনকরতঃ বেতালকে ধৃত করিয়া স্কন্ধোপরি স্থাপন করিয়া যাত্রা করিলে বেতাল পুনরায় তাহাকে বলিল, 'রাজন্ তুমি ক্লান্ত। আমি একটি বিচিত্র কাহিনী বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর ঃ—

চৌরের প্রতি প্রেমাসক্তা বণিকদুহিতার কাহিনী

অযোধ্যা নগরী রাক্ষসবংশ নিধনকারী বিষ্ণুর অবতার রামের রাজধানী ছিল। প্রাচীর যেরূপ নগরীকে রক্ষা করে তদ্রূপ পৃথিবীর রক্ষাকর্তা বীর নরপতি বীরকেতু তথায় বাস করিত। তাহার নন্দয়ন্তী নাম্নী পত্নীগর্ভে দেবতারাধনান্তে রত্নাবতী নামক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সেই বুদ্ধিমতী বালিকা পিতৃগৃহে বর্ধিত হইতে থাকিলে রূপ, লাবণ্য এবং বিনয় এই সহজাত গুণসমূহও বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সে যৌবনপ্রাপ্তা হইলে কেবলমাত্র মহাবণিকগণ নহে, নৃপতিরাও তাহার পিতার নিকট হইতে উহাকে যাচ্ঞা করিল। কিন্তু সে এতই পুরুষবিদ্বেষী ছিল যে ইন্দ্রকেও পতিরূপে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিত না, বিবাহের কথা কানেই তুলিত না। এমন কি বিবাহে সম্মতি প্রদান করাপেক্ষা মৃত্যুই বরং শ্রেয় বলিয়া মনে করিত। দুহিতাবৎসল পিতা ইহাতে শোকে ম্রিয়মাণ হইয়াছিল এবং কন্যার এই আচরণের কথা অযোধ্যানগরীর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

তখন চৌরের উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পৌরবাসিগণ একত্র হইয়া যুক্তি-করতঃ নৃপতি বীরকেতুর নিকট এইরূপ অভিযোগ করিল, 'মহারাজ, প্রতি রজনীতে আমাদের গৃহে চুরি হইতেছে। আমরা চৌর ধৃত করিতে পারিতেছি না। আপনি ইহার প্রতিবিধান করুন।' এই অভিযোগ প্রাপ্ত হইয়া সামান্যবেশে পুরীর চতুর্দিকে চৌরদিগকে ধৃত করিবার নিমিত্ত নিশিকর্মীগণের রক্ষকসমূহ নিযুক্ত করা হইল। (১-১৩)

কিন্তু তাহারা চৌর ধৃত করিতে অসমর্থ হওয়ায় এবং ক্রমাগত চৌর্যবৃত্তি চলিতে থাকায় এক রজনীতে নৃপতি স্বয়ং বহির্গত হইল। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে সে নগরীর একপ্রান্তে একটিমাত্র পুরুষকে নগর প্রাকারোপরি গমন করিতে দেখিল। সুকৌশলে সে নীরবে গমন করিতেছিল এবং মুহুর্মুহুঃ ব্যগ্র নয়নে পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। নৃপতি মনে মনে চিন্তা করিল, 'এই চৌরই একাকী নির্গত হইয়া আমার নগরীতে চৌর্য কর্ম করে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহার সমীপে গমন করিলে চৌর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কে?' 'আমি চৌর', নৃপতি এইরূপ উত্তর করিলে, সে বলিল, 'বেশ, বেশ, তুমি আমার সুহৃদ, আমাদের উভয়েরই এক ব্যবসা, আমার গৃহে আগমন কর, তোমাকে আপ্যায়িত করিব।' নৃপতি সম্মত হইয়া অরণ্যমধ্যে

এক গুহাগৃহে চৌরের সহিত তাহার আবাসে গমন করিল। অশেষ ভোগ-দ্রব্যে সজ্জিত দীপালোকে আলোকিত ইহা দ্বিতীয় পাতালপুরীর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিল।

নৃপতি প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট হইলে চৌর তাহার গুহাগৃহের অন্তঃপুরে গমন করিল। তন্মুহূর্তে একটি পরিচারিকা আগমনপূর্বক ভূপতিকে বলিল, 'মহাভাগ! আপনি এই মৃত্যু-গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছেন কেন? এই ব্যক্তি প্রসিদ্ধ চৌর। অন্তঃপুর হইতে আগমনপূর্বক আপনার কোন অপকার সে নিশ্চয়ই করিবে। এই ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতক, আপনি সত্বর এই স্থান পরিত্যাগ করুন।' এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি তৎক্ষণাৎ সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রাসাদে প্রত্যাবর্তনপূর্বক স্বীয় সৈন্যদল প্রস্তুত করিল।

সৈন্যদল যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে রাজা সেই চৌরের গৃহদ্বার অবরুদ্ধ করিয়া তূর্যনাদ করিলে বীর চৌর তাহার গুহা অবরুদ্ধ হইয়াছে দর্শন করিয়া অনুধাবন করিল যে তাহার আবাসস্থলের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং সে মরণ পণ করিয়া রণে প্রবৃত্ত হইল। (১৪-২৭) নিষ্ক্রান্ত হইয়া সে রণে অমানুষিক শৌর্য প্রদর্শন করিল। একাকী খড়্গ এবং চর্মে সজ্জিত হইয়া সে গজদিগের শুণ্ড ছেদন করিল। অশ্বসমূহের পদ কর্তন করিল এবং সৈন্যদিগের মস্তক ছিন্ন করিল। সৈন্যদলের ভিতর সে এই প্রকার ভীতি উৎপাদন করিলে ভূপতি স্বয়ং তাহাকে আক্রমণ করিল। খড়্গকুশলী নরপতি তখন কৌশলে তাহার হস্ত হইতে অসি পাতিতপূর্বক এবং তাহার নিষ্কাশিত খড়্গও ভূপাতিত করিলে সে অস্ত্রহীন হওয়ায় নৃপতিও স্বীয় অস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক চৌরকে ধরণীতলে নিক্ষেপকরতঃ তাহাকে জীবন্ত অবস্থায় ধৃত করিল। বন্দীকরতঃ তাহার সমস্ত ধনরত্নসহ তাহাকে রাজধানীতে আনয়ন করিয়া ভূপতি আদেশ করিল যে, পরদিবস প্রাতঃকালে তাহাকে শূলারোপণ শাস্তি প্রদান করা হইবে।

দুন্দুভি নিনাদসহকারে চৌর যখন বধ্যভূমিতে নীত হইতেছিল বণিকদুহিতা রত্নবতী স্বীয় হর্ম্য হইতে উহাকে দেখিতে পাইল। যদিও চৌরের আহত দেহ ধূলিমলিন ছিল তথাপি তাহাকে দর্শনমাত্র সে প্রেমবিহ্বল হইয়া পিতা রত্নদত্তকে বলিল, 'যে ব্যক্তি বধ্যভূমিতে নীত হইতেছে তাহাকেই আমি আমার পতিরূপে মনোনীত করিয়াছি। অতএব, পিতঃ, রক্ষাপণ প্রদানপূর্বক নৃপতির নিকট হইতে উহাকে মুক্ত কর। যদি তাহা না করা হয় আমি পরলোক পর্যন্ত উহার অনুসরণ করিব।' দুহিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতা বলিল, 'পুত্রি, তুমি কি বলিতেছ? যে পূর্বে ভূপালকেও ভর্তারূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হয় নাই সে এখন এই পাপী তস্করের প্রতি আসক্ত হইয়াছে? (পুস্তকান্তরে পাঠ—'পূর্বে পঞ্চশরের ন্যায় গুণশালী বরদিগকেও তুমি গ্রহণ কর নাই, এখন তুমি এই কুখ্যাত চৌরপতির প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়াছ কেন?') তাহার পিতা এইরূপ নানা-প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করিলেও রত্নবতী তাহার সংকল্পে অটল রহিল। তখন বণিক সত্বর নৃপতির নিকট গমনপূর্বক তাহার সমস্ত বিত্তের বিনিময়ে চৌরের জীবন-

ভিক্ষা করিল। যে চোর এইরূপ ব্যাপকভাবে চৌর্যবৃত্তি করিয়াছে এবং যাহাকে স্বীয় জীবন বিপন্ন করিয়া ধৃত করা হইয়াছিল, শতশত কোটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়েও নৃপতি তাহাকে মুক্ত করিয়া বণিকের হস্তে প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইল। পিতা বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলে রত্নবতী আত্মীয়স্বজনের বারণ সত্ত্বেও চৌরকে পরলোকে অনুসরণ করিতে কৃতসংকল্প হইল। অতঃপর স্নানান্তে শিবিকারোহণপূর্বক সে বধ্যভূমিতে গমন করিল। তাহার পিতামাতা এবং তাহার আত্মীয়স্বজন বিলাপ করিতে করিতে তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল।

ইতোমধ্যে চোর শূলারোপিত হইলে যখন প্রাণবায়ু বিনির্গত হইতেছিল তখন জনপ্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণপূর্বক সে মুহূর্তমাত্র বিলাপ করিল এবং অতঃপর ঈষৎ হাস্য করিয়া শূলে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। বণিকের সাধ্বী দুহিতা চোরের দেহ শূল হইতে অবতরণপূর্বক উহার সহিত চিতারোহণ করিল।

সেই মুহূর্তে দেবশম্ভু, যিনি অলক্ষিতে শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি আকাশ হইতে বলিলেন, 'সাধ্বি ভার্যে, স্বয়ংবৃত স্বামীর প্রতি তোমার ভক্তি-দর্শন করিয়া আমি প্রীত হইয়াছি। সুতরাং আমার নিকট হইতে বর ভিক্ষা কর।' এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সে দেবাদিদেবকে উপাসনাপূর্বক তাহার নিকট এই বর প্রার্থনা করিল, 'প্রভো, আমার পুত্রহীন পিতার শতপুত্র হউক, নচেৎ আমা ব্যতীত তাহার আর কোন সন্তান না থাকায় তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন।' সাধ্বী রমণী এই কথা বলিলে দেবশম্ভু পুনরায় বলিলেন, 'তোমার পিতার শত পুত্র হইবে। তুমি অন্য একটি বর প্রার্থনা কর, কারণ তোমার মত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সাধ্বী নারীর ইহার আরও অধিক কিছু প্রাপ্য।'

এই কথা শ্রবণ করিয়া রত্নবতী বলিল, 'প্রভো! আমার প্রতি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আমার পতি জীবিত হউক এবং এখন হইতে সদ্ভাবে জীবন-যাপন করিতে থাকুক।' তখন আকাশে অদৃশ্য থাকিয়া শিব এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন, 'তাহাই হইবে। তোমার স্বামী সঞ্জীবিত হইয়া উত্থান করুক এবং এখন হইতে সদ্ভাবে জীবনযাপন করুক। নৃপতি বীরকেতুও উহার প্রতি তুষ্ট হউন।' অবিলম্বে চোর অক্ষতদেহে জীবিত হইয়া উত্থিত হইল।

তখন বণিক রত্নদত্ত যুগপৎ ঈর্ষান্বিত ও বিস্মিত হইল এবং দুহিতা ও চোর-জামাতাসহ হৃষ্টচিত্তে সপরিজন স্বীয় আলয়ে প্রবেশ করিল। দেবতার নিকট হইতে পুত্রলাভের আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া সে স্বীয় হর্ষানুরূপ মহোৎসবের ব্যবস্থা করিল। সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণপূর্বক নৃপতি বীরকেতু প্রীত হইয়া সেই বীর চোরকে আহ্বানকরতঃ তাহাকে সেনাপতিপদে বৃত করিল। তখন সেই পরম চোরবীর চৌর্যবৃত্তি পরিত্যাগপূর্বক বণিকসুতাকে বিবাহ করিয়া নৃপতিকর্তৃক সম্মানিত হইয়া সৎ ভাবে জীবনযাপন করিতে লাগিল।

ত্রিবিক্রমসেনের স্কন্ধোপরিস্থিত বেতাল এই কাহিনী বিবৃতকরতঃ রাজাকে পূর্ব-কথিত শাপভয়ের কথা মনে করাইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিল, 'রাজন্, আমাকে বল, বণিকদুহিতাকে পিতার সহিত আগতা দর্শন করিয়া শূলবিদ্ধ চোর কেন

প্রথমে বিলাপ করিয়াছিল এবং পরে হাস্য করিয়াছিল?' নৃপতি বলিল, 'বণিককে তাহার প্রতি স্বতঃপ্রবৃত্ত অনুকম্পার প্রতিদান করিতে অসমর্থ হইয়া সে রোদন করিয়াছিল এবং মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া হাস্য করিয়াছিল যে, কি আশ্চর্য! এই যুবতী পাণিপ্রার্থী নৃপতিদিগকে প্রত্যাখ্যানকরতঃ আমার প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়াছিল। প্রকৃত কথা এই যে, রমণীহৃদয় বিচিত্র।' নৃপতি এই কথা বলিলে বেতালবর স্বীয় মায়াবলে পুনরায় নৃপতির স্কন্ধ হইতে অবতরণ-পূর্বক বৃক্ষস্থ স্বীয় স্থানে প্রস্থান করিলে নৃপতিও তাহাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত পুনরায় গমন করিল। (২৮-৬১)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের একবিংশ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—৬১
ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা—১৫,৯৫৫।

দ্বাবিংশ তরঙ্গ

পঞ্চদশ বেতাল

অনন্তর নৃপতি ত্রিবিক্রমসেন পুনরায় শিংশপা বৃক্ষের সমীপবর্তী হইয়া বেতালকে গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত যাত্রা করিল। রাজা যখন গমন করিতেছিল তখন তাহার স্কন্ধোপরি বেতাল তাহাকে বলিল, 'রাজন্, শ্রবণ কর; তোমাকে আর একটি কাহিনী বলিব :—

মায়াগুলিকা কাহিনী

পুরাকালে নেপালরাজ্যে শিবপুর নামক নগরীতে সার্থকনামা যশঃকেতু নামক নরপতি বাস করিত। প্রজ্ঞাসাগর নামক মন্ত্রীর উপর রাজ্যভার অর্পণকরতঃ সে রাজ্ঞী চন্দ্রপ্রভার সাহচর্যে আনন্দে বিহার করিতেছিল। কালক্রমে রাজ্ঞীর গর্ভে তাহার শশিপ্রভা নাম্নী ভুবনের নেত্রস্বরূপ চন্দ্রতুল্য দীপ্তিশালিনী কন্যা জন্মগ্রহণ করিল।

যথাকালে যৌবনপ্রাপ্তা হইলে সে একদা মধুমাসে সখিবৃন্দের সহিত উদ্যানে যাত্রাউৎসব দর্শন করিতে গমন করিয়াছিল। উদ্যানের এক অংশে মনঃস্বামী নামক এক ধনী ব্রাহ্মণপিতার পুত্র ঐ যাত্রাউৎসব দেখিতে সমাগত হইয়াছিল। শশিপ্রভা যখন বাহুলতিকা উত্তোলন করিয়া একটি পয়োধর অনাবৃতপূর্বক পুষ্পচয়ন করিতেছিল তখন পুষ্পবৃন্তে তাহার অঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জনী স্থাপিত হইলে তাহাকে অতিশয় মনোরম দেখাইতেছিল। দর্শনমাত্রই সে মনঃস্বামীর হৃদয় হরণ করিয়াছিল এবং মদনমোহিত হইয়া মনঃস্বামী আর আত্মস্থ রহিল না। সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, 'ইনি কি স্বয়ং রতি? কামদেবের শর প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বসন্তের পুষ্পসমূহ চয়ন করিতে সমাগতা হইয়াছেন অথবা ইনি বনদেবী, যিনি মধুঋতুর উপাসনার্থ আবির্ভূত হইয়াছেন?' যখন সে মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিতেছিল তখন রাজকুমারী তাহার দর্শনলাভ করিল। তাহার মনে হইল যেন দ্বিতীয় অনঙ্গদেব দেহ ধারণপূর্বক তথায় আগত হইয়াছেন এবং সে পুষ্পচয়ন, স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং এমন কি স্বীয় সত্তাও বিস্মৃত হইল। (১-১২)

প্রথম দর্শনে উভয়ে পরস্পরের প্রেমে মগ্ন হইলে উচ্চচিৎকার শ্রবণ করিয়া তাহারা উভয়ে মস্তক উত্তোলিত করিয়া কি হইয়াছে জানিতে উৎসুক হইল। তথায় একটি হস্তী আগমন করিল। ইহার গাত্রদেশে অঙ্কুশ ঝুলিতেছিল এবং অপর কোন গজের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া বন্ধনছিন্নকরতঃ হস্তিপককে ভূপাতিত করিয়া পথিমধ্যস্থ বৃক্ষসমূহ উৎপাটিত করিয়া উন্মাদের ন্যায় হস্তীটি ধাবিত হইয়াছিল। রাজকুমারীর সখীবৃন্দ ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। কিন্তু মনঃস্বামী সোৎসাহে অগ্রসর হইয়া বাহু প্রসারিতপূর্বক তাহাকে অঙ্কে স্থাপন করিল। ভয়ে, প্রেমে এবং লজ্জায় রাজকুমারী সভয়ে তাহার গাত্রলগ্না হইয়া রহিলে

মনঃস্বামী তাহাকে গজের নিকট হইতে সুদূরে লইয়া গেল। তখন সখীরা আগমনপূর্বক মহান বিপ্রকে প্রশংসা করিয়া রাজপুত্রীকে প্রাসাদে লইয়া গেল। গমন করিতে করিতে রাজকুমারী পশ্চাদ্দেশে মুহুর্মুহুঃ দৃষ্টিপাতকরতঃ তাহার রক্ষককে দেখিতে লাগিল। সবিষাদে প্রাণদাতার কথা চিন্তা করিতে করিতে দিবারাত্র কামাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া সে প্রাসাদে অবস্থান করিতে লাগিল।

রাজকুমারী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে দর্শন করিয়া মনঃস্বামী উদ্যান পরিত্যাগকরতঃ উদ্বিগ্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, 'উহাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিতেছি না, শুধু তাহাই নহে, উহাকে প্রাপ্ত না হইলে আমার জীবন সংশয় হইবে। এখন মায়াবিদ্যা পারঙ্গম মূলদেবই আমার একমাত্র গতি।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই দিবস কোনপ্রকারে অতিবাহিত করিয়া সে পরদিবস প্রাতে গুরু মূলদেবের নিকট গমন করিল। (১৩-২২) ভূতলে নররূপে আগত আকাশের ন্যায় নানা মায়াবলে পারদর্শী মূলদেব সতত তাহার মিত্র শশীর সহিত অবস্থান করিত। মনঃস্বামী তাহাকে বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া স্বীয় মনোবাসনা তাহার নিকট ব্যক্ত করিলে সেই মায়াবিৎ সহাস্যে ঐ কর্ম সম্পাদন করিতে প্রতিশ্রুত হইল। সেই অতুলনীয় ধূর্ত মূলদেব মুখে গুলিকা গ্রহণকরতঃ নিজেকে একটি বৃদ্ধ দ্বিজরূপে পরিণত করিল এবং দ্বিজ মনঃস্বামীকে দ্বিতীয় গুলিকাটি মুখে পুরিতে দিলে সে একটি সুন্দরী যুবতীর বেশ প্রাপ্ত হইল। ধূর্তাধিপতি সেই বেশে তাহাকে তাহার প্রিয়তমার পিতা নৃপতির সভায় আনয়নকরতঃ নৃপতিকে বলিল, 'আমার একটি মাত্র পুত্র আছে তাহার সহিত বিবাহ প্রদান করিবার নিমিত্ত এই যুবতীটিকে বহুদূর হইতে আনয়ন করিয়াছি। এখন দেখিতে পাইতেছি যে সে যেন কোথায় প্রস্থান করিয়াছে, আমি তাহাকে অন্বেষণ করিতে গমন করিতেছি। ভুবনরক্ষক আপনি, আমি পুত্রকে আনয়ন না করা পর্যন্ত, এই কন্যাকে আপনার নিকট নিরাপদে রাখুন।' নৃপতি যশঃকেতু ইহা শ্রবণ করিয়া শাপভয়ে সম্মত হইল এবং স্বীয় দুহিতা শশিপ্রভাকে আহ্বানকরতঃ তাহাকে বলিল, 'পুত্রি, ইহাকে তোমার গৃহে লইয়া যাও, এই কন্যা তোমার সহিত ভোজন এবং শয়ন করিবে।' রাজকুমারী সম্মত হইয়া যুবতীবেশী মনঃস্বামীকে তাহার অন্তঃপুরে লইয়া গেলে দ্বিজবেশী মূলদেব ইচ্ছামত প্রস্থান করিল এবং নারীবেশী মনঃস্বামী তাহার প্রিয়তমার সহিত রহিয়া গেল। (২৩-৩৩)

কতিপয় দিবসের মধ্যেই রাজকুমারী নবীনা সখীর প্রতি অনুরক্ত হইল এবং সে তাহার অতীব বিশ্বাসের পাত্রী হইল। একদা রজনীতে সে প্রিয়তমের বিরহে শয্যায় এপাশ ওপাশ করিতে থাকিলে নিকটস্থ শয্যায় শায়িত নারীবেশী মনঃস্বামী তাহাকে একান্তে বলিল, 'সখি, শশিপ্রভে, তুমি কেন পাণ্ডুরতা প্রাপ্ত হইয়াছ এবং বিরহিণীর ন্যায় শোকে দিন দিন শীর্ণকায়া হইতেছ কেন? তোমার বিশ্বস্তা সখীর নিকট সমস্ত প্রকাশ করিতে আপত্তি কেন? আমাকে না বলা পর্যন্ত আমি আহার্য গ্রহণ করিব না।'

ইহা শ্রবণ করিয়া রাজপুত্রী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক ধীরে ধীরে স্বীয় কাহিনী বলিতে লাগিল, 'তোমাকে আমি অবিশ্বাস করিব কেন? সখি, শ্রবণ কর, আমি ইহার কারণ বলিতেছি। একদা বসন্তোৎসবের দিন মধু উদ্যানে গমনকরতঃ তথায় কোন সুভগ ব্রাহ্মণপুত্রের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলাম। সে যেন হিমমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় সাক্ষাৎ মধুমাস, উদ্যান আলোকিতপূর্বক দৃষ্টিমাত্রেই কামোদ্দীপন করিতেছিল। আমি সাগ্রহ নয়নে যখন চকোরীর ন্যায় তাহার বদনসুধা পান করিতেছিলাম তখন অকালবর্ষী কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় মদস্রাবী মহাগজ শৃঙ্খলছিন্নকরতঃ গর্জন করিতে করিতে তথায় আগমন করিলে আমি যখন ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং আমার সখীবৃন্দ ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়াছিল, তখন সেই ব্রাহ্মণযুবক বাহুদ্বারা আমাকে তাহার অঙ্কে স্থাপন করিয়া দূরে লইয়া গিয়াছিল। তাহার দেহস্পর্শে আমার সর্বাঙ্গ যেন হিমশীতল চন্দন এবং সুধায় লিপ্ত হইল। আমার যে কি অবস্থা হইয়াছিল আমি তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম। ক্ষণকাল পরে পরিজনেরা সমবেত হইয়া অনিচ্ছুক আমাকে অন্তঃপুরে আনয়ন করিল। আমার মনে হইল আমি যেন স্বর্গ হইতে ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। (৩৪-৪৫) সে সময় হইতে আমি কল্পনায় যেন. মৃত্যু হইতে যিনি আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গসুখ প্রাপ্ত হই এবং জাগ্রত অবস্থাতেও যেন তাহাকে আমার পার্শ্বে অবস্থিত অনুভব করি। নিদ্রিত হইলে আমি তাহাকে স্বপ্নে অবলোকন করি, তিনি যেন চুম্বন আলিঙ্গনাদিদ্বারা আমার লজ্জা অপনোদন করিতেছেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে তাহাকে প্রাপ্ত হইবার কোন উপায় নাই। আমি তাহার নাম ধাম কিছুই জ্ঞাত নহি। দেখিতে পাইতেছ যে আমি প্রাণেশ্বরের বিরহানলে দগ্ধ হইতেছি।' মনঃস্বামীর কর্ণকুহর রাজকুমারীর এই বচনসুধায় পূর্ণ হইলে সেই বিপ্রকন্যার তনুধারী সার্থকনামা দ্বিজ মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ায় হৃষ্ট হইল এবং আত্মপ্রকাশের কাল আগত হইয়াছে বোধে মুখ হইতে গুলিকা নিষ্কাশিতপূর্বক স্বীয় প্রকৃত মূর্তি ধারণ করিয়া বলিল, 'হে বিলোলাক্ষি, যাহাকে তুমি উদ্যানের দৃষ্টিমূল্যে ক্রয় করিয়াছিলে আমি সেই বিপ্র, তোমার প্রকৃত দাস হইয়াছি। আমাদের পরিচয় বিঘ্নিত হইলে আমি যে শোকপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম তাহার শেষ পরিণাম আমার যুবতীরূপ দর্শন করিয়াছ। অতএব, হে তন্বঙ্গি, আমারা উভয়ে যে বিরহব্যথা সহ্য করিয়াছি তাহা যেন বিফল না হয়। এইখানেই তাহার পরিসমাপ্তি ঘটুক, কারণ কামদেবের ইহার অধিক আর সহ্য হইবে না।' অকস্মাৎ প্রিয়তমকে সম্মুখে দর্শন করিয়া এবং তাহার এই বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া রাজপুত্রী প্রেমে, বিস্ময়ে এবং লজ্জায় আপ্লুত হইল। অতঃপর গান্ধর্ব-মতে তাহারা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রেমোৎসবে মত্ত হইয়া মনঃস্বামী স্থিররূপে সেই প্রাসাদে অবস্থান করিতে লাগিল। দিবাভাগে গুলিকামুখে সে নারীবেশে থাকিত এবং রজনীতে গুলিকা নির্গতকরতঃ পুরুষরূপ ধারণ করিত। (৪৬-৫৬)

কালক্রমে নৃপতি যশঃকেতুর শ্যালক মৃগাঙ্কদত্ত স্বীয় দুহিতা মৃগাঙ্কবতীকে মন্ত্রী প্রজ্ঞাসাগরের যুবক ব্রাহ্মণপুত্রের সহিত বহুযৌতুকসহ বিবাহ প্রদান করিয়াছিল। রাজকুমারী শশিপ্রভা ভগিনী মাতুলকন্যার বিবাহে মাতুলালয়ে নিমন্ত্রিত হইয়া সখীদিগের সহিত তথায় গমন করিয়াছিল।

মন্ত্রিপুত্র কপট নারীবেশধারী তাহাকে দর্শন করিয়া প্রচণ্ডরূপে কামশরাহত হইল। বধূর সহিত গৃহে গমন করিলে সেই ছদ্ম যুবতী দর্শন করিবার পর গৃহ তাহার নিকট শূন্যবোধ হইতে লাগিল। সে ক্রমাগত ঐ কপট যুবতীর আননসৌন্দর্য চিন্তা করিতে করিতে তীব্রানুরাগ মহাসর্পের দংশনে মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িলে তত্রস্থ জনগণ উৎসবানন্দ পরিত্যাগকরতঃ 'কি হইয়াছে?' জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল এবং পিতা প্রজ্ঞাসাগর উহা শ্রবণ করিয়া সত্বর তাহার নিকট উপস্থিত হইল। পিতা তাহাকে আশ্বস্ত করিতে থাকিলে তাহার মোহ ভঙ্গ হইল এবং উন্মাদের ন্যায় প্রলাপ করিতে করিতে সে তাহার মনের কথা প্রকাশ করিল, বিষয়টি নিজের আয়ত্তের বহির্ভূত বিধায় তাহার পিতা অতিশয় বিহ্বল হইল। ইহা শ্রবণ করিয়া ভূপতি স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলে অচিরেই তাহার বোধগম্য হইল যে মন্ত্রীপুত্রের প্রেমজ্বরের সপ্তমদশা উপস্থিত হইয়াছে। সে তাহার মন্ত্রীদিগকে বলিল, 'যে যুবতীকে জনৈক বিপ্র আমার নিকট রাখিয়া গিয়াছে তাহাকে আমি কি প্রকারে দান করিতে পারি? অবশ্য উহাকে প্রাপ্ত না হইলে মন্ত্রীপুত্রের অন্তিমদশা উপস্থিত হইবে। সে মৃত হইলে তাহার পিতা, আমার মন্ত্রীও মৃত্যুবরণ করিবে। সে মৃত হইলে আমার রাজ্য ধ্বংস হইবে। এখন বলত, এই ব্যাপারে আমি কি করিতে পারি?'

নৃপতি এই কথা বলিলে তত্রস্থ মন্ত্রীবর্গ কহিল, 'এরূপ কথিত আছে নৃপতির ধর্ম হইতেছে প্রজাবর্গের ধর্ম সংরক্ষণ করা। এই রক্ষণের মূল হইতেছে মন্ত্রণা এবং এই মন্ত্রণাশক্তি মন্ত্রীদিগের নিকট সংরক্ষিত। সুতরাং মন্ত্রী ধ্বংস হইলে রক্ষণের মূলই ধ্বংস হইয়া যায় এবং ধর্মের ধ্বংসও তখন সুনিশ্চিত হইয়া পড়ে। অধিকন্তু এই ব্রাহ্মণমন্ত্রী এবং তাহার পুত্রের মৃত্যু হইলে মহাপাপ হইবে। সুতরাং ঐরূপ যাহাতে না ঘটে তাহাই করিতে হইবে। অন্যথা ধর্ম নষ্ট হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। সুতরাং দ্বিজকর্তৃক তোমার নিকট রক্ষিত কন্যাকে সম্প্রদান করিতে হইবে। কালক্রমে বিপ্র আগমনকরতঃ ক্রুদ্ধ হইলে তাহার প্রতিবিধান করা যাইবে।' (৫৭-৭৩)

সচিবেরা এই কথা বলিলে রাজা সেই যুবতীরূপী ব্যক্তিকে মন্ত্রিপুত্রের হস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত হইল। শুভলগ্ন স্থির করিয়া সে নারীরূপী মনঃস্বামীকে রাজকুমারীর প্রাসাদ হইতে আনয়ন করিলে মনঃস্বামী নৃপতিকে বলিল, 'রাজন্, আপনি যদি অন্য কর্তৃক আপনার নিকট রক্ষণের নিমিত্ত ন্যস্ত আমাকে যাহার জন্য আমি নির্দিষ্ট হইয়াছি তাহার হস্তে সম্প্রদান না করিয়া অন্য কোন ব্যক্তির হস্তে সম্প্রদান করেন তবে আমার সম্মত না হইয়া উপায় নাই। আপনি রাজা। ধর্মাধর্মের জ্ঞান আপনার নিশ্চয়ই আছে। কেবল-

মাত্র একটি সর্তে আমি এই বিবাহে সম্মতি প্রদান করিতে পারি। ষন্মাস তীর্থভ্রমণপূর্বক প্রত্যাগমন না করা পর্যন্ত আমার স্বামী আমাকে তাহার পত্নী-রূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। এই সর্তে সম্মত না হইলে জানিবেন যে আমি আমার জিহ্বা দন্ত দ্বারা দ্বিভাগে খণ্ডিত করিয়া আত্মহত্যা করিব।'

নারীছদ্মবেশী যুবক এই সর্ত আরোপ করিলে নৃপতি মন্ত্রিপুত্রের নিকট উহা জ্ঞাপন করিলে সে আশ্বস্ত হইয়া সম্মত হইল। সত্বর বিবাহকার্য সম্পাদিত হইলে মন্ত্রিপুত্র তাহার প্রথমা পত্নী মৃগাঙ্কবতী এবং তথাকথিত দ্বিতীয়া পত্নীকে সুরক্ষিত অবস্থায় একটি গৃহে রাখিয়া প্রিয়তমার ইচ্ছানুসারে তাহাকে সুখী করিবার নিমিত্ত মূঢ়ের ন্যায় তীর্থযাত্রা করিল।

নারীরূপী মনঃস্বামী মৃগাঙ্কবতীর সহিত একই শয্যায় শয়ন করিয়া এবং একত্রে ভোজন করিয়া একই গৃহে বাস করিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা যখন বাস করিতেছিল এবং যখন এক রজনীতে পরিচারিকারা বহির্দেশে নিদ্রিত ছিল তখন মৃগাঙ্কবতী শয়নকক্ষে তাহাকে একান্তে বলিল, 'সখি, আমার নিদ্রা আসিতেছে না, আমাকে একটি গল্প বল।' নারীবেশীযুবক এই কথা শ্রবণ করিয়া নিম্নোক্ত কাহিনী বর্ণনা করিল। (৭৪—৮৩)

'সূর্যবংশোদ্ভব রাজর্ষি এলা গৌরীর শাপে স্ত্রীরূপ ধারণকরতঃ সমস্ত জগৎ মোহিত করিয়াছিল। কোন দেবায়তনের কুঞ্জে সে এবং বুধ প্রথম দর্শনে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং এই মিলনের ফলে পুরূরবার জন্ম হইয়াছিল।' ধূর্ত মনঃস্বামী এই কাহিনী বর্ণনান্তে বলিতে লাগিল, 'দেবতার ইচ্ছায় অথবা মন্ত্র-বলে এবং ঔষধ প্রয়োগে কখনও কখনও পুরুষ নারী হয় এবং নারী পুরুষ হয়। এই প্রকারে মহদ্ব্যক্তিগণও কামবশে মিলিত হয়।' তাহার তথাকথিত প্রতিদ্বন্দ্বিনীর সহিত একসঙ্গে বাস করিয়া তাহার প্রতি অগাধ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। প্রোষিত-ভর্তৃকা তরুণী মৃগাঙ্কবতী তাহাকে বলিল, 'এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া আমার অঙ্গ ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে কেন এবং আমার হৃদয়ই বা উদ্বেলিত হইতেছে কেন, সখি, আমাকে বল।' রমণীর ছদ্মবেশী বিপ্র এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিল, 'সখি, ইহা প্রবল প্রেমাসক্তির লক্ষণ। আমিও এই প্রকার বোধ করিয়াছি। তোমার নিকট হইতে গোপন করিব না।' সে এইরূপ কহিলে মৃগাঙ্কবতী ধীরে ধীরে বলিল, সখি, তুমি আমার প্রাণতুল্য প্রিয়, সুতরাং এই সময়ে আমার যাহা মনে উদিত হইতেছে তাহা তোমার নিকট প্রকাশ করিব না কেন? কোনও উপায়ে কি কোন পুরুষকে এই প্রাসাদে প্রবেশ করান যায় না?' তাহার মনোভাব অনুমান করিয়া ধূর্তপতির শিষ্য বলিল, 'বিষয়টি যদি এইরূপই হয় তবে তোমার নিকট আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। বিষ্ণুর বরে রজনীযোগে ইচ্ছা করিলে পুরুষ হইতে পারি। তোমার নিমিত্ত আমি এখন তাহাই হইব।' তখন মুখ হইতে গুলিকা নিষ্কাশণপূর্বক মনঃস্বামী উদ্দাম যৌবনোজ্জ্বল রূপ ধারণ করিল। এই প্রকারে সেই বিপ্র দিবসে নারীরূপ এবং রজনীতে পুনরায় স্বীয় পুরুষরূপ ধারণপূর্বক মন্ত্রিপুত্রের ভার্যার সহিত বাস করিতে লাগিল। কিন্তু

মন্ত্রিপুত্র কিয়দ্দিবসান্তেই প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে জ্ঞাত হইয়া সে রজনীতে মৃগাঙ্কবতীর সহিত সেই গৃহ হইতে পলায়ন করিল। (৮৫—৯৯)

এই সময়ে মনঃস্বামীর গুরু মূলদেব সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে ও মিত্র শশীকে বিপ্রযুবার বেশে সজ্জিত করিয়া তাহার সহিত নৃপতি যশঃকেতুর সমীপে গমনকরতঃ সসম্ভ্রমে তাহাকে বলিল, 'আমার পুত্রকে আমি পুনরায় প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব আমার পুত্রবধূকে প্রত্যার্পণ করুন।' নৃপতি চিন্তাপূর্বক শাপ-ভয়ে বলিল, 'বিপ্র, তোমার পুত্রবধূ কোথায় গমন করিয়াছে আমি জ্ঞাত নহি। আমাকে ক্ষমা কর। যেহেতু আমি দোষী, আমি স্বীয় কন্যাকে তোমার পুত্রের নিমিত্ত তোমার হস্তে সম্প্রদান করিব। বিপ্র ছদ্মবেশী ধূর্তরাজকে ভূপতি এই কথা বলিলে সে প্রচণ্ড ক্রোধের ভান করিয়া স্বীয় পুত্রবেশী মিত্র শশীকে যথাবিধি রাজদুহিতাকে সম্প্রদান করিল। অতঃপর নৃপতির নিকট হইতে কোনপ্রকার বিত্ত গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া মূলদেব এই প্রকারে মিলিত বর ও বধূর সহিত স্বীয় গৃহে প্রস্থান করিল। তথায় মনঃস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে মূলদেবের সমক্ষে মনঃস্বামী এবং শশীর ভিতর প্রবল কলহ হইল। মনঃস্বামী বলিল, 'এই শশিপ্রভা আমার, কারণ বহুপূর্বে সে যখন অবিবাহিতা ছিল তখন গুরু মূলদেবের প্রসাদে আমি তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলাম।' শশী বলিল, 'রে মূর্খ, শশিপ্রভাকে লইয়া তুমি কি করিবে? সে আমার ভার্যা, কারণ তাহার পিতা অগ্নিসাক্ষী করিয়া উহাকে আমার হস্তে সম্প্রদান করিয়াছেন।' এই প্রকারে মায়াবলেপ্রাপ্ত ঐ রাজকুমারীর জন্য তাহাদের উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড বিবাদ আরম্ভ হইল এবং তাহার কোন নিষ্পত্তি হইল না। এখন রাজন্, বল, ঐ দুজনের মধ্যে শশিপ্রভা কাহার পত্নী হইবে?' আমার সন্দেহ ভঞ্জন কর। মনে রাখিও মৎকথিত পূর্বের সর্ত বজায় আছে।'

স্কন্ধস্থিত বেতাল এই কথা কহিলে রাজা ত্রিবিক্রমসেন তাহাকে প্রত্যুত্তর করিল, 'আমার মতে রাজকুমারী শশীর ধর্মপত্নী, কারণ ধর্মানুসরণপূর্বক তাহার পিতা তাহাকে প্রকাশ্যে শশীর সহিত বিবাহ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু মনঃস্বামী গুপ্তভাবে চোরের ন্যায় গান্ধর্বমতে উহাকে বিবাহ করিয়াছিল। অন্যের ধনের উপর চৌরের কোন সত্ত্ব নাই।'

নৃপতির উত্তর শ্রবণকরতঃ বেতাল অচিরে তাহার স্কন্ধ হইতে অবতরণপূর্বক স্বস্থানে গমন করিলে নৃপতি দ্রুত তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। (১০০—১১৫)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের দ্বাবিংশ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—১১৫
ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা—১৬,০৭০।

ত্রয়োবিংশ তরঙ্গ

ষোড়শ বেতাল

শিংশপা তরুসমীপে গমনপূর্বক পুনরায় বেতালকে স্কন্ধোপরি স্থাপন করিয়া নরপতি ত্রিবিক্রমসেন যখন যাত্রা করিল তখন বেতাল পুনরায় তাহাকে বলিল, 'রাজন, শ্রবণ কর, তোমাকে একটি উদার কাহিনী বলিব :—

জীমূতবাহনের কথা

পৃথিবীতে সর্বরত্নের আকর শিবপ্রিয়া গঙ্গা এবং গৌরী। উভয় দেবীর আবির্ভাবভূমি হিমবৎনামক পর্বত আছে। শূরগণও ইহার শৃঙ্গদেশে আরোহণ করিতে অসমর্থ এবং সগর্বে সকল পর্বতের উপর উহার উচ্চশিরঃ বিরাজ করিতেছে। ত্রিভুবনে ইহার মহিমা গীত হয়। ইহার সানুদেশে কাঞ্চনপুর নামক সার্থকনামা নগরী আছে। পৃথিবীতে রাশিকৃত রবিরশ্মির ন্যায় উহা সতত দীপ্তিমান।

পুরাকালে সেই বিচিত্র নগরীতে মেরুবাসী ইন্দ্রের ন্যায় সৌভাগ্যশালী বিদ্যাধরাধিপ জীমূতকেতু বাস করিত। বংশানুক্রমে তাহার প্রাসাদ উদ্যানে যথার্থনামা একটি কল্পবৃক্ষ ছিল যে সকল মনোরথ পূরণ করিত। সেই দিব্যবৃক্ষের নিকট প্রার্থনা করিয়া উহার প্রসাদে রাজা বোধিসত্ত্বের অংশজাত জাতিস্মর পুত্র লাভ করিয়াছিল। সে দানবীর মহাসত্ত্বশালী এবং সর্বভূতে দয়াশীল ছিল। তাহার নামকরণ করা হইয়াছিল জীমূতবাহন। সে গুরুর উপদেশ মান্য করিয়া চলিত। যৌবনপ্রাপ্ত হইলে তাহার সদ্‌গুণাবলীতে আকৃষ্ট হইয়া এবং মন্ত্রিবর্গের উপদেশানুসারে নৃপতি তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিল।

জীমূতবাহন যুবরাজ হইলে পিতার মন্ত্রিগণ তাহার মঙ্গল কামনায় তাহার নিকট আগমন করিয়া বলিল, 'কুমার, আমাদের সকল বাঞ্ছাপূরক এই অজেয় কল্পবৃক্ষকে সতত আরাধনা করিবে। যতদিন পর্যন্ত ইহা আমাদের নিকট থাকিবে, কোন শত্রু, এমন কি ইন্দ্রও আমাদিগের কোনও অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না।' এই কথা শ্রবণ করিয়া জীমূতবাহন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, 'অহো! আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই প্রকার অমর পাদপের অধিকারী হইয়া ইহার নিকট হইতে উপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হয় নাই। কেহ কেহ ইহার নিকট হইতে ধনযাচ্ঞা করিয়াছেন, আর কোনও বস্তু নহে। এই হীন ব্যক্তিগণ এই মহান বৃক্ষকে ঘৃণ্য করিয়াছিল। আমি ইহার নিকট হইতে আমার অভিরুচিমত বস্তু প্রার্থনা করিব।'

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া মহাসত্ত্ববান কুমার পিতার নিকট গমনকরতঃ নানা উপায়ে তাহার তুষ্টিবিধান করিয়া যখন তিনি সুখে উপবিষ্ট ছিলেন তখন তাঁহাকে একান্তে বলিল, (১—১৭) 'তাত! আপনি অবগত আছেন এই ভবাম্বুধিতে আমরা যাহা যাহা দর্শন করি তাহারা সমস্তই বীচিবৎ চঞ্চল এবং ক্ষণস্থায়ী। বিশেষতঃ সন্ধ্যা, বিদ্যুৎ এবং ভাগ্যলক্ষ্মী ক্ষণস্থায়ী, প্রকাশমাত্রই লয়-

প্রাপ্ত হয়। কোথায় দৃষ্ট হইয়াছে যে তাহারা স্থির হইয়া রহিয়াছে? কেবলমাত্র পরোপকারই এই নশ্বর পরিবর্তনশীল সংসারে অবিনশ্বর। ইহা ধর্মভাব জাগরিত করে এবং ইহার কীর্তি শতযুগ স্থায়ী হয়। এই সমস্তই যখন নশ্বর তখন কি উদ্দেশ্যে আমরা এই কল্পতরুকে রাখিয়াছি? 'এই কল্পবৃক্ষ আমার, এই কল্পবৃক্ষ আমার,' আমাদের যে পূর্বপুরুষেরা এইরূপ বলিয়া এই বৃক্ষের সুরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এখন সেই কল্পবৃক্ষ তাহাদের কি প্রয়োজন সাধন করিতেছে? তাহাদের কাহার নিমিত্ত ইহা এখন আছে এবং ইহার নিমিত্ত তাহাদের মধ্যে কেহই বা এখন জীবিত আছেন? তাত! আপনার যদি অনুমতি হয় তবে সর্বকামদ এই কল্পবৃক্ষকে আমি অমূল্য পরোপকার ফললাভের নিমিত্ত প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করি।'

'তবে তাহাই হউক।'—এই কথা বলিয়া তাহার পিতা অনুমতি প্রদান করিলে জীমূতবাহন কল্পবৃক্ষ সমীপে উপনীত হইয়া বলিল, 'দেব, আমাদের পূর্বপুরুষগণের সমস্ত কামনাই তুমি পূর্ণ করিয়াছিলে অতএব সম্প্রতি আমার একটি মাত্র মনোরথ পূরণ কর। এই জগৎকে আমি যেন সর্বদা দারিদ্র্য হইতে মুক্ত দেখিতে পারি, তুমি প্রস্থান কর, তোমার মঙ্গল হউক। বিত্তাভিলাষী অখিল জগতের হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিলাম।' কৃতাঞ্জলিপুটে জীমূতবাহন এই কথা বলিলে ঐ বৃক্ষ হইতে নিঃসৃত একটি বাণী শ্রুত হইল, 'আমাকে তুমি ত্যাগ করিয়াছ, সুতরাং আমি প্রস্থান করি।' মুহূর্ত মধ্যে কল্পবৃক্ষ আকাশে উড্ডীন হইয়া ধরণীর উপর এত পরিমাণ ধনবৃষ্টি করিল যে পৃথিবীতে একজনও দরিদ্র ব্যক্তি রহিল না। তখন ত্রিভুবনে জীমূতবাহনের সমগ্র প্রাণীর প্রতি অনুকম্পার খ্যাতি বিস্তার লাভ করিল। (১৮—২৯)

ইহাতে তাহার আত্মীয়স্বজন বিদ্বেষপূর্ণ হইল এবং বিপদহারক কল্পবৃক্ষকে জগতের সমস্ত প্রাণিবর্গের নিমিত্ত প্রদত্ত হওয়াতে এখন তাহাকে ও তাহার পিতাকে পরাস্ত করা সহজ হইবে মনে করিয়া তাহারা সমবেত হইয়া মন্ত্রণাকরতঃ জীমূতবাহন ও তাহার পিতাকে রাজ্যচ্যুত করিবার নিমিত্ত রণসজ্জায় সজ্জিত হইল। ইহা দেখিয়া জীমূতবাহন তাহার পিতাকে বলিল, 'তাত! আপনি যুদ্ধোদ্যত হইলে আর কে আপনাকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে? এই দুরন্ত মরদেহের তরে কোন ধার্মিক ব্যক্তি রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত আত্মীয়স্বজনকে হনন করিতে প্রবৃত্ত হইবে? অতএব রাজ্যদ্বারা আমরা কি করিব? উভয়লোকে যাহাতে সুখ ভোগ করা যায় তন্নিমিত্ত আমরা অন্যত্র গমন করিয়া তথায় ধর্মাচরণ করিব। আমাদের রাজ্যলোভী এই ঘৃণ্য আত্মীয়পরিজন পরিপূর্ণভাবে সুখ ভোগ করুক।' জীমূতবাহন এই কথা বলিলে পিতা জীমূতকেতু প্রত্যুত্তর করিল, 'বৎস, আমি তোমার নিমিত্তই রাজ্য প্রত্যাশী, তবে তুমি যদি কৃপাবিষ্ট হইয়া ইহা দান করিতে ইচ্ছা কর তবে আমি বৃদ্ধ ইহা দ্বারা কি করিব?' জীমূতবাহনের পিতা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে রাজ্যপরিত্যাগপূর্বক জীমূতবাহন পিতা ও মাতার সহিত মলয় পর্বতে প্রস্থান করিল। তথায় চন্দনবৃক্ষচ্ছায়ায়

নির্ঝরকন্দরে আশ্রম নির্মাণকরতঃ পিতামাতার সেবা করিয়া সে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিল। তথায় সে সিদ্ধদিগের অধিপতি, সেই পর্বতনিবাসী বিশ্বাবসুর পুত্র মিত্রাবসুর সহিত সখ্যতা স্থাপন করিল। (৩০—৩৯)

একদা জীমূতবাহন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে উদ্যানস্থিত গৌরীদেবীর আয়তনে অর্চনার্থ গমন করিলে তথায় সখীপরিবৃতা বীণাবাদিনী পার্বতীদেবীর তুষ্টিবিধানরতা এক সুন্দরী কন্যার দর্শন লাভ করিল। তাহার নয়ন সৌন্দর্যে বিমোহিত হইয়া যেন মৃগকুল নিশ্চল হইয়া সুমধুর বীণাসঙ্গীত ধ্বনি শ্রবণ করিতেছিল। তাহার শ্বেতনয়নের কৃষ্ণমণি কর্ণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। তাহার চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত যেন পরস্পর বিমর্দনকারী অতৃপ্ত স্তনদ্বয় উন্মুখ হইয়াছিল। তাহার মনোরম কটিদেশ এতই ক্ষীণ ছিল যে বিধাতা যেন মুষ্টিবদ্ধকরতঃ তাহার অঙ্গুলীর চিহ্ন তথায় বলয়রূপে অঙ্কিত করিয়াছিলেন। উহাকে দর্শনমাত্র জীমূতবাহনের মনে হইল যেন ঐ সুন্দরী নেত্রদ্বারা তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া উহা হরণ করিয়াছে। সেই কন্যাও উহার হৃদয়ে উৎকণ্ঠাজনক উদ্যানঅলঙ্কৃতকারী রূপদর্শনে মনে করিল যেন মধুশ্রী স্বয়ং কামাঙ্গদাহজনিত বৈরাগ্যে বনে প্রবেশ করিয়াছিল। সে অনুরাগে এতই বিবশা হইল যে তাহার সখী বীণা ব্যাকুল হইয়া স্তব্ধ হইল।

অতঃপর জীমূতবাহন কন্যার সখীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার সুভগা সখীর নাম কি এবং কোন বংশ তিনি অলঙ্কৃত করিয়াছেন? এই কথা শ্রবণ করিয়া সে বলিল, 'ইনি মিত্রাবসুর ভগিনী, সিদ্ধাধিপতি বিশ্বাবসুর দুহিতা এবং ইহার নাম মলয়বতী।' এই কথা বলিয়া সেই সহৃদয়া রমণী জীমূতবাহনের সঙ্গী মুনিপুত্রের নিকট হইতে তাহার নাম ও কুলপরিচয় জ্ঞাত হইয়া মৃদুহাস্যে মলয়বতীকে সংক্ষেপে বলিল, 'হেথায় আগত এই বিদ্যাধরাধিপতিকে সাদর সম্বর্দ্ধনা করিতেছ না কেন? এই অতিথি সমস্ত জগৎকর্তৃক সম্মানিত হইবার যোগ্য পাত্র।' সে এই কথা বলিলে সিদ্ধরাজের দুহিতা লজ্জাবনত মুখে নীরব হইয়া রহিল। তখন তাহার সখী জীমূতবাহনকে বলিল, 'আমার সখী লজ্জাশীলা, উহার পরিবর্তে আমাকেই আপনাকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে অনুমতি করুন।' এই কথা বলিয়া সে অর্ঘ্যস্বরূপ একটি মাল্য প্রদান করিলে প্রেমাসক্ত জীমূতবাহন উহা গ্রহণকরতঃ মলয়বতীর কণ্ঠদেশে নিক্ষেপ করিল। মলয়বতীও তির্যক দৃষ্টি দ্বারা স্নিগ্ধ নয়নে তাহাকে যেন নীলোৎপলমালা প্রদান করিল। (৪০—৫৬)

এইরূপে নীরবে স্বয়ম্বর ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে একটি চেটিকা আগমনপূর্বক সিদ্ধকন্যাকে বলিল, 'রাজপুত্রি, আপনার মাতা আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন, সত্বর আগমন করুন।' এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজকুমারী নিতান্ত অনিচ্ছায় দুঃখিতা হইয়া প্রেমশরেবিদ্ধ তাহার দৃষ্টি প্রিয়তমের আনন হইতে অপসৃতপূর্বক অতিকষ্টে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে জীমূতবাহনও তদগত চিত্তে তাহাকে মনঃসমর্পণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিল।

মাতার সহিত সাক্ষাতান্তে মলয়বতী প্রাণেশ্বরের বিরহে অচিরে শয্যাগ্রহণ করিল। তাহার চক্ষু বক্ষে প্রধূমিত কামাগ্নিতে অন্ধ হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল এবং তাহার দেহ সন্তাপিত হইল। সখীবৃন্দ চন্দনপঙ্কে তাহাকে আলিপ্তকরতঃ পদ্মপত্রদ্বারা বীজন করিলেও সে পর্যঙ্কে, সখীদের অঙ্কে অথবা ভূতলে কোথাও শান্তি লাভ করিতে পারিল না। তখন রক্তারুণ সন্ধ্যায় দিবস গত হইলে হাস্যরতা পূর্ব দিগঙ্গনার ললাট চুম্বনকরতঃ চন্দ্রের উদয় হইল। কামতাড়িতা হওয়া সত্ত্বেও মলয়বতী লজ্জাবশতঃ তাহার কোন সখীকে হৃদয়েশ্বরের নিকট প্রেরণ করিল না অথবা প্রেমিকারা সচরাচর যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করে তাহা কিছুই করিল না, কিন্তু জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ হইল। রজনীতে নলিনী যেরূপ মুদ্রিত হয় সেইরূপ ইন্দুদর্শনে পীড়িতা হইয়া তাহার হৃদয়ও সঙ্কুচিত হইল এবং অলিপটলের ন্যায় বিহ্বলতা তাহার চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইল। কোনও প্রকারে সেই রজনী সে অতিবাহিত করিল। (৫৭—৬৫)

ইতোমধ্যে জীমূতবাহন তাহার বিরহে পীড়িত হইয়া পুষ্পধন্বার হস্তে নিগৃহীত হইয়া শয্যায় রজনী যাপন করিল। নবীন প্রেমে তাহার অঙ্গ পাণ্ডুরবর্ণ ধারণ করিল এবং লজ্জায় মূক হইয়া সে প্রেমজনিত হাহুতাশ করিতে লাগিল।

অত্যন্ত ঔৎসুক্য সহকারে সে পরদিবস যথায় সিদ্ধাধিপতির দুহিতার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল সেই গৌরীদেবীর মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করিল। যখন কামানলে দগ্ধ তাহাকে অনুসরণরত মুনিপুত্র আশ্বাস প্রদান করিতেছিল, তখন তথায় মলয়বতীও আগমন করিল। বিরহ অসহ্য হওয়ায় সে প্রাণত্যাগ করিবার নিমিত্ত গুপ্তস্থানে একাকিনী আগমন করিয়াছিল। বৃক্ষান্তরালস্থিত তাহার প্রেমিককে দেখিতে পাইয়া সে সাশ্রুনয়নে দেবী গৌরীর সমীপে প্রার্থনা করিতেছিল, 'তোমার প্রতি ভক্তি সত্ত্বেও যখন এ জীবনে জীমূতবাহনকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইলাম না তখন পরজন্মে যেন উহাকে স্বামী রূপে প্রাপ্ত হই। এইরূপ প্রার্থনা করিয়া সে অচিরে উত্তরীয় দ্বারা পাশ নির্মাণপূর্বক গৌরীদেবীর মন্দিরের সম্মুখস্থ অশোকতরুশাখায় উহা সংলগ্ন করিয়া বলিতে লাগিল, 'হা নাথ! দেব জীমূতবাহন! বিশ্ববিখ্যাত করুণানিধান হইয়াও তুমি আমার পরিত্রাতা হইলে না কেন?' এই কথা বলিয়া সে যখন গলদেশ পাশ রজ্জুবদ্ধ করিতেছিল তখন সেই মুহূর্তে আকাশ হইতে দেবীর বাণী শ্রুত হইল, 'বৎসে, দুঃসাহসিক কার্য করিও না, ভবিষ্যৎ রাজচক্রবর্তী বিদ্যাধরকুমার জীমূতবাহন তোমার পতি হইবে।' (৬৬—৭৬)

দেবীর এই বাণী জীমূতবাহনেরও শ্রুতিগোচর হইয়াছিল, এবং মিত্রের সহিত প্রিয়তমা তাহার নিকট উপনীত হইলে মুনিপুত্র সেই যুবতীকে বলিল, 'দেবী তোমাকে যে পতি প্রদান করিয়াছেন, দেখ তিনি এই স্থানেই আগমন করিয়াছেন।' নানা প্রকার প্রণয়বাক্য উচ্চারণকরতঃ জীমূতবাহন স্বহস্তে মলয়বতীর কণ্ঠ হইতে পাশমোচন করিল। তাহাদের উপর যেন সহসা সুধাবর্ষণ হইল এবং

সলজ্জ মলয়বতী ভূপৃষ্ঠে রেখা অঙ্কিত করিতে লাগিল। তন্মুহূর্তে তাহার সমীপে আগমন করিয়া সখী সানন্দে বলিল, 'সখি, তুমি ভাগ্যবতী। তোমার সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে। অদ্যই কুমার মিত্রাবসুকে আমার সমক্ষে তোমার মহান পিতাকে বলিতে শুনিলাম, 'পিতঃ, সমস্ত জগৎ যাহাকে শ্রদ্ধা করে সেই কল্পতরুদাতা বিদ্যাধরকুমার জীমূতবাহন হেথায় আগমন করিয়াছে। সে আমাদের অতিথি, সুতরাং তাহাকে আপ্যায়িত করিতে হইবে, তাহার সমকক্ষ উত্তম বর আর কোথাও পাওয়া যাইবে না। সুতরাং তাহার হস্তে কন্যারত্ন মলয়বতীকে সমর্পণ করিয়া তাহাকে সম্মাননা করা হউক। রাজা—'তাহাই হউক'—বলিয়া সম্মত হইলে তোমার ভ্রাতা মিত্রাবসু সম্প্রতি এই বার্তাসহ সেই বিখ্যাত কুমারের আশ্রমে গমন করিয়াছেন। আমি জ্ঞাত আছি যে তোমার বিবাহ সত্বরই সম্পাদিত হইবে। সুতরাং এখন স্বীয় প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন কর এবং মহাভাগ কুমারও স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করুন।' রাজকুমারীর সখী এই কথা বলিলে মলয়বতী সহর্ষে এবং সবিষাদে সেই স্থান পরিত্যাগপূর্বক মুহুর্মুহুঃ স্কন্ধ ফিরাইয়া ধীরে ধীরে সেই স্থান পরিত্যাগ করিল। (৭৭—৮৭)

জীমূতবাহনও সত্বর আশ্রমে প্রত্যাবর্তনপূর্বক বার্তাসহ আগত মিত্রাবসুর নিকট হইতে সমস্ত শ্রবণ করিয়া এই প্রস্তাব সানন্দে স্বাগত করিল। জাতিস্মর হওয়াতে পূর্বের কোন জন্মে মিত্রাবসু তাহার সখা ছিল এবং মিত্রাবসুর ভগিনী তাহার ভার্যা ছিল, এই বিবরণ তাহাকে জ্ঞাত করিলে হৃষ্ট মিত্রাবসু জীমূতবাহনের পিতামাতার নিকট তাহার বার্তা নিবেদন করিল এবং তাহারাও অত্যন্ত আনন্দিত হইল। সফলতার সহিত কার্যসমাপনান্তে স্বীয় পিতামাতার আনন্দবর্দ্ধনপূর্বক মিত্রাবসুও স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। সেই দিবসই মিত্রাবসু জীমূতবাহনকে স্বীয় প্রাসাদে আনয়নপূর্বক স্ববৈভবোচিত সম্ভার দ্বারা বিবাহোৎসবের আয়োজন করিল এবং সেই দিনই শুভলগ্নে বিদ্যাধরকুমারের সহিত স্বীয় ভগিনীর উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদন করিল। অতঃপর মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ায় জীমূতবাহন নবপরিণীতা বধূ মলয়বতীর সহিত বাস করিতে লাগিল। একদা সকৌতূহলে মিত্রাবসুর সহিত মলয়পর্বতে ভ্রমণ করিতে করিতে সে সমুদ্রতীরস্থ একটি অরণ্যে উপনীত হইয়া তথায় রাশি রাশি স্তূপীকৃত অস্থি সন্দর্শনকরত মিত্রাবসুকে শুধাইল, 'এই স্তূপাকারস্থিত অস্থিরাজি কোন প্রাণিবর্গের?' তখন শ্যালক মিত্রাবসু সেই দয়াশীল পুরুষকে বলিল, 'স্বল্প কথায় ইহার কাহিনী তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। বহুকাল পূর্বে নাগমাতা কদ্রু গরুড়মাতা বিনতাকে অন্যায্য পণে পরাজিত করিয়া তাহাকে তাহার দাসী করিয়াছিল। এইরূপে শত্রুতা জন্মিলে প্রতাপশালী গরুড় মাতাকে মুক্ত করিয়াও কদ্রুর তনয় সর্পসমূহকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। সে ক্রমাগত পাতালে প্রবেশ করিয়া কতগুলি সর্পকে দলিত ও মথিত করিল এবং অনেক সর্প ভয়েই প্রাণত্যাগ করিল। (৮৮-৯৯)

নাগরাজ বাসুকি ইহা দর্শন করিয়া তাহার সর্পকুল এই আক্রমণেই বিনষ্ট হইবে শঙ্কা করিয়া গরুড়কে অনুরোধ করিয়া এই চুক্তি করিল, 'খগরাজ, আমি

প্রত্যহ দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে তোমার আহারের নিমিত্ত একটি করিয়া সর্প প্রেরণ করিব। তুমি কোন মতেই পাতালে প্রবেশ করিবে না। এক আঘাতে সমস্ত সর্প বিনাশ করিয়া তোমার কি সুবিধা হইবে?' নাগরাজ বাসুকি পরাক্রান্ত গরুড়কে এই কথা বলিলে এই প্রস্তাব তাহার পক্ষে লাভজনক হইবে মনে করিয়া গরুড় সম্মত হইল। সেই সময় হইতে নাগরাজ প্রত্যহ সমুদ্রতীরে বাসুকি-প্রেরিত নাগভক্ষণ করে। কালক্রমে গরুড়ভক্ষিত সর্পসমূহের অস্থি স্তূপীকৃত হইয়া এখন গিরিশৃঙ্গের আকার ধারণ করিয়াছে।

মিত্রাবসুর মুখ হইতে দয়া ও ধৈর্যের নিধি জীমূতবাহন এই কথা শ্রবণ করিয়া অন্তর্দাহে তাহাকে প্রত্যুত্তর করিল, 'ক্লীব বাসুকিরাজ প্রত্যহ সহস্তে নিজের একটি প্রজাকে শত্রুর হস্তে সমর্পণ করে, তাহার নিমিত্ত দুঃখিত হইতেই হইবে। তাহার সহস্র বদন আছে, একটি বদন দ্বারাও কি সে গরুড়কে বলিতে পারিল না 'প্রথমে আমাকে ভক্ষণ কর? স্বীয় কুল ধ্বংস করিবার নিমিত্ত সে কি প্রকারে কাপুরুষের ন্যায় গরুড়কে বলিতে পারিল এবং নাগরমণীগণের করুণ শোকবিলাপ শ্রবণ করিবার মত এত হৃদয়হীনই বা কি প্রকারে হইল? গরুড়ই বা কি প্রকারে কাশ্যপের বীরপুত্র হইয়া এবং কৃষ্ণের পবিত্র বাহক হইয়া এই প্রকার দুষ্কর্মে লিপ্ত হইতে পারে? হায়, মোহের কি গাঢ়তা!' দয়ালু পুরুষ ইহা বলিয়া মনে মনে সংকল্প করিল, 'এই অসার দেহ উৎসর্গপূর্বক পৃথিবীর একটি সারবস্তু কেন প্রাপ্ত হই না? স্বীয় দেহ গরুড়ের নিকট বিসর্জনপূর্বক একটি মিত্রহীন শঙ্কিত নাগের প্রাণরক্ষা করিবার সৌভাগ্য আমার হউক' (১০০-১১২)

জীমূতবাহন যখন এই প্রকার চিন্তা করিতেছিল তখন মিত্রাবসুর পিতার নিকট হইতে জনৈক দ্বারী তাহাদিগকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত আগমন করিলে জীমূতবাহন এই কথা বলিয়া মিত্রাবসুকে গৃহে প্রেরণ করিল, 'তুমি প্রথমে গমন কর, আমি তোমার পশ্চাদনুসরণ করিব।' সে প্রস্থান করিলে সেই দয়ালু পুরুষ স্বীয় মনোরথসিদ্ধির মানসে একাকীই বস্তুতঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দূর হইতে করুণ বিলাপ ধ্বনি শ্রবণ করিল। সে অগ্রসর হইয়া নিকটেই একটি উচ্চশিলাতলে শোকাকুলিত একটি সুন্দরাকৃতি যুবকের দর্শন লাভ করিল। কোন রাজপুরুষ তাহাকে তথায় আনয়ন করিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। সেই যুবক সানুনয়ে জনৈকা ক্রন্দনরতা বৃদ্ধাকে প্রত্যাবর্তন করিতে বলিতেছিল।

করুণার্দ্র চিত্তে জীমূতবাহন যখন বিষয়টি অনুধাবন করিতে প্রয়াস পাইতেছিল সেই বৃদ্ধা শোকভারে পুনঃ পুনঃ যুবকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপকরতঃ তাহার দুর্ভাগ্যের নিমিত্ত বিলাপ করিতেছিল, 'হায় শঙ্খচূড়! অতিকষ্টে তোমাকে আমি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। হায় ধর্মশীল! হায়! বংশের একমাত্র দীপ, তোমাকে পুনরায় কোথায় দেখিতে পাইব? হায় বৎস! তোমার এই চন্দ্রবদন লুপ্ত হইলে শোকান্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া তোমার পিতা কি প্রকারে বৃদ্ধ বয়সে প্রাণধারণ করিবেন? তোমার সুকুমার দেহ, যাহা রবিকরস্পর্শে ব্যথিত হয়, তাহা কি প্রকারে গরুড়-ভক্ষণজনিত কষ্ট সহ্য করিবে! বিশাল নাগলোকের মধ্য হইতে এই দুর্ভাগীর

একমাত্র পুত্র, কি প্রকারে নাগরাজ এবং বিধাতাপুরুষ তোমার সন্ধান প্রাপ্ত হইলেন।' সে যখন এই প্রকারে রোদন করিতেছিল তখন তাহার পুত্র সেই যুবক তাহাকে বলিল, 'মাতঃ! এমনিতেই আমি অতিশয় কষ্ট ভোগ করিতেছি, আমার কষ্টের সীমা আরও কেন বর্দ্ধিত করিতেছ? তুমি গৃহে প্রত্যাবর্তন কর। আমার এই শেষ প্রণাম গ্রহণ কর। আমি জানি গরুড় শীঘ্রই এই স্থানে আগমন করিবেন।' বৃদ্ধা এই কথা শ্রবণ করিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাতকরতঃ সজোরে চিৎকার করিয়া উঠিল 'হায়! আমি নিঃশেষ হইলাম! আমার পুত্রকে কে রক্ষা করিবে?' (১১৩—১২৬)

ইতোমধ্যে বোধিসত্ত্বাংশ জীমূতবাহন ইহা শ্রবণ এবং দর্শন করিয়া প্রগাঢ় করুণাভরে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, 'আমি দেখিতে পাইতেছি এই হতভাগ্য শঙ্খচূড় নাগ গরুড়ের আহার্যরূপে অধুনা বাসুকিরাজকর্তৃক প্রেরিত হইয়াছে। ইনি হইতেছেন উহার বৃদ্ধা মাতা, যিনি স্নেহভরে তাহার একমাত্র পুত্রের পশ্চাদনুসরণপূর্বক আর্তভাবে বিলাপ করিতেছেন। আমার এই নশ্বর দেহ উৎসর্গপূর্বক যদি এই আর্ত নাগের জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ না হই তবে আমার জন্মই নিষ্ফল হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া জীমূতবাহন সহর্ষে বৃদ্ধার নিকট গমনপূর্বক তাহাকে বলিল, 'মাতঃ! আমি তোমার পুত্রকে রক্ষা করিব।' বৃদ্ধা রমণী এই কথা শ্রবণপূর্বক ভীতা হইয়া শঙ্কিত চিত্তে গরুড় আগমন করিয়াছে মনে করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, 'গরুড়! আমাকে ভক্ষণ কর।' তখন শঙ্খচূড় বলিল, 'মাতঃ! ভীতা হইও না। ইনি গরুড় নহেন। চন্দ্রের ন্যায় আনন্দদায়ী এই পুরুষের সহিত ভয়ঙ্কর গরুড়ের অনেক প্রভেদ।' শঙ্খচূড় এই কথা বলিলে জীমূতবাহন কহিল, ''আমি জনৈক বিদ্যাধর, তোমার সন্তানকে ত্রাণ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। আমি বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া ক্ষুধার্ত গরুড়ের নিকট আমার দেহ উৎসর্গ করিব। তুমি তোমার পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন কর।' (১২৭—১৩৫)

বৃদ্ধা এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, 'ইহা অসম্ভব। আমাদের এই দুঃসময়ে এই প্রকার অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া তুমি আমার পুত্রেরও অধিক হইয়াছ।' জীমূতবাহন এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রত্যুত্তর করিল, 'দুইজনে মিলিত হইয়া আমার মনের কামনাভঙ্গ করিবেন না।' সে জোর করিলে শঙ্খচূড় তাহাকে বলিল, 'সত্য কথা বলিতে কি, হে দয়াশীল পুরুষ, তুমি তোমার দয়ালু প্রকৃতির নিদর্শন দেখাইয়াছ, কিন্তু তোমার দেহের বিনিময়ে আমি আমার দেহ রক্ষা করিতে প্রস্তুত নহি। প্রস্তর রক্ষা করিবার নিমিত্ত কে রত্ন ব্যয় করে? নিজের নিমিত্ত কেবলমাত্র যত্নশীল আমার ন্যায় পুরুষ জগতে অনেক প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু জগতের নিমিত্ত করুণাশীল তোমার ন্যায় পুরুষের সংখ্যা অতিশয় বিরল। উপরন্তু, হে মহাত্মন, আমি চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় বিশুদ্ধ শঙ্খপাল কুলে কালিমা লেপন করিতে চাহি না।'

এইরূপে শঙ্খচূড় তাহাকে বারণ করিতে প্রয়াস পাইয়া মাতাকে বলিল, 'এই দুর্গম অরণ্য পরিত্যাগপূর্বক গৃহে প্রত্যাবর্তন কর। যমের পর্যঙ্কের ন্যায় নাগরক্তরঞ্জিত ভয়ঙ্কর বধ্যভূমি শিলাতল দেখিতে পাইতেছ না কি? গরুড় এই স্থানে আগমন করিবার পূর্বেই আমি সমুদ্র তীরে গোকর্ণদেবের অর্চনা করিয়া হেথায় পুনরাগমন করিব।' এই কথা বলিয়া শঙ্খচূড় সসম্ভ্রমে ক্রন্দনরতা মাতাকে প্রণামকরতঃ গোকর্ণদেবকে পূজা করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিল। (১৩৬—১৪৫)

জীমূতবাহন সংকল্প করিল যে, ইতোমধ্যে গরুড় সেখানে আগমন করিলে সে পরার্থে প্রাণ উৎসর্গ করিতে সমর্থ হইবে। যখন সে এইরূপ চিন্তা করিতেছিল তখন আগন্তুক খগরাজের পক্ষের বাতাসে তরুসমূহ সঞ্চালিত হইয়া যেন জীমূতবাহনকে বারণ করিতেছিল। তাহার ধারণা হইল যে গরুড়ের আগমনকাল সমাগত এবং পরার্থে প্রাণোৎসর্গ করিবার নিমিত্ত সে শিলাতলস্থ বধ্যভূমিতে আরোহণ করিল। বাত্যামথিত সমুদ্র দীপ্তিশালী রত্নচক্ষুদ্বয় দ্বারা যেন সাশ্চর্যে এই অদ্ভুত সাহসিক কার্য নিরীক্ষণ করিতেছিল। আকাশ আবৃত করিয়া গরুড় আগমনকরতঃ অন্বেষণ করিয়া চঞ্চু দ্বারা উদারচেতা বীরকে আঘাত করিয়া শিলাতল হইতে গ্রহণ করিল এবং সত্বর আহার করিবার নিমিত্ত মলয় পর্বতের শিখরদেশে তাহাকে লইয়া উপস্থিত হইল। জীমূতবাহনের শিরোমণি আকাশপথে গমন করিবার সময় মস্তক হইতে ছিন্ন হইলে তাহা হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত পতিত হইতে লাগিল এবং গরুড় যখন সেই বিদ্যাধরকুলচন্দ্রকে ভক্ষণ করিতেছিল তখন জীমূতবাহন মনে মনে বলিতে লাগিল, 'প্রতি জন্মেই যেন আমার দেহ পরার্থে নিয়োজিত হয় এবং প্রতিবেশীদিগের উপকারে ইহা না লাগিলে আমি স্বর্গ অথবা মুক্তি কামনা করি না।' যখন সে এই প্রকার চিন্তা করিতেছিল তখন স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল। ইতোমধ্যে তাহার রক্তজড়িত শিরোরত্ন তাহার ভার্যা মলয়বতীর সম্মুখে পতিত হইলে সে বিহ্বলচিত্তে উহা তাহার স্বামীর চূড়ারত্ন বলিয়া চিনিতে পারিয়া শ্বশুর এবং শাশুড়ীর সমীপস্থ থাকায় উহা তাহাদিগকে অশ্রুপূর্ণ নয়নে দেখাইল। তাহারা পুত্রের শিরোরত্ন দেখিয়া আকুল হৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগিল যে ইহার তাৎপর্য কি হইতে পারে? (১৪৬—১৫৬)

অতঃপর নৃপতি জীমূতকেতু এবং রাজ্ঞী কনকবতী তাহাদের অলৌকিক ধ্যানবলে প্রকৃত ব্যাপার জ্ঞাত হইয়া পুত্রবধূর সহিত গরুড় এবং জীমূতবাহন যে স্থলে ছিল তথায় সত্বর গমন করিতে উদ্যত হইল। ইতোমধ্যে গোকর্ণদেবের অর্চনা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া শঙ্খচূড় সাশ্চর্যে অবলোকন করিল যে, বধ্য শিলাতল রক্তাক্ত হইয়া রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে সে সাশ্রুনয়নে কহিল, 'হায়! হায়! আমি কি মহাপাপী! নিশ্চয়ই সেই মহাত্মা কৃপালু হইয়া আমার পরিবর্তে স্বীয় দেহ গরুড়ের নিকট উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন। শত্রু তাহাকে কোথায় লইয়া গিয়াছে বাহির করিয়া জীবিত অবস্থায় প্রাপ্ত হইলে আমাকে অযশঃপঙ্কে নিমজ্জিত হইতে হইবে না।' এই কথা বলিয়া সে ভূতলে পতিত শোণিতবিন্দুধারা অনুসরণ করিয়া গমন করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে আহার করিবার

কালে জীমূতবাহনকে হৃষ্ট দেখিয়া গরুড়, কহিল, 'কি আশ্চার্য ! ইনি নিশ্চয়ই কোন মহাসত্ত্বশালী পুরুষ হইবেন, কারণ যখন আমি ইহাকে ভক্ষণ করিতেছি তখন এই মহাত্মা বিগতপ্রাণ না হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। ইহার দেহের যে অংশ ভক্ষিত হয় নাই সেই অংশের লোমসমূহ রোমাঞ্চিত হইয়া আছে, উহা যেন উহার গাত্রের চর্ম। আমাকে উহার উপকারী মনে করিয়া আমার প্রতি আনন্দে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। ইনি নিশ্চয়ই নাগ নহেন, কোন মহাপুরুষ হইবেন। আমি উহাকে ভক্ষণ করিতে বিরত রহিয়া প্রশ্ন করিব।' গরুড় যখন এই প্রকার চিন্তা করিতেছিল তখন জীমূতবাহন তাহাকে বলিল, 'খগরাজ, তুমি বিরত হইলে কেন? আমার দেহে ত এখনও রক্তমাংস আছে এবং এখন পর্যন্তও তোমার তৃপ্তি হয় নাই, সুতরাং তুমি ভোজন করিতে থাক।' পক্ষিরাজ এই কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাহাকে বলিল, 'মহাত্মন্ আপনি নাগ নহেন, আপনি কে বলুন?' কিন্তু জীমূতবাহন গরুড়কে প্রত্যুত্তর করিল, 'আমি প্রকৃতই নাগ। তোমার প্রশ্নের তাৎপর্য কি? তোমার মত প্রাণিগণ মূর্খ না হইলে নিজ কার্য হইতে বিরত হয় না।' (১৫৭—১৬৯)

গরুড়কে সে যখন এই উত্তর প্রদান করিতেছিল তখন শঙ্খচূড় সমীপবর্তী হইয়া দূর হইতে গরুড়কে বলিল, 'হে বিনতানন্দন, এই দুঃসাহসিক পাপকার্য করিও না। তোমার এইরূপ ভুল হইয়াছে কেন? ইনি নাগ নহেন, আমিই তোমার নিমিত্ত নির্দিষ্ট নাগ।' শঙ্খচূড় এই কথা বলিয়া সত্বর আগমনকরতঃ উহাদের উভয়ের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া গরুড়কে বিহ্বল দেখিয়া বলিতে লাগিল, 'তুমি বিভ্রান্ত হইয়াছ কেন? তুমি কি আমার ফণা এবং দ্বিখণ্ডিত জিহ্বা দেখিতে পাইতেছ না?' শঙ্খচূড় যখন এই কথা বলিতেছিল তখন জীমূতবাহনের পিতা-মাতা ও ভার্যা ত্বরিতগতিতে তথায় আগমনকরতঃ জীমূতবাহনের পিতা ও মাতা তাহার বিলুপ্তাঙ্গ দর্শন করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল, 'হা পুত্র ! হা জীমূতবাহন ! হায় অন্যের নিমিত্ত জীবন উৎসর্গকারী দয়াশীল। বৈনতেয় তুমি এই প্রকার অবিমৃশ্য কার্য কি প্রকারে করিলে।' গরুড় এই কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিল, 'হায়! হায়! আমি কি ভ্রমবশতঃ বোধিসত্ত্বের অবতারকে ভক্ষণ করিয়াছি? ত্রিভুবনে যাহার যশঃ বিঘোষিত, পরার্থে যিনি প্রাণোৎসর্গ করেন, ইনি কি সেই জীমূতবাহন? ইনি যখন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন তখন আমার মত দুরাত্মারও বহ্নিপ্রবেশকাল উপনীত হইয়াছে। পাপ বিষবৃক্ষের ফল কি কখনও পক্ব হইয়া স্বাদু অমৃত হয়?' গরুড় যখন বিহ্বলচিত্তে এইরূপ চিন্তা করিতেছিল, তখন স্বজনদিগের সহিত সাক্ষাতান্তে জীমূতবাহন আঘাত-বেদনায় মৃত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। (১৭০-১৮০)

তখন তাহার পিতামাতা বিলাপ করিতে লাগিল এবং শঙ্খচূড় বারংবার নিজেকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিল। কিন্তু জীমূতবাহনের পত্নী ঊর্দ্ধাকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অশ্রুগদগদস্বরে অম্বিকাদেবীকে, যিনি পূর্বে তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর প্রদান করিয়াছিলেন, ভৎসনা করিয়া বলিল, 'হে দেবী গৌরি, তখন

তুমি আমাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলে যে আমি বিদ্যাধরদিগের ভবিষ্যৎ রাজচক্রবর্তীকে পতিরূপে লাভ করিব। এখন তোমার সেই প্রতিশ্রুতি মিথ্যা হইল কেন?' সে এই কথা বলিলে গৌরীদেবী মূর্তিপরিগ্রহপূর্বক আত্মপ্রকাশ করিয়া, 'আমার কথা মিথ্যা হইবার নহে'—এই বাক্য উচ্চারণপূর্বক স্বীয় কলসী হইতে বীর জীমূতবাহনের উপর অমৃতবারি সিঞ্চন করিলে সে অক্ষত শরীরে পূর্বাপেক্ষাও অধিকতর দীপ্তিমান হইয়া পুনরুজ্জীবিত হইল।

সে উত্থিত হইয়া দেবীর নিকট প্রণত হইলে এবং অন্যান্য সকলেরাও তদ্রূপ করিলে গৌরীদেবী তাহাকে বলিলেন, 'বৎস, তোমার আত্মোৎসর্গে আমি প্রীত হইয়াছি এবং অধুনা স্বহস্তে আমি তোমাকে বিদ্যাধরদিগের রাজচক্রবর্তীরূপে অভিষিক্ত করিলাম, তুমি কল্পান্ত কাল ঐ পদে নিযুক্ত থাকিবে।' এই কথা বলিয়া গৌরী দেবী তাহার উপর স্বীয় কলসী হইতে বারি সিঞ্চন করিলেন। অতঃপর অর্চিতা হইয়া তিনি অন্তর্হিতা হইলেন। তখন আকাশ হইতে পুষ্প-বৃষ্টি হইতে লাগিল এবং দেবতাদিগের দুন্দুভি সানন্দে নিনাদিত হইল। (১৮১-১৯০)

তখন গরুড় জীমূতবাহনের নিকট প্রণত হইয়া বলিল, 'সম্রাট, আমি তোমার উপর প্রীত হইয়াছি। তুমি অতুলনীয় বীর। উদার হৃদয় তুমি ত্রিভুবনের বিস্ময়জনক যে মহৎ কার্য সম্পাদন করিয়াছ তাহা ব্রহ্মাণ্ডের প্রাচীরে লিখিত থাকিবে। আমাকে আদেশ কর এবং আমার নিকট হইতে স্বেচ্ছামত বর গ্রহণ কর।' গরুড় এইরূপ কহিলে সেই উদারচেতা বীর বলিল, 'তুমি অনুতাপ করিবে এবং আর নাগ ভক্ষণ করিবে না। যে নাগসমূহ তোমা কর্তৃক পূর্বে ভক্ষিত হইয়াছিল এবং যাহাদের অস্থিসমূহমাত্র এখন হেথায় বিদ্যমান আছে, তাহারা পুনরুজ্জীবিত হউক।'

তখন তৎ কর্তৃক পূর্ব ভক্ষিত সর্পকুল যাহাদের অস্থিমাত্র তথায় ছিল, তাহারা অক্ষতদেহে তাহার অমৃতবরে পুনরুজ্জীবিত হইল।

অনন্তর দেবতাগণ, নাগকুল এবং তত্রস্থ মুনিবৃন্দ আনন্দাপ্লুত হইল এবং মলয়পর্বত ত্রিভুবনে খ্যাতিলাভ করিল। তখন নিখিলবিদ্যাধরপতিগণ গৌরীর প্রসাদে জীমূতবাহনের অদ্ভুত কাহিনী শ্রবণ করিয়া সত্বর আগমনকরতঃ জীমূত-বাহনের চরণে প্রণত হইল। গরুড় বিদায় গ্রহণ করিলে তাহারা জীমূতবাহনকে হর্ষান্বিত আত্মীয় ও বান্ধবদিগের সহিত হিমালয় পর্বতে আনয়ন করিল। ইতঃপূর্বে গৌরী স্বহস্তে তাহার মহাভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। তথায় জীমূতবাহন পিতামাতা, মিত্রাবসু মলয়বতী এবং গৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত শঙ্খচূড়ের সহিত বাহুকাল বিদ্যাধর রাজচক্রবর্তীরূপে বাস করিয়াছিল এবং অভূতপূর্ব শৌর্যকর্ম দ্বারা ধনরত্নাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল। (১৯১-২০১)

এই উত্তম অত্যাশ্চর্য কাহিনী বর্ণনা করিয়া বেতাল নৃপতি ত্রিবিক্রমসেনকে প্রশ্ন করিতে লাগিল, 'রাজন্, এখন বল, জীমূতবাহন এবং শঙ্খচূড় এই উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? আমার পূর্ব কথিত সর্তসমূহ কিন্তু বহাল আছে।' বেতালের এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি ত্রিবিক্রমসেন শাপভয়ে মৌনতা ভঙ্গ

করিয়া শান্তভাবে কহিল, 'জীমূতবাহনের পক্ষে এই প্রকার আচরণ মোটেই বিস্ময়কর নহে, কারণ ইহা তাহার জন্ম জন্মান্তরে সঞ্চিত হইয়াছিল, কিন্তু শঙ্খচূড় বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। কারণ মৃত্যু হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়াও, গরুড় অন্য একজন আত্মোৎসর্গকারী প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সে বহুদূর গমনপূর্ব্বক তাহার নিকট স্বীয় দেহ নিবেদন করিয়াছিল।'

উক্তম বেতাল নৃপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার স্কন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় স্থানে পুনরায় গমন করিলে নৃপতি পূর্ব্বের ন্যায় তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল। (২০২-২০৭)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের ত্রয়োবিংশ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—২০৭
ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা—১৬,২৭৭।

চতুর্বিংশ তরঙ্গ

সপ্তদশ বেতাল

বীর নরপতি ত্রিবিক্রমসেন পুনর্বার শিংশপা বৃক্ষ সমীপে গমন করিয়া বেতালকে স্কন্ধোপরি স্থাপিত করিয়া যাত্রা করিলে স্কন্ধ হইতে বেতাল বলিল, 'রাজন্, তোমার শ্রম বিনোদনার্থ একটি কাহিনী বলিতেছি, শ্রবণ কর :—

উন্মাদিনী কথা

গঙ্গাতীরে কনকপুর নামক নগরী ছিল। সেই নগরীতে ধর্মনীতি কখনও লঙ্ঘিত হইত না এবং উহা কলির অগম্য ছিল। তথায় সার্থকনামা যশোধন-নামক নরপতি বাস করিত। সে আপদসমুদ্র হইতে শিলাময় বেলাভূমির ন্যায় পৃথিবীকে রক্ষা করিত। বিধাতা চন্দ্র ও সূর্যকে একত্রিত করিয়াই যেন তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পৃথিবীর আনন্দ উৎপাদন করিলেও তাহার প্রচণ্ড প্রতাপ ছিল এবং তাহার রাজ্যমণ্ডল কখনও সঙ্কুচিত হইত না। সেই নৃপতি প্রতিবেশীর নিন্দা করিতে নিপুণ ছিল না, কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞানে নিপুণ ছিল। দোষে তাহার দারিদ্র্য ছিল, কিন্তু কোষে অথবা রণসম্ভারে তাহার দারিদ্র্য ছিল না। প্রজাবর্গ বলিত যে তাহার পাপে ভয় ছিল, খ্যাতিতে লোভ ছিল, পরদারে অনাসক্তি ছিল, এবং সে শূর, উদার এবং প্রেমপূর্ণ ছিল।

সেই রাজার রাজধানীতে এক মহা বণিক বাস করিত। তাহার উন্মাদিনী-নাম্নী অনূঢ়া কন্যা ছিল। যে তাহাকে দেখিত তাহার রূপ সম্ভারে উন্মাদ হইয়া যাইত এবং এমন কি উহা কামদেবেরও বিহ্বলতা আনয়ন করিতে সমর্থ ছিল। সে যৌবনপ্রাপ্তা হইলে তাহার নীতিজ্ঞ পিতা সেই বণিক নৃপতি যশোধনের নিকট গমনপূর্বক তাহাকে বলিল, 'রাজন্, ত্রিভুবনের রত্ন স্বরূপ আমার একটি বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। মহারাজকে নিবেদন না করিয়া আমি তাহাকে অন্য কাহারও হস্তে সম্প্রদান করিতে সাহস করি না। পৃথিবীর সমস্ত রত্ন মহারাজেরই প্রাপ্য, সুতরাং উহাকে গ্রহণ অথবা বর্জন করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করুন।' (১—১২)

বণিকের বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপতি সৌজন্যসহকারে সেই কন্যা শুভলক্ষণ-যুক্তা কিনা দেখিবার নিমিত্ত স্বীয় ব্রাহ্মণদিগকে প্রেরণ করিল। ব্রাহ্মণেরা ত্রিভুবনে অতুলনীয়া রূপশালিনী সেই কন্যাকে দর্শন করিয়া প্রথমে বিহ্বল এবং আশ্চর্যান্বিত হইল এবং পরে আত্মস্থ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল, 'এই কন্যাকে রাজা প্রাপ্ত হইলে রাজ্য ধ্বংস হইবে, কারণ ইহার দর্শনে রাজা মোহাবিষ্ট হইয়া রাজকার্যে অবহেলা করিবে। সুতরাং আমরা ভূপতিকে বলিব না যে, এই কন্যা শুভলক্ষণযুক্তা।' এই প্রকার আলোচনা করিয়া তাহারা নৃপতির নিকট গমন করিয়া মিথ্যাভাষণ করিল, 'এই কন্যার অশুভ লক্ষণ আছে,' অতএব ভূপতি বণিকপুত্রীকে ভার্যারূপে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইল।

অতঃপর নৃপতির আদেশে উন্মাদিনীর পিতা সেই বণিক রাজসেনাপতি বলধরের সহিত তাহার উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদন করিল। সে স্বামীর সহিত সুখে তাহার গৃহে বাস করিতে লাগিল, কিন্তু কুলক্ষণাক্রান্তা মনে করিয়া নৃপতি তাহাকে গ্রহণ করেন নাই বলিয়া সে নিজেকে অপমানিতা জ্ঞান করিল।

কালক্রমে ফুল্ল কুন্দলতা দন্তদ্বারা পদ্মবনমথিতকারী শীতহস্তীকে হত্যা করিয়া বসন্তকেশরী সমাগত হইল। পুষ্পমঞ্জরী কেশর এবং চূতাঙ্কুর নখর দ্বারা সেই কাননে ক্রীড়ারত হইল। গজারূঢ় নৃপতি যশোধন তাহার নগরীর মধুমহোৎসব দর্শন করিবার নিমিত্ত বহির্গত হইলে তাহার রূপে কুলাঙ্গনাদিগের ধর্মচ্যুতি যাহাতে না ঘটে তন্নিমিত্ত দুন্দভি নিনাদদ্বারা তাহাদিগকে অপসৃত হইবার নিমিত্ত সাবধান করিয়া দেওয়া হইতেছিল। (১৩—২৩) উন্মাদিনী কেকা-নিনাদ শ্রবণ করিয়া তাহাকে দর্শন করিতে অসম্মত হইয়া রাজা তাহাকে যে অবমাননা করিয়াছিল তাহার প্রতিশোধগ্রহণার্থ স্বীয় হর্ম্যশীর্ষ হইতে নৃপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বসন্ত এবং মলয়ানিলের বীজন দ্বারা কামাগ্নি উদ্ভূত অগ্নি-শিখার ন্যায় তাহার রূপ দর্শন করিয়া ভূপতি অতিশয় বিহ্বল হইয়া পড়িল। কন্দর্পের বিজয়ী অস্ত্রের ন্যায় তাহার রূপ নৃপতির হৃদয়ে বিদ্ধ হইলে নৃপতি অচিরে সম্বিতহারা হইল। ভৃত্যবর্গ তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া রাজধানীতে আনয়ন করিলে রাজা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে এই সুন্দরী রমণীই তাহার নিকট নিবেদিত হইয়াছিল এবং সে উহাকে বর্জন করিয়াছিল। যাহারা ঐ যুবতীকে অশুভলক্ষণাক্রান্তা বলিয়া তাহার নিকট নিবেদন করিয়াছিল, তাহাদিগকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়া রাজা প্রতি রজনীতে কন্যাকে স্মরণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, 'জগতের নেত্রের সম্মুখে ঐ রমণীর নিষ্কলঙ্ক মুখচন্দ্র থাকা সত্ত্বেও নির্লজ্জ চন্দ্র মূর্খের ন্যায় প্রত্যহ কি প্রকারে উদিত হয়? কঠিন হেমকলস এবং গজশিরস্থ পিণ্ডদ্বয় উহার পীনতুঙ্গ স্তনদ্বয়ের তুলনায় অতিশয় কর্কশ। কাঞ্চীনক্ষত্র মালাঙ্কিত মাতঙ্গমস্তকের ন্যায় উহার জঘনস্থল কাহার লোভনীয় নয়?' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নৃপতি কামাগ্নিতে ক্রমশঃ কৃশতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। লজ্জাবশতঃ সে তাহার ক্লেশের কারণ গোপন রাখিয়াছিল। বাহ্যচিহ্ন দর্শন করিয়া তাহার বিশ্বস্ত ভৃত্যগণ তাহাকে প্রশ্ন করিলে সে অতিকষ্টে তাহাদের নিকট তাহার পীড়ার কারণ প্রকাশ করিয়াছিল। তখন ভৃত্যেরা তাহাকে বলিল, 'আপনি অযথা কেন সন্তাপিত হইতেছেন? ঐ রমণী ত আপনার অধীনা, উহাকে গ্রহণ করুন না কেন?' কিন্তু ধার্মিক নরপতি তাহাদের উপদেশ গ্রহণ করিতে অসম্মত হইল। (২৪—৩৪)

তখন নৃপতির প্রতি প্রকৃতই শ্রদ্ধাশীল বলধর এই বার্তা প্রাপ্ত হইয়া আগমনকরতঃ তাহার চরণে পতিত হইয়া নিবেদন করিল, 'প্রভো, এই দাসীকে আপনি আপনার দাসীকন্যা মনে করিবেন, পরস্ত্রী মনে করিবেন না। উহাকে স্বেচ্ছায় আপনার হস্তে প্রদান করিতেছি। আপনি আমার ভার্যাকে অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করুন। অথবা রাজন্, আমি উহাকে অত্রস্থ মন্দিরে ত্যাগ করিব, দেবায়তনের

কন্যা গ্রহণ করিলে আপনার কোন পাপ হইবে না।' সেনাপতি বারংবার এই প্রকার অনুনয় বিনয় করিলে মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা তাহাকে প্রত্যুত্তর করিল, 'রাজা হইয়া আমি এই প্রকার পাপকার্য কি প্রকারে করিব? আমি যদি ধর্মপথ পরিত্যাগ করি তবে কে তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিবে? আমার প্রতি ভক্তিশীল হইয়াও তুমি আমার ক্ষণিক সুখের জন্য পরলোকে যাহার জন্য দারুণ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে, সেইরূপ পাপকার্য করিতে আমাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছ? তুমি যদি তোমার ধর্মপত্নীকে ত্যাগ কর, তোমার পাপ কার্যের নিমিত্ত আমি তোমাকে নিশ্চয়ই শাস্তি প্রদান করিব, কারণ আমার মত ব্যক্তির তাহা সহ্য করা কি দোষাবহ হইবে না? সুতরাং আমার পক্ষে মরণই শ্রেয়ঃ।' এইরূপ বলিয়া নৃপতি সেনাপতির প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন না। উত্তম সত্ত্ববান্ ব্যক্তি বরং মরণ আলিঙ্গন করিবে তথাপি সৎপথ ত্যাগ করিবে না। একই প্রকারে তত্রাগত পৌরজনেরা এবং জনপদের প্রজাবৃন্দ ঐ প্রকার প্রস্তাব করিলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নৃপতি তাহা অগ্রাহ্য করিল। (৩৫—৪৪)

ক্রমে ক্রমে কামজ্বরাগ্নিতে নৃপতির দেহ দগ্ধ হইল, কিন্তু তাহার সুনাম ও যশঃ রহিয়া গেল। এই প্রকারে যে রাজার মৃত্যু হইবে সেনাপতি তাহা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিল। ভক্তজনের কর্ম সম্বন্ধে কোন প্রকার সমালোচনা করা অসম্ভব।'

নৃপতি ত্রিবিক্রমসেনের স্কন্ধস্থিত বেতাল এই বিচিত্র কাহিনী সমাপ্ত করিয়া পুনরায় রাজাকে বলিল, 'রাজন্, এখন বল নৃপতি এবং সেনাপতি এই উভয়ের মধ্যে কাহার কর্তব্য জ্ঞান অধিক ছিল? আমার পূর্বের সর্ত যেন মনে থাকে।' বেতাল এই কথা বলিলে ভূপতি মৌনভঙ্গকরতঃ তাহাকে প্রত্যুত্তর করিল, 'এই দুইজনের মধ্যে রাজারই কর্তব্যজ্ঞান অধিক ছিল।' এই কথা শ্রবণ করিয়া বেতাল ভৎর্সনাপূর্বক নৃপতিকে বলিল, 'রাজন্, আমাকে বল কেন তুমি সেনাপতিকে শ্রেয়ঃতর মনে করিতেছ না? বহু সময় একত্রে বাস করিয়া যদিও সে পত্নীর সাহচর্যে ভোগসুখাদি আস্বাদন করিয়াছিল তথাপি ভক্তিপরবশ সে এই প্রকার গুণবতী ভার্যাকে রাজার হস্তে প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিল এবং নৃপতি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে স্বয়ং অগ্নিতে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু ভূপতি ঐ রমণীর সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞাত না হইয়া সেনাপতির পত্নীদান গ্রহণ করে নাই।'

বেতাল এইরূপ কহিলে নৃপতি সহাস্যে তাহাকে বলিল, 'তোমার কথা মানিয়া লইলেও সদ্কুলোদ্ভব সেনাপতি প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ যে এইরূপ কার্য করিয়াছিল তাহাতে বিস্ময়ান্বিত হইবার কি আছে? স্বীয় জীবনপণ করিয়াও ভৃত্যাদিগকে প্রভুর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়। কিন্তু ভূপতিগণ গজের ন্যায় মদোন্মত্ত, উপভোগ করিবার নিমিত্ত সমস্ত ন্যায়শৃঙ্খল ভঙ্গ করে। তাহাদের হৃদয়ে অতিরিক্ত বিশ্বাস, অভিষেকবারি মস্তকে সিঞ্চিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাহাদের সমস্ত বিবেকবুদ্ধি প্লাবিত হইয়া যায়, চামর ব্যজনে মশক এবং মক্ষিকা-কুলের ন্যায় বৃদ্ধদিগের নিকট হইতে শিক্ষালব্ধ শাস্ত্রজ্ঞান তাহাদের নিকট হইতে

পলায়ন করে। মস্তকোপরিধৃত রাজছত্র সূর্যালোকের আতপতাপের সহিত সত্য-ও দূরে রাখে। সমৃদ্ধিবাত্যায় চক্ষু পীড়িত হওয়ায় তাহারা ধর্মপথ দেখিতে পায় না। নহুষ এবং অন্যান্য বিশ্বজয়ী ভূপতিগণ ও মারের প্রভাবে মোহিত হইয়া ক্লেশভোগ করিয়াছিল। কিন্তু পৃথিবীর একচ্ছত্রাধিপতি হওয়া সত্ত্বেও এই রাজা চঞ্চলা লক্ষ্মীর ন্যায় উন্মাদিনীর মোহে পতিত হয় নাই। অধর্ম পথে পদার্পণ না করিয়া বরং প্রাণত্যাগ করা সে শ্রেয়ঃতর মনে করিয়াছিল। আমার মতে উভয়ের মধ্যে রাজাই অধিকতর আত্মস্থ ছিল।'

বেতাল নৃপতির এই কথা শ্রবণ করিয়া অচিরে নৃপতির স্কন্ধ পরিত্যাগ-পূর্বক মহৎমায়াবলে পূর্বের ন্যায় স্বস্থানে প্রস্থান করিলে নৃপতিও পূর্ববৎ তাহার পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিল। অতিশয় কষ্টপ্রদ হওয়া সত্ত্বেও মহদ্ব্যক্তিগণ মধ্যপথে তাহাদের কার্য কেন ত্যাগ করিবে? (৪৫—৬১)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের চতুর্বিংশ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—৬১
ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা—১৬,৫৩৮।

পঞ্চবিংশ তরঙ্গ

অষ্টাদশ বেতাল

অতঃপর লোলবহ্নি রসনাযুক্ত ভূতের ন্যায় বিতাগ্নিপূর্ণ সেই শ্মশানে অসমসাহসিক নৃপতি ত্রিবিক্রমসেন সেই রজনীতে শিংশপা তরুসমীপে সমুপস্থিত হইল।

তথায় সে বেতালযুক্ত বহু মৃতদেহ পর পর বৃক্ষে লম্বমান দেখিতে পাইল, তাহারা সকলেই সমাকৃতি ছিল। রাজা মনে মনে চিন্তা করিল, 'আমার সময় নষ্ট করিবার নিমিত্ত বেতাল মায়াবলে কি এইরূপ করিতেছে? ইহা ছাড়া আর কি হইতে পারে? এই শবদিগের মধ্যে কোনটি আমাকে গ্রহণ করিতে হইবে বুঝিতে পারিতেছি না। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইয়া এই রজনী অতিবাহিত হইলে আমি বহ্নিপ্রবেশ করিব, অবমাননা সহ্য করিতে পারিব না।' কিন্তু বেতাল ভূপতির মনোরথ জ্ঞাত হইয়া মায়া সংবরণ করিলে রাজা বৃক্ষশাখে একটি মাত্র শবদেহে বেতালকে প্রাপ্ত হইয়া উহাকে গ্রহণপূর্বক স্কন্ধে স্থাপনকরতঃ পুনরায় যাত্রা করিল। সে যখন পর্যটন করিতেছিল বেতাল পুনর্বার তাহাকে বলিল, 'তোমার বিস্ময়কর অধ্যবসায়। আমার এই আখ্যায়িকা শ্রবণ কর:—

মায়াবল প্রাপ্তিতে অসমর্থ দ্বিজের কাহিনী

ভোগবতী এবং অমরাবতী হইতে কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট উজ্জয়িনী নাম্নী তৃতীয়া নগরী আছে। তপঃক্লিষ্টা গৌরী কর্তৃক লব্ধ শিব উহার অতুলনীয় সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া স্বীয় আবাসস্থলরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। উদার সুকৃতি বলেই মাত্র উহার নানাপ্রকার ভোগ বিলাস উপভোগ করা যায়। ঐ নগরীতে সুন্দরী নারীগণের কুচসমূহেই মাত্র কাঠিন্য লক্ষিত হইত, তাহাদের ভ্রূভঙ্গীতেই মাত্র বক্রতা উপলব্ধি করা যাইত, চাপল্য কেবলমাত্র তাহাদের লোচনেই দৃষ্ট হইত, রজনীতেই মাত্র অন্ধকার দেখা যাইত, কবিদিগের উক্তিতেই কেবল বক্রতা থাকিত, মদোন্মত্তা শুধু যাজনসমূহেই দৃষ্ট হইত এবং শীতলতা মুক্তা, চন্দনপঙ্ক ও চন্দ্রে লক্ষিত হইত। সেই নগরীতে বহু যজ্ঞ সম্পাদনকারী, মহাবিত্তশালী নৃপতি চন্দ্রপ্রভ কর্তৃক উচ্চ সম্মানিত রাজার আমাত্য দেবস্বামী নামক বিদ্বান বিপ্র বাস করিত। কালক্রমে সেই ব্রাহ্মণের চন্দ্রস্বামী নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। যদিও সে অখিলবিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিল, তথাপি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মাত্র দ্যূত ক্রীড়া-ব্যসনেই সতত লিপ্ত থাকিত। একদা সেই দ্বিজসুত দ্যূত ক্রীড়ার নিমিত্ত একটি বিশাল দ্যূত-গৃহে প্রবেশ করিল। কৃষ্ণসারনিভ নিক্ষিপ্ত অক্ষসমূহের [illegible]

[illegible]

নিকট হইতে ঋণ করিয়া যে ধন প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাও হারাইল। যখন অসম্ভব পরিমাণ মুদ্রা প্রদান করিতে অসমর্থ হইল তখন দ্যূতগৃহরক্ষক তাহাকে লগুড়াঘাতে জর্জরিত করিল। লগুড়াঘাতে সমস্ত কলেবর নিপীড়িত হইলে ব্রাহ্মণ-সুত প্রস্তরবৎ নিশ্চল হইয়া তথায় মৃতবৎ অবস্থান করিতে লাগিল। (১-২০)

দুই তিনদিন তথায় ঐ অবস্থায় থাকিলে দ্যূতগৃহস্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া দ্যূতগৃহে সমাগত অক্ষক্রীড়কগণদিগকে বলিল, 'এই হতভাগ্য প্রস্তরবৎ নিশ্চল হইবার ভাণ করিতেছে, এই নির্ধনকে তোমরা কোন কূপে নিক্ষেপ কর, আমি তোমাদিগকে পয়সা দিব।'

দ্যূতগৃহস্বামী অক্ষক্রীড়কদিগকে এই কথা বলিলে তাহারা চন্দ্রস্বামীকে দূরস্থিত অরণ্যে লইয়া গিয়া কূপের অন্বেষণ করিতে থাকিলে জনৈক বৃদ্ধ দ্যূতক্রীড়ক অন্যান্য সকলকে কহিল, 'এই মৃতপ্রায় দুর্ভাগাকে এখন কূপে নিক্ষেপ করিয়া কি হইবে? বরং উহাকে এই স্থানেই নিক্ষেপকরতঃ আমরা প্রত্যাবর্তনপূর্বক বলিব যে উহাকে কূপে নিক্ষিপ্ত করা হইয়াছে।' সকলেই তাহার কথামত কার্য করিতে স্বীকৃত হইল।

অক্ষক্রীড়কগণ তাহাকে তথায় এই প্রকারে রাখিয়া অন্তর্হিত হইলে সে গাত্রোত্থান-পূর্বক নিকটস্থ শূন্য শিবমন্দিরে প্রবেশকরতঃ কিঞ্চিৎ বলপ্রাপ্ত হইলে সবিষাদে চিন্তা করিতে লাগিল, 'হায় হায়! অতিরিক্ত মাত্রায় বিশ্বাস স্থাপন করায় এই বঞ্চকেরা আমাকে অসম্ভবরূপে বঞ্চনা করিয়াছে, নগ্ন, লগুড়াঘাতে জর্জরিত এবং ধূলি-ধূসরিত অবস্থায় কোথায় যাইব? আমাকে দেখিয়া আমার পিতা, আত্মীয়স্বজন, এবং বন্ধুবান্ধবগণ আমাকে কি বলিবে? সুতরাং অধুনা আমি এই স্থানেই রহিব। রজনীতে বহির্গত হইয়া কোথাও ক্ষুধানিবারণার্থ আহার্য প্রাপ্ত হওঁয়া যায় কি না দেখা যাইবে।' ক্ষুধায় এবং নগ্নাবস্থায় যখন সে এইরূপ চিন্তা করিতেছিল, তখন আতপ মন্দীভূতপূর্বক সূর্যদেব অম্বর ত্যাগকরতঃ অস্তাচলে গমন করিলেন। (২১-৩০)

অনন্তর তথায় জটাত্রিশূলধারী, ভস্মাচ্ছাদিত দেহে দ্বিতীয় শিবের ন্যায় জনৈক পাশুপত তাপস উপস্থিত হইয়া চন্দ্রস্বামীর সাক্ষাৎলাভকরতঃ তাহাকে জিজ্ঞাস করিল, 'তুমি কে?' তখন চন্দ্রস্বামী প্রণত হইয়া তাহার নিকট স্ববৃত্তান্ত নিবেদন করিলে তাপস উহা শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিলেন, 'ক্ষুধায় ক্লান্ত হইয়া তুমি অভাবনীয় অতিথিরূপে আমার আশ্রমে আগমন করিয়াছ। গাত্রোত্থানপূর্বক স্নান সমাপনান্তে আমার ভিক্ষালব্ধ অন্নের কিয়দংশ গ্রহণ কর।' তপস্বী এই কথা বলিলে চন্দ্রস্বামী প্রত্যুত্তর করিল, 'ভগবন্, আমি ব্রাহ্মণ, আপনার ভিক্ষান্নের অংশ কি প্রকারে গ্রহণ করিব?'

অতিথিপরায়ণ তাপসের যাদুবিদ্যা অধিগত ছিল, সে এই কথা শ্রবণ করিয়া স্বীয় মঠে প্রবেশকরতঃ ইষ্টসম্পাদিনী বিদ্যা স্মরণ করিলে উহা আবির্ভূত হইয়া শুধাইল, 'আপনার নিমিত্ত আমাকে কি করিতে হইবে?' 'অতিথি সংবর্ধনার আয়োজন কর,' তাপস তাহাকে এই আদেশ প্রদান করিলে সেই বিদ্যা প্রত্যুত্তর করিল, 'আমি তাহাই করিব।' তখন চন্দ্রস্বামী উদ্যান ও পরিচারিকাসহ একটি

সুবর্ণনগরী উত্থিত হইতে দেখিল। সেই পরিচারিকাবৃন্দ নগরী হইতে বহির্গত হইয়া বিস্মিত চন্দ্রস্বামীর নিকট আগমনকরতঃ তাহাকে বলিল, 'ভদ্র, গাত্রোত্থানপূর্বক স্নানাহার সমাপন করিয়া ক্লান্তি বিস্মৃত হউন।' অতঃপর তাহারা তাহাকে অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া স্নান ও অনুলেপন করাইল এবং উত্তম পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া তাহাকে অন্য একটি উত্তম আবাসগৃহে লইয়া গেল। তথায় সেই যুবক একটি সর্বাঙ্গসুন্দরী যুবতীর সাক্ষাৎ লাভ করিল, যাহাকে প্রাধানা পরিচারিকা বলিয়া বোধ হইল। বিধাতা যেন ঔৎসুক্যবশতঃ কতদূর করিতে পারেন দেখিবার নিমিত্ত ঐ রমণীকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সে উত্থিত হইয়া চন্দ্রস্বামীকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল এবং তাহার আসনের অর্দ্ধাংশে তাহাকে উপবিষ্ট করাইলে সে তাহার সহিত সহর্ষে দিব্য ভোজ্য আহারকরতঃ পঞ্চফল সংযুক্ত তাম্বূল গ্রহণ করিল। সে যুবতীর সহিত পর্যঙ্কে শায়িত হইয়া সম্ভোগান্তে নিশি অতিবাহিত করিল। (৩১-৪২)

পরদিবস প্রাতে জাগ্রত হইয়া সে কেবলমাত্র শিবায়তনই দেখিতে পাইল। সেই নগরী, দিব্যাঙ্গনা ও তাহার পরিচারিকাবৃন্দ কেহই তথায় ছিল না। তখন মঠ হইতে সেই তাপস সহাস্যে বহির্গত হইয়া 'রাত্রি কিরূপ কাটিল' জিজ্ঞাসা করিলে হতাশ চন্দ্রস্বামী তাহাকে বলিল, 'ভগবন, আপনার প্রসাদে রজনী উত্তমরূপে যাপন করিয়াছি, কিন্তু এখন সেই দিব্যাঙ্গনা বিনা আমার প্রাণ বহির্গত হইবে।' সেই দয়ালু তাপস এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে সহাস্যে বলিলেন, 'এই স্থানে অবস্থান কর, অদ্য রজনীতেও তোমার তদ্বৎ অভিজ্ঞতা হইবে।' তপস্বী এই কথা বলিলে চন্দ্রস্বামী তথায় অবস্থান করিতে সম্মত হইল এবং তাপসের প্রসাদে প্রতি রজনীতেই একই প্রকার ভোগ সম্ভোগ করিতে লাগিল।

অতঃপর সে বুঝিতে পারিল যে, যাদুবিদ্যার প্রভাবে ইহা সম্ভব হইয়াছে এবং একদিবস বিধিবলে সে সানুনয়ে এবং সসম্ভ্রমে তাপসেন্দ্রকে শুধাইল, 'আপনার শরণাগত আমার প্রতি যদি অনুকম্পা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন তবে যে যাদুবিদ্যার প্রভাবে এইরূপ সংঘটিত হয় তাহা আমাকে প্রদান করুন।' বারংবার তাহাকে অনুনয় করিতে থাকিলে তপস্বী তাহাকে বলিলেন, 'এই বিদ্যা তুমি উপার্জন করিতে সমর্থ হইবে না, কারণ ইহা জলের তলে শিক্ষা করিতে হয় এবং শিক্ষালাভের সময় ঐ বিদ্যা এইরূপ মায়াজাল সৃষ্টি করে যে শিক্ষার্থী বিমোহিত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। তথায় সে পুনরায় নিজেকে জন্মগ্রহণ করিতে দর্শন করে, পরে সে শিশু, বালক এবং যুবক হইয়া বিবাহ করে এবং মনে করে যে তাহার একটি পুত্র সন্তান লাভ হইয়াছে। এইরূপে মিথ্যা-মায়াজালে বিমোহিত হইয়া সে কাহাকেও শত্রু বলিয়া মনে করে এবং তাহার বর্তমান জন্মের কথা স্মরণে থাকে না। একটি বিদ্যাশিক্ষা করিবার নিমিত্ত যে চেষ্টা করিতেছে তাহাও বিস্মৃত হয়। কিন্তু চতুর্বিংশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে গুরুর বিদ্যার প্রভাবে সে পুনরায় প্রজ্ঞা ফিরিয়া পায় এবং স্বীয় প্রকৃত জীবনযাত্রার কথা তাহার স্মরণে উদিত হয়। তখন অবগত হয় যে যাহা দেখিতেছে তাহা সমস্তই মায়া এবং উহার প্রভাবে থাকিয়াও সে অগ্নিতে প্রবেশকরতঃ ঐ বিদ্যা

আয়ত্ত করে এবং জল হইতে উত্থিত হইয়া প্রকৃত সত্য জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়। কিন্তু শিষ্য যদি এই বিদ্যা শিক্ষা করিতে অপারগ হয়, তবে অস্থানে বিদ্যা অর্পণ করিবার নিমিত্ত গুরুও ঐ বিদ্যা বিস্মৃত হয়। আমি যখন ঐ বিদ্যা অবগত আছি তখন তুমিও উহার ফলভোগ করিতে পারিবে। এমতাবস্থায় কেন ঐ বিদ্যা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত এত উৎসুক হইয়াছ? আমি যাহাতে ঐ শক্তিহারা না হই এবং তোমার সম্ভোগাদিও যাহাতে নষ্ট না হয় সে বিষয়ে সাবধান হও।' (৪৩-৫৭)

তপস্বী এই কথা বলা সত্ত্বেও চন্দ্রস্বামী বারংবার বলিতে লাগিল, 'যাহা যাহা করা কর্তব্য আমি তৎ সমুদায়ই করিতে পারিব। এ বিষয়ে আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না।' তখন তপস্বী তাহাকে ঐ বিদ্যা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইল। সাহায্যপ্রার্থীর নিমিত্ত সাধু ব্যক্তি কি না করিতে সম্মত হন? তখন সেই মহাতপস্বী নদীতটে গমনপূর্বক তাহাকে বলিল, 'বৎস, মন্ত্রোচ্চারণের সময় যখন তুমি মায়াজালে আবদ্ধ হইবে তখন আমার যাদুবলে তুমি তোমার সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইবে এবং মায়াতে আবদ্ধ হইয়া যে অগ্নি দেখিতে পাইবে তাহাতে অবশ্যই প্রবেশ করিবে। আমি তোমাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত সর্বক্ষণ নদীতটে উপস্থিত থাকিব।' স্বয়ংশুচি তাপসেন্দ্র এই কথা বলিলে, চন্দ্রস্বামীকে জল দ্বারা আচমন করাইয়া শুচিকরতঃ যথাবিধি ঐ মন্ত্র তাহাকে প্রদান করিলে সে গুরুকে প্রণাম করিয়া সাহসভরে জলে নিমজ্জিত হইল এবং তাপস নদীতটে অবস্থান করিতে লাগিল। যখন চন্দ্রস্বামী ঐ মন্ত্র জলে উচ্চারণ করিতেছিল তখন সে ঐ মন্ত্রের শক্তিতে বিমোহিত হইয়া স্বীয় জন্মের কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইল। কল্পনায় সে দেখিতে পাইল, সে যেন অন্য এক নগরীতে জনৈক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইতেছে। কল্পনাতেই সে দেখিতে পাইল যে তাহার উপনয়ন কার্য সম্পাদিত হইয়াছে এবং সে যথাবিধি বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া বিবাহকরতঃ বিবাহিত জীবনের সুখ ও দুঃখের সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। কালক্রমে তাহার একটি পুত্র-সন্তানের জন্ম হইল এবং সে ঐ নগরীতেই পুত্রস্নেহে বন্দী হইয়া স্ত্রীর প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনের সহিত নানা কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। (৫৮-৬৭)

যখন সে কল্পনায় প্রকৃত জীবন হইতে জন্মান্তরে বাস করিতেছিল তখন তাহার তাপস গুরু এমন প্রবোধিনী বিদ্যা প্রয়োগ করিলেন যে যাহার শক্তিতে সে যথাসময়ে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল। সেই মন্ত্রবলে সত্বর জাগ্রত হইয়া তাহার নিজের এবং তপস্বীর কথা মনে পড়িলে যাদুমায়াবলে যাহা যাহা ঘটিতেছিল তৎ-সমুদয়ই স্মরণ হওয়ায় সে মন্ত্রে সিদ্ধিলাভার্থ অগ্নিপ্রবেশ করিতে উৎসুক হইল। কিন্তু বয়ঃজ্যেষ্ঠবৃন্দ ও বন্ধুবান্ধবাদি আত্মীয়স্বজনগণ সকলেই তাহাকে ঐ কার্য হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল। প্রতিনিবৃত্ত করিবার তাহাদের সর্বপ্রকার বিতর্ক-সত্ত্বেও দিব্যসুখলোলুপ সে নদীতীরে যেথায় চিতাগ্নি প্রস্তুত করা হইয়াছিল আত্মীয়বর্গের সহিত সেই স্থানে গমন করিল। তথায় শোকে মরণোন্মুখ

বিলাপরত পিতামাতা, ভার্যা এবং স্বীয় শিশুসন্তানদিগের সাক্ষাৎলাভ করিয়া সে বিহ্বল হইয়া মনে মনে চিন্তা করিল, 'হায়! হায়! অগ্নিপ্রবেশ করিলে আমার আত্মীয়স্বজনগণ মরণ বরণ করিবে। জানি না গুরুর প্রতিশ্রুতি সত্য কিনা, আমি কি অগ্নিপ্রবেশ করিব, না করিব না? এ পর্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা গুরুদেবের প্রতিশ্রুতি মতই যথাযথ ঘটিয়াছে, সুতরাং তাহার বাক্যকে মিথ্যা বলিয়া মনে করিবে কেন? অতএব আমি সানন্দে অগ্নিপ্রবেশ করিব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া দ্বিজ চন্দ্রস্বামী অগ্নিপ্রবেশ করিল। (৬৮-৭৫)

সে সাশ্চর্যে অবলোকন করিল যে, অগ্নিস্পর্শ তুষারের ন্যায় শীতল। তখন মায়াজাল ছিন্ন হওয়ায় সে নদীনীর হইতে উত্থিত হইয়া নদীতটে গুরুর সাক্ষাৎ লাভ করিল। গুরুর পদতলে পতিত হইলে তৎকর্তৃক পৃষ্ট হইয়া সে অগ্নির তুষারস্পর্শ পর্যন্ত তাহার সমস্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিলে গুরু তাহাকে বলিলেন, 'বৎস, আমার শঙ্কা হইতেছে তুমি কোন অপচার করিয়াছ নতুবা অগ্নি তোমার নিকট শীতল প্রতিভাত হইবে কেন? এই বিদ্যা আয়ত্ত করিবার কালে এরূপ ঘটনা কখনও পূর্বে ঘটে নাই।' গুরুর এই বাক্য শ্রবণান্তে চন্দ্রস্বামী প্রত্যুত্তর করিল, 'ভগবন্, আমি কোন প্রকার অপচারই করি নাই, সে বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চিত।'

তখন গুরু সংশয়মুক্ত হইবার নিমিত্ত সেই বিদ্যা স্মরণ করিলে উহা তাহার অথবা তাহার শিষ্যের নিকট উপনীত হইল না। ঐ বিদ্যা তাহাদের নিকট হইতে প্রস্থান করাতে তাহারা বিষণ্ণ হইয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ করিল।

বেতাল কাহিনী সমাপ্ত করিয়া পৃথিবীপতি ত্রিবিক্রমসেনকে পূর্বসর্তের কথা মনে করাইয়া পুনর্বার রাজাকে শুধাইল, 'রাজন্, আমার সন্দেহের নিরসনার্থ বল যথাবিধি নিয়ম পালন করা সত্ত্বেও উহাদের উভয়ের নিকট হইতে ঐ বিদ্যা লুপ্ত হইল কেন?' বেতালবাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বীর নরপতি বলিল, 'হে যাদুবিদ্যাবিদ, আমি জানি উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত তুমি আমার সময় নষ্ট করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছ। দৃঢ়চেতা না হইয়া কোন দুষ্কর কার্য যথাবিধি সম্পন্ন করিলেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না। কিন্তু এই ব্যাপারে গুরু কর্তৃক প্রবুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সেই অস্থিরচিত্ত ব্রাহ্মণ যুবকের চিত্ত বিচলিত হইয়াছিল, সুতরাং সে মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয় নাই এবং তাহার গুরুও অপাত্রে বিদ্যাদান করিয়া স্বয়ং সিদ্ধিহারা হইয়াছিলেন।'

ভূপতি এই কথা বলিলে বীর বেতাল অদৃশ্য হইয়া স্বস্থানে গমন করিল এবং নৃপতিও পূর্ববৎ তাহাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিল। (৭৬-৮৭)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের পঞ্চবিংশ তরঙ্গ সমাপ্ত।

শ্লোক সংখ্যা—৮৭
ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা—১৬,৪২৫।

ষড়্বিংশ তরঙ্গ

একোনবিংশ বেতাল

নরপতি ত্রিবিক্রমসেন পুনরায় শিংশপা বৃক্ষ হইতে বেতালকে স্কন্ধোপরি স্থাপনপূর্বক গমন করিলে বেতাল পুনর্বার তাহাকে বলিল, 'রাজন্, শ্রবণ কর, তোমাকে একটি হৃদ্য কাহিনী বলিব ঃ—

চৌরপুত্রের কাহিনী

দেবপুরীর সমতুল বক্রোলক নামক নগরী আছে। তথায় ইন্দ্রের ন্যায় সূর্যপ্রভ নামক নরপতি বাস করিত। সে বিষ্ণুর ন্যায় পৃথিবীকে ত্রাণ করিয়া বহুকাল স্বীয় ভুজোপরি রক্ষা করিয়াছিল এবং সতত সকলের ভার বহন করিতে প্রবৃত্ত রহিয়া তাহাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিত। সেই রাজার রাজত্বে শুধু ধূমসংযোগেই অশ্রু নির্গত হইত, বিরহী প্রেমিকগণের জীবন-মৃত্যু ব্যতীত মৃত্যুর কোন কথাই হইত না এবং প্রহরীদিগের হস্তস্থিত স্বর্ণদণ্ড ব্যতীত আর কোন প্রকার দণ্ডই ছিল না। সর্বপ্রকার ধনেই সে বিত্তশালী ছিল, কিন্তু তাহার একমাত্র দুঃখ ছিল, যে বহু পত্নী থাকা সত্ত্বেও তাহার কোন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে নাই।

কাহিনীর এই স্থলে বলিতে হইবে যে মহানগরী তাম্রলিপ্তিতে তখন ধনী-শ্রেষ্ঠীদিগ হইতেও অধিক বিত্তবান ধনপাল নামক বণিক তথায় বাস করিত। তাহার শাপভ্রষ্টা বিদ্যাধরীর ন্যায় সুন্দর, ধনবতী নাম্নী একমাত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সে যৌবনপ্রাপ্ত হইলে বণিকের মৃত্যু হইল এবং নৃপতি তাহার সম্পত্তি রক্ষা করিতে উদ্যত না হওয়ায় বণিকের আত্মীয় স্বজন উহা আত্মসাৎ করিল। তখন হিরণ্যবতী নাম্নী বণিকপত্নী সাবধানতাসহকারে গুপ্তভাবে রক্ষিত স্বীয় ধন এবং অলঙ্কারাদি সহ নিশারম্ভে কন্যা ধনবতী সহ গোপনে গৃহ পরিত্যাগপূর্বক স্বামীর আত্মীয়স্বজনদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভার্থে পলায়ন করিল। অন্তরের দুঃখ তমসা এবং বহির্দেশের রজনীর অন্ধকার কন্যা বিহনে উদিত হইবে মনে করিয়া সে কন্যার হস্তাবলম্বনপূর্বক অতিকষ্টে নগরীর বহির্দেশে আগমনকরতঃ অন্ধকারে পর্যটন করিতে করিতে দেখিতে না পাইয়া শূলে আরোপিত এক চৌরকে স্কন্ধদ্বারা আঘাত প্রদান করিল। সেই চৌর তখনও জীবিত ছিল এবং স্কন্ধঘর্ষণজনিত আঘাতে তাহার যাতনা বর্দ্ধিত হইলে সে বলিয়া উঠিল, 'হায়, হায়, আমার আহতস্থানে কে লবণ ঘর্ষণ করিয়াছে?' তৎক্ষণাৎ বণিকবধূ তাহাকে বলিল, 'তুমি কে?' সে প্রত্যুত্তর করিল, 'আমি চৌর্য্যাপরাধে ধৃত শূলারোপিত চৌর। নিতান্ত পাপাত্মা হওয়ায় আমার প্রাণবায়ু এখনও বহির্গত হয় নাই। ভদ্রে, আমাকে বলুন আপনি কে এবং এই প্রকারে কোথায় গমন করিতেছেন?' বণিকবধূ এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে তন্মুহূর্তে পূর্বদিকের ইন্দুকেও উদ্ভাসিত করিয়া তাহার মুখতিলক দৃষ্টিগোচর হইল। (১—১৭)

তখন সমস্ত দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত হইলে চোর বণিকদুহিতা ধনবতীকে দেখিয়া তাহার মাতাকে বলিল, 'আমার একটি অনুরোধ রক্ষা কর। আমি তোমাকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিব। তোমার যুবতী কন্যাকে আমার ভার্যারূপে প্রদান কর।' হিরণ্যবতী সহাস্যে তাহাকে বলিল, 'তুমি উহাকে লইয়া কি করিবে?' তখন চোর প্রত্যুত্তর করিল, 'আমি ত এখন মৃত বলিলেই হয়। আমি পুত্রহীন। তুমি ত অবগত আছ যে অপুত্রক ব্যক্তির পরলোকে সুখ লাভ হয় না। যদি তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও তবে যে ব্যক্তিই পিতা হউক না কেন ইহার ক্ষেত্রজপুত্র আমার পুত্র বলিয়া বিবেচিত হইবে, এই নিমিত্তই আমি উহাকে চাহিতেছি, আমার মনস্কামনা সিদ্ধ কর।' বণিকের বিধবা পত্নী এই বাক্য শ্রবণ করিয়া লোভবশতঃ স্বীকৃত হইয়া কোন স্থান হইতে বারি আনয়নপূর্বক চোরের হস্তে অর্পণকরতঃ বলিল, 'আমি আমার অনূঢ়া কন্যাকে তোমার সহিত বিবাহ প্রদান করিলাম।'

তখন হিরণ্যবতীর কন্যাকে চোর পূর্বোক্ত আদেশ প্রদানপূর্বক বণিকের বিধবা-পত্নীকে বলিল, 'ঐ বটবৃক্ষের অধোদেশ খননপূর্বক যে সুবর্ণ প্রাপ্ত হইবে তাহা তুমি গ্রহণ করিও। আমার মৃত্যু হইলে আমার দেহ যথাবিধি দাহপূর্বক অস্থিরাশি কোনও তীর্থবারিতে নিক্ষেপপূর্বক বক্রোলক নগরীতে তোমার কন্যা-সহ গমন করিও। তথায় নৃপতি সূর্যপ্রভের রাজত্বে লোকেরা সুখে বাস করে। তুমিও তথায় নিরুদ্বেগে যথেচ্ছ বাস করিতে সমর্থ হইবে এবং কেহ তোমাকে জ্বালাতন করিবে না।' তৃষ্ণার্ত চোর এই কথা বলিয়া রমণী আনীত বারিপান-পূর্বক শূলারোপ ব্যথায় প্রাণত্যাগ করিল। (১৮—২৭)

অতঃপর বণিকবধূ বটতরুমূল হইতে স্বর্ণ গ্রহণপূর্বক কন্যাসহ গোপনে স্বামীর কোন বন্ধুর গৃহে গমন করিয়া চোরের দেহ সৎকার করাইল এবং তাহার অস্থি-সকল কোনও তীর্থবারিতে নিক্ষেপ করিয়া অন্যান্য আচার পালন করিল। পরদিবস গুপ্তধন গ্রহণপূর্বক কন্যাসহ যাত্রাকরতঃ পর্যটন করিতে করিতে বক্রোলক নগরীতে উপনীত হইয়া বসুদত্ত নামক জনৈক বণিকের নিকট হইতে একটি গৃহ ক্রয়করতঃ কন্যার সহিত তথায় বাস করিতে লাগিল।

তখন সেই নগরীতে বিষ্ণুস্বামী নামক এক গুরু বাস করিত। তাহার মনঃস্বামী নামক একটি সৌম্যদর্শন দ্বিজ শিষ্য ছিল। উচ্চকুলজাত এবং উচ্চশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও সে যৌবনমদে মত্ত হইয়া হংসাবলী নাম্নী এক বারবনিতার প্রতি প্রেমাসক্ত হইল। কিন্তু সে পঞ্চশত সুবর্ণ দীনার প্রার্থনা করিলে ঐ পরিমাণ মুদ্রা মনঃস্বামীর নিকট না থাকায় সে সতত বিষাদগ্রস্ত হইয়া থাকিত।

একদা বণিকদুহিতা ধনবতী হর্ম্যশীর্ষ হইতে মনঃস্বামীর কৃশ অথচ সৌম্যরূপ দর্শনপূর্বক তাহার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া চোর স্বামীর আদেশ স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় কৌশলে নাতিদূরস্থ মাতাকে বলিল, 'মাতঃ, ঐ ব্রাহ্মণ যুবার সমস্ত -জগৎ-নেত্রবর্ষী অমৃতোপম রূপ নিরীক্ষণ কর।' বণিকবধূ উহা শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিল যে তাহার কন্যা ঐ ব্রাহ্মণ যুবকের প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়াছে এবং

মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, 'আমার কন্যাকে পতির আদেশে ক্ষেত্রজ পুত্রের নিমিত্ত কোনও পুরুষকে নির্বাচিত করিতে হইবে। সুতরাং এই যুবককে নিমন্ত্রণ করা হউক না কেন।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে জনৈক চেটিকাকে কন্যার নিমিত্ত ঐ দ্বিজ যুবককে আনয়ন করিতে প্রেরণ করিল।

চেটিকা গমনপূর্বক একান্তে স্বামিনীর ইচ্ছা ঐ ব্রাহ্মণের নিকট প্রকাশ করিলে ঐ ব্যসনাসক্ত দ্বিজ যুবক তাহাকে বলিল, 'হংসাবলীর নিমিত্ত আমাকে পঞ্চশত সুবর্ণ দীনার প্রদান করিলে আমি এক রজনীর নিমিত্ত তথায় গমন করিব।' চেটিকাকে এই কথা বলিলে সে বণিকবধূর নিকট ঐ বার্তা নিবেদন করিল এবং বণিকবধূ তাহার হস্তে ব্রাহ্মণ যুবকের নিমিত্ত ঐ পরিমাণ মুদ্রা প্রেরণ করিল। মনঃস্বামী ঐ সুবর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া চেটিকার সহিত তাহার নিকট প্রেরিত বণিকবধূ-দুহিতা ধনবতীর কক্ষে প্রবেশকরতঃ চন্দ্রকিরণ দর্শনে চকোরীর ন্যায় হৃষ্ট হইয়া ভুবনরত্ন কান্তাকে দর্শন করিয়া প্রীত হইল এবং তাহার সহিত এক রজনী সম্ভোগলীলায় অতিবাহিত করিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে গোপনে যেথা হইতে আগমন করিয়াছিল তথায় প্রত্যাবর্তন করিল। (২৮—৪৬)

বণিকদুহিতা ধনবতী তৎকর্তৃক গর্ভবতী হইয়া কালক্রমে একটি শুভলক্ষণযুক্ত পুত্রসন্তান প্রসব করিল। পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করায় সে ও তাহার মাতা অতিশয় হৃষ্ট হইল। এক রজনীতে শিব তাহাদিগকে স্বপ্নে দর্শন দান করিয়া আদেশ করিলেন, 'এই শিশুকে লইয়া নৃপতি সূর্যপ্রভের সিংহদ্বারে সহস্র সুবর্ণ মুদ্রাসহ উষাকালে রাখিয়া আসিবে। এইরূপ করিলে মঙ্গল হইবে।' বণিকবধূ এবং বণিকসুতা শিবের এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া জাগ্রত হইয়া পরস্পরকে স্বপ্নের কথা বলিল এবং দেবতার উপর আস্থা স্থাপনপূর্বক শিশু এবং সুবর্ণ মুদ্রা গ্রহণ করিয়া নৃপতি সূর্যপ্রভের সিংহদ্বারে ন্যস্ত করিল।

এদিকে পুত্রলোভাতুর নৃপতি সূর্যপ্রভকে শম্ভু স্বপ্নে আদেশ করিলেন, 'রাজন্, গাত্রোত্থান কর। তোমার প্রাসাদের সিংহদ্বারে কোন ব্যক্তি একটি সুন্দর শিশু স্বর্ণ সহ মঞ্চোপরি স্থাপন করিয়াছে। উহাকে গ্রহণ কর।' শম্ভু নৃপতিকে এই আদেশ করিলে সে প্রাতঃকালে জাগ্রত হইল এবং তন্মুহূর্তে তথায় প্রতিহারীগণ আগমনপূর্বক একই কথা বলিলে নৃপতি স্বয়ং তথায় গমন করিয়া দ্বারদেশে প্রভূত স্বর্ণরাশি সহ সেই শিশুকে দেখিতে পাইল। শিশুটি শুভলক্ষণযুক্ত ছিল। তাহার হস্ত ও পদরেখায় ছত্র, ধ্বজ এবং অন্যান্য চিহ্নাদি দৃষ্টে সে বলিল, 'শিব আমাকে উপযুক্ত পুত্র প্রদান করিয়াছেন'—এবং স্বয়ং তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিল। সে মহোৎসবের আয়োজনপূর্বক এত পরিমাণ অসংখ্য ধনদান করিল যে, 'দরিদ্র' শব্দটির আর কোনও অর্থ রহিল না। ভূপতি সূর্যপ্রভ দ্বাদশ দিবস গীত-নৃত্য-বাদ্যাদিতে অতিবাহিত করিয়া পুত্রের চন্দ্রপ্রভ নামকরণ করিল।

ক্রমে ক্রমে চন্দ্রপ্রভ দেহে এবং গুণে বর্দ্ধিত হইয়া আশ্রিতদিগের আনন্দ উৎপাদন করিল। কালক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সে ভূভারবহনে সমর্থ হইল এবং

শৌর্যে, ঔদার্যে, বিদ্যায় এবং অন্যান্য গুণরাশিদ্বারা প্রজাবর্গের হৃদয় জয় করিল। পিতা নৃপতি সূর্যপ্রভ তাহাকে ঐ সমস্ত সদগুণে ভূষিত দেখিয়া তাহাকে রাজ্যের উত্তরাধিকারীরূপে নিযুক্ত করিল এবং জীবনের কর্তব্য শেষ করিয়া বার্দ্ধক্যবশতঃ বারাণসীতে প্রস্থান করিল। যখন তাহার নীতিবিদ্ পুত্র পৃথিবীতে রাজত্ব করিতেছিল তখন তীব্র তপশ্চর্যা দ্বারা সে বারাণসীতে প্রাণত্যাগ করিল। (৪৭—৬২)

ধার্মিক রাজা চন্দ্রপ্রভ পিতার মৃত্যুসংবাদে শোকান্বিত হইয়া যথাবিধি ক্রিয়া সমাপনান্তে মন্ত্রীদিগকে বলিল, 'পিতৃঋণ আমি কি প্রকারে পরিশোধ করিব? যাহা হউক একটি কার্য আমি স্বহস্তে সম্পাদন করিব। তাহার অস্থি বহন করিয়া গঙ্গাতে বিসর্জন দিব এবং গয়াতে নিখিল পূর্বপুরুষদিগের পিণ্ডদান করিয়া পূর্ব সমুদ্র পর্যন্ত সমস্ত তীর্থস্থান পর্যটন করিব।' নৃপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিগণ বলিল, 'মহারাজ! নৃপতির স্বয়ং এই কার্য করা উচিত নহে। রাজ্যের বহু ছিদ্র আছে, সুতরাং উহা সুরক্ষিত অবস্থায় রাখা যায় না। পিতৃঋণ অন্য কাহারও সহায়তায় পরিশোধ করিতে হইবে। স্বীয় কর্তব্যকর্ম ব্যতীত তীর্থ দর্শনে আপনার কি প্রয়োজন? সুরক্ষিত নৃপতিগণের বহু বিপদসঙ্কুল তীর্থ দর্শনে গমন করা উচিত নহে।' মন্ত্রীদিগের এই বচন শ্রবণ করিয়া নৃপতি চন্দ্রপ্রভ প্রত্যুত্তর করিল, 'সন্দেহ এবং দ্বিধার নিরসন হউক। যুবাবস্থায় ক্ষমতা থাকার সময়েই আমি পিতার নিমিত্ত তীর্থদর্শনে বহির্গত হইব। কি জানি পরে কি হইবে। দেহ মুহূর্তমাত্রেই বিনষ্ট হয়। আমার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তোমারা রাজ্য রক্ষা করিবে।' রাজার এই সঙ্কল্প শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিবর্গ তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিল। নৃপতি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। অতঃপর শুভদিনে স্নানান্তে অগ্নিতে আহুতি প্রদানপূর্বক ব্রাহ্মণদিগকে পূজা ও দান করিয়া রথে শান্ত অশ্ব সংযোজনকরতঃ রথারোহণ-পূর্বক তাপসের বেশে রাজা তীর্থযাত্রা করিল। সামন্ত রাজগণ, রাজপুত্রগণ, পৌরজন এবং জনপদবাসিগণ সীমান্ত পর্যন্ত তাহার সহিত গমন করিলে রাজা অতিকষ্টে অনিচ্ছুক তাহাদিগকে প্রত্যাবর্তন করাইতে সক্ষম হইল। এই প্রকারে রাজ্যভার মন্ত্রীদিগের উপর অর্পণকরতঃ রথে ব্রাহ্মণ এবং রাজপুরোহিতকে গ্রহণপূর্বক নৃপতি তীর্থযাত্রা করিল। নানাপ্রকার বেশভূষা দর্শন করিয়া, নানাপ্রকার ভাষা শ্রবণ করিয়া, নানাপ্রকার দেশের ভিতর দিয়া গমন করিতে করিতে সে কালক্রমে গঙ্গাতীরে উপনীত হইল। জলকল্লোলপংক্তিসমূহ যেন মর্ত্যবাসীগণের স্বর্গে আরোহণ করিবার সোপানাবলী বলিয়া মনে হইল এবং তাহার দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট হইল। হিমবৎ হইতে উত্থিত এবং গণ ও দিব্য ঋষি দ্বারা পূজিত উহারা যেন ক্রীড়াচ্ছলে অম্বিকাদেবীর ন্যায় শিবের কুন্তল আকর্ষণ করিতেছিল। রথ হইতে অবতরণপূর্বক রাজা নদীতে স্নান সমাপনান্তে নৃপতি সূর্যপ্রভের অস্থিরাশি যথাবিধি গঙ্গাতে নিক্ষেপ করিল। (৬৩—৭৯)

শ্রাদ্ধ ও দান সমাপনান্তে সে রথে আরোহণপূর্বক যাত্রা করিয়া গঙ্গাযমুনার

সঙ্গমস্থল ঋষিপূজিত প্রয়াগে উপনীত হইল। অগ্নিশিখা এবং হোমহবির ধূমশিখা যেমন একত্রে মিলিত হয়, গঙ্গা এবং যমুনাও তথায় তদ্বৎ মানবের কল্যাণার্থ মিলিত হইয়াছে। তথায় ভূপতি চন্দ্রপ্রভ উপবাসকরতঃ স্নান, দান, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি নানাপ্রকার ধর্মকার্য সমাপনান্তে বারাণসীতে গমন করিল। তথায় মন্দিরসমূহ হইতে বাত্যান্দোলিত চীনাংশুকসমূহ যেন দূর হইতে বলিতেছিল, 'মোক্ষলাভার্থ হেথায় আগমন কর।' তথায় সে দিবসত্রয় উপবাস করিয়া এবং নিজোচিত ভোগদ্বারা শিবার্চনাপূর্বক গয়ার দিকে যাত্রা করিল। অরণ্যসমূহের ভিতর দিয়া গমন করিবার কালে ফলভারাবনত বৃক্ষসমূহ এবং মধুর গুঞ্জনকারী পক্ষিসমূহ তাহাকে প্রশংসা করিয়া প্রতি পদক্ষেপে যেন তাহার সম্মুখে নত হইতেছিল এবং বাতাসে বিক্ষিপ্ত বন্য পুষ্পরাশি যেন তাহাকে অর্চনা করিতেছিল। এই প্রকারে অরণ্যপ্রদেশ অতিক্রমান্তে সে পূত গয়াশিরে উপনীত হইল। তথায় যথাবিধি শ্রাদ্ধ সমাপনান্তে ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর দান করিয়া সে ধর্মারণ্যে প্রবেশ করিল। যখন গয়াকূপে পিতার জন্য পিণ্ডদান করিতেছিল তখন তাহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তিনটি মনুষ্য-হস্ত উত্থিত হইল। ইহা দর্শন করিয়া নৃপতি বিহ্বল চিত্তে স্বীয় বিপ্রদিগকে শুধাইল, 'ইহার অর্থ কি? আমি কোন হস্তে পিণ্ডদান করিব?' তাহারা তাহাকে বলিল, 'রাজন, যাহার হস্তে লৌহময় শঙ্কু দেখা যাইতেছে তাহা নিশ্চয়ই কোন চোরের হইবে, দ্বিতীয় শনসূত্রজাল-ধৃত হস্ত কোনও ব্রাহ্মণের এবং শুভলক্ষণযুক্ত অঙ্গুরীয়কধারী তৃতীয় হস্ত কোন নৃপতির হইবে। সুতরাং কাহার হস্তে যে পিণ্ডদান করিতে হইবে অথবা ইহার যে কি অর্থ আমরা বলিতে পারিব না।' দ্বিজরা নৃপতিকে এইকথা বলিলে সে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। (৮০—৯২)

নৃপতির স্কন্ধোপরিস্থ বেতাল এই বিচিত্র কাহিনী নিবেদনপূর্বক রাজা ত্রিবিক্রম-সেনকে বলিল, 'রাজন্, এখন আমাকে বল কাহার হস্তে পিণ্ডদান করা উচিত? আমার পূর্বকথিত সর্ত কিন্তু এখনও বলবৎ আছে।' ন্যায়বিদ নৃপতি ত্রিবিক্রমসেন বেতালের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মৌন ভঙ্গপূর্বক প্রত্যুত্তর করিল, 'এই পিণ্ড ঐ চোরের হস্তেই প্রদান করা উচিত ছিল। কারণ নৃপতি চন্দ্রপ্রভ উহার ক্ষেত্রজ পুত্র, অন্য দুই ব্যক্তির কাহারও পুত্র নহে। যদিও দ্বিজ উহাকে উৎপাদন করিয়াছিল তথাপি তাহাকে চন্দ্রপ্রভের পিতা বলা যায় না, কারণ সেই দ্বিজ এক রজনীর নিমিত্ত মুদ্রার পরিবর্তে আত্মবিক্রয় করিয়াছিল। নৃপতি সূর্যপ্রভ যদি ধন গ্রহণ না করিত, তবে উহার সংস্কারাদি সম্পন্ন করিয়াছিল এবং উহাকে লালনপালন করিয়াছিল বলিয়া চন্দ্রপ্রভ উহার পুত্র হইতে পারিত। কারণ শিশুর মস্তকের নিকট মঞ্চোপরি যে মুদ্রা ন্যস্ত করা হইয়াছিল তাহা লালনপালনাদির নিমিত্ত মূল্যস্বরূপ নৃপতিকে প্রদত্ত হইয়াছিল। অতএব চন্দ্রপ্রভের মাতাকে চোরের হস্তে বারি প্রদানপূর্বক সম্প্রদান করা হইয়াছিল বলিয়া সমস্ত ধনই তাহার ছিল এবং তাহার আদেশেই চন্দ্রপ্রভ উহার ক্ষেত্রজপুত্র হওয়ায় আমার মতে চোরের হস্তেই পিণ্ডদান করা উচিত ছিল।'

ভূপতি এই কথা বলিলে বেতাল তাহার স্কন্ধ হইতে অবতরণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলে নৃপতি ত্রিবিক্রমসেন তাহাকে পুনরায় আনয়ন করিবার নিমিত্ত তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল। (৯৩—১০২)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের ষড়্‌বিংশ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—১০২
ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা—১৬, ৫২৭।

সপ্তবিংশ তরঙ্গ

বিংশ বেতাল

অতঃপর নৃপতি ত্রিবিক্রমসেন শিংশপা তরু হইতে বেতালকে স্কন্ধোপরি গ্রহণ করিয়া পুনরায় মৌনী অবস্থায় যাত্রা করিল। বেতাল তাহার স্কন্ধ হইতে বলিল, 'রাজন্, তোমার এই অবিরত চেষ্টার অর্থ কি? রজনীর সুখভোগ কর। ঐ কুভিক্ষুর নিকট আমাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছ কেন? অবশ্য তুমি যদি ইহা করিতে কৃতসংকল্প হইয়া থাক তবে তোমাকে যে কাহিনী বলিব, শ্রবণ কর—

নৃপতির প্রাণরক্ষার্থ প্রাণদাতা দ্বিজ বালকের কাহিনী

সার্থকনামা চিত্রকূট নামক একটি নগরী আছে। তথায় বর্ণভেদ ব্যবস্থার সীমারেখা অতিক্রম করা হয় নাই। নৃপতিচূড়ামণি চন্দ্রাবলোক নামক নরপতি তথায় বাস করিত। তাহার অনুগতদের নেত্রে সে অমৃতধারা বর্ষণ করিত। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা তাহাকে শৌর্যের গজবন্ধন স্তম্ভ, ত্যাগের উৎস এবং রূপের বিলাসকক্ষ বলিয়া বর্ণনা করিত। সেই যুবক নৃপতির হৃদয়ে একমাত্র দারুণ দুঃখ ছিল যে, সমস্ত প্রকার সম্ভোগ সত্ত্বেও সে নিজের উপযুক্ত ভার্যা প্রাপ্ত হইতে পারে নাই।

শোক বিস্মৃত হইবার নিমিত্ত অশ্বারোহী অনুচরসহ রাজা একদা মহারণ্যে মৃগয়ার্থ গমন করিল। ধূম্রাকাশ হইতে রবিকরে অন্ধকার যেরূপ বিলুপ্ত হয় নৃপতিও অনবরত শরবর্ষণে বন্যশূকরপালকে তদ্রূপ ছিন্ন করিয়াছিল। শৌর্যে অর্জুনকেও অতিক্রম করিয়া পীত কেশরধারী সমরদুর্মদ সিংহদিগকে সে শরশয্যায় শায়িত করিয়াছিল। ইন্দ্রতুল্য প্রতাপশালী সে বজ্রকঠিন জাঙ্গোলিপ্রহারে পর্বতপ্রমাণ শরভদিগের পক্ষচ্ছেদন করিয়াছিল। মৃগয়ার উৎসাহে উদ্দীপিত হইয়া সে একাকী বনের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত ঘোটকের পার্শ্বদেশে তীব্র আঘাত প্রদান করিলে ঘোটক সেই আঘাতে এবং কশাঘাতে প্রবলভাবে উত্তেজিত হইয়া উচ্চ ভূমি জ্ঞান না করিয়া বায়ু অপেক্ষাও প্রবলবেগে ধাবিত হইয়া এক মুহূর্তে দশ যোজন পথ অতিক্রমকরতঃ ইন্দ্রিয়বৃত্তি রুদ্ধ অবস্থায় রাজাকে মোহিত করিয়া বনান্তরে আনয়ন করিয়াছিল। অশ্ব সেখানে গতিরোধ করিলে দিক্‌ভ্রান্ত নৃপতি ক্লান্ত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে নিকটেই একটি বিস্তীর্ণ সরোবর অবলোকন করিল। উহার পদ্মসমূহ তাহার দিকে নত হইয়া এবং বায়ু দ্বারা পুনরায় উত্থিত হইয়া যেন হস্ত দ্বারা তাহাকে আগমন করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছিল। অতএব সে সরোবর সমীপে আগমনপূর্বক ঘোটকের জিন অপসারণকরতঃ উহাকে মুক্ত করিয়া স্নান করাইয়া এবং জলপান করাইয়া একটি বৃক্ষের ছায়ায় উহাকে বন্ধনকরতঃ প্রচুর পরিমাণে তৃণ প্রদান করিল। (১-১৭) স্বয়ং স্নান ও জলপান করিয়া ক্লান্তি অপনোদন করিয়া

সে সরোবরের রমণীয় পরিবেশে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপকরতঃ একস্থানে অশোক-তরুমূলে সখীসহ এক অতিশয় সুন্দরী মুনিকন্যার দর্শন লাভ করিল। সে পুষ্পমাল্যে সজ্জিতা ছিল এবং বল্কল পরিচ্ছদে তাহার অপরূপ শোভা হইয়াছিল। ঋষিদিগের ন্যায় জটাজুটে তাহার কেশপাশ আবদ্ধ থাকায় তাহাকে অতীব মনোরম দেখাইতেছিল। পুষ্পধন্বার শরে আহত হইবার মত অবস্থা হওয়ায় নৃপতি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, 'ইনি কে? ইনি কি সরোবরে স্নানার্থিনী সাবিত্রী অথবা শিবের অঙ্কচ্যুতা গৌরীদেবী যিনি পুনরায় তপশ্চর্যার নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন? অথবা ইনি কি চন্দ্রের কান্তি, দিবা-ভাগে চন্দ্র অস্তমিত হওয়ায় যিনি ব্রতপালনার্থ আগত হইয়াছেন? বরং ধীরে ধীরে ইহার নিকট গমনপূর্বক জানিয়া লওয়া যাউক।' মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া ভূপতি মুনিকন্যার নিকটে গমন করিল।

তাহাকে আগমন করিতে দেখিয়া মুনিকন্যা তাহার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইল এবং যে মাল্য সে পূর্ব হইতেই রচনা করিতেছিল তাহা তাহার হস্তে শিথিল হইল। সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, 'ইনি কে? এই অরণ্যে কেন আগমন করিয়াছেন? কোন সিদ্ধ অথবা বিদ্যাধর কি? সত্য কথা বলিতে গেলে সমস্ত ভুবন উহার রূপে মোহিত হইবে।' তাহার মনে এইরূপ চিন্তা উদিত হইলে সে গাত্রোত্থানপূর্বক তাহার দিকে তির্যক দৃষ্টিপাত করিয়া সলজ্জে গমন করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু তাহার চরণদ্বয়ের গতিশক্তি যেন লুপ্ত হইয়াছিল।

ভদ্র নাগরিক নৃপতি তাহার সমীপে আগমন করিয়া বলিল, 'সুন্দরি দূর হইতে আগত ব্যক্তিকে প্রথমবার দর্শনেই যে সম্বর্ধনা করিবে আমি তাহা আশা করি নাই। তোমার দর্শনলাভ ব্যতীত আমি আর কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা করি না। কিন্তু আমাকে দর্শনমাত্রই যে পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়াছ আশ্রমজীবনের সহিত ইহার কি সামঞ্জস্য থাকিতে পারে?' নৃপতি এই কথা বলিলে মুনি-কন্যার বিচক্ষণা সখী তথায় উপবিষ্ট হইয়া রাজাকে আপ্যায়ন করিল। (১৮-২৯)

তখন উৎসুক রাজা সপ্রণয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভদ্রে, তোমার এই সখী কোন্ বংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন? কর্ণে সুধাবর্ষী অক্ষরসংযুক্ত উহার নাম কি? উনি উহার পুষ্পসুকুমার দেহকে আশ্রমজনোচিত আবরণ দ্বারা এই বিজনে কেন পীড়িত করিতেছেন?' নৃপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সখী প্রত্যুত্তর করিল, 'ইনি মহর্ষি কণ্বমুনির মেনকাসম্ভবা দুহিতা, এই আশ্রমেই পালিতা হইতেছেন। ইহার নাম ইন্দীবরপ্রভা। ইনি পিতার অনুমতি গ্রহণ-পূর্বক এই সরোবরে স্নান করিতে আগমন করিয়াছেন এবং এইস্থান হইতে নাতি-দূরে ইহার পিতার আশ্রম অবস্থিত।'

সে রাজাকে এই কথা বলিলে রাজা হৃষ্টচিত্তে ঘোটকারোহণে কণ্বদুহিতার পাণিপ্রার্থনা করিবার নিমিত্ত কণ্বমুনির আশ্রমে যাত্রা করিল। অশ্বটিকে বাহিরে রাখিয়া সে সবিনয়ে পাদপসন্নিভ জটাজুটবল্কলধারী মুনিগণ অধ্যুষিত আশ্রমে

প্রবেশ করিল। সে দেখিতে পাইল যে তাহাদের মধ্যে গ্রহগণ দ্বারা বেষ্টিত চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল নেত্রশালী কণ্বমুনি ঋষিগণকর্তৃক পরিবৃত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। সে তাহার নিকট গমনপূর্বক তাহার পাদবন্দনা করিলে বিচক্ষণ কণ্বমুনি অতিথিসৎকার দ্বারা তাহার শ্রান্তি অপনোদনকরতঃ এই কথা বলিতে বিলম্ব করিলেন না, 'বৎস চন্দ্রাবলোক, তোমাকে যে সদুপদেশ দান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। তুমি অবগত আছ এই জগতে সমস্ত প্রাণীই মৃত্যুভয়ে ভীত। তবে এই অসহায় মৃগদিগকে তুমি অকারণে কেন হত্যা করিতেছ? শঙ্কিতজনের রক্ষার্থ বিধাতা ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন। ধর্মপথে থাকিয়া তোমার প্রজাদিগকে শাসন কর। শত্রুবর্গকে কণ্টকের ন্যায় সমূলে উৎপাটিত কর এবং অশ্বগজাদিগকে সমরার্থ প্রস্তুত করিয়া চঞ্চলা লক্ষ্মীর দান রক্ষা কর। রাজ্যসুখ সম্ভোগ কর, দান কর এবং সমস্ত জগতে তোমার যশোরাশি বিকীর্ণ কর। কিন্তু হিংস্র কৃতান্ত-ক্রীড়া এই মৃগয়াব্যসন ত্যাগ কর। হন্তা এবং বধ্য উভয়েই যাহাতে তুল্যরূপ অব্যবস্থিত চিত্ত হয় সেই অনর্থ মৃগয়াব্যসনের কি প্রয়োজন? পাণ্ডুরাজার ভাগ্যে কি ঘটিয়াছিল তাহা কি তুমি অবগত নহ?' (৩০-৪৩)

বুদ্ধিমান নৃপতি চন্দ্রাবলোক ইহা শ্রবণ করিয়া কণ্বমুনির উপদেশ গ্রহণ-করতঃ তাহাকে প্রত্যুত্তরে বলিল, 'ভগবন, আপনি আমাকে উপদেশ প্রদান করিয়া অতিশয় অনুগৃহীত করিয়াছেন। আমি মৃগয়া পরিত্যাগ করিলাম। এখন হইতে প্রাণিবর্গ নিঃশঙ্কচিত্তে বাস করুক।' কণ্বমুনি এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'প্রাণীদিগকে অভয় প্রদান করাতে আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। তোমার ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর।' মুনি এই কথা বলিলে কালজ্ঞ নৃপতি তাহাকে বলিল, 'আমার প্রতি যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আপনার দুহিতা ইন্দীবরপ্রভাকে আমার হস্তে সম্প্রদান করুন।' ভূপতি এই প্রকার অনুরোধ করিলে উপযুক্ত ভার্যা অপ্সরাগর্ভজাতা স্নানান্তে সদ্যসমাগতা কন্যাকে কণ্বমুনি নৃপতির হস্তে অর্পণ করিলেন। মুনিপত্নীগণ ইন্দীবরপ্রভাকে সজ্জিত করিলে উদ্বাহক্রিয়া যথাবিধি সম্পাদিত হইল এবং ভূপতি চন্দ্রাবলোক স্বীয় অশ্বারোহণপূর্বক সভার্যা তথা হইতে অচিরে যাত্রা করিল। তাপসবৃন্দ সাশ্রুনয়নে আশ্রমসীমা পর্যন্ত উহাদের পশ্চাদনুসরণ করিল। সে যখন গমন করিতেছিল তখন দিবসের কর্ম দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় ক্লান্ত দিবাকর অস্তাচলশিখরে উপবেশন করিল। যথাসময়ে মৃগনয়না অভিসারিকা রজনী অনুরাগপ্লাবিতা হইয়া তমোশীল বস্ত্র পরিধানপূর্বক আবির্ভূতা হইল। (৪৪—৫২)

সেই মুহূর্তে নরপতি পথিমধ্যে সজ্জনহৃদয়ের ন্যায় স্বচ্ছ বারিপূর্ণ তড়াগ-তীরে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া ঐস্থান ঘনশাখাপত্রছায়ায় আচ্ছাদিত এবং শাদ্বল শ্যামল দৃষ্টে তথায় রজনী অতিবাহিত করিতে মনস্থ করিল। অশ্ব হইতে অবতরণপূর্বক সে উহাকে তৃণজল প্রদান করিয়া বারি পানান্তে স্বয়ং মন্দ বাতাসে দেহ শীতল করিয়া বাপী তীরে বিশ্রাম করিল এবং অনন্তর মুনি-

কন্যাসহ বৃক্ষতলে পুষ্পশয্যায় শায়িত হইল। তৎকালে অন্ধকার অপসৃতকরতঃ চন্দ্র উদিত হইয়া উদ্ভাসিত পূর্বদিগবধূকে গ্রহণ করিয়া তাহাকে চুম্বন করিল। গগনের সকল দিক হইতে অন্ধকার অপসারিত হইয়া চন্দ্রকিরণে আলিঙ্গিত এবং আলোকিত হইল, সুতরাং কাহারও কিছু আর গর্ব করিবার রহিল না। লতাগুল্মাচ্ছাদিত তরুমূলে ইন্দুরশ্মি প্রবেশ করিলে মনে হইল যেন তথায় বহু রত্নদীপ ঝলমল করিতেছে। রাজা ইন্দীবরপ্রভাকে আলিঙ্গন করিল এবং সোৎকণ্ঠে নবসংগম সম্ভোগ করিতে লাগিল। নীবিবন্ধ উন্মোচনপূর্বক তাহার লজ্জা নিবারণ করিল। দশনদ্বারা তাহার মুগ্ধ অধর দংশন করিল। যৌবনোদ্ধত কুচযুগ নখদ্বারা ক্ষত করিয়া উত্তম রত্নসম্বলিত নবমালিকা রচনা করিল এবং মুহুর্মুহুঃ মুখ, কপোলদ্বয় এবং নয়নযুগল চুম্বন করিতে লাগিল। মনে হইল যেন সে অমৃতনির্ঝরিণী হইতে লাবণ্যসুধা পান করিতেছে। এই প্রকারে কান্তার সহিত নিধুবনক্রীড়া সম্ভোগ করিয়া সেই রজনী যেন অচিরেই অতিবাহিত হইল। (৫৩—৬৪)

পরদিবস প্রাতঃকালে নৃপতি গাত্রোত্থানপূর্বক আহ্নিক সমাপনান্তে স্বীয় সৈন্যবাহিনীর সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত পত্নীর সহিত যাত্রা করিল। অতঃপর রজনীতে কমলসমূহের কপোল হইতে সৌন্দর্য অপহরণকারী দীপ্তিম্লান চন্দ্র ভীত হইয়া পশ্চিমাচলের গহ্বরে লুক্কায়িত হইলে ক্রোধারক্ত রবি প্রসারিত করে বক্র খড়্গ উত্থিতপূর্বক উহাকে যেন হত্যা করিতে উদ্যত হইল। তন্মুহূর্তে কজ্জল শ্যামল, বিদ্যুৎপিঙ্গল কেশপাশ সমন্বিত কাল মেঘসম একটি ব্রহ্মরাক্ষস অকস্মাৎ তথায় উপস্থিত হইল। অন্ত্রদ্বারা সে মাল্য রচনা করিয়াছিল। নর ললাটের মাংস চর্বন করিতে করিতে সে নরকপাল হইতে রুধির পান করিতেছিল। করালদংষ্ট্র সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষস ক্রোধে অগ্নি বমন করিতে করিতে অট্টহাস্যসহকারে নৃপতিকে ভৎর্সনা করিয়া বলিতে লাগিল, 'রে পাপী, জানিয়া রাখিস আমি জ্বালমুখ নামক ব্রহ্মরাক্ষস, দেবতারাও আমার এই আবাসস্থল, অশ্বত্থবৃক্ষের নিকট আগমন করে না. কিন্তু তুই ইহা অধিকার করিয়া পত্নীর সহিত সম্ভোগ করিয়াছিস। আমি এখন আমার নৈশ অভিযান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছি, এখন তোর অবিনয়ের ফল ভোগ কর। আমি তোর কামবিমোহিত হৃদয় উৎপাটন করিয়া ভক্ষণ করিব এবং তোর রুধির পান করিব।' (৬৫—৭৩)

নৃপতি এই ভয়ঙ্কর বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং পত্নীকে ভীতা দেখিয়া ব্রহ্মরাক্ষস অবধ্য জ্ঞাত থাকায় সভয়ে এবং সবিনয়ে তাহাকে বলিল, 'অজ্ঞাতে তোমার নিকট যে অপরাধ করিয়াছি তাহা ক্ষমা কর। তোমার শরণার্থী হইয়া তোমার আশ্রমে আগমন করিয়াছি। একটি পুরুষ আনয়নপূর্বক আমি তোমার ক্ষুধা তৃপ্ত করিব; শান্ত হইয়া ক্রোধ পরিত্যাগ কর।' ব্রহ্মরাক্ষস নৃপতির বাক্য শ্রবণপূর্বক শান্ত হইয়া মনে মনে বলিল, 'বেশ, তাহাই হইবে' এবং 'ভূপতিকে বলিল, 'আমাকে যে অবমাননা করিয়াছ এই সর্তে তাহা ক্ষমা করিতে পারি। সপ্তবর্ষীয় এমন একটি প্রাজ্ঞ এবং উদারচেতা ব্রাহ্মণবালক আনয়ন করিবে যে

তোমার নিমিত্ত আত্মোৎসর্গ করিবে। তাহার পিতামাতা তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপকরতঃ বলিদানকালে তাহার হস্ত এবং পদ ধৃত করিবে। এইরূপ পুরুষ প্রাপ্ত হইলে তাহকে এক খড়্গাঘাতে হত্যা করিয়া তুমি অদ্য হইতে সপ্তম দিবসান্তরে তাহাকে আমার নিকট উৎসর্গ করিবে। এই সর্ত যদি পালন কর তবে উত্তম কার্য করা হইবে, নতুবা মুহূর্ত মধ্যে আমি তোমাকে সপরিবারে বধ করিব।' এই কথা শ্রবণ করিয়া নরপতি সভয়ে সম্মত হইল এবং ব্রহ্মরাক্ষস অচিরে অন্তর্হিত হইল।

রাজা চন্দ্রাবলোক অতিশয় দুর্মনা হইয়া সৈন্যদলের অন্বেষণে ইন্দীবরপ্রভার সহিত ঘোটকারোহণে যাত্রা করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, 'হায়! হায়! মৃগয়া এবং কামাসক্ত হইয়া আমি পাণ্ডুরাজার ন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে উদ্যত হইয়াছি। ব্রহ্মরাক্ষস কর্তৃক বর্ণিত ঐ প্রকার পুরুষ আমি কোথায় প্রাপ্ত হইব? সম্প্রতি স্বীয় নগরীতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক দেখা যাউক কতদূর কি করিতে পারি।' সে যখন এই প্রকার চিন্তা করিতেছিল তখন তাহার অন্বেষণে আগত স্বীয় সৈন্যদলের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হইল এবং সে ভার্যাসহ স্বীয় চিত্রকূট নগরীতে প্রবেশ করিল। সে উপযুক্ত পত্নী প্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া সমস্ত রাজ্য উৎসবমত্ত হইল, কিন্তু দিবসের অবশিষ্ট অংশ সে গোপন দুঃখে অতিবাহিত করিল। (৭৪—৮৭)

পরদিবস যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, গোপনে মন্ত্রীদিগের নিকট প্রকাশ করিলে, তাহাদের মধ্য হইতে জনৈক সুবিজ্ঞ মন্ত্রী তাহাকে বলিল, 'মহারাজ! বিষাদগ্রস্ত হইবেন না। পৃথিবীতে বহুবিধ অদ্ভুত বস্তু আছে, আমি আপনার নিমিত্ত এই প্রকার পুরুষ সংগ্রহ করিব।'

মন্ত্রী নৃপতিকে এইপ্রকার প্রবোধ প্রদান করিয়া অতিসত্বর একটি সপ্তবর্ষীয় বালকের স্বর্ণমূর্তি নির্মাণকরতঃ উহার কর্ণ রত্নালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া উহাকে রথে স্থাপনকরতঃ নগরে ও গ্রামে ইতস্ততঃ বহন করাইল এবং বহন করিবার সময় উহার সম্মুখে অনবরত ঢক্কানিনাদসহকারে এইরূপ ঘোষণা করিতেছিল, 'যদি সমাজের হিতার্থে কোন সপ্তবর্ষ বয়স্ক একটি বালক স্বেচ্ছায় ব্রহ্মরাক্ষসের নিকট আত্মোৎসর্গ করে এবং তাহার পিতামাতা অনুমতি প্রদানকরতঃ উহাকে বধ করিবার সময় তাহার হস্তপদাদি ধৃত করে, তবে পিতামাতার উপকারার্থে ঐরূপ করিতে উৎসুক বালককে নৃপতি এই সুবর্ণমূর্তি, রত্নাদি এবং শত গ্রাম দান করিবেন।'

তখন এইরূপ ঘটিল যে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত কোন সাহসী এবং প্রশংসনীয় সপ্তবর্ষ বয়স্ক বালক এই ঘোষণা শ্রবণ করিল। পূর্বজন্মে ধর্মচর্চায় রত এই বালক শৈশবাবস্থাতেই হৃষ্টচিত্তে পরোপকার করিত। বস্তুতঃ তাহাকে নৃপতির প্রজা-বর্গের মূর্তিমান পুণ্যফল বলিয়া মনে হইত, সে অগ্রসর হইয়া ঘোষকদিগকে বলিল, 'তোমাদের হিতার্থে আমি আত্মোৎসর্গ করিব। কিন্তু অগ্রে আমি পিতা-মাতাকে ইহা বলিব এবং পরে তোমাদের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইব।' তাহাদিগকে

এই কথা বলিলে তাহারা হৃষ্টচিত্তে তাহাকে অনুমতি প্রদান করিল এবং সে গৃহে গমনপূর্বক অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে পিতামাতাকে বলিল, 'আমি জনহিতার্থে আমার এই নশ্বরদেহ বিসর্জন করিতে মনস্থ করিয়াছি। আমাকে অনুমতি প্রদান কর এবং তোমাদেরও দারিদ্র্য দূর হউক। আমি যদি এইরূপ করি তবে রাজা আমাকে শতগ্রাম এবং রত্নাদিসহ এই সুবর্ণমূর্ত্তি দান করিবেন এবং আমি এ সমস্ত প্রাপ্ত হইয়া তোমাদিগকে প্রদান করিব। এই প্রকারে আমি তোমাদিগের ঋণ শোধ করিব এবং যুগপৎ পরহিত করিতেও সমর্থ হইব। তোমাদের দারিদ্র্যমোচন হইবে এবং আমার পরিবর্তে তোমাদের অনেক পুত্র লাভ হইবে।' (৮৮-১০২)

এই কথা শ্রবণ মাত্র তাহার পিতামাতা প্রত্যুত্তর করিল, 'বৎস, তুমি একি কথা বলিতেছ ? তুমি কি বাতাহত অথবা গ্রহগ্রস্ত হইয়াছ ? এইরূপ না হইলে এই প্রকার প্রলাপবাক্য উচ্চারণ করিতেছ কেন ? ধনলাভের নিমিত্ত কে পুত্রের মৃত্যু কামনা করে ? কোন বালকই বা তাহার জীবন বিসর্জন করে ?' পিতামাতার বাক্য শ্রবণান্তে বালক বলিল, 'আমার মতিভ্রম হয় নাই, আমার অর্থপূর্ণ বাক্য শ্রবণ কর। অকথ্য অশুচিপূর্ণ এই দেহ জন্ম হইতেই ঘৃণ্য ও দুঃখের আকর এবং সত্বরই ইহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে নশ্বর জগতে এই মরণশীল দেহদ্বারা যে সুকৃতি অর্জন করা যায় তাহা চিরস্থায়ী হয়। সর্বপ্রাণীর হিতসাধনাপেক্ষা পুণ্যকর্ম আর কি আছে ? যদি আমি আমার পিতামাতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন না করি, তবে আমার এই দেহ দ্বারা কি ফল লাভ করিব ?' এই প্রকার বাক্যাদি দ্বারা সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালক বিলাপরত পিতামাতার স্বীকৃতি আদায় করিয়া নৃপতির পরিচারকদিগের সমীপে গমনপূর্বক তাহাদের নিকট হইতে শতগ্রামসহ সুবর্ণমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া পিতা-মাতাকে প্রদান করিল। অতঃপর রাজভৃত্যাদিগকে অগ্রে স্থাপনকরতঃ সে পিতা-মাতাসহ সত্বর চিত্রকূটে ভূপতির সম্মুখে উপস্থিত হইলে নৃপতি চন্দ্রাবলোক রক্ষাকবচের ন্যায় তেজঃপূর্ণ বালককে সমাগত দেখিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইল এবং তাহাকে মাল্যভূষিত এবং অঙ্গরাগলিপ্তকরতঃ গজপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া পিতামাতাসহ ব্রহ্মরাক্ষসের আবাসস্থলে লইয়া গেল। (১০৩-১১৩)

তথায় অশ্বত্থ বৃক্ষসমীপে রাজপুরোহিত মণ্ডল অঙ্কনকরতঃ যথাবিধি অর্চনান্তর অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে অট্টহাস্যসহকারে ব্রহ্মরাক্ষস জ্বালামুখ আবির্ভূত হইল। অপর্যাপ্ত রুধির ভক্ষণ করিয়া ঘোরাকৃতি ব্রহ্মরাক্ষস ঘন ঘন হাই তুলিতেছিল এবং নিঃশ্বাস ফেলিতেছিল। তাহার চক্ষু জ্বল জ্বল করিতেছিল এবং সে স্বীয় দেহচ্ছায়া দ্বারা সমস্ত আকাশ অন্ধকারে আবৃত করিয়াছিল। নৃপতি চন্দ্রাবলোক তাহাকে দর্শন করিয়া তৎসমীপে প্রণত হইয়া বলিল, 'ভগবন্, তোমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার পর অদ্য সপ্তমদিবস

গত হইয়াছে, তোমার নিমিত্ত এই নরোপহার আনয়ন করিয়াছি, অনুগ্রহপূর্বক যথাবিধি এই উপহার গ্রহণ কর।' নৃপতি এইরূপ অনুরোধ করিলে ব্রহ্মরাক্ষস ব্রাহ্মণ বালকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ওষ্ঠাধর কোণ লেহন করিতে লাগিল।

সেই মুহূর্তে মহান বালক মনে মনে চিন্তা করিল, 'দেহ বিসর্জনকরতঃ অদ্য যে পুণ্য অর্জন করিব তাহার বলে যেন আমাকে স্বর্গে গমন করিতে না হয়, এমন কি অন্যের যাহাতে উপকার না হয় সেইরূপ মোক্ষও আমি কামনা করি না। আমি যেন জন্মে জন্মে পরার্থে দেহ উৎসর্গ করিতে সমর্থ হই।' সে যখন এইরূপ আশা করিতেছিল তখন পুষ্পবর্ষণকারী দেবতাদিগের রথে আকাশ আবৃত হইয়া গিয়াছিল।

তখন ব্রহ্মরাক্ষসের সম্মুখে বালককে স্থাপিত করিয়া উহার মাতা উহার হস্ত ধৃত করিল এবং পিতা উহার চরণ ধৃত করিল। নৃপতি খড়্গ মোচনপূর্বক তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে সেই বালক এমত উচ্চরবে হাস্য করিল যে ব্রহ্ম-রাক্ষসসহ তত্রস্থ সকলে তাহাদের কর্মে বিরত হইয়া সাশ্চর্যে কৃতাঞ্জলিপুটে বালকের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রণত হইল। (১১৪-১২৫) বেতাল এই সরস ও বিচিত্র কাহিনী বর্ণনাকরতঃ ভূপতি ত্রিবিক্রমসেনকে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিল, 'রাজন্ এখন আমাকে বল, ঐ প্রাণান্ত সময়ে ঐ বালক কেন হাস্য করিয়াছিল? আমি উহা জানিবার নিমিত্ত অতিশয় উৎসুক হইয়াছি। যদি জানা থাকা সত্ত্বেও না বল তবে তোমার মস্তক শতধা বিচূর্ণ হইবে।'

বেতালের নিকট হইতে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপতি প্রত্যুত্তর করিল, 'বালকের হাস্য করিবার কারণ অবধান কর। ইহা সুপরিজ্ঞাত যে বিপদকালে দুর্বল প্রাণী পিতামাতার নিকট জীবন রক্ষার আবেদন করে। পিতামাতার অবর্তমানে সে দুঃস্থজনের রক্ষক নৃপতির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। তাহাও যদি প্রাপ্ত না হয় তবে বিশেষ রক্ষক দেবতার শরণাগত হয়। এখন এই বালক যখন এইরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিল তখন উহারা সকলেই তাহাদের কর্তব্যের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। ধনলোভে উহার পিতামাতা উহার হস্তপদাদি ধারণ করিয়াছিল, নৃপতি স্বীয় জীবন রক্ষার্থ উহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল এবং রক্ষক ব্রহ্মরাক্ষস উহাকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত ছিল। বালক মনে মনে চিন্তা করিতেছিল, 'যে দেহ নশ্বর, অন্তর্ভাগে অশুচি এবং পীড়া ও বেদনাময়, তাহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত উহারা কিরূপ বিচলিত হইয়াছে! যে জগতে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি দেবতাগণও অবিনশ্বর নহেন সেখানে দেহরক্ষার নিমিত্ত উহাদের কি আকুলতা!' ইহা চিন্তা করিয়া দ্বিজ বালক বিস্মিত এবং আনন্দিত হইয়া হাস্য করিয়াছিল। আনন্দিত হইয়াছিল এই জন্য যে তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে এবং বিস্মিত হইয়াছিল উহাদের মোহ দর্শন করিয়া।'

রাজা এই কথা বলিয়া নীরব হইলে বেতাল অচিরে তাহার স্কন্ধ পরিত্যাগ-পূর্বক মায়াবলে স্বস্থানে প্রস্থান করিলে, নৃপতিও এক মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল। মহৎ ব্যক্তিদিগের হৃদয় বিশাল জলধির ন্যায় স্থির এবং অকম্পিত। (১২৬-১৩৭)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের সপ্তবিংশ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—১৩৭
ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা—১৬,৬৬৪।

অষ্টাবিংশ তরঙ্গ

একবিংশ বেতাল

নৃপতি ত্রিবিক্রমসেন পুনরায় শিংশপা তরু হইতে বেতালকে স্কন্ধে স্থাপিত করিয়া পথ চলিতে থাকিলে, বেতাল রাজাকে বলিল, 'রাজন্, আমি একটি প্রগাঢ় প্রেমের কাহিনী বলিতেছি, শ্রবণ কর :—

অনঙ্গমঞ্জরী, তৎ পতি মণিবর্মা এবং দ্বিজ কমলাকরের কাহিনী

স্বর্গচ্যুত ধার্মিক ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত বিধাতা পৃথিবীতে ইন্দ্রের দ্বিতীয় পুরীর ন্যায় বিশালা নাম্নী নগরী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তথায় নৃপতি বলি হইতেও উত্তম, সৎ ব্যক্তিগণের আনন্দের উৎস, পদ্মনাভ নামক সৌভাগ্যশালী নরপতি বাস করিত। সেই ভূপতির রাজত্বকালে সেই নগরীতে অর্থদত্ত নামক মহাবণিক বাস করিত। ধনপতি কুবের অপেক্ষাও সে অধিক বিত্তশালী ছিল। দিব্যাঙ্গনারূপে বিধাতা কর্তৃক পৃথিবীতে সৃষ্টা তাহার অনঙ্গমঞ্জরী নাম্নী দুহিতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাম্রলিপ্তীনিবাসী মণিবর্মা নামক এক বিখ্যাত বণিকপুত্রের হস্তে ঐ কন্যাকে সম্প্রদান করা হইয়াছিল। অনঙ্গমঞ্জরী একমাত্র সন্তান হওয়ায় বণিকপিতা তাহাকে স্বগৃহ পরিত্যাগ করিতে না দিয়া তাহার পতির সহিত তাহাকে গৃহেই রাখিয়াছিল। কিন্তু অনঙ্গমঞ্জরীর নিকট তাহার পতি মণিবর্মা রোগীসেব্য কটু ঔষধের ন্যায় ছিল। অবশ্য পতি মণিবর্মার নিকট সে কৃপণ কর্তৃক অতিকষ্টে সংগৃহীত এবং সযত্নে রক্ষিত বিত্তের ন্যায় প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় ছিল।

একদিন পিতামাতাকে দর্শন করিতে উৎকণ্ঠিত হইয়া মণিবর্মা তাম্রলিপ্তীতে স্বগৃহে গমন করিয়াছিল। কতিপয় দিবসান্তে গ্রীষ্ম ঋতুর আবির্ভাব হইলে রবির খরতাপশরে বিদেশগত ব্যক্তিগণের গমন প্রতিহত হইল। বসন্তের প্রয়াণে মল্লিকা পাটলসৌরভবাহী বায়ু দিকসমূহের তপ্ত নিঃশ্বাসের ন্যায় বহিতে লাগিল। বায়ু তাড়িত ধূলিরাজি আকাশে উত্থিত হইয়া মেঘাগমন ত্বরান্বিত করিবার নিমিত্ত যেন দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিল। তরুচ্ছায়া প্রাপ্তির আশায় আকুল আতপতাপে তাপিত ক্লান্ত পথিকদিগের ন্যায় দিবসসমূহ ধীরে ধীরে গত হইতে লাগিল। পাণ্ডুচন্দ্রকিরণযুক্ত রজনী বসন্তের সুখপ্রদ গাঢ় আলিঙ্গনবিহীন হওয়াতে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। (১—১৬)

তৎকালে কৌশেয়বসন পরিহিতা চন্দনলিপ্তা শ্বেতবর্ণা সেই বণিকদুহিতা অনঙ্গমঞ্জরী সখীর সহিত স্বগৃহের উচ্চবাতায়নে উপবিষ্টা থাকিবার সময় রাজপুরোহিত পুত্র, রতির অনুসন্ধানে গমনরত, ভস্মরাশি হইতে নবোত্থিত, কন্দর্পের ন্যায় যুবক ব্রাহ্মণ কমলাকরকে গমন করিতে দেখিল। কমলাকরও চন্দ্রের ন্যায় উপরিস্থিত সুন্দরীকে দর্শন করিয়া কুমুদপুষ্পরাজির ন্যায় আনন্দে উদ্ভাসিত

হইল। পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কামদেবের অতুল প্রভাবে ঐ যুবক ও যুবতীর হৃদয় উদ্বেগাকুল হইল। কামবাত্যাবেগে উভয়ে প্রণয়াসক্ত হওয়ায় তাহাদের লজ্জা দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। সখা কমলাকরকে প্রণয়াসক্ত দেখিয়া অতিকষ্টে তাহাকে টানিয়া লইয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিল।

বিবশা অনঙ্গমঞ্জরী কমলাকরের নাম জ্ঞাত হইয়া সখীর সহিত ধীরে ধীরে স্বগৃহে প্রবেশ করিল। তথায় কামজ্বরে পীড়িত হইয়া সে শয্যায় লুণ্ঠিত হইয়া এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল এবং কিছুই শুনিতে অথবা দেখিতে পাইতেছিল না। দুই তিন দিবস এইরূপে অতিবাহিত করিয়া লজ্জিতা এবং ভীতা হইয়া সে বিরহ বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া কৃশ এবং পাণ্ডুর হইল। প্রিয়তমার সহিত মিলনের আশা অসম্ভবজ্ঞানে সে আত্মহত্যা করিতে কৃতসংকল্পা হইল। অনন্তর একদিন রজনীতে তাহার সখীরা যখন সুপ্ত ছিল, গবাক্ষপথে আগত চন্দ্রকিরণদ্বারা আকৃষ্টা হইয়া সে স্বীয় উদ্যানস্থিত বৃক্ষতলে অবস্থিত বাপীর সন্নিকটে আগমন করিল। তথায় পিতা কর্তৃক মহাসমারোহে স্থাপিত গৃহদেবতা চণ্ডীমূর্তির নিকট উপস্থিত হইয়া সে দেবীকে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিল, 'এই জন্মে কমলাকরকে ভর্তারূপে প্রাপ্ত হইতে যদিও অসমর্থ হইলাম তথাপি পরজন্মে যেন তাহাকে পতিরূপে লাভ করি।' কামার্তা রমণী দেবীর সম্মুখে এই বাক্য উচ্চারণপূর্বক স্বীয় উত্তরীয় দ্বারা পাশ নির্মাণ-করতঃ একটি অশোক বৃক্ষে উহা সংলগ্ন করিল। (১৭—৩১)

ইতোমধ্যে একই কক্ষে শায়িতা তাহার সখী অনঙ্গমঞ্জরীকে তথায় দেখিতে না পাইয়া তাহার অন্বেষণে উদ্যানে গমন করিল। সেখানে তাহাকে গলদেশে পাশবদ্ধ করিতে দেখিয়া সে 'ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও' বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে তথায় গমনপূর্বক অনঙ্গমঞ্জরী যে পাশ প্রস্তুত করিয়াছিল তাহা ছিন্ন করিল। সখীকে আগত হইয়া পাশচ্ছেদন করিতে দর্শন করিয়া অনঙ্গমঞ্জরী অতিশয় বিষাদাক্রিষ্টা হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া সখী তাহার দুঃখের কারণ জানিতে চাহিলে সে তৎক্ষণাৎ সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিল, 'সুতরাং সখী মালবিকা দেখিতে পাইতেছ যে পিতামাতার অধীনে থাকিয়া প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইবার আশা সুদূরপরাহত, অতএব আমার মরণই অতিশয় সুখপ্রদ হইবে।' কামশরে প্রবলভাবে আহতা অনঙ্গমঞ্জরী এই কথা বলিয়া হতাশায় অচেতন হইয়া পড়িল।

তাহার সখী মলবিকা সখেদে বলিল, 'হায়! হায়! কামদেবের আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়। অন্যান্য বিচলিত বনিতাদিগকে দর্শন করিয়া আমার যে সখী উপহাস করিত তাহার কি দশা উপস্থিত হইয়াছে!' এই প্রকারে বিলাপ করিতে করিতে সে শীতল বারি ও বীজন দ্বারা তাহার সন্তাপ হ্রাসকরতঃ পদ্মপত্রের শয্যা প্রস্তুত করিয়া তুষার-শীতল রত্নহার তাহার বক্ষে স্থাপন করিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ আত্মস্থ করিলে সাশ্রুনয়নে অনঙ্গমঞ্জরী তাহার সখীকে বলিল, 'সখি, কণ্ঠহারাদি আমার অন্তর্দাহ নিবারণ করিতে পারিবে না। যাহাতে বাস্তবিকই

উহার প্রশমন হইবে তুমি সুকৌশলে তাহাই সম্পাদন কর। আমার প্রাণ যদি রক্ষা করিতে চাও তবে আমাকে আমার প্রিয়তমের সহিত মিলিত কর।' সে এই কথা বলিলে মালবিকা সস্নেহে উত্তর করিল, 'অদ্য রজনী নিঃশেষ প্রায়, আগামীকল্য তোমার প্রেমিকের সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে এই স্থানেই আনয়ন করিব। এখন আত্মসংবরণপূর্বক স্বগৃহে গমন কর।' সে এই কথা বলিলে অনঙ্গমঞ্জরী প্রীত হইয়া স্বীয় কণ্ঠহার গলদেশ হইতে উন্মোচনপূর্বক উহা তাহাকে পারিতোষিক স্বরূপ দান করিয়া বলিল, 'এখন তোমার গৃহে গমন কর। আগামীকল্য প্রাতে আমার প্রিয়তমের আবাসে গমন করিও। তোমার মঙ্গল হউক।' সখীকে এই প্রকারে বিদায় করিয়া সে স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করিল। (৩২—৫০)

পরদিবস প্রাতঃকালে সখী মালবিকা সকলের অলক্ষ্যে কমলাকরের গৃহে প্রবেশ করিয়া উদ্যানে এক বৃক্ষমূলে তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিল। কামাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া সে চন্দনরসসিক্ত পদ্মপত্রের শয্যায় এপাশ ওপাশ করিতেছিল এবং তাহার কোন সখা কদলীপত্রদ্বারা বীজনকরতঃ তাহাকে শীতল করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। 'ইহা কি সম্ভব যে অনঙ্গমঞ্জরীর অদর্শনে উহার এইরূপ অবস্থা হইয়াছে?'—সত্য কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত সখী মালবিকা ঐ স্থানে লুক্কায়িত রহিল।

ইতোমধ্যে সখা কমলাকরকে বলিল, 'বন্ধো! মুহূর্তকাল এই সুচারু উদ্যানের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত কর, তোমার হৃদয় শান্ত হইবে। নিরাশ হইও না।' দ্বিজ-যুবক এই কথা শ্রবণ করিয়া মিত্রকে প্রত্যুত্তর করিল, 'সখে, বণিক্দুহিতা অনঙ্গমঞ্জরী আমার হৃদয় হরণ করিয়াছে, আমার বক্ষস্থল শূন্য। সুতরাং কি প্রকারে আমি আনন্দ সম্ভোগ করিব? আমার হৃদয় হৃত দেখিয়া কামদেব আমাকে তাহার শরাবলীর তূণ করিয়াছে। যে যুবতী আমার হৃদয় হরণ করিয়াছে তাহাকে আমার নিকট আনয়ন কর।'

ব্রাহ্মণযুবা এই কথা বলিলে মালবিকা বিগতসন্দেহ হইয়া আত্মপ্রকাশপূর্বক তাহার নিকট গমন করিয়া বলিল, 'হে সুভগ, অনঙ্গমঞ্জরী আমাকে এই সুস্পষ্ট বার্তাসহ প্রেরণ করিয়াছে, ইহা কি প্রকার শিষ্টধর্ম যে সবলে অন্তঃস্থলে প্রবেশকরতঃ রমণীর হৃদয় হরণ করিয়া অদৃশ্য হইয়াছ? আশ্চর্যের কথা, তুমি যে রমণীর হৃদয় হরণ করিয়াছ এখন সে তাহার দেহ এবং জীবন তোমাকে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। দিবারাত্র তাহার হৃদয়স্থ প্রণয়াগ্নি হইতে তপ্ত নিঃশ্বাস ধূমরূপে উত্থিত হইতেছে। তাহার কাজলকৃষ্ণ চক্ষু হইতে অশ্রুবিন্দু তাহার পদ্মাননসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া মধুকরবৎ মুহুর্মুহুঃ পতিত হইতেছে। যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে তোমাদের উভয়ের শুভপ্রদ কথা বলিব।'

মালবিকা এই কথা বলিলে কমলাকর প্রত্যুত্তর করিল, 'ভদ্রে, তোমার কথা হইতে প্রিয়া আমার প্রতি প্রণয়াসক্ত জ্ঞাত হইয়া আশ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমার নিকট হইতে প্রিয়তমার বিধুরাবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া শঙ্কিত হইয়াছি।

(৫১—৬২) এই বিষয়ে তুমিই আমাদের একমাত্র আশ্রয়, যাহা ভাল মনে হয়, তাহাই কর।' কমলাকরের কথা শ্রবণ করিয়া মালবিকা বলিল, 'অদ্য রাত্রে আমি অনঙ্গমঞ্জরীকে গোপনে তাহার গৃহোদ্যানে আনয়ন করিব। সাবধান, তুমি কিন্তু বহির্দেশে অবস্থান করিবে। আমি কোন কৌশলে তোমাকে উদ্যানাভ্যন্তরে আনয়ন করিলে পরস্পরের ইচ্ছামত উভয়ে উভয়কে দেখিতে পাইবে।' মালবিকা এই প্রকার বাক্যে দ্বিজযুবকের প্রীতি উৎপাদন করিয়া স্বকার্য সাধনান্তর প্রত্যাগমনপূর্বক অনঙ্গমঞ্জরীকেও প্রীত করিল।

অনন্তর সন্ধ্যা-প্রণয়ী সূর্যদেব দিবসের সহিত কোথাও গমন করিলে ললাটে তিলকের ন্যায় পশ্চিমাকাশে ইন্দু উদিত হইয়া গগনকে আলোকিত করিল। আনন্দোদ্ভাসিত প্রফুল্ল শ্বেত কুমুদরাজি সহাস্যে বিকশিত হইয়া যেন বলিতেছিল, 'আমার নিকট আগমন কর, সৌভাগ্যলক্ষ্মী হেথায় কুমুদগুচ্ছ স্থাপন করিয়াছেন।' অতঃপর উত্তম পরিচ্ছদে সজ্জিত অধীর কমলাকর ধীরে ধীরে অনঙ্গমঞ্জরীর গৃহোদ্যান-দ্বারপ্রান্তে উপনীত হইলে মালবিকা তীব্র কষ্টে দিবসযাপনকারিণী অনঙ্গমঞ্জরীকে ঐ উদ্যানে আনয়ন করিল। আম্রকুঞ্জের অভ্যন্তরে তাহাকে উপবিষ্ট করাইয়া সে বহির্দেশে গমন করিয়া কমলাকরকেও আনয়ন করিল। পথিক যেরূপ হর্ষ-পূর্ণহৃদয়ে ছায়া অবলোকন করে সেই দ্বিজযুবকও অনঙ্গমঞ্জরীকে তদ্রূপ ঘনপত্র-সংবলিত পাদপমধ্যে দেখিতে পাইল।

সে যখন তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছিল অনঙ্গমঞ্জরী তাহাকে দেখিতে পাইয়া অনুরাগভরে লজ্জা পরিত্যাগপূর্বক ধাবিত হইয়া তাহার গলদেশ আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া গদগদ স্বরে বলিল, 'আমি তোমাকে ধৃত করিয়াছি, তুমি কোথায় যাইবে?' তৎক্ষণাৎ অতিশয় আনন্দাবেগে তাহার নিঃশ্বাস বন্ধ হইল এবং সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া বাত্যাহত ছিন্ন বল্লরীর ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। হায়! হায়! কামের কি বিচিত্র উপসংহার। বজ্রাঘাতের ন্যায় এই দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হইয়া—'হায়! কি হইল'—এই কথা বলিয়া কমলাকর মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপতিত হইল এবং ক্ষণকাল পরে মূর্চ্ছাভঙ্গান্তে প্রিয়তমাকে অঙ্কে স্থাপনপূর্বক মুহুর্মুহুঃ আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিল। (৬৩—৭৭) অতি দুঃখভারে তাহার হৃদয় তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ হইল এবং মালবিকা যখন উভয়ের শবের নিকট বিলাপ করিতেছিল তখন রজনী যেন প্রেমিকযুগলকে মৃত অবলোকন করিয়া স্বয়ং নিঃশেষিত হইল। পরদিবস উদ্যানপালকদিগের নিকট হইতে ঘটনার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া উভয়ের স্বজনবর্গ লজ্জায়, বিস্ময়ে, দুঃখে বিহ্বল হইয়া তথায় আগমন করিল। শোকে অধোবদন হইয়া তাহারা তথায় বহুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়াবস্থায় অবস্থান করিল। দুষ্টা রমণীগণ অতিশয় ক্লেশপ্রদা এবং কুলের অমর্যাদার উৎসস্বরূপ।

ইতোমধ্যে অনঙ্গমঞ্জরীকে দর্শন করিতে অতিশয় ইচ্ছুক হইয়া তাম্রলিপ্ত হইতে তাহার স্বামী মণিবর্মা আগমনকরতঃ শ্বশুরগৃহে ঘটনার বিবরণ শ্রবণ করিয়া বাষ্পাকুললোচনে ধাবিত হইয়া সেই উদ্যানে গমন করিল এবং পত্নীকে অন্য

পুরুষের পার্শ্বে শায়িত দেখিয়া সেই প্রেমিক ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন তত্রস্থ জনসমূহ চিৎকার করিয়া কোলাহল করিতে থাকিলে পৌরজনেরা ঘটনার বিষয় অবগত হইয়া বিস্মিত চিত্তে তথায় আগমন করিল। (৭৮—৮৫)

তখন অনঙ্গমঞ্জরীর পিতা কর্তৃক বহুপূর্বে স্থাপিত চণ্ডীদেবী সেই উদ্যানে আহূত হইয়া আগমন করিলে তাহার গণেরা তাহাকে অনুরোধ করিল, 'দেবি, আপনার চিরকালের ভক্ত বণিক অর্থদত্ত এই উদ্যানে আপনার প্রতিমূর্তি স্থাপিত করিয়াছে। তাহার এই অতি দুঃখের সময় আপনি উহার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন।' শরণাগতের আশ্রয় শঙ্করপ্রিয়া গণদিগের অনুরোধ শ্রবণ করিয়া আদেশ করিলেন যে তিনজনই যেন শান্ত চিত্তে পুনরুজ্জীবিত হয়। দেবীর প্রসাদে তাহারা কামমুক্ত হইয়া যেন সদ্য নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইল। এই বিস্ময়কর দৃশ্য দর্শন করিয়া সর্বজন পুলকিত হইল এবং লজ্জায় অধোবদন হইয়া কমলাকর স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। অর্থদত্তও ব্রীড়াবনতা সুতা অনঙ্গমঞ্জরীকে প্রাপ্ত হইয়া তাহার পতির সহিত মহোল্লাসে স্বগৃহে গমন করিল।'

সেই রজনীতে বেতাল পথিমধ্যে নৃপতি ত্রিবিক্রমসেনকে এই কাহিনী বর্ণনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'রাজন্, আমাকে বল এই তিনজন কামার্তদিগের মধ্যে সকলের অধিক কামান্ধ কে ছিল? পূর্ববর্ণিত অভিশাপের কথা স্মরণ রাখিও, জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও যদি না বল তবে উহা ফলিত হইবে।' বেতালের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া রাজা প্রত্যুত্তর করিল, 'আমার মতে এই তিনজনের মধ্যে মণিবর্মাই অত্যধিক কামার্ত ছিল। কালক্রমে পরস্পরের প্রতি অত্যধিক প্রেমাসক্ত হইয়া অপর দুইজন যে মৃত্যু আলিঙ্গন করিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ অধিগম্য। কিন্তু মণিবর্মা উহাদের অপেক্ষা অধিক কামার্ত ছিল, কারণ স্বীয় ভার্যাকে অপর পুরুষের প্রেমাসক্ত হইয়া মৃতা দর্শন করিয়া যখন তাহার ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত ছিল তখন সে প্রগাঢ় অনুরাগবশতঃ ক্রুদ্ধ না হইয়া শোকাবেগে মৃত হইয়াছিল।' নৃপতি এই কথা বলিলে বীর বেতাল তাহার স্কন্ধ হইতে অবতরণ-পূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলে রাজা পুনরায় তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল। (৮৬—৯৭)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের অষ্টাবিংশ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—৯৭
ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা—১৬,৭৬১।

একোনত্রিংশ তরঙ্গ

দ্বাবিংশ বেতাল

অতঃপর নরপতি ত্রিবিক্রমসেন বেতালকে শিংশপা বৃক্ষোপরি হইতে স্কন্ধে স্থাপনপূর্বক গমন করিতে থাকিলে বেতাল পথিমধ্যে তাহাকে বলিল, 'তুমি সৎ এবং সাহসী, এই অতুলনীয় আখ্যায়িকা শ্রবণ কর :—

সিংহ পুনরুজ্জীবিতকারী ব্রাহ্মণ ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের কাহিনী

পাটলিপুত্র নগরীর অধীশ্বর ধরণীবরাহ নামক এক নরপতি পৃথিবীতে একদা বাস করিত। বহু ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত তাহার রাজ্যে ব্রহ্মস্থল নামক একটি গ্রাম-ছিল। তথায় বিষ্ণুস্বামী নামক এক বিপ্র বাস করিত। অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় তাহার এক উপযুক্ত পত্নী ছিল। কালক্রমে উহার গর্ভে তাহার চারিটি পুত্রসন্তানের জন্ম হইয়াছিল। বাল্য বয়স অতিক্রম করিয়া তাহাদের বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে বিষ্ণুস্বামী স্বর্গে গমন করিল এবং তাহার ভার্যাও তাহাকে অনুসরণ করিল।

রক্ষকবিহীন হইয়া এবং আত্মীয়স্বজন কর্তৃক হৃতসম্পত্তি হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া তাহারা ঠিক করিল, 'আমাদের জীবনধারণ করিবার কোন উপায় হেথায় নাই, সুতরাং আমরা যজ্ঞস্থল গ্রামে মাতামহের গৃহে কেন গমন করিব না?' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তাহারা ভিক্ষান্নে জীবনধারণকরতঃ পর্যটন করিতে করিতে বহুদিবসান্তে মাতামহের গৃহে উপনীত হইল। তাহাদের মাতামহ মৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু মাতুলগণ তাহাদের আশ্রয় এবং খাদ্য প্রদান করিয়াছিল এবং তথায় তাহারা বিদ্যাধ্যয়নে নিরত রহিল। কিন্তু কিয়দ্দিবসান্তে তাহাদের নিঃস্ব দৃষ্টে মাতুলগণ তাহাদিগকে ভোজ্য, বস্ত্র প্রভৃতি দিতে অবজ্ঞা করিতে লাগিল। (১-১১)

স্বজন কর্তৃক এইরূপে অবজ্ঞাত হইয়া তাহারা গোপনে মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সকলকে বলিল, 'ভ্রাতৃগণ, আমরা কি করিব? ভাগ্যদেবতাই সমস্ত করেন। এই জগতে অথবা কুত্রাপি কোন কালে মানুষ কিছুই করিতে পারে না। আকুল চিত্তে অদ্য ভ্রমণ করিতে করিতে আমি শ্মশানে উপস্থিত হইয়া একটি মৃত ব্যক্তিকে ভূতলে অনাড়ম্বর অবস্থায় শায়িত দেখিয়াছিলাম। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার হিংসা হইল এবং আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম, 'এই ব্যক্তি কি সৌভাগ্যবান, ইহার শোকভার অপসারিত হইয়াছে।' তখন আমার এইরূপই মনে হইয়াছিল এবং আমি মৃত হইতে কৃতসংকল্প হইয়া বৃক্ষশাখায় রজ্জুপাশ সংলগ্নকরতঃ উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে প্রয়াস পাইলাম। আমি সংজ্ঞাহীন হইলাম, কিন্তু আমার নিঃশ্বাস দেহ পরিত্যাগ করিল না। তখন পাশরজ্জুতে ত্রুটি থাকায় উহা ছিন্ন হইলে আমি

ভূপতিত হইলাম। সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া দেখিলাম যে জনৈক দয়ালু ব্যক্তি আমাকে তাহার বস্ত্র দ্বারা ব্যজন করিতেছে। সে আমাকে বলিল, 'সখে, তুমি প্রাজ্ঞ, তথাপি এইরূপ বিষাদগ্রস্ত হইয়াছ, কেন? সুকৃতি হইতেই সুখের উৎপত্তি হয় এবং দুষ্কৃতি হইতে দুঃখের উদ্ভব হয়। ইহারাই মাত্র সুখ ও দুঃখের উৎস। যদি দুঃখ হেতু তোমার এই বিহ্বলতা তবে উত্তম কর্ম সম্পাদন কর। তুমি মূঢ়ের ন্যায় আত্মহননপূর্বক নরকতাপ ভোগ করিতে ইচ্ছা কর কেন? এখন দেখিতে পাইতেছ যে ভাগ্য বিরূপ হইলে মৃত্যুবরণ করাও সম্ভবপর নয়। এখন আমি কোন তীর্থস্থানে গমনপূর্বক আর যাহাতে দারিদ্র্যভোগ না করিতে হয় তন্নিমিত্ত কঠোর তপশ্চার্যা দ্বারা দেহপাত করিব।' জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই কথা বলিলে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবর্গ তাহাকে বলিল, 'তুমি প্রাজ্ঞ, দারিদ্রবশতঃ কেন শোকনিরত হইতেছ? শরৎকালের মেঘের ন্যায় ধনসম্পত্তি ক্ষণস্থায়ী। ভাগ্য-দেবী অথবা বেশ্যাকে সুরক্ষিত অবস্থায় সাবধানে রাখিয়াও চিরকালের নিমিত্ত কে রক্ষা করিতে পারে? কারণ উহারা উভয়েই অবিশ্বস্ত এবং গোপনে অধিকারীর প্রতি পরাঙ্মুখ। সুতরাং প্রাজ্ঞ ব্যক্তি উদ্যমপূর্বক কোনও বিদ্যা শিক্ষা করিয়া চঞ্চল মৃগের ন্যায় ধনাদি আবদ্ধপূর্বক গৃহে আনয়ন করিবে।' ভ্রাতৃগণ জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতাকে এই কথা বলিলে সে আশ্বস্ত হইয়া বলিল, 'আমরা তবে কোন বিদ্যা শিক্ষা করিব?' তাহারা পরস্পরে মন্ত্রণা করিয়া বলিল, 'আমরা নিখিল পৃথিবী অন্বেষণ করিয়া কোনও যাদুবিদ্যা শিক্ষা করিব।' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া মিলনসঙ্কেতস্থান নির্দিষ্টকরতঃ তাহারা বিভক্ত হইয়া পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে গমন করিল। (১২-২৯) কালক্রমে তাহারা সঙ্কেতস্থানে মিলিত হইয়া কে কি শিক্ষা করিয়াছে পরস্পরের নিকট জানিতে চাহিল। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, 'আমি এই গুপ্তবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি, কোনও প্রাণীর একখণ্ড অস্থি প্রাপ্ত হইলে আমি সেই বস্তুর মাংস দ্বারা উহা আবৃত করিতে পারি।' দ্বিতীয়জন ভ্রাতার এই উক্তি শ্রবণ করিয়া বলিল, 'অস্থির উপর মাংস স্থাপিত হইলে আমি ঐ প্রাণীর যথোপযুক্ত চর্ম এবং লোমাদি বসাইতে সক্ষম।' তৃতীয়জন বলিল, 'লোম, মাংস এবং চর্মের সৃষ্টির পর ঐ অস্থিজাত প্রাণীর উপযুক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সৃষ্টি করিতে আমি সমর্থ।' তখন চতুর্থ ভ্রাতা বলিল, 'ঐ প্রাণীর অবয়বাদি সৃষ্ট হইলে আমি উহাকে প্রাণদান করিতে পারি।'

পরস্পরে এইরূপ আলোচনা করিয়া ভ্রাতৃচতুষ্টয় অরণ্যে গমনপূর্বক একটি অস্থিখণ্ড সংগ্রহ করিয়া তাহাদের বিদ্যা পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইল। তথায় তাহারা সিংহের একখণ্ড অস্থি প্রাপ্ত হইয়া উহা কোন জন্তুর তাহা জ্ঞাত না হইয়া উহা গ্রহণ করিল। প্রথমজন উপযুক্ত মাংস দ্বারা উহা আবৃত করিলে দ্বিতীয়জন উহার উপযুক্ত চর্ম এবং লোম সৃষ্টি করিল। তৃতীয় ভ্রাতা উহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নির্মাণ করিলে দেখা গেল যে উহা একটি সিংহ। অতঃপর চতুর্থ ভ্রাতা উহার জীবন দান করিলে উহা ঘনকেশরাবৃত প্রখর দংষ্ট্রাসমন্বিত আননধারী বক্র নখরাংকুশ সংযুক্ত ভৈরব সিংহরূপে উত্থিত হইয়া উহার সৃষ্টিকর্তা

ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে আক্রমণকরতঃ সেই স্থানেই হত্যা করিয়া তৃপ্ত হইয়া অরণ্যে প্রস্থান করিল। অতএব ঐ বিপ্রগণ সিংহ সৃষ্টি করিয়া দারুণ ভুল করিয়াছিল। দুষ্ট জন্তু সৃষ্টি করিয়া কে সুখী হইতে পারে? (৩০—৪৪)

ভাগ্য সুপ্রসন্ন না হইলে কষ্টলব্ধ বিদ্যাও সম্পদ আনয়ন না করিয়া বরং ধ্বংসই আনয়ন করে। সাধারণতঃ শৌর্যপাদপ, অবিকৃতমূলে প্রজ্ঞাবারি সিঞ্চিত হইয়া নীতিপ্রদ আলবাল দ্বারা বেষ্টিত হইয়াই সুফল প্রসব করে।'

নৃপতির স্কন্ধোপরিস্থিত বেতাল পথিমধ্যে রজনীতে ভূপতি ত্রিবিক্রমসেনকে এই কাহিনী বর্ণনাপূর্বক বলিল, 'রাজন্, এই চারিজনের মধ্যে কে তাহাদের সকলকে নিহতকারী সিংহ সৃষ্টির জন্য দোষী ছিল? সত্বর আমাকে বল এবং মনে রাখিও আমার পূর্বোক্ত সর্ত এখনও বলবৎ আছে।' নৃপতি বেতালের এই কথা শ্রবণপূর্বক মনে মনে চিন্তা করিল, 'এই দানব আমার মৌন ভঙ্গ করিয়া নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে। যাহাই হউক আমি পুনর্বার উহাকে আনয়ন করিব।' হৃদয়ে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সে বেতালকে প্রত্যুত্তর করিল, 'উহাদের মধ্যে যে সিংহকে প্রাণদান করিয়াছিল সেই দোষী। অন্যান্য সকলেই উহা কোন্ জন্তু তাহা জ্ঞাত না হইয়াই উহার মাংস, চর্ম, লোম এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি যাদু বলে সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু যে ব্যক্তি বিদ্যা পরীক্ষার নিমিত্ত উহার সিংহমূর্তি দেখা সত্ত্বেও উহাকে জীবন দান করিয়াছিল, তাহারই পাপ হইয়াছিল।'

প্রবল প্রতাপান্বিত বেতাল নৃপতির ঐ কথা শ্রবণ করিয়া যাদুবলে তাহার স্কন্ধ হইতে অবতরণপূর্বক স্বস্থানে গমন করিলে ভূপতিও তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল। (৪৫—৫১)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের একোনত্রিংশ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—৫১
ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা—১৬,৮১২।

ত্রিংশ তরঙ্গ

ত্রয়োবিংশ বেতাল

নরপতি ত্রিবিক্রমসেন পুনরায় প্রত্যাগমনকরতঃ শিংশপাবৃক্ষ হইতে বহুপ্রকারে নিজের রূপ পরিবর্তন করা সত্ত্বেও বেতালকে স্কন্ধোপরি স্থাপনপূর্বক মৌনী হইয়া যাত্রা করিলে বেতাল তাহাকে বলিল, 'যদিও ইহা তোমার উপযুক্ত কর্ম নহে, তথাপি তুমি অসীম অধ্যবসায় প্রদর্শন করাইয়াছ। তোমার ক্লান্তি অপনোদনার্থ একটি কাহিনী বলিতেছি, শ্রবণ কর :—

আদিতে বিলাপপরায়ণ এবং পরে নৃত্যপরায়ণ তপস্বীর কাহিনী

কলিঙ্গদেশে স্বর্গস্থ ইন্দ্রপুরীর ন্যায় সাধুদিগের অধ্যুষিত শোভাবতী নাম্নী নগরী ছিল। তথায় শৌর্যশালী দেব প্রদ্যুম্নের ন্যায় শক্তি এবং সাহসের নিমিত্ত খ্যাত, প্রদ্যুম্ন নামক নরপতি বাস করিত। তথায় যে শব্দ শ্রবণ করা যাইত তাহা শুধু ধনুকের গুণজাত ছিল, যে চাপ দেখা যাইত তাহা করাঘাতে মুরজজাত, যে অধর্ম দেখা যাইত তাহা কেবলমাত্র কলিযুগজাত ছিল, যে তীক্ষ্ণতা দেখা যাইত তাহা জ্ঞানান্বেষণের নিমিত্তই ছিল। (১—৬)

নগরীর এক অংশে যজ্ঞস্থল নামক রাজপ্রদত্ত অগ্রহার ছিল এবং বহু ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিত। সেই স্থানে বেদপারঙ্গম বহু বিত্তশালী যজ্ঞসোম নামক বিপ্র ছিল। সে হোমাগ্নি রক্ষাপূর্বক অতিথি এবং দেবতাদিগের সম্মাননা করিত। তাহার তারুণ্য অপগত হইলে সর্ব প্রকারে তাহার উপযুক্ত ভার্যার গর্ভে তাহার শত মনোরথের ফলস্বরূপ একমাত্র পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। সেই সুলক্ষণাক্রান্ত বালক পিতৃগৃহে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং বিপ্রগণ তাহার যথাবিধি দেবসোম নামকরণ করিল। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সেই বিদ্যাবিনয়াদি সর্ব জ্ঞান ও গুণের আধার পুত্র অকস্মাৎ জ্বরে প্রাণত্যাগ করিলে যজ্ঞসোম এবং তাহার পত্নী সস্নেহে মৃত পুত্রের কণ্ঠালিঙ্গনপূর্বক বিলাপ করিতে থাকিল এবং বহুক্ষণ পর্যন্ত তাহার দেহ দাহার্থে নীত হইতে দিল না। তখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-গণ সমবেত হইয়া বিপ্রকে এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিল. 'দ্বিজ, তোমার দূর এবং নিকট জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তুমি কি জ্ঞাত নও যে, এই সংসার জলবুদ্বুদের ন্যায় নশ্বর? যে নৃপতিবর্গ এই পৃথিবীকে তাহাদের সৈন্যদল দ্বারা পূর্ণ করিয়া প্রাসাদশীর্ষে রত্নময় পর্যঙ্কে শায়িত হইয়া সঙ্গীতালাপ শ্রবণ-করতঃ চন্দনপঙ্ক এবং তদ্রূপ অন্যান্য সৌরভময় আলেপনে লিপ্ত হইয়া ও সুন্দরী রমণীগণ পরিবৃত হইয়া নিজেদের অমর মনে করিত, তাহাদের কথা চিন্তা কর। যেথায় আত্মীয়স্বজন বিলাপ করিতে করিতে মৃত ব্যক্তিগণকে অনুসরণ করে সেই শ্মশানে একাকী শায়িত অবস্থায় ইহাদের সকলের মাংসই দগ্ধ হইয়াছিল এবং দেহের দগ্ধাবশিষ্ট অংশ শৃগাল কর্তৃক ভক্ষিত হইয়াছিল।

ইহাই তাহাদের ভবিতব্য ছিল এবং অন্য ব্যক্তিগণের তো কথাই নাই। অতএব হে সুধি, এই মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে?' এই প্রকার নানা বাক্য তাহারা যজ্ঞসোমকে বলিয়াছিল।

অবশেষে অতিকষ্টে আত্মীয়স্বজনেরা মৃতদেহ তাহার আলিঙ্গনমুক্তকরতঃ শিবিকার উপর স্থাপন করিয়া অত্যন্ত বিলাপ করিতে করিতে শ্মশানে লইয়া গেল। এই বিপদে বহুলোক সাশ্রুলোচনে মৃতদেহের অনুগমন করিয়াছিল। (৭—২০)

এই সময়ে তথায় অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বামশিব নামক জনৈক বৃদ্ধ পাশুপত যোগী মঠে বাস করিত। বার্দ্ধক্য এবং কঠোর তপশ্চর্যায় তাহার দেহ কৃশতা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং মনে হইত যেন দেহ ভগ্ন হইবার ভয়ে শিরা দ্বারা আবেষ্টিত ছিল। তাহার দেহ ভস্মাচ্ছাদিত হওয়ায় পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছিল এবং বিদ্যুতের ন্যায় পিঙ্গল জটাজুট থাকায় তাহাকে দ্বিতীয় মহেশ্বরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। সেই যোগী মঠের বহির্দেশে শ্মশান হইতে উত্থিত জনকোলাহল শ্রবণ করিয়া তাহার অন্তেবাসী শিষ্যকে বলিল, 'যাও, এই অশ্রুত-পূর্ব কোলাহলের কারণ জ্ঞাত হইয়া সত্বর আগমনকরতঃ আমাকে বলিবে।' এই শিষ্য ভিক্ষাব্রতধর ছিল এবং সেই মূর্খ পাষণ্ড ধ্যানযোগে যাদুবিদ্যাদি আয়ত্ত করিয়া অতিশয় অহঙ্কারী হইয়াছিল। গুরু কর্তৃক ভর্ৎসিত হওয়ায় তাহার মন বিরূপ হইয়াছিল। গুরুর এই আদেশ শ্রবণ করিয়া সে প্রত্যুত্তর করিল, 'আমি যাইতে পারিব না, আপনি স্বয়ং গমন করুন, আমার ভিক্ষার বেলা অতীত হইতেছে।' গুরু এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, 'রে মূঢ়, উদর-পরায়ণ! দিবসের অর্দ্ধেক যামও এখন অতীত হয় নাই। তোর ভিক্ষাকাল কি করিয়া এখনই উপস্থিত হইতে পারে?' দুষ্ট শিষ্য এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া গুরুকে বলিল, 'রে জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, আমি আর তোমার শিষ্য নাই এবং তুমিও আর আমার গুরু নহ। আমি অন্যত্র গমন করিব: তুমি স্বয়ং তোমার ভিক্ষাপাত্র বহন করিও।' এই কথা বলিয়া সে দণ্ড এবং পাত্র তাহার সম্মুখে স্থাপনকরতঃ উত্থিত হইয়া প্রস্থান করিল। (২১-৩০)

অনন্তর যোগী সহাস্যে মঠ ত্যাগকরতঃ যেথায় দ্বিজ বালকের দেহ দাহার্থে আনীত হইয়াছিল তথায় গমনকরতঃ, সুকুমার বালকের নিমিত্ত রোদন করিতে দেখিয়া স্বয়ং জরাজীর্ণ হওয়ায়, যাদুবলে ঐ বালকের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। সে সত্বর একান্তে গমনপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া তন্মুহূর্তেই যথাবিধি অঙ্গ সঞ্চালনসহ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। অতঃপর সেই যোগী পুনর্বার তারুণ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত স্বীয় দেহ পরিত্যাগপূর্বক অচিরে যাদুবলপ্রভাবে সেই দ্বিজ বালকের দেহে প্রবেশ করিল। তৎক্ষণাৎ সজ্জিত চিতোপরি শায়িত দ্বিজ বালক জীবিত হইয়া জৃম্ভণ সহকারে উত্থিত হইল। তাহার আত্মীয়স্বজন এবং উপস্থিত জনগণ এতদৃষ্টে সহর্ষে 'জীবিত আছে. জীবিত আছে' বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।

তখন সেই যোগেশ্বর ব্রাহ্মণ বালকের দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় ব্রত পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া তাহাদিগকে মিথ্যা মিথ্যা বলিল, 'এইমাত্র আমি পরলোকে গমন করিলে শিব স্বয়ং আমাকে জীবিত করিয়া আদেশ করিলেন যে আমাকে পাশুপত যোগীর ব্রত পালন করিতে হইবে। সুতরাং আমাকে এই দণ্ডেই কোন নিভৃত স্থানে গমনপূর্বক সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইবে, নতুবা আমি জীবিত থাকিব না। তোমরা প্রস্থান কর এবং আমিও প্রস্থান করিতেছি।' তত্রস্থ নিখিল জনবর্গকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাপস এই কথা বলিয়া বিদায় প্রদান করিলে তাহারা হর্ষ এবং শোকমিশ্রিত বিহ্বল চিত্তে স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিল এবং সে তাহার পূর্ব কলেবর গুহায় নিক্ষেপ করিল। এই প্রকারে সেই যোগেশ্বর ব্রতধারী তাপস তারুণ্য প্রাপ্ত হইয়া স্থানান্তরে গমন করিল।' (৩১-৪১)

সেই রজনীতে বেতাল পথিমধ্যে নৃপতির নিকট এই কাহিনী বর্ণনা করিয়া পুনরায় তাহাকে বলিল, 'রাজন্, আমাকে বল সেই যোগীন্দ্র অন্য দেহে প্রবিষ্ট হইবার সময় প্রথমে কেন রোদন করিয়াছিল এবং পরে কেন নৃত্য করিয়াছিল? ইহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত আমি অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছি।'

জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ নৃপতি বেতালের এই কথা শ্রবণ করিয়া শাপভয়ে মৌনভঙ্গকরতঃ তাহাকে প্রত্যুত্তর করিল, 'সেই তাপসের কি অভিপ্রায় ছিল তাহা শ্রবণ কর। যে দেহ শিশুকালে পিতামাতা লালন পালন করিয়াছিলেন এবং বহুবর্ষ যে দেহের সহিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সে যাদুবল লাভ করিয়াছিল, সেই কলেবর অদ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া সেই জরাজীর্ণ তাপস অতিশয় ক্রন্দন করিয়াছিল। নিজের দেহের প্রতি আকর্ষণ ত্যাগ করা সম্ভব নহে। কিন্তু অচিরে নব কলেবর প্রাপ্ত হইয়া আরও সুষ্ঠুরূপে যাদুবিদ্যা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া সে আনন্দে নৃত্য করিয়াছিল। যৌবন কাহার প্রিয় নহে?'

শবদেহস্থ বেতাল রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার স্কন্ধ হইতে অবতরণপূর্বক পুনরায় শিংশপাবৃক্ষে অধিষ্ঠান করিলে ভূপতি অধিকতর উৎসাহভরে, তাহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত অনুসরণ করিল। ধীরাত্মাদিগের সংকল্প পর্বতের ন্যায় অচল থাকিয়া কল্পান্তকাল স্থায়ী হয়। (৪২-৪৮)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের ত্রিংশ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—৪৮
ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা—১৬,৮৬০।

একত্রিংশ তরঙ্গ

চতুর্বিংশ বেতাল

অতঃপর বীর নরপতি ত্রিবিক্রমসেন জ্বলন্ত চিতাগ্নি নয়নস্বরূপ ঘোর তমসাবৃত রাক্ষসীর ন্যায় সেই রজনীকে উপেক্ষা করিয়া, ভয়ঙ্কর শ্মশানে পুনরায় শিংশপা-তরুর নিকট গমনপূর্বক বেতালকে তথা হইতে ধৃত করিয়া স্কন্ধোপরি স্থাপন করিল।

পূর্বের ন্যায় যখন আবার পথ চলিতেছিল তখন বেতাল রাজাকে বলিল, 'রাজন, একবার সম্মুখে, একবার পশ্চাতে গমন করিতে করিতে আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, যদিও তুমি কাতর হও নাই। তোমাকে আমি একটি কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, তুমি মনোযোগসহকারে শ্রবণ কর :—

কন্যাপরিণয়কারী পিতা এবং মাতৃপরিণয়কারী পুত্রের কাহিনী

দক্ষিণাপথের একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে ধর্ম নামে এক রাজা ছিল। সে ধার্মিকদিগের প্রধান ছি-্ এবং গোত্রজেরা তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে মনস্থ করিয়াছিল। তাহার মালবদেশজা উচ্চকুলোদ্ভবা সাধ্বী রমণীশিরোমণি চন্দ্রবতী নাম্নী এক ভার্যা ছিল। নৃপতির সেই পত্নীর গর্ভে লাবণ্যবতী নাম্নী তাহার একমাত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অযথা তাহার ঐ নামকরণ হয় নাই। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে স্বজনগণ মিলিত হইয়া রাজাকে সিংহাসনচ্যুতকরতঃ তাহার রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়াছিল। রজনীতে সে পত্নী এবং কন্যাসহ প্রচুর বহুমূল্য রত্নাদি সঙ্গে লইয়া স্বেচ্ছায় পলায়নপূর্বক মালবদেশে স্বীয় শ্বশুরালয়ের দিকে যাত্রা করিল। সেই রজনীতেই সে ভার্যা ও দুহিতাসহ বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করিলে যে রজনী তাহার সহচর হইয়াছিল, শিশিরাশ্রুসহ তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। চৌরাধ্যুষিত সেই অরণ্যে তাহাকে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াই যেন রবি পূর্বাচলে করনিকর দ্বারা সমুদিত হইল। কুশকণ্টকাহত পদে চলিতে চলিতে ভার্যা এবং দুহিতাসহ সেই রাজা এক ভিল্ল পল্লীতে উপনীত হইল। ধার্মিক ব্যক্তিগণ পরের ধন এবং প্রাণহরণকারী মানুষের বাসস্থান দুর্গম সেই কৃতান্ত-পুরীকে সযত্নে পরিহার করিত। (১-১৪)

দূর হইতে উত্তম রত্নালঙ্কারে সজ্জিত নরপতিকে দেখিতে পাইয়া শবরগণ নানাপ্রকার আয়ুধহস্তে লুণ্ঠনার্থে তাহার দিকে ধাবিত হইল। এতদ্দৃষ্টে ধর্ম স্ত্রী ও কন্যাকে বলিল, 'এই ম্লেচ্ছগণ প্রথমে তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে, সুতরাং এই দিকে অরণ্যে পলায়ন কর।' ভূপতি তাহাদিগকে এই কথা বলিলে রাজ্ঞী চন্দ্রবতী এবং দুহিতা লাবণ্যবতী গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিল। বীর নৃপতি খড়্গ ও বর্মে সজ্জিত হইয়া তীরবর্ষণকারী তাহার দিকে ধাবমান বহু শবরকে বধ করিল। তখন শবরাধিপতি পল্লীস্থ সকলকে আহ্বানকরতঃ নৃপতিকে আক্রমণপূর্বক তাহার বর্ম ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাকে হত্যা করিল। লতা-

গুল্মের ভিতর লুক্কায়িত রাজ্ঞী চন্দ্রবতী দূর হইতে পতিকে নিহত হইতে দেখিয়া বিহ্বল চিত্তে কন্যাসহ বহুদূরস্থিত অন্য একটি গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিল। তথায় তাহারা মধ্যাহ্নতাপে ক্লান্ত বৃক্ষচ্ছায়াসমূহকে পথিকদিগের ন্যায় শীতল বৃক্ষমূলে শায়িত দেখিতে পাইল এবং ক্লান্ত ও বিষাদগ্রস্তা রাজ্ঞী কন্যার সহিত বিলাপ করিতে করিতে একটি পদ্মসরোবরতীরে অশোক বৃক্ষচ্ছায়াতলে উপবেশন করিল।

ইতোমধ্যে অদূরবাসী চণ্ডসিংহ নামক জনৈক গোষ্ঠীপ্রধান পুত্রসহ অশ্বারোহণে তথায় মৃগয়ার্থ সমাগত হইল। ধূলির উপর তাহাদের পদচিহ্ন দর্শন করিয়া সে তাহার পুত্র সিংহবিক্রমকে বলিল, 'আমরা এই সুন্দর সুলক্ষণযুক্ত পদচিহ্ন অনুসরণকরতঃ পদচিহ্নকারিণী রমণীদিগের সাক্ষাৎ লাভ করিলে তুমি উহাদিগের মধ্য হইতে তোমার পছন্দমত রমণীকে ভার্যারূপে নির্বাচিত করিতে পার।' চণ্ডসিংহ এই কথা বলিলে তাহার পুত্র সিংহবিক্রম বলিল, 'এই ক্ষুদ্র পদচিহ্ন যে রমণীর আমি তাহাকে পত্নীরূপে মনোনীত করিব। কারণ আমার মনে হইতেছে সে নিশ্চয়ই তরুণী এবং আমার উপযুক্ত হইবে। এই বৃহত্তর পদচিহ্ন যে রমণীর সে অধিক বয়স্কা হওয়াতে তোমার উপযুক্ত হইবে।' পুত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চণ্ডসিংহ তাহাকে বলিল, 'এইমাত্র সেদিন তোমার মাতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার মত সুপত্নীহারা হইয়া আমি এখনই কি প্রকারে অন্য নারী গ্রহণ করিব?' চণ্ডসিংহপুত্র তাহা শ্রবণ করিয়া বলিল, 'গৃহস্থের ভার্যাবিহীন গৃহ শূন্য বলিতে হইবে। উপরন্তু, তুমি কি মূলদেব রচিত গাথা শ্রবণ কর নাই? —'ঘনস্তনজঘনসম্পন্না নারী যে গৃহে সোৎসুকে কান্তের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে না তাহাকে গৃহ বলা হইলেও উহা নিগড়বিহীন দুর্গ মাত্র। কোন মূঢ় তাদৃশ গৃহে প্রবেশ করিবে? অতএব তাত! আমি যে মহিলাকে মনোনীত করিয়াছি তুমি যদি তাহার সঙ্গিনীকে তোমার পত্নীরূপে গ্রহণ না কর তবে আমার জীবন দ্বারা তুমি অভিশপ্ত হইবে।' (১৫-৩৩)

পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা অনুমোদনকরতঃ চণ্ডসিংহ ধীরে ধীরে তাহার সহিত পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সরোবরতীরস্থ সেইস্থানে উপনীত হইয়া বহু মুক্তারাজিসজ্জিত শ্যামা রাজ্ঞী চন্দ্রবতীকে বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবিষ্টা দেখিতে পাইল। দিবাভাগে তাহাকে মধ্যরজনীর ইন্দুর ন্যায় দেখাইতেছিল এবং দুহিতা লাবণ্যবতী যেন শুভ্র জ্যোৎস্না দ্বারা তাহাকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল। ঔৎসুক্য সহকারে চণ্ডসিংহ পুত্রের সহিত তাহার সমীপবর্তী হইলে চন্দ্রবতী তাহাকে দস্যু মনে করিয়া সভয়ে দণ্ডায়মান হইল।

কিন্তু রাজ্ঞীদুহিতা মাতাকে বলিল, 'মাতঃ, তুমি ভীতা হইও না। এই সৌম্যদর্শন সুবেশী ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই মৃগয়ার্থ আগত হইয়াছেন। ইঁহারা দস্যু নহেন।' কিন্তু চন্দ্রবতী তথাপি ইতস্ততঃ করিতে থাকিলে চণ্ডসিংহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণপূর্বক উভয় রমণীকে বলিল, 'তোমরা শঙ্কিতা হইও না। আমরা প্রণয়বশতঃ তোমাদিগকে এইস্থানে দর্শন করিতে আগমন করিয়াছি। অতএব

আমাদিগের উপর আস্থা স্থাপনপূর্বক নির্ভয়ে বল তোমরা কে? মনে হইতেছে তোমরা যেন রতি এবং প্রীতি, হরলোচনানলে দগ্ধ কামদেবের শোকে এই অরণ্যে পলায়ন করিয়াছ। এই মনুষ্যবিহীন অরণ্যে কি প্রকারে তোমরা উভয়ে প্রবেশ করিলে? তোমাদের মত দেহধারিণীদিগের রত্নময় প্রাসাদই উপযুক্ত নিবাসস্থল। বরাঙ্গনাদিগের ক্রোড়ে স্থাপিত হইবার যোগ্য তোমাদের চরণ কণ্টকপূর্ণ ভূমি অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া আমাদের হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে। বলিতে বিস্ময় লাগিতেছে যে বাত্যাতাড়িত ধূলিদ্বারা তোমাদের আনন আবৃত হওয়াতে আমাদের মুখলাবণ্য ছায়াবৃত হইয়াছে। তোমাদের পুষ্পপেলব দেহে খর রবিকিরণ পতিত হওয়াতে আমরাই যেন প্রখর জ্বালা অনুভব করিতেছি। তোমাদের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছি। এই শ্বাপদসংকুল অরণ্যে তোমরা অধিষ্ঠান করিতেছ দেখিয়া আমরা অতিশয় বিষাদগ্রস্ত হইয়াছি।' (৩৪-৪৬)

চণ্ডসিংহ এই কথা বলিলে, রাজ্ঞী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক লজ্জায় এবং দুঃখে স্বীয় কাহিনী তাহার নিকট নিবেদন করিল। তখন রক্ষকহীন দেখিয়া তাহাকে এবং তাহার কন্যাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক মধুর বাক্যদ্বারা তাহাদিগকে স্বপরিবারভুক্ত করিল। সে এবং তাহার পুত্র রাজ্ঞী এবং রাজকুমারীকে অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপিত করিয়া তাহাদের সমৃদ্ধ প্রাসাদে লইয়া গেল। অসহায়া রাজ্ঞী চণ্ডসিংহের ইচ্ছাধীন হইয়া যেন দ্বিতীয় জন্মলাভ করিল। বিদেশে বিপদ-গ্রস্তা নারী আর কি ই বা করিতে পারে? তখন চণ্ডসিংহপুত্র সিংহপরাক্রম ক্ষুদ্র পদতলবশতঃ চন্দ্রবতীকে বিবাহ করিল এবং চণ্ডসিংহ তাহার কন্যা রাজকুমারী লাবণ্যবতীর দীর্ঘ পদতল হওয়ায় তাহাকে বিবাহ করিল। হ্রস্ব এবং দীর্ঘ পদাঙ্ক দৃষ্টে তাহারা পূর্বে এই প্রকারই সর্তাবদ্ধ হইয়াছিল। প্রতিশ্রুতি কে ভঙ্গ করিতে ইচ্ছা করে?

এই প্রকার পাদবিপর্যয়ে কন্যা পিতার পত্নী এবং মাতা পুত্রের পত্নী হইল এবং কন্যা স্বীয় মাতার শ্বশ্রূ এবং মাতা স্বীয় কন্যার পুত্রবধূ হইল। কালক্রমে তাহারা উভয়েই পুত্র এবং কন্যার জন্ম প্রদান করিল এবং সেই পুত্রকন্যা-দিগেরও পুত্রকন্যা হইল। এইরূপে লাবণ্যবতী এবং চন্দ্রবতীকে ভার্যারূপে প্রাপ্ত হইয়া চণ্ডসিংহ এবং সিংহপরাক্রম তাহাদের নগরীতে বাস করিতে লাগিল।'

পথিমধ্যে রজনীতে বেতাল এই কাহিনী বর্ণনা করিয়া নৃপতি ত্রিবিক্রমসেনকে প্রশ্ন করিল, 'এখন রাজন্, কালক্রমে পুত্র এবং পিতা দ্বারা মাতা এবং দুহিতার গর্ভে যে সন্তানদিগের জন্ম হইয়াছিল তাহাদের পরস্পরের সহিত কি সম্বন্ধ হইয়াছিল? যদি তোমার জানা থাকে তবে বল, জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও যদি না বল তবে তুমি পূর্বকথিত মত অভিশপ্ত হইবে।' (৪৭-৫৯)

বেতালের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বারংবার মনে পর্যালোচনাপূর্বক ইহার কোন সমাধান প্রাপ্ত না হইয়া নৃপতি মৌনাবস্থায় পথ চলিতে লাগিল। তখন শবদেহাভ্যন্তরে স্থিত নৃপতির স্কন্ধোপরি বেতাল মনে মনে সাহাস্যে চিন্তা করিতে লাগিল, 'বেশ হইয়াছে, নৃপতি এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে অসমর্থ

হইয়া দ্রুতপদে মৌনাবলম্বনপূর্বক গমন করিতেছে। এই সত্ত্ববান নরপতিকে আর বঞ্চনা করিতে সমর্থ হইব না। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও সেই ভিক্ষু আমার সহিত ধূর্ততা করিতে বিরত হইবে না। অতএব আমি এখন সেই দুরাত্মাকে বঞ্চনাপূর্বক কৌশলে তাহার অর্জিত সিদ্ধি এই ভূপতিকে প্রদান করিব। উহার ভবিষ্যৎ অতিশয় সুখপ্রদ।'

এইরূপ চিন্তা করিয়া বেতাল নৃপতিকে বলিল, 'রাজন্, এই ঘোর রজনীতে ভয়ঙ্কর শ্মশানে গমনাগমন করিয়া অতিশয় ক্লিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তোমার বিন্দুমাত্র ধৈর্যচ্যুতি ঘটে নাই। যে আশ্চর্যজনক অসম সাহস দেখাইয়াছ তাহাতে আমি প্রীত হইয়াছি; আমি এই দেহ হইতে বহির্গত হইতেছি, তুমি ইহা লইয়া প্রস্থান কর। তোমার হিতার্থে যে উপদেশ প্রদান করিতেছি তাহা শ্রবণ কর এবং তদনুরূপ কার্য সম্পাদন কর। ঐ কুশ্রমণ, যাহার জন্য তুমি এই শব বহন করিতেছ, অচিরে আমাকে ইহার অভ্যন্তরে আহ্বানকরতঃ পূজা করিবে এবং বলিদান করিবার নিমিত্ত সেই পাপাত্মা তোমাকে বলিবে, 'রাজন্ তুমি ভূতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কর।' তখন মহারাজা তুমি সেই শ্রমণকে বলিবে, 'অগ্রে আমাকে প্রদর্শন করাও কি প্রকারে ঐরূপ করিতে হইবে এবং আমি পরে ঠিক তদ্রূপ করিব।' সে তোমাকে দেখাইবার নিমিত্ত সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলে তুমি অসি দ্বারা অবশ্য তাহার শিরশ্ছেদন করিবে। তখন সে যে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে আকাঙ্ক্ষা করে তাহা তুমি প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ বিদ্যাধরদিগের উপর আধিপত্য। উহাকে বলিপ্রদানকরতঃ এই পৃথিবী ভোগ কর। অন্যথা ঐ ভিক্ষু তোমাকে বলিদান করিবে। যাহাতে এইরূপ না ঘটে তন্নিমিত্তই আমি এতাবৎকাল পর্যন্ত তোমার সম্মুখে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছি। এখন প্রস্থান কর, তোমার সিদ্ধিলাভ হউক।' এই কথা বলিয়া বেতাল ভূপতির স্কন্ধদেশস্থিত শবদেহ হইতে বহির্গত হইল।

প্রীত বেতালের বাক্যে চালিত হইয়া সে ভিক্ষু ক্ষান্তিশীলকে তাহার শত্রু বলিয়া গণ্য করিল, তথাপি শবদেহ সহিত সেই বৃক্ষতলে উপবিষ্ট ভিক্ষুর নিকট হৃষ্টচিত্তে গমন করিল। (৬০-৭৫)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের একত্রিংশ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—৭৫
ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা—১৬,৯৩৫।

দ্বাত্রিংশ তরঙ্গ

পঞ্চবিংশ বেতাল

অতঃপর নরপতি ত্রিবিক্রমসেন মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া ভিক্ষু ক্ষান্তিশীলের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল যে তাপস সেই কৃষ্ণপক্ষের ঘোর রজনীতে শ্মশানে বৃক্ষমূলে একাকী তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। পীত অস্থিচূর্ণ দ্বারা মণ্ডল রচনাকরতঃ ভূমিতল রুধিরে লিপ্ত করিয়া চতুষ্কোণে রক্তপূর্ণ কলসী রক্ষিত হইয়াছিল। নরবসাযুক্ত প্রদীপমালা দ্বারা ঐ স্থান উত্তমভাবে আলোকিত হইয়াছিল এবং পার্শ্বদেশে বলিসংক্রান্ত উপচারসহ হোমাগ্নি প্রজ্বলিত ছিল। তথায় শ্রমণ তাহার ইষ্ট দেবতার আরাধনায় ব্যাপৃত ছিল।

নৃপতি তাহার নিকট আগমন করিল এবং মৃতদেহ আনীত হইয়াছে দেখিয়া তাপস সহর্ষে গাত্রোত্থানপূর্বক রাজাকে প্রশংসা করিয়া বলিল, 'মহারাজ, তুমি আমার নিমিত্ত দুষ্কর কার্য সম্পাদন করিয়াছ। তোমার মত ব্যক্তি যে এইস্থানে এই সময়ে এইরূপ কার্য করিবে তাহা ভাবিলেও বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। লোকে যে বলে তুমি মহান নৃপতিদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাহা অতীব সত্য। তোমার নিষ্কম্প সাহস, স্বার্থ চিন্তা না করিয়া তুমি পরার্থে কার্য করিতে সতত প্রস্তুত। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে জীবন বিপন্ন করিয়াও মহৎ ব্যক্তিগণ কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে বিচ্যুত হন না।'

এইরূপ বলিয়া স্বীয় কার্য সাধিত হইয়াছে মনে করিয়া ভিক্ষু নৃপতির স্কন্ধ হইতে ঐ মৃতদেহ অবতরণপূর্বক উহাকে স্নান করাইয়া সুগন্ধিলিপ্তকরতঃ মাল্যভূষিত করিয়া সেই মণ্ডলমধ্যে নিক্ষেপ করিল। অতঃপর সে স্বীয় দেহ ভস্মমণ্ডিত করিয়া একটি লোমনির্মিত যজ্ঞোপবীত ধারণ করিল এবং শবের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া কিয়ৎকাল ধ্যানরত রহিল। ভিক্ষু মন্ত্রবলে সেই প্রতাপশালী বেতালকে মৃতদেহে প্রবেশ করাইয়া উহার অর্চনা করিতে উদ্যত হইল। নর-কপালে অর্ঘ্যপাত্র রচনা করিয়া শ্বেত নরদন্তদ্বারা উহাকে অর্ঘ্য প্রদান করিল। পুষ্প এবং সুগন্ধি আলেপনাদি প্রদানকরতঃ মানবনেত্র ধূপরূপে উৎসর্গ করিল, নরমাংস নৈবেদ্যস্বরূপ প্রদান করিল। এইরূপে পূজা সমাপনান্তে সে পার্শ্বস্থিত রাজাকে বলিল, 'রাজন্, এই মন্ত্রাধীশকে ভূতলে পতিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কর। এই বরদাতা তোমার সমস্ত মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন।'

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বেতালের কথা ভূপতির স্মরণপথে উদিত হইল এবং সে শ্রমণকে বলিল, 'কি প্রকারে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে হয় আমি তাহা জ্ঞাত নহি। ভগবন্, অগ্রে আপনি আমাকে দেখাইয়া দিন, পরে আমি তদ্রূপ করিব।' অতঃপর শ্রমণ ভূমিতে পতিত হইয়া কিরূপ করিতে হইবে, রাজাকে দেখাইতে উদ্যত হইলে রাজা এক খড়্গাঘাতে তাহার মস্তক-ছিন্নকরতঃ তাহার বক্ষঃস্থল হইতে হৃদয়পদ্ম নিষ্কাশিতপূর্বক উহা এবং উহার ছিন্নমুণ্ড পদ্মদ্বয়স্বরূপ বেতালকে নিবেদন করিল। (১-১৯) তখন সর্বদিক

হইতে প্রহৃষ্ট ভূতগণ সাধুবাদ নিবেদন করিলে শবদেহস্থিত বেতাল নৃপতিকে বলিল, 'রাজন, বিদ্যাধরদিগের উপর আধিপত্য, যাহা এই ভিক্ষুর আকাঙ্ক্ষিত ছিল পার্থিব ভোগসম্ভোগান্তে তাহা তোমার হইবে। তোমাকে আমি অনেক কষ্ট প্রদান করিয়াছি। ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর।' বেতালের এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা তাহাকে বলিল, 'তুমি আমার উপর প্রীত হওয়াতে আমার সমস্ত বর প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তোমার কথা ত বিফল হইবার নহে, অতএব আমি তোমার নিকট হইতে এই বর প্রার্থনা করি; প্রশ্নোত্তর এবং রম্যকাহিনী-সংবলিত এই চতুর্বিংশ কাহিনী এবং উপসংহারস্বরূপ এই পঞ্চবিংশতি আখ্যায়িকা নিখিল বিশ্বে প্রখ্যাত এবং সম্মানিত হউক।' নৃপতি বেতালকে এই অনুরোধ করিলে সে বলিল, 'রাজন্ তাহাই হইবে। এখন শ্রবণ কর, তোমাকে একটি বিশেষ কথা বলিতেছি, এই প্রথম চতুর্বিংশতি কথামালা এবং উপসংহারস্বরূপ এই কাহিনী 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' নামে পৃথিবীতে মঙ্গলপ্রদ হইয়া খ্যাত এবং পূজিত হইবে। যে ভক্তিভরে ইহার একটি মাত্রও শ্লোক পাঠ করিবে অথবা শ্রবণ করিবে উহারা উভয়েই সর্বপাপ মুক্ত হইবে। যক্ষ, বেতাল, শিবের গণ প্রভৃতি, ডাকিনী, রাক্ষসাদি ইহা যেথায় পঠিত হইবে তথায় কোনপ্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইবে না।' এই কথা বলিয়া শবদেহ মুক্ত হইয়া সে যোগমায়াবলে যথাভীপ্সিত স্থানে প্রস্থান করিল। (২০-৩০)

তখন হৃষ্ট মহেশ্বর দেবতাবর্গসহ তথায় সশরীরে আবির্ভূত হইয়া প্রণত নৃপতিকে বলিলেন, 'সাধু! বৎস সাধু! বিদ্যাধরদিগের উপর আধিপত্যলাভার্থে অতিশয় ইচ্ছুক এই কূট তাপসকে অদ্য তুমি হত্যা করিয়াছ। পূর্বে আমি আমার অংশ হইতে তোমাকে ম্লেচ্ছরূপী অসুরদিগের সংহর্তা বিক্রমাদিত্যরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলাম। এখন পুনর্বার তোমাকে জনৈক দুর্বৃত্তকে দমন করিবার নিমিত্ত ত্রিবিক্রমসেন নামক শূর নৃপতি রূপে সৃষ্টি করিয়াছি। সদ্বীপ পাতাল তোমার বশে আনয়নপূর্বক তুমি বিদ্যাধরদিগের রাজচক্রবর্তী হইবে। বহুকাল স্বর্গসুখভোগান্তে তুমি দুঃখিত চিত্তে ঐ সমস্ত পরিহারপূর্বক অবশেষে আমার সাযুজ্য লাভ করিবে। এখন আমার নিকট হইতে 'অপরাজিত' নামা এই খড়্গ গ্রহণ কর। ইহার প্রভাবে তুমি এতদসমুদায় প্রাপ্ত হইবে।' এই কথা বলিয়া শিব নৃপতিকে ঐ খড়্গ প্রদান করিলেন এবং তৎকর্তৃক পুষ্প ও স্তবাদি দ্বারা অর্চিত হইয়া তিরোধান করিলেন। তখন ভূপতি ত্রিবিক্রমসেন সমস্ত কর্ম সম্পাদিত হইয়াছে এবং রজনীও প্রভাত হইয়াছে দৃষ্টে স্বনগরী প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিল। তথায় তাহার প্রজাবর্গ কালক্রমে তাহার সেই রজনীর অভিযান-কথা জ্ঞাত হইয়া হৃষ্ট হইল এবং সে সমস্ত দিবস স্নানে, দানে, শিবার্চনায় এবং নৃত্যগীতবাদ্যাদিতে অতিবাহিত করিল। কতিপয় দিবসের মধ্যেই সেই কৃতী নৃপতি শিবপ্রদত্ত খড়্গের প্রভাবে শত্রুমুক্ত করিয়া সদ্বীপ এবং এই ধরণী নিষ্কণ্টকে সম্ভোগকরতঃ অবশেষে মহেশ্বরের কৃপায় বিদ্যাধর-দিগের উপর আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া সফল, মনোরথসিদ্ধাবস্থায় বহুকাল

যাপনকরতঃ অবশেষে ভগবান শিবের সহিত সাযুজ্য লাভ করিয়াছিল। (৩১-৪১) **(ইতি বেতাল পঞ্চবিংশতি সমাপ্ত)**

পথিমধ্যে মন্ত্রী বিক্রমকেশরী শাপপ্রভাবে কৃতার্থ রাজকুমার মৃগাঙ্কদত্ত হইতে বহুকাল বিযুক্ত রহিয়া এই সমস্ত কাহিনী বর্ণনান্তে তাহাকে বলিল, 'রাজপুত্র, সেই বৃদ্ধ দ্বিজ সেই গ্রামে এই 'বেতালপঞ্চবিংশতি' আখ্যায়িকা বর্ণনান্তে আমাকে বলিল, 'বৎস, সেই বীর নৃপতি ত্রিবিক্রমসেন কি বেতালের প্রসাদে তাহার ঈপ্সিত বস্তু প্রাপ্ত হন নাই? তুমিও আমার এই মন্ত্র গ্রহণপূর্বক নৈরাশ্য পরিত্যাগকরতঃ বেতালপ্রধানকে প্রাপ্ত হইয়া তাহার সহায়তায় কুমার মৃগাঙ্কদত্তের সহিত পুনর্মিলিত হও। ধৈর্যশীল পুরুষের কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। ধৈর্যের বাঁধ ভঙ্গ হইলে কে না বিফলকাম হয়? তুমি আমাকে বিষধর সর্প দংশনের যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়াছিলে, আমি স্নেহবশতঃ তোমাকে যাহা করিতে বলিতেছি তাহা সম্পাদন কর। হে রাজন্, বিপ্র এই কথা বলিলে আমি তাহার নিকট হইতে সেই মন্ত্র এবং ইহার প্রয়োগ পদ্ধতি আয়ত্তপূর্বক তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া উজ্জয়িনীতে গমন করিলাম। তথায় রজনীতে শ্মশানে একটি মৃতদেহ প্রাপ্ত হইয়া আমি উহাকে ধৌতকরতঃ অন্যান্য প্রক্রিয়া দ্বারা বেতালকে আহ্বান করিয়া তাহার অর্চনা করিলাম। তাহার ক্ষুধা অপনোদনার্থে তাহাকে নরমাংস নিবেদন করিলে সেই নরমাংসলোভী অচিরে তাহা উদরসাৎ করিয়া আমাকে বলিল, 'ইহাতে আমি পরিতৃপ্ত হই নাই, আমাকে আরও কিঞ্চিৎ নরমাংস প্রদান কর।' সে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিবে না দেখিয়া আমি তাহার তৃপ্তি বিধানার্থে স্বীয় মাংস নিবেদন করিলে সেই যোগেশ্বর আমাকে বলিল, 'সখে, তোমার এই শৌর্যে আমি তুষ্ট হইয়াছি। তোমার দেহ পূর্ববৎ অক্ষত হউক। তোমার ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর।' (৪২-৫১)

বেতাল এই কথা বলিলে আমি তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করিলাম, 'ভগবন্, আমার প্রভু মৃগাঙ্কদত্ত যেথায় আছেন আমাকে তথায় লইয়া যান, ইহা ব্যতীত অন্য কোন বর আমি ইচ্ছা করি না।' তখন প্রবল প্রতাপান্বিত বেতাল আমাকে বলিল, 'তবে অচিরে আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর, আমি শীঘ্রই তোমাকে তোমার প্রভুর কাছে লইয়া যাইব।' বেতাল এই কথা বলিলে আমি সম্মত হইয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলে শবদেহস্থ বেতাল আমাকে লইয়া আকাশমার্গে সত্বর যাত্রা করিল। রাজন্, অদ্য সে আমাকে হেথায় আনয়নকরতঃ পথিমধ্যে তোমার দর্শন লাভ করিয়া সেই প্রতাপশালী বেতাল আকাশ হইতে অবতরণপূর্বক আমাকে তোমার পাদমূলে স্থাপিত করিয়াছে। অদ্য আমি আমার প্রভুর সহিত পুনর্মিলিত হইয়াছি এবং বেতাল তাহার কর্ম সমাপনান্তে প্রস্থান করিয়াছে। হে মানদ, নাগশাপে তোমা হইতে বিযুক্ত হইবার পর আমার ভাগ্যে ইহাই ঘটিয়াছিল।'

কান্তার সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত উজ্জয়িনী গমনপথে মৃগাঙ্কদত্ত তাহার নিকট হইতে বিযুক্ত হইবার পর মন্ত্রী বিক্রমকেশরীর অভিযান বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট হইল এবং কালক্রমে পারাবতাক্ষের শাপে বিযুক্ত মন্ত্রীদিগের মধ্যে কতিপয়কে প্রাপ্ত হইয়া মনে করিল যে, শীঘ্রই সে সকল কার্যে সফলকাম হইবে। (৫২-৫৮)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের দ্বাত্রিংশ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—৫৮
ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা—১৬,৯৯৩।

যাহার জানুদেশে রজনীতে মৃত্যুকালে আকাশ হইতে নক্ষত্রমালা পতিত হইয়া বিজড়িত হইয়াছে সেই বিঘ্নজিৎকে নমস্কার করি।

অতঃপর কথাবসানে প্রহৃষ্ট মৃগাঙ্কদত্ত পথিমধ্য হইতে উত্থানপূর্বক বিক্রম-কেশরীকে লইয়া অষ্টজনের সহিত উজ্জয়িনীর দিকে যাত্রা করিল। বহুপূর্বেই শশাঙ্কবতীকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত এই যাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল। বিক্রমকেশরীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহাকে লইয়া যে অষ্টজন হইয়াছিল তাহারা হইল গুণাকর, বিমলবুদ্ধি, বিচিত্রকথ, ভীমপরাক্রম, প্রচণ্ডশক্তি এবং দ্বিজ শ্রুতাধি। নাগশাপে যাহাদের সহিত তখনও পুনর্মিলিত হইতে পারে নাই তাহাদিগকে অন্বেষণ করা হইতে লাগিল। কালক্রমে সে পাদপবিহীন মরুভূমিতে উপনীত হইল। প্রচণ্ড মার্তণ্ডতাপে তথায় বারি শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল এবং উহা তপ্ত বালুকায় পূর্ণ ছিল। ঐ স্থানে পর্যটন করিবার সময় রাজকুমার তাহার মন্ত্রীদিগকে বলিল, 'এই ভয়ঙ্কর বিস্তীর্ণ মরুভূমি অতিক্রম করা কি প্রকার ক্লেশকর তাহা অবলোকন কর। ইহাতে কোন প্রকার আশ্রয়স্থান নাই, ইহা পথবিহীন এবং মনুষ্য কর্তৃক পরিত্যক্ত। ইহার শোকানল শিখা যেন ঐ বালুময় মরীচিকায় দৃষ্ট হইতেছে এবং শুষ্ক তৃণরাজি যেন ইহার বিস্রস্ত অবিন্যস্ত কেশপাশ। সিংহ, ব্যাঘ্র এবং অন্যান্য হিংস্র পশুর ভয়ে যেন ইহার কণ্টকসমূহ রোমাঞ্চিত হইতেছে এবং তৃষ্ণার্ত, তাপদগ্ধ, ক্লান্ত মৃগসমূহের আর্তনাদ ইহার বিলাপধ্বনি বলিয়া মনে হইতেছে। যতশীঘ্র সম্ভব এই ভয়ঙ্কর মরু আমাদিগকে অতিক্রম করিতে হইবে।' (১-১০)

এই কথা বলিয়া মৃগাঙ্কদত্ত ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত অমাত্যবৃন্দের সহিত অচিরে এই মরু অতিক্রমকরতঃ সম্মুখে শীতল বারিপূর্ণ একটি বৃহৎ স্বচ্ছ সরোবরের দর্শন লাভ করিল। মনে হইল চন্দ্র যেন সূর্যতাপে গলিত হইয়া দ্রবীভূত অবস্থায় তথায় নির্ঝরিণীরূপে প্রবেশ করিয়াছে। ইহা দিগন্তব্যাপী বিস্তৃত ছিল এবং স্বীয় প্রতিবিম্ব অবলোকনের নিমিত্ত ইহা যেন ত্রৈলোক্য লক্ষ্মীসম্ভূত মণিদর্পণ ছিল। এই সরোবর মহাভারতের প্রতীক ছিল। ধার্তরাষ্ট্রবৃন্দ (ধৃতরাষ্ট্র=হংসবিশেষ) হেথায় কলহতৎপর ছিল এবং বহু অর্জুন বৃক্ষের ছায়া ইহাতে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। ইহার বারি সুমিষ্ট এবং সুস্বাদু ছিল। ইহার মন্থিত কালসমুদ্রের বারি নিকটস্থ নীলকণ্ঠ (পক্ষী বিশেষ) দ্বারা পীত হইতেছিল এবং লক্ষ্মীর অন্বেষণার্থে বিষ্ণু হয়ত ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহা পৃথিবীতে পাতালের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল, কারণ ইহার শীতল বিশাল গহ্বরে সূর্য-কিরণ প্রবেশ করিত না এবং ইহা সতত কমলরাজিতে শোভিত থাকিত। (১১-১৬)

ইহার পশ্চিমতীরে রাজকুমার এবং মন্ত্রিবর্গ একটি অদ্ভুত বিশাল বৃক্ষ অবলোকন করিল। ইহার সুদূরবিস্তৃত বহু শাখা বাত্যান্দোলিত হইয়া বাহুর

ন্যায় দেখাইতেছিল এবং ইহার শিরোলগ্ন মেঘরাজি গঙ্গার ন্যায় প্রতিভাত হওয়ায় মনে হইল যেন শিব নৃত্য করিতেছেন। ইহার গগনভেদী শিখরাগ্র যেন দণ্ডায়মান রহিয়া ঔৎসুক্যভরে নন্দনকাননের শোভা পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। ইহার শাখাতে দিব্যসৌরভযুক্ত ফলরাজি থাকাতে ইহাকে সুরগণ কর্তৃক পীযূষ-কলস স্থাপিত কল্পদ্রুমের ন্যায় মনে হইতেছিল। অঙ্গুলির অগ্রভাগসম ইহার পল্লবসমূহ পক্ষিকূজনের সহিত যেন মুহুর্মুহুঃ বলিতেছিল, 'আমাকে কোন প্রশ্ন করিও না।'

কুমার মৃগাঙ্কদত্ত যখন ঐ বৃক্ষের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিল তখন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া বৃক্ষের দিকে ধাবিত হইয়া ফলরাশি দেখামাত্র উহা ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত বৃক্ষারোহণ করিবার পরই অবিলম্বে উহারা ছয়জন অকস্মাৎ নরদেহ পরিত্যাগপূর্বক ফলের রূপ ধারণ করিল। মৃগাঙ্কদত্ত বয়স্যাদিগের অদর্শনে উহাদের প্রত্যেককে বিহ্বল চিত্তে নাম গ্রহণপূর্বক আহ্বান করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের কোন উত্তর প্রাপ্ত না হইয়া এবং কোথাও তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া বিষণ্ণ কুমার হতাশস্বরে, 'হা হতোঽস্মি' বলিয়া ভূতলে অচেতন হইয়া পতিত হইল। বিপ্র শ্রুতধি, যে বৃক্ষে আরোহণ করে নাই, কেবলমাত্র সে তাহার পার্শ্বে ছিল। (১৭-২৬)

তৎক্ষণাৎ বিপ্র শ্রুতধি তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিল, 'প্রভো, জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও দৃঢ়তা পরিত্যাগপূর্বক কেন হতাশ হইয়া পড়িয়াছ? যে ব্যক্তি বিপদে ধৈর্যচ্যুত হয় না সে কল্যাণ লাভ করে। নাগশাপে তোমার সঙ্গচ্যুত ঐ মন্ত্রীদিগকে তুমি কি পুনঃপ্রাপ্ত হও নাই? সেই প্রকারে তুমি উহাদিগকে এবং অন্যান্যদিগকে নিশ্চয়ই পুনরায় প্রাপ্ত হইবে, উপরন্তু শশাঙ্কবতীর সহিত তোমার অচিরে মিলন হইবে।' শ্রুতধির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজকুমার প্রত্যুত্তর করিল, 'ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইবে? প্রকৃত সত্য এই যে বিধাতা আমাদের বিনাশের জন্য ঘটনাবলী এই প্রকারে নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। ইহা যদি না হইবে তবে বেতাল কেন রজনীতে উপস্থিত হইল? ভীমপরাক্রম কেন ঐ প্রকার কার্য করিল? আমিই বা কেন উহাদের কথোপকথন প্রসঙ্গে শশাঙ্কবতীর কথা শ্রবণকরতঃ তাহাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত অযোধ্যায় যাত্রা করিলাম? বিন্ধ্যাটবীতে আমরা কেন পরস্পর হইতে নাগশাপে বিচ্ছিন্ন হইলাম? যদিও কালক্রমে আমরা কতিপয় মিলিত হইয়াছিলাম তথাপি দ্বিতীয়বার কেন পুনরায় বিযুক্ত হইয়া আমার অভীষ্ট কর্মের বিনাশ হইবে? সখে, এই সব ঘটনাসমূহ পরস্পরের সহিত একত্রে গ্রথিত। উহারা ঐ বৃক্ষে নিশ্চয়ই কোন দানব কর্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে। উহাদের বিহনে আমার জীবনের অথবা শশাঙ্কবতীরই বা কি মূল্য আছে? এই সমস্তই কি মায়া নয়?' এই কথা বলিয়া শ্রুতধির বারণ সত্ত্বেও মৃগাঙ্কদত্ত বিষাদগ্রস্ত হইয়া সরোবরে ঝম্প প্রদান করিতে উদ্যত হইল। সেই মুহূর্তে অশরীরী আকাশবাণী শ্রুত হইল, 'বৎস, এই প্রকার দুঃসাহসিক কার্য করিও না, অন্তে তোমার মঙ্গল হইবে। স্বয়ং গণপতিদেব এই বৃক্ষে বাস করেন। তোমার মন্ত্রীরা অদ্য তাহাকে অজ্ঞাতে অপমান করিয়াছে। রাজন, তাহারা

হস্তমুখপদাদি ধৌত না করিয়া অশুচি অবস্থায় ক্ষুধার্ত হইয়া ফল আহরণের নিমিত্ত বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিল। এই নিমিত্ত ফল স্পর্শ করামাত্রই তাহারা স্বয়ং ফলরূপে পরিণত হইয়াছে। গণেশ তাহাদিগকে এইরূপে অভিশপ্ত করিয়াছিলেন, 'উহাদিগের মন যেদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে উহারা তদ্বৎ আকৃতি প্রাপ্ত হউক।' অধিকন্তু পূর্বে তোমার যে মন্ত্রিচতুষ্টয় ঐরূপে বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিল, তাহারাও দেব গণেশ কর্তৃক ফলে রূপান্তরিত হইয়াছিল। তুমি তপশ্চর্যাপূর্বক গণদেবের উপাসনা করিলে তোমার সকল মনোরথ সিদ্ধ হইবে।' (২৭-৪১)

এই সুধাবর্ষী বাক্য মৃগাঙ্কদত্তের কর্ণে প্রবেশ করিলে তাহার হৃদয়ে পুনরায় আশা উদ্দীপিত হইল এবং সে আত্মহত্যা করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিল। সে সরোবরে স্নানান্তে উপবাসপূর্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সেই বৃক্ষস্থ গণপতিদেবকে বিনীত হইয়া স্তব করিতে লাগিল, 'তোমার তাণ্ডব নৃত্যভারে সমভূমি, পর্বত এবং অরণ্যসহ এই পৃথিবী যে গজবদনদেবকে অর্চনা করে তাহার জয় হউক! দেবাসুর ও নরঅধ্যুষিত এই ত্রিভুবন যাহার পাদপদ্মদ্বয় অর্চনা করে তাহার জয় হউক! অশেষ মহাঋদ্ধির আগার কুম্ভোপমাকার দেবতা, তোমার জয় হউক! যুগপৎ উদিত দ্বাদশমার্তণ্ডের ন্যায় তেজঃপূর্ণ দেব তোমার জয় হউক! হরহরি, সুরপতির নিকট দুর্জয়, অদিতি বংশের অকালধ্বংসকারী দেব, তোমার জয় হউক। ভক্তদিগের বিপদভঞ্জনকারী দেব তোমার জয় হউক! লীলাছলে হস্তে দীপ্তিময় পরশুধারী দেব, তোমার জয় হউক! পতি যাহাতে ত্রিপুর বধ করিতে সমর্থ হন তন্নিমিত্ত স্বয়ং দেবী গৌরী যাহার উপাসনা করিয়াছিলেন, হে গণেশ তোমার জয় হউক! হে দেব, আমি তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি, তোমার জয় হউক!' মৃগাঙ্কদত্ত এইরূপ বাক্য দ্বারা অনাহারে বৃক্ষতলে কুশশয্যায় অধিষ্ঠিত হইয়া গণেশের স্তুতি করিয়াছিল। একই প্রকারে দ্বাদশদিবস বিঘ্ননাশক গণদেবের অর্চনা করিবার কালে শ্রুতধি তাহার পরিচর্যারত ছিল। (৪২-৫০)

দ্বাদশ দিবসের রজনীতে গণেশ তাহাকে আদেশ করিলেন, 'বৎস, আমি তোমার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার মন্ত্রীরা শাপমুক্ত হইবে এবং তুমি তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইবে। তাহাদের সহিত গমনপূর্বক তুমি যথাকালে শশাঙ্কবতীকে প্রাপ্ত হইয়া স্বনগরীতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক নিখিল ধরণী শাসন করিবে।' গণেশ্বর কর্তৃক স্বপ্নে এই প্রকারে আদিষ্ট হইয়া নিশাবসানে মৃগাঙ্কদত্ত জাগরিত হইয়া শ্রুতধির নিকট স্বপ্নের কথা বর্ণনা করিলে সে তাহাকে অভিনন্দিত করিল। অতঃপর প্রাতঃকালে স্নানান্তে বিনায়ক অর্চনাপূর্বক যখন সে দেবাশ্রিত সেই বৃক্ষ প্রদক্ষিণ করিতে উদ্যত হইল তখন তাহার দশজন মন্ত্রীই শাপমুক্ত হইয়া ফলরূপ পরিত্যাগকরতঃ বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্বক তাহার চরণে লুণ্ঠিত হইল। পূর্বোক্ত ষষ্ঠজন ব্যতীত ঐ মন্ত্রী চতুষ্টয়ের নাম ছিল ব্যাঘ্রসেন, স্থূলবাহু, মেঘবল এবং দৃঢ়মুষ্টি।

তখন সফল মনোরথ কুমার যুগপৎ সমস্ত অমাত্যবর্গকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দাকুলিত দৃষ্টি, ভাবগতি ও বাক্যদ্বারা পুনঃপুনঃ তাহাদিগকে অনুরাগে আলিঙ্গনকরতঃ প্রত্যেকের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। রাজকুমার কি প্রকারে

তপশ্চর্যা দ্বারা অমাবস্যার চন্দ্রের ন্যায় ক্ষীণ কলেবর প্রাপ্ত হইয়াছেন শ্রুতাধি প্রকৃত ঘটনা তাহাদিগের নিকট ব্যক্ত করিলে তাহারা এবম্প্রকার প্রকৃত রক্ষাকর্তা প্রাপ্ত হওয়ায় নিজেদের অভিনন্দিত করিল। অমাত্যবর্গ সরোবরে যথাবিধি স্নানাদি কার্য সম্পাদন করিলে মৃগাঙ্কদত্ত স্বকার্য সিদ্ধ হইবার আশায় আশান্বিত হইয়া উহাদিগের সহিত উপবাসভঙ্গকরতঃ সানন্দে পারণ করিল। (৫১-৫৯)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের ত্রয়স্ত্রিংশ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—৫৯
ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা—১৭,০৫২।

চতুস্ত্রিংশ তরঙ্গ

পারণান্তে মৃগাঙ্কদত্ত সুস্থ হইয়া অমাত্যদিগের সহিত সেই সরোবরতীরে উপবিষ্ট হইয়া সেই দিবস যে মন্ত্রিচতুষ্টকে প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহার সহিত বিযুক্ত হইবার পর উহাদের যাহা ঘটিয়াছিল তাহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত উহাদিগকে ভদ্রভাবে প্রশ্ন করিলে উহাদিগের মধ্য হইতে ব্যাঘ্রসেন নামক মন্ত্রী তাহাকে বলিল, 'দেব, শ্রবণ করুন, আমাদের অভিযানের কথা বলিতেছি ! নাগ পারাবতাক্ষের অভিশাপে আপনার সঙ্গ হইতে বিযুক্ত হইয়া বাহ্য-জ্ঞানহারা হইয়া সেই রজনীতে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে সংজ্ঞালাভপূর্বক অন্ধকারে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া কোন পথে গমন করিতে হইবে তাহা নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইলাম। শোকে দীর্ঘায়মান নিশার অবসানে ভগবান রবি উদিত হইয়া সমস্ত দিক প্রকাশ করিলে বলিতে লাগিলাম, 'হায় ! হায় ! প্রভু কোন দিকে গমন করিয়াছেন ? আমাদের সঙ্গচ্যুত হইয়া তিনি এইস্থানে কি প্রকারে অধিষ্ঠান করিবেন ? তাঁহাকে কি প্রকারে কোথায় প্রাপ্ত হইব ? উজ্জয়িনীতে বরং গমন করা যাউক, তথায় শশাঙ্কবতীর অন্বেষণে তিনি নিশ্চয়ই গমন করিবেন। অগ্নিচূর্ণসম রবিকরে দগ্ধ হইয়া আমি সেই ক্লেশকর অটবীর মধ্য দিয়া কোনরূপে উজ্জয়িনীর দিকে যাত্রা করিলাম। (১-১০) অবশেষে বিস্তারিত নেত্রের ন্যায় ফুল্লনলিনীপূর্ণ এক সরোবরের নিকট উপস্থিত হইলাম। তথায় হংস ও অন্যান্য জলজ পক্ষিগণ যেন মধুর কূজনে আমার সহিত আলাপ করিতে প্রয়াস পাইতেছিল। উহার উপরিভাগ প্রশান্ত এবং বিস্তৃত ছিল এবং উহা বীচিমালাবৎ হস্ত প্রসারিত করিয়াছিল। সর্বপ্রকারে উহাকে একটি সদাশয় পুরুষের ন্যায় মনে হইতেছিল। উহার সন্দর্শনে আমার সকল ক্লেশ বিদূরিত হইল। উহার বারিতে স্নান করিয়া মৃণাল ভক্ষণকরতঃ জলপানান্তে যখন উহার তীরে বিশ্রাম করিতেছিলাম তখন দৃঢ়মুষ্টি, স্থূলবাহু এবং মেঘবল এই ত্রয়ী তথায় আগমন করিল। সাক্ষাৎকারের পর পরস্পরকে আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিলে কেহ আপনার সংবাদ দিতে অসমর্থ হওয়ায় দারুণ শঙ্কিত হইয়া আপনার বিরহ যাতনায় আমরা তনু ত্যাগ করিতে কৃত-সংকল্প হইয়াছিলাম।

সেই মুহূর্তে দীর্ঘতাপস মুনির পুত্র মহাতাপস সেই সরোবরে স্নানার্থ আগমন করিল। তাহার মস্তক জটাজূটমণ্ডিত ছিল এবং তাহার দেহ স্বকীয় প্রভায় দীপ্তিমান থাকায় মনে হইল যেন পুনর্বার খাণ্ডববন দহন করিবার নিমিত্ত প্রচণ্ড শিখা বিস্তৃত করিয়া অগ্নিদেব সেই দ্বিজ বালকের দেহে অধিষ্ঠান করিতেছেন। তহার কলেবর কৃষ্ণাজিনে আবৃত ছিল, বাম হস্তে ছিল কমণ্ডলু এবং দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে কঙ্কণসদৃশ অক্ষমালা বিরাজ করিতেছিল। সঙ্গে আগত মৃগের শৃঙ্গে ছিল স্নানার্থ ব্যবহৃত সুগন্ধি মৃত্তিকা এবং সমবয়স্ক

কতিপয় মুনিবালকও তাহার সহিত আগমন করিয়াছিল। আমাদিগকে সরোবরে ঝম্প প্রদান করিতে উদ্যত দৃষ্টে সে তৎক্ষণাৎ আমাদের নিকট অগমন করিল। সদাশয় ব্যক্তিগণ সহজেই অনুকম্পায় বিগলিত হইয়া অহৈতুকী মৈত্রী প্রদর্শন করিল। (১১-২০) সে আমাদিগকে বলিল, 'কাপুরুষোচিত কার্য করিও না। শোকান্ধ হইয়া অপদার্থ ব্যক্তিগণ শোকসাগরে নিমগ্ন হয়। কিন্তু দৃঢ়চেতা পুরুষ বিবেকনেত্রে প্রকৃত পথ দেখিতে পাইয়া গহ্বরে পতিত না হইয়া নিশ্চিতই তাহাদের লক্ষ্যস্থলে উপনীত হয়। তোমরা সুলক্ষণাক্রান্ত, তোমাদের নিশ্চয়ই সমৃদ্ধিলাভ হইবে। তোমাদের শোকের কারণ কি, আমাকে বল। তোমাদের এই দশা দেখিয়া আমার অতিশয় কষ্ট হইতেছে।'

মুনিপুত্র এই কথা বলিলে আমি আমাদিগের বৃত্তান্ত আমূল তাহার নিকট বলিলাম। সেই ভবিষ্যৎদর্শী বালক ও তাহার সঙ্গীরা নানাপ্রকারে আত্মহত্যা হইতে আমাদের মন নিবৃত্ত করিল। স্নানান্তে সেই ঋষিবালক আমাদিগকে আতিথ্য প্রদর্শনের নিমিত্ত নাতিদূরস্থ তাহার পিতার আশ্রমে লইয়া গেল।

মুনিপুত্র আমাদিগকে অর্ঘ্যনিবেদনান্তে তথায় উপবিষ্ট করাইল। সেই স্থানের পাদপসমূহও যেন ঊর্ধ্বশিরে তাহাদের শাখারূপ বাহু উত্তোলনপূর্বক রবিকর পান করিতেছিল। অতঃপর সে আশ্রমস্থ প্রত্যেকটি তরুর নিকট গমনপূর্বক ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে অচিরে তাহার ভিক্ষাপাত্র বৃক্ষ হইতে স্বতঃপতিত ফলরাশিতে পূর্ণ হইয়া গেলে সে আমাদের সমীপে আগমনপূর্বক উহা আমাদিগকে প্রদান করিল। আমরা ঐ দিব্য আস্বাদযুক্ত ফল ভক্ষণ করিয়া মনে করিলাম যেন অমৃত পান করিতেছি। (২১-৩০)

দিবাবসানে সূর্যদেব সমুদ্রে নিমজ্জিত হইলেন এবং তাঁহার পতনজাত জলকণা হইতে উদ্ভূত তারকারাজির দ্বারা অম্বর আবৃত হইল। জ্যোৎস্নাসন্নিভ শ্বেতবল্কলপরিহিত চন্দ্র সূর্য নিমজ্জিত হওয়াতে পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার নিমিত্ত পূর্বাচলোপরি আশ্রমে গমন করিলে আমরা তাপসদিগের সহিত সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত গমন করিলাম। তখন তাহারা সর্বকার্যসম্পাদনান্তে আশ্রমের একপার্শ্বে সকলে একত্র হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা প্রণত হইয়া তাহাদের নিকট উপবেশন করিলে তাহারা আমাদিগকে সংবর্ধনাপূর্বক অনুকম্পাবশতঃ জানিতে চাহিলেন, আমরা কোথা হইতে আগমন করিয়াছি। তখন সেই মুনিবালক আমাদের তপোবনে প্রবেশ পর্যন্ত সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিলে তন্মধ্যে কণ্ব নামক জনৈক প্রাজ্ঞ তাপস আমাদিগকে কহিলেন, 'তোমরা সাহসী পুরুষ, তবে কেন ক্লীবতা প্রাপ্ত হইয়াছ? সাহসী বীরপুরুষ বিপদে অকাট্য ধৈর্য অবলম্বন করে, এবং সাফল্যে অহঙ্কার প্রদর্শন করে না। সে কখনও সাহস পরিত্যাগ করে না। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া মহৎ কার্য সম্পাদনান্তে বহু বিপদাপদের সহিত যুদ্ধ করিয়া মহৎ ব্যক্তি মহৎ আখ্যা লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ সুন্দরসেনের কাহিনী শ্রবণ কর। মন্দারবতীর নিমিত্ত সে কি প্রকার কষ্ট স্বীকার করিয়াছিল তাহা প্রণিধান কর।' কণ্বমুনি এই কথা বলিয়া

আমাদিগকে ও অন্যান্য মহর্ষিদিগের সমক্ষে এই বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন ঃ— (৩১-৪০)

সুন্দরসেন-মন্দারবতী কথা

দক্ষিণদেশ অলংকৃত করিয়া নিষধ নামক রাজ্য আছে। তথায় পুরাকালে অলকা নামে নগরী ছিল। অখিল বস্তুর প্রাচুর্যে তথায় সমস্ত লোক সুখে বাস করিত। তথায় কখনও রত্নদ্বীপসমূহের বিনাশ ছিল না। তথায় মহাসেন নামক নরপতি বাস করিত। অযথা তাহার ঐ প্রকার নামকরণ হয় নাই, কারণ রণদেবের অদ্ভুত প্রবল প্রতাপের ন্যায় তাহার শৌর্যাগ্নিতে তাহার শত্রুবর্গ নিঃশেষিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় 'শেষের' ন্যায় তাহার গুণপালিত নামক মন্ত্রী ছিল। শেষ নাগের ন্যায় সে শৌর্যের আগার ছিল এবং সে ধরণীর ভার বহনে সক্ষম ছিল। শত্রুবর্গকে জয় করিয়া রাজ্যভার সেই মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত করিয়া নৃপতি সম্ভোগে দিন যাপন করিতেছিল। শশিপ্রভা রাজ্ঞীর গর্ভে তাহার সুন্দরসেন নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। শিশু বয়সেও সে কিন্তু গুণাবলীতে শিশু ছিল না। শৌর্য এবং সৌন্দর্যের দেবীদ্বয় তাহাকে পতিরূপে স্বয়ংবৃত করিয়াছিলেন।

সেই রাজপুত্রের সমবয়স্ক এবং সমগুণসম্পন্ন পঞ্চবীর মন্ত্রী ছিল। উহারা শিশুকাল হইতেই তাহার সহিত বয়ঃপ্রাপ্ত হইতেছিল এবং তাহাদের নাম ছিল চন্দ্রপ্রভ, ভীমভুজ, ব্যাঘ্রপরাক্রম, শৌর্যশালী বিক্রমশক্তি এবং পঞ্চমজন ছিল দৃঢ়বুদ্ধি ঃ তাহারা সকলেই অতিশয় সাহসী, জ্ঞানী, উচ্চকুলজাত ও প্রভুভক্ত ছিল এবং সকলেই পক্ষিভাষাভিজ্ঞ ছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সে অবিবাহিত অবস্থায় উপযুক্ত ভার্যাবিহীন হইয়া মন্ত্রীদিগের সহিত পিত্রালয়ে বাস করিত। সেই বীর সুন্দরসেন এবং তাহার মন্ত্রীগণ চিন্তা করিতে লাগিল, 'অনাক্রমণীয় শৌর্য, নিজভুজবলার্জিত বিত্ত এবং নিজতুল্য সুন্দরী পত্নী পৃথিবীতে শূরের প্রাপ্য, নতুবা সৌন্দর্যের আর কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?'

একদা সৈন্যগণ এবং ঐ পঞ্চসঙ্গীসহ নগরীর বহির্দেশে রাজকুমার মৃগয়ার্থ-গমন করিতে উদ্যত হইলে কাত্যায়ণী নাম্নী বিখ্যাত জ্ঞানপ্রৌঢ়া সদ্য বিদেশ হইতে প্রত্যাগতা প্রব্রাজিকা রাজপুত্রের অলৌকিক সৌন্দর্য দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিল, 'ইনি কি রোহিণীপরিত্যক্ত চন্দ্র অথবা রতিপরিত্যক্ত কামদেব!' (৪১-৫৫) কিন্তু পরিজনদিগের নিকট হইতে উনি রাজপুত্র এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়াতে বিস্ময়াপ্লুত হইয়া সে বিধাতার সৃষ্টিবৈচিত্র্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। সে দূর হইতে তারস্বরে 'কুমার, তোমার জয় হউক' বলিয়া তাহাকে অভিনন্দিত করিয়া প্রণাম করিল। কিন্তু তখন রাজপুত্রের মন অমাত্যদিগের বাক্যালাপে সম্পূর্ণ রূপে ব্যাপৃত থাকায় প্রব্রাজিকার বাক্য তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না এবং সে চলিতে থাকিলে কুপিতা প্রব্রাজিকা এইরূপ তারস্বরে চিৎকার করিল যে তাহা শ্রবণ না করিবার আর উপায় ছিল না। 'ওহে

রাজকুমার, তুমি আমার মত ব্যক্তির আশীর্বচনের প্রতি মনোযোগ প্রদান করিতেছ না কেন? পৃথিবীতে এমন কোন্ রাজা অথবা রাজপুত্র আছে যে আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না? যদি তুমি যৌবনগর্বে এখনি এই প্রকার দর্পিত হইয়া থাকিবে তবে বিশ্বের অলংকারস্বরূপা হংসদ্বীপাধিপতির কন্যা যুবতী মন্দারবতীকে ভার্যারূপে লাভ করিলে তুমি এতই গর্বোদ্ধত হইবে যে মহেন্দ্রাদি-দেবগণের বাক্যও তোমার কর্ণে প্রবেশ করিবে না, হীন মানুষের কথা ত কোন্ ছার।'

প্রব্রাজিকা এই কথা বলিলে সুন্দরসেন আগ্রহান্বিত হইয়া তাহাকে আহ্বান-করতঃ প্রণাম করিয়া তাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল। তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার নিমিত্ত সে ভৃত্যবর্গের সহিত প্রব্রাজিকাকে স্বীয় মন্ত্রী বিক্রমশক্তির গৃহে বিশ্রামার্থ প্রেরণ করিল। অতঃপর রাজকুমার মৃগয়াসুখ সম্ভোগান্তে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তনপূর্বক আহ্নিককার্যাদি সম্পাদন করিয়া ভোজন সমাধা করিল এবং প্রব্রাজিকাকে আনয়নপূর্বক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভগবতি, যে যুবতী মন্দারবতীর কথা অদ্য প্রকাশ করিলেন সে কে? আমরা উহা জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত সবিশেষ উৎসুক হইয়াছি, আমাকে বলুন।' (৫৬-৬৬)

প্রব্রাজিকা এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিল, 'আমি তোমার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। তীর্থদর্শন করিবার নিমিত্ত আমি সদ্বীপা এই সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া থাকি। ভ্রমণ প্রসঙ্গে আমি একদা হংসদ্বীপে উপনীত হই। তথায় আমি পাপকর্মীদিগের অদর্শনীয়া, দেবপুত্রদিগের উপযুক্তা ভার্যা, নৃপতি মন্দারদেবের কন্যার দর্শনলাভ করি। তাহার নাম মন্দারবতী এবং নন্দনকাননের দেবীর ন্যায় তাহার রূপসম্ভার। তাহাকে দৃষ্ট-মাত্রই কামোদ্দীপনা হয় এবং বিধাতাসৃষ্ট অন্য একটি সুধাময় চন্দ্রের ন্যায় সে প্রতিভাত হয়। তাহার তুল্য সৌন্দর্য পৃথিবীতে আর কাহারও নাই। কেবল-মাত্র তুমিই যেন তাহার সৌন্দর্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ। যাহারা তাহার দর্শনলাভ করে নাই তাহাদের নয়নই বৃথা এবং বৃথাই তাহাদের জন্ম হইয়াছে।'

প্রব্রাজিকার মুখনিঃসৃত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সে বলিল, 'মাতঃ, আমরা কি প্রকারে সেই অপরূপার দর্শন লাভ করিতে পারিব?' তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রব্রাজিকা বলিল, 'তখন তাহার দর্শনলাভ করিয়া আমি এতই প্রীত হইয়াছিলাম যে তাহার আলেখ্য চিত্রপটে অঙ্কিত করিয়াছিলাম। আমি উহা একটি থলির ভিতর বহন করিতেছি, উৎসুক হইলে উহা দেখিতে পার।' এই কথা বলিয়া সে থলি হইতে বাহির করিয়া সেই চিত্রপট রাজপুত্রের তুষ্টির নিমিত্ত তাহাকে দেখাইলে যদিও যুবতী কেবলমাত্র চিত্রপটে অঙ্কিত ছিল তথাপি সেই বিচিত্ররূপিনীকে দর্শন করিয়া সুন্দরসেনের সমস্ত কলেবর আনন্দে রোমাঞ্চিত হইল, মনে হইল সে যেন পুষ্পধনুর শরজালে আমূল বিদ্ধ হইয়াছে। তথায় সমস্ত হৃদয় বহুক্ষণ পর্যন্ত ঐ আলেখ্যোপরি নিবদ্ধ হইয়া রহিল এবং সে নিস্পন্দ হইয়া কিছুই শুনিতে, কহিতে অথবা দেখিতে পাইল না।

এতদ্দৃষ্টে কুমারের মন্ত্রিবর্গ প্রব্রাজিকাকে বলিল, 'মাতঃ, সুন্দরসেনের আলেখ্য এই চিত্রপটে অঙ্কিত করুন, আমরা আপনার অঙ্কন নৈপুণ্য নিরীক্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।' অচিরে প্রব্রাজিকা কুমারকে চিত্রপটে অঙ্কিত করিলে, রাজকুমারের সহিত উহার আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া তত্রস্থ উপস্থিত সকলে বলিল, 'ভগবতীর কল্পিত আলেখ্যের সহিত প্রকৃত বস্তুর এত মিল আছে যে আমার মনে হইতেছে আমরা যেন কুমারকেই অবলোকন করিতেছি। সুতরাং মন্দারবতীর সৌন্দর্য নিশ্চয়ই চিত্রপটে অঙ্কিতবৎ হইবে।' (৬৭-৮২)

মন্ত্রীগণ এই কথা বলিলে প্রীত সুন্দরসেন ঐ চিত্রদ্বয় গ্রহণপূর্বক তাপসীকে বহুসম্মান প্রদর্শন করিয়া একান্ত নিবাসিনীকে বিদায় প্রদান করিল। স্বয়ং কান্তার প্রতিকৃতি বহন করিয়া প্রাসাদকক্ষে প্রবেশকরতঃ পর্যঙ্কে শায়িত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, 'প্রিয়তমার কি আনন। মনে হইতেছে শশী যেন কলঙ্ক বিধৌত হইয়া বিরাজ করিতেছে; কি স্তনদ্বয়! যেন কামদেবের রাজ্যাভিষেকের কুম্ভযুগল, কি সুন্দর ত্রিবলীলতা! যেন রূপসাগরের লহরী; কি অপরূপ নিতম্ব! যেন বিলাসশয়নে শায়িত!' যদিও মন্দারবতী চিত্রাকৃতিতেই তাহার নিকট ছিল, তথাপি সে তাহার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই প্রকারে পরীক্ষা করিতেছিল। ভোজ্যপানাদি হইতে বিরত থাকিয়া সে প্রত্যহ এইরূপ করিতে থাকিলে স্বল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সে কামজ্বরে অবসন্ন হইয়া পড়িল।

তাহার মাতাপিতা, শশিপ্রভা এবং মহাসেন, উহা দেখিতে পাইয়া স্বয়ং নিজেরা তাহার সখাদিগের নিকট হইতে সুন্দরসেনের অসুস্থতার কারণ জ্ঞাত হইতে চাহিলে, তাহারা যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা আনুপূর্বিক বর্ণনাকরতঃ হংসদ্বীপরাজ দুহিতাকেই তাহার পীড়ার কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট করিল। মহাসেন সুন্দরসেনকে বলিল, 'তুমি তোমার এই আসক্তি কেন গোপন করিতেছ? রমনীরত্ন মন্দারবতী তোমার সুযোগ্যা পাত্রী। উপরন্তু, তাহার পিতা মন্দারদেব আমার পরম মিত্র। দূতের সাহায্যে যে সমুচিত ব্যাপারের সুসমাধান করা যাইতে পারে তন্নিমিত্ত কেন নিজেকে পীড়িত করিতেছ?' এই কথা বলিয়া সে মন্ত্রণাপূর্বক সুব্রতদেব নামক দূতকে মন্দারদেবরাজদুহিতার পাণি প্রার্থনাপূর্বক হংসদ্বীপে প্রেরণ করিল। তাপসী অঙ্কিত চিত্রপটে সুন্দরসেনকে বিস্ময়কর সুন্দর দেখাইতেছিল এবং উহা দূতের হস্তে ন্যস্ত করা হইল। (৮৩-৯৫)

দূত ত্বরিৎগতিতে পর্যটনপূর্বক মহেন্দ্রাদিত্য নামক ভূপতির সমুদ্রতীরস্থ শশাঙ্কপুর নামক নগরীতে উপনীত হইল। তথা হইতে অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া সে কতিপয় দিবসান্তে হংসদ্বীপে নরপতি মন্দারদেবের প্রাসাদে উপস্থিত হইল। দ্বারী কর্তৃক ঘোষিত হইয়া সে প্রাসাদে প্রবেশপূর্বক নৃপতির সাক্ষাৎ-লাভকরতঃ যথাবিধি তাহাকে উপহার প্রদান করিয়া বলিল, 'মহারাজ, নৃপতি মহাসেন আপনার নিকট এই বার্তা প্রেরণ করিয়াছেন যে, আমার পুত্র সুন্দর-সেনের হস্তে তোমার দুহিতাকে সম্প্রদান কর। কাত্যায়নী নাম্নী প্রব্রাজিকা

তোমার দুহিতার আলেখ্য অঙ্কনপূর্বক এই স্থানে আনয়নকরতঃ উহা আমার পুত্রকে দেখাইয়াছে। মৎপুত্র সুন্দরসেনের সৌন্দর্যের সহিত তোমার দুহিতার আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য আছে লক্ষ্য করিয়া আমি পুত্রের চিত্র অঙ্কিত করাইয়া প্রেরণ করিলাম। উহা অবলোকন কর। অধিকন্তু, আমার বিস্ময়কর সুদর্শন পুত্র তাহার সমকক্ষ সুন্দরী পাত্রী না প্রাপ্ত হইলে বিবাহ করিবে না। তোমার দুহিতা ব্যতীত তাহার আর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। রাজা আমাকে এই বার্তাসহ পট আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন।—এইবার আলেখটি দর্শন করিয়া হে মহারাজ, মধুঋতুর সহিত মাধবীলতার মিলন সংঘটন করুন।'

দূতের এইবাক্য শ্রবণ করিয়া সে হৃষ্টচিত্তে সুপ্তা কন্যা মন্দারবতী এবং তাহার মাতাকে তৎসমীপে আনয়নপূর্বক ঐ চিত্রপট উন্মোচন করিয়া 'পৃথিবীতে তাহার কন্যার কোন যোগ্য পাত্র নাই' এই গর্ব অচিরে পরিত্যাগ করিল। সে বলিতে লাগিল, 'এই কুমারের সহিত কন্যা যদি মিলিত হইতে পারে তবে আমার দুহিতার সৌন্দর্য বৃথা সৃষ্ট হয় নাই। এই কুমার ব্যতীত আমার কন্যার সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয় না এবং কুমারও উহাকে ছাড়া অসম্পূর্ণ রহিবে। রাজহংসী বিহনে কমলবনের সৌন্দর্য কোথায় এবং কমলবন ব্যতীতই বা রাজহংসীর সৌন্দর্য কোথায়?' (৯৬-১০৭)

নৃপতি এইরূপ কহিলে রাজ্ঞীও তাহা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল এবং মন্দারবতীও অবিলম্বে মদনমোহিতা হইল। সে তাহার বিশাল নয়ন অভিভূতের ন্যায় চিত্রপটের উপর আবদ্ধকরতঃ নিস্পন্দ হইয়া রহিল এবং যদিও জাগ্রতা ছিল তথাপি মনে হইল যেন সে সুপ্তা এবং স্বয়ং একখানি আলেখ্য। মন্দারদেব দুহিতার এই অবস্থা দর্শন করিয়া কন্যার বিবাহে সম্মত হইয়া দূতকে সম্মানিত করিল।

পরদিবস রাজা নৃপতি মহাসেনের নিকট কুমারদত্ত নামক দ্বিজকে প্রতিদূত রূপে প্রেরণ করিল। রাজা উভয় দূতকে বলিল, 'অলকাধিপতি মহাসেনের নিকট সত্বর গমনকরতঃ আমার এই বার্তা তাহাকে প্রদান করিবে।—মিত্রতার চিহ্ন-স্বরূপ আমি আমার দুহিতাকে তোমার হস্তে প্রদান করিতেছি। তোমার পুত্র হেথায় আগমন করিবে, না আমার কন্যা তোমার নিকট প্রেরণ করিব, আমাকে জানাইবে।' উভয় দূত নৃপতির নিকট হইতে এই বার্তা প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ উভয়ে সমুদ্রে অর্ণবপোতে যাত্রা করিল। অতঃপর শশাঙ্কপুরে উপনীত হইয়া তথা হইতে তাহারা স্থলপথে প্রকৃত অলকাপুরীর ন্যায় সমৃদ্ধিশালী অলকা নগরীতে উপস্থিত হইল। তথায় রাজপ্রাসাদে গমনকরতঃ যথারীতি প্রবেশপূর্বক নৃপতি মহাসেনের সহিত সাক্ষাৎ করিলে রাজা তাহাদিগকে সাদরে সংবর্ধনা করিল। তথায় রাজাকে তাহারা মন্দারদেবপ্রদত্ত বার্তা বিজ্ঞাপিত করিলে মহাসেন উহা শ্রবণকরতঃ অতিশয় হৃষ্ট হইয়া উভয়ের প্রতি বহু সম্মান প্রদর্শন করিল। (১০৮-১১৭)

কন্যার পিতার দূতের নিকট হইতে কন্যার জন্ম নক্ষত্র জ্ঞাত হইয়া সে

গণকদিগকে পুত্রের বিবাহের শুভলগ্ন কখন আগত হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা প্রত্যুত্তরে বলিল যে, 'মাসত্রয়ের ভিতর বর ও কন্যার শুভলগ্ন উপস্থিত হইবে। সেদিন হইবে কার্তিকমাসের শুক্লাপঞ্চমী। অলকাধিপতি একটি লিপি-কাতে জানাইল যে সেই দিবস উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে এবং তাহার পুত্রকে সে তথায় প্রেরণ করিবে। এই পত্র সে দূত কুমারদত্ত এবং স্বকীয় চন্দ্রস্বামী নামক অপর এক দূতের হস্তে অর্পণ করিয়াছিল। দূতদ্বয় প্রস্থান-করতঃ নৃপতির আদেশানুসারে হংসদ্বীপাধিপের হস্তে ঐ পত্র প্রদানপূর্বক যাহা যাহা ঘটিয়াছে তৎসমুদয় নিবেদন করিলে ভূপতি সম্মত হইয়া মহাসেনের দূতে চন্দ্রস্বামীকে সম্মাননাপূর্বক তাহার প্রভুর নিকট পুনরায় প্রেরণ করিল। সে অলকাতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক সমস্ত বিষয়টি উত্তম রূপে সম্পাদিত হইয়াছে বলিলে উভয়পক্ষ শুভদিনের নিমিত্ত সোৎসুকে অপেক্ষা করিতে লাগিল। (১১৮-১২৪)

এদিকে হংসদ্বীপে মন্দারবতী বহু পূর্বেই রাজকুমারের আলেখ্য দর্শন করিয়া তাহার প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়াছিল। বিবাহের শুভলগ্নের বহু বিলম্ব আছে মনে করিয়া ধৈর্য ধারণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। প্রবল অনুরাগ-বশতঃ সে কামাগ্নিতে অতিশয় ক্লিষ্টা হইল। সোৎসুক হৃদয়ে সুন্দরসেনের জন্য প্রতীক্ষারত থাকায় চন্দনপঙ্কলেপন তাহার শরীরে তপ্ত অঙ্গারবৎ মনে হইতে লাগিল এবং পদ্মপত্র শয্যা তাহার নিকট তপ্ত বালুকাবৎ প্রতীয়মান হইল। চন্দ্রের কিরণ তাহার নিকট অরণ্যের দাবাগ্নির ন্যায় তপ্ত বোধ হইতে লাগিল। সে একাকিনী অবস্থান করিবার সংকল্প গ্রহণকরতঃ আহার পরিত্যাগপূর্বক নীরব হইয়া থাকিত এবং সখী যখন উৎকণ্ঠিতা হইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিল তখন সে অতি কষ্টে সখীকে বলিল, 'সখি, আমার বিবাহের এখনও বহু বিলম্ব আছে। আমার নির্দিষ্ট বর অলকাধিপতির পুত্র হইতে এত দীর্ঘ কাল দূরে থাকা আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। লগ্ন এবং স্থান উভয়েই বহুদূরে। বিধাতার বিচিত্রগতি! কে বলিতে পারে এই সময়ের মধ্যে কি ঘটিতে পারে? আমার বরং মরণই ভাল।' এই কথা বলিয়া বিরহকাতরা মন্দারবতী বিষমদশা প্রাপ্ত হইল।

মন্দারবতীর সখীর মুখ হইতে তাহার পিতা এবং মাতা এই কথা শ্রবণ করিয়া এবং কন্যার এই রূপ অবস্থা দর্শন করিয়া তাহারা মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিল—'অলকাধিপতি নৃপতি মহাসেন আমাদের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন এবং রাজকুমারী মন্দারবতী হেথায় বিলম্ব সহ্য করিতে অসমর্থ। অতএব আমাদিগের লজ্জার আর কি কারণ থাকিতে পারে? যাহা ঘটিবার ঘটুক। আমরা মন্দারবতীকে অলকায় প্রেরণ করিলে সে তাহার প্রিয়তমের সন্নিকটে অবস্থানকরতঃ ধৈর্যসহকারে এই বিলম্ব সহ্য করিতে সমর্থ হইবে। এই রূপ পর্যালোচনা করিয়া নৃপতি মন্দারদেব তাহার কন্যা মন্দারবতীকে আশ্বস্ত করিয়া মঙ্গলযাত্রাকার্যাদি সম্পাদন করিয়া এক শুভদিনে মন্দারবতীকে ধন ও পরিজনাদি সহ অর্ণবপোতে আরোহণ করাইয়া যাহাতে অলকাতে বিবাহকার্য

সম্পাদিত হইতে পারে, তন্নিমিত্ত স্বীয় মন্ত্রী বিনীতমতির সহিত হংসদ্বীপ হইতে সমুদ্রপথে অলকায় প্রেরণ করিল। (১২৫-১৩৮)

রাজকুমারী কতিপয় দিবস হংসদ্বীপ হইতে অর্ণবপোতে ভ্রমণান্তে অকস্মাৎ তাহার সম্মুখে মারের ন্যায় ধারা বর্ষণকারী দস্যুসম গর্জন করিতে করিতে মেঘের উৎপত্তি হইল। শিসের ন্যায় শব্দ করিয়া প্রবল বাতাস বহিতে লাগিল। প্রবল ঝঞ্ঝার বিধিবশে তাহার পোত দূরে আকৃষ্ট হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইল এবং বিনীতমতিসহ তাহার পরিজনেরা নিমজ্জিত হইল। তাহার সমগ্র রত্ন ভাণ্ডারও সমুদ্র গ্রাস করিল।

কিন্তু সমুদ্র তরঙ্গ যেন বাহুর দ্বারা রাজকন্যাকে উত্থিতপূর্বক অর্ণবপোত যেথায় বিনষ্ট হইয়াছিল তথায় সমুদ্রবেলাতে এক অরণ্যে জীবিতাবস্থায় উৎক্ষিপ্ত করিল। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে সুউচ্চ তরঙ্গ দ্বারা সে সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও একটি অরণ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। অবলোকন কর, বিধিবশে কোন কিছু ঘটা অসম্ভব নহে। নির্জন বনে নিজেকে একাকিনী দেখিয়া সে ভীতা ও বিহ্বলা হইয়া অন্য একটি সমুদ্রে পতিত হইল, ইহা বিষাদ সমুদ্র। সে চিৎকার করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল, 'আমি কোথায় আসিলাম? যে দেশের দিকে যাত্রা করিয়াছিলাম ইহা নিশ্চয়ই এ দেশ নহে। আমার পরিজনেরাই বা কোথায়? বিনীতমতি কোথায়? কেন অকস্মাৎ আমার এই ভাগ্যবিপর্যয় হইল? কি অশুভ নক্ষত্রে আমার জন্ম হইয়াছিল! আমি কোথায় যাইব? আমার সর্বনাশ হইয়াছে, আমি কি করিব? হায় বিধাতা! মন্দ-ভাগ্য আমাকে কেন সমুদ্র হইতে রক্ষা করিলে? হায় পিতঃ! হায় মাতঃ! হায় অলকাধিপ পুত্র! আর্যপুত্র! আমি তোমার নিকট উপনীত হইবার পূর্বেই বিনষ্ট হইতেছি! তুমি আমাকে কেন রক্ষা কর না!' মন্দারবতী এই রূপে বিলাপ করিতে থাকিলে তাহার প্রভূত অশ্রুবিন্দু ছিন্নহারের মুক্তাফলের ন্যায় পতিত হইতে থাকিল। (১৩৯-১৪৯)

তন্মুহূর্তে নাতিদূরস্থিত আশ্রমবাস হইতে মতঙ্গ ঋষি সমুদ্রস্নানার্থে তথায় আগমন করিলেন। ঋষির সহিত তাহার আজন্ম ব্রহ্মচারিণী যমুনা নাম্নী কন্যা ছিল। সে মন্দারবতীর বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিল। কন্যার সহিত তথায় আগমন করিয়া যূথভ্রষ্টা মৃগীর ন্যায় সকলদিকে বিষণ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপরতা মন্দারবতীর নিকট অনুকম্পাভরে আগমনকরতঃ তাহাকে স্নিগ্ধ বচনে শুধাইলেন, 'তুমি কে? কি প্রকারে এই অরণ্যে আগমন করিয়াছ এবং কেন বিলাপ করিতেছ?' তখন মন্দারবতী দয়ালু মুনিকে দেখিয়া ধীরে ধীরে আশ্বস্ত হইয়া লজ্জা-নত মুখে স্ববৃত্তান্ত নিবেদন করিল।

তাহা শ্রবণ করিয়া মতঙ্গ ঋষি চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন, 'রাজপুত্রি, হতাশ হইও না। ধৈর্যাবলম্বন কর। শিরীষ কুসুমের ন্যায় পেলব হওয়া সত্ত্বেও তুমি দুঃখে পতিত হইয়াছ। দুর্ভাগ্য কি কখনও চিন্তা করে তাহার শিকার কুসুমপেলব অথবা কঠোর? তুমি অচিরে ঈপ্সিত পতি লাভ করিবে। অদূরে

অবস্থিত আমার আশ্রমে আগমনকরতঃ আমার কন্যাসহ স্বগৃহবোধে আমার আশ্রমে বাস কর।' (এই স্থানে ১৫৮ সংখ্যক শ্লোকের অর্দ্ধাংশ লুপ্ত)। মহর্ষি এই বাক্যে তাহাকে আশ্রয় প্রদানকরতঃ স্নানান্তে কন্যাসহ মন্দারবতীকে স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করিলেন। তথায় মন্দারবতী ঋষি কন্যার সহিত আনন্দে মহর্ষির পরিচর্যাকরতঃ সংযত জীবন যাপন করিতে লাগিল।

ইতোমধ্যে সুন্দরসেন দীর্ঘ প্রতীক্ষায় কৃশত্বপ্রাপ্ত হইয়া মন্দারবতীর সহিত বিবাহের দিন গণনা করিতে করিতে কোন প্রকারে অলকা নগরীতে দিবস যাপন করিতেছিল এবং সখা চন্দ্রপ্রভ প্রভৃতি তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে প্রয়াস পাইতেছিল। কালক্রমে শুভদিন নিকটবর্তী হইলে তাহার নৃপতি-পিতা হংসদ্বীপে যাত্রা করিবার আয়োজন করিতে লাগিল। যাত্রামঙ্গলকার্যাদি সমাপনান্তে এক শুভদিনে সৈন্যদিগের পদভারে মেদিনী কম্পিত করিয়া কুমার সুন্দরসেন যাত্রা করিল। (১৫০-১৬৪)

মন্ত্রীদিগের সহিত পর্যটন করিতে করিতে সে কালক্রমে সানন্দে সমুদ্রতীরালঙ্কৃত শশাঙ্কপুর নগরীতে সমাগত হইলে নৃপতি মহেন্দ্রাদিত্য তাহার আগমন বার্তা শ্রবণে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং বিনীতভাবে তাহাকে প্রণাম করিলে রাজকুমার পরিজনাদিসহ গজপৃষ্ঠে রাজপ্রাসাদে আগমন করিল। যখন সে গমন করিতেছিল তখন বাত্যান্দোলিত কমলবনের ন্যায় সে তাহার সৌন্দর্যচ্ছটা দ্বারা পুরস্ত্রীগণের হৃদয় আলোড়িত করিল। প্রাসাদে নৃপতি মহেন্দ্রাদিত্য উপচারাদি দ্বারা তাহাকে আপ্যায়িতপূর্বক তাহার সহিত গমন করিতে স্বীকৃত হইলে সুন্দরসেন তথায় সেইদিন বিশ্রাম করিল। 'বারিধি অতিক্রমপূর্বক নবপরিণীতাসুলভ প্রেম, লজ্জা এবং ভয়শালিনী প্রিয়াকে প্রাপ্ত হইব কি? তাহাকে আলিঙ্গনোদ্যত হইলে সে 'না' 'না' বলিয়া সরিতে উদ্যত হইবে কি?' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সে রজনী যাপন করিল।

পরদিবস প্রাতঃকালে সে সেই নগরীতেই সৈন্যদিগকে পরিত্যাগপূর্বক মহেন্দ্রাদিত্যের সহিত সমুদ্রতীরে আগমনকরতঃ সনৃপতি এবং সমন্ত্রিবর্গ খাদ্যপূর্ণ একটি বিশাল অর্ণবপোতে আরোহণ করিল। দ্বিতীয় একটি পোতে কতিপয় নিকট পরিজনকে আরোহণ করাইয়া ধ্বজা বাত্যান্দোলিত করিয়া নৃপতিদ্বয় দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিল। তাহাদের যাত্রার দুই তিন দিবস পরে অকস্মাৎ সমুদ্রে প্রবল ঝটিকা উদ্ভূত হইল এবং সমুদ্রতীরস্থ অরণ্যরাজি প্রচণ্ড বাত্যাদর্শনে যেন বিস্ময়ান্বিত হইল। অম্বুধিবারি মরুৎ কর্তৃক আলোড়িত হইয়া কালক্রমে প্রেমের ন্যায় ঊর্ধ্বে এবং অধোদেশে আন্দোলিত হইতে লাগিল। সক্রন্দনে বারিধিকে রত্নার্ঘ প্রদান করা হইল এবং কর্ণধারগণ পাণিপ্রসারিত করিয়া ছিল। সকলে উদ্ভ্রান্ত হইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধপূর্বক সর্বদিকে প্রচণ্ড শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং তৎসহ তাহাদের জীবনের আসক্তি পরিত্যাগ করিল। অর্ণবপোতদ্বয় হস্তিপক কর্তৃক তাড়িত হস্তীর ন্যায় ইতস্ততঃ তরঙ্গতাড়িত হইয়া রণাঙ্গনে সৈন্যের ন্যায় আচরণ করিতে ছিল। (১৬৫-১৮০)

তখন সুন্দরসেন ধৈর্যহারা হইয়া ভূপতি মহেন্দ্রাদিত্যকে বলিল, 'আমার পূর্বজন্মের পাপের ফলে অকস্মাৎ তোমারও অন্তিম দিবস আগত হইয়াছে। আমার উহা দেখিবার ইচ্ছা নাই, আমি সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিব।' রাজকুমার এই কথা বলিয়া কটিদেশে উত্তরীয় বন্ধনপূর্বক তৎক্ষণাৎ সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিল। চন্দ্রপ্রভাদি তাহার আহত বয়স্য এবং মহেন্দ্রাদিত্য এতদ্দর্শনে তদ্রূপ সমুদ্রে পতিত হইল। আত্মস্থ হইয়া যখন তাহারা সন্তরণ করিতেছিল তখন তরঙ্গবেগে পরস্পর হইতে বিযুক্ত হইয়া তাহারা নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িল। অচিরে বায়ুবেগ প্রশমিত হইলে সমুদ্রে ক্রোধাবসানে কোপান্বিত সদ্ব্যক্তির ন্যায় নিস্তব্ধ এবং শান্ত হইল।

ইতোমধ্যে দৃঢ়বুদ্ধিসহ সুন্দরসেন বায়ুতাড়িত একটি পোত প্রাপ্ত হইয়া কেবলমাত্র সেই মন্ত্রীর সহিত উহাতে আরোহণ করিল। মনে হইল তাহারা যেন দ্বিতীয় বার ত্রাণ এবং ধ্বংসের মধ্যে দোলায়মান হইতেছে। পৌরুষ ভ্রষ্ট হইয়া তাহার সমস্ত জগৎ জলময় মনে হইতে লাগিল এবং দিক্ বিভ্রম হইয়া একমাত্র বিধাতার নাম স্মরণপূর্বক তাহারা চলিতে লাগিল। অর্ণবপোতটি অনুকূল মন্দ বায়ুভরে যেন দেবতাকর্তৃক চালিত হইয়া পোত সংলগ্ন হইয়া রহিলে সুন্দর-সেন এবং তাহার সঙ্গী লম্ফ প্রদানপূর্বক ভূমিতে অবতরণ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই মুহূর্তে তাহাদের জীবনের আশাও পুনরুদ্দীপিত হইল।

তথায় নিঃশ্বাসগ্রহণপূর্বক সে দৃঢ়বুদ্ধিকে বলিল, 'অধোদিকে গমন করিয়াও আমি সমুদ্র এবং পাতাল হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু উহা আমার মন্ত্রিবর্গ বিক্রম-শক্তি, ব্যাঘ্রপরাক্রম, চন্দ্রপ্রভ এবং ভীমভুজের ন্যায় সজ্জন ব্যক্তিদিগের এবং অকারণে আমার সহিত মিত্রতা বন্ধনে বদ্ধ মহেন্দ্রাদিত্যের জীবনের বিনিময়েই হইয়াছে। এখন আমি কিপ্রকারে সসম্মানে জীবনধারণ করিতে পারি?' সে এই কথা বলিলে তাহার অমাত্য দৃঢ়বুদ্ধি তাহাকে বলিল, 'কুমার, ধৈর্যধারণ কর। আমার মনে হইতেছে আমাদের সৌভাগ্যের উদয় হইবে। তাহারাও হয়ত আমাদের ন্যায় সমুদ্র উত্তরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিধাতার লীলাখেলা কে বুঝিতে পারে?' (১৮১-১৯৬)

যখন দৃঢ়বুদ্ধি এইরূপ অন্যান্য কথা বলিতেছিল তখন দুইজন তাপস তথায় স্নানার্থে আগমন করিল। ঐ সজ্জনেরা রাজকুমারকে ধৈর্যহারা দৃষ্টে তাহার নিকট আগমনকরতঃ তাহার বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত সদয়ভাবে বলিল, 'পূর্বজন্মের সুখদুঃখপ্রদায়ী কৃতকর্মের ফল দেবতারাও অন্যথা করিতে সমর্থ নহেন। সুতরাং দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণার্থী দৃঢ়চেতা পুরুষ সৎকার্য অনুশীলন করিবে। সৎকর্মই ইহার একমাত্র ঔষধ, কৃচ্ছ্রসাধন অথবা শরীর পাতন নহে। সুতরাং নৈরাশ্য পরিত্যাগপূর্বক ধৈর্যধারণ করিয়া দেহরক্ষা কর। দেহ অটুট থাকিলে চেষ্টা দ্বারা মানুষ কি না সাধন করিতে পারে? তোমরা দেখিতেছি শুভলক্ষণ-যুক্ত, তোমরা নিশ্চয়ই সমৃদ্ধিভোগ করিবে।' এই বাক্য বলিয়া তাপসদ্বয় সুন্দরসেনকে তাহাদের আলয়ে লইয়া গেল। দৃঢ়বুদ্ধির সহিত সুন্দরসেন তথায়

কতিপয় দিবস অপেক্ষা করিল। (১৯৭-২০৩)

ইতোমধ্যে ভীমভুজ এবং বিক্রমশক্তি নামক তাহার মন্ত্রিদ্বয় সমুদ্রসন্তরণকরতঃ তীরের অপর পার্শ্বে উপনীত হইয়াছিল। রাজকুমার হয়ত তাহাদের মত সমুদ্রের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছেন আশা করিয়া তাহারা শোকবিহ্বলচিত্তে মহাটবীতে প্রবেশকরতঃ তাহাকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তাহার অন্য দুই মন্ত্রী চন্দ্রপ্রভ ও ব্যাঘ্রপরাক্রম এবং রাজা মহেন্দ্রাদিত্য অনুরূপভাবে সমুদ্র হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হইয়া বিষণ্ণচিত্তে সুন্দরসেনকে অন্বেষণপূর্বক তাহাকে প্রাপ্ত না হইয়া অতিশয় বিষাদগ্রস্ত হইল এবং অবশেষে তাহাদের অর্ণবপোতটিকে অটুট দেখিয়া শশাঙ্কপুরে গমন করিল। অতঃপর ঐ মন্ত্রিদ্বয় এবং সেই নগরীতে পরিত্যক্ত সৈন্যবাহিনী সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে নিজেদের অলকানগরীতে প্রস্থান করিল। রাজপুত্র বিহনে তাহারা বিলাপ করিতে করিতে আগমন করিলে পৌরজনেরাও ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং নগরীর সর্বত্র বিলাপ-ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। নৃপতি মহাসেন এবং রাজ্ঞী পুত্রের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কেবলমাত্র তাহাদের নির্ধারিত আয়ু শেষ হয় নাই বলিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইল না। নৃপতি এবং রাজ্ঞী আত্মহত্যা করিতে কৃতসংকল্প হইলে মন্ত্রীরা নানাপ্রকার বাক্যে তাহাদের নিরস্ত করিলে তাহাদের মনে ক্ষীণ আশার উদ্রেক হইয়াছিল। সপরিবার নৃপতি নগর বহির্দেশে স্বয়ম্ভূ মন্দিরে যাইয়া পুত্রের সংবাদ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

তদন্তর হংসদ্বীপরাজ মন্দারদেব দুহিতা এবং ভাবী জামাতার সমুদ্রে মজ্জন বার্তা, তাহার জামাতার মন্ত্রিদ্বয়ের অলকাগমন সংবাদ এবং আশার উপর নির্ভর করিয়া নরপতি মহাসেনের তপশ্চর্যা দ্বারা জীবন অতিবাহিত করিবার কথা শ্রবণ করিয়াছিল। সেই ভূপতিও দুহিতাহারা হইয়া শোকে মুহ্যমান হইয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলে মন্ত্রীরা তাহাকে নিরস্ত করিল এবং সে তাহাদের হস্তে রাজ্যভার অর্পণকরতঃ রাজ্ঞী কন্দর্পসেনার সহিত সমদুঃখে দুঃখী রাজা মহাসেনের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতে অলকা নগরীতে গমন করিলে পুত্রের ভাগ্য সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া নৃপতি মহাসেন যাহা করিবে রাজা মন্দার-দেবও তাহা করিতে কৃতসংকল্প হইল। এই নিমিত্ত সে নৃপতি মহাসেনের নিকট আগমণ করিয়াছিল এবং তাহার মুখে মন্দারবতীর বার্তা শ্রবণ করিয়া মহাসেন তাহার দুঃখে দুঃখী হইয়া সমবেদনায় কাতর হইয়া পড়িল। অতঃপর হংসদ্বীপরাজ অলকারাজের সহিত ইন্দ্রিয় নিরোধপূর্বক তপশ্চর্যায় ব্রতী হইয়া মিতাহারে দর্ভশয্যায় শয়ন করিয়া কাল যাপন করিতে লাগিল। (২০৪-২১৯)

বায়ুচালিত পত্রের ন্যায় বিধাতা কর্তৃক তাহারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইলে সুন্দর-সেন যে আশ্রমে অবস্থান করিয়াছিল তথা হইতে যাত্রা করিয়া দৈবাৎ মন্দারবতী যেথায় ছিল সেই মতঙ্গমুনির আশ্রমে আগমন করিল। তথায় সে তীরদেশে নানারসের সুপক্বফলভারাবনত দ্রুমরাজি সমন্বিত এক স্বচ্ছ সরোবর দেখিতে পাইল। সে শ্রান্ত হইয়াছিল, সরোবরে স্নান করিয়া এবং স্বাদু ফল ভক্ষণ করিয়া দৃঢ়বুদ্ধির

সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে সে একটি অরণ্য-নদীর নিকট উপস্থিত হইল। সেই নদী তীরে সিদ্ধ আয়তনের নিকট সে মুনিকন্যাদিগকে পুষ্পচয়নরতা দেখিতে পাইল। তাহাদের মধ্যে পৃথিবীর ভিতর অতুলনীয়া একটি সুন্দরী মুনিকন্যা যেন জ্যোৎস্না দ্বারা সমগ্র বন আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল। দৃষ্টি দ্বারা সে সমস্ত দিকে বিকশিত নীলপদ্ম এবং চরণবিন্যাস দ্বারা তথায় কমল বন সৃষ্টি করিয়াছিল।

রাজকুমার দৃঢ়বুদ্ধিকে বলিল, 'ইনি কি সহস্রলোচন ইন্দ্রের দর্শনযোগ্যা কোন দিব্যাঙ্গনা অথবা পল্লবসদৃশ অঙ্গুলিদ্বারা পুষ্পচয়নরতা বনদেবী? বহু অপ্সরাসৃজনপূর্বক দক্ষতা অর্জনকরতঃ বিধাতা নিশ্চয়ই অদ্ভুত বপুধারিণী ললনাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আচ্ছা, চিত্রপটে প্রিয়তমা মন্দারবতীর যে আলেখ্য দর্শন করিয়াছিলাম তাহার সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ইনি স্বয়ং মন্দারবতী নহেন ত? তাহাই বা কি প্রকারে সম্ভব! সে ত এই অরণ্য হইতে বহু দূরে স্থিত হংসদ্বীপে আছে। আমার কোন মতেই বোধগম্য হইতেছে না এই ভামিনী কে, কোথা হইতে আগমন করিয়াছে এবং কি প্রকারেই বা এইস্থানে আগত হইয়াছে।' সেই সুন্দরীর দর্শন লাভ করিয়া দৃঢ়বুদ্ধি রাজপুত্রকে বলিল, 'তুমি যাহা মনে করিয়াছ এই ললনা বোধ হয় তাহাই হইবে নতুবা বন্য-পুষ্পে রচিত হার, কাঞ্চী, কলাপাদি প্রকৃত আভরণের ন্যায় দেখাইতেছে কেন? অধিকন্তু, এই প্রকার সুকুমার রূপ অরণ্যজাত হইতে পারে না। অতএব নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে ইনি কোন দিব্যাঙ্গনা অথবা রাজকুমারী, ঋষিকন্যা নহেন। গাত্রোত্থানপূর্বক এইস্থানে রহিয়াই ইহার পরিচয় জ্ঞাত হওয়া যাউক।' দৃঢ়বুদ্ধি এই কথা বলিলে তাহারা উভয়ে দণ্ডায়মান হইয়া বৃক্ষান্তরালে আত্মগোপন করিল। (২২০-২৩৪)

ইতোমধ্যে পুষ্পচয়নান্তে মুনিকন্যাগণ ঐ সুন্দরীর সহিত স্নানার্থে নদীতীরে অবতরণ করিল। যখন তাহারা জলক্রীড়ার আনন্দে মত্ত ছিল তখন দৈবাৎ ঐ সুন্দরী কন্যা একটি কুম্ভীর দ্বারা ধৃত হইল। এতদৃষ্টে মুনিকন্যাগণ বিহ্বল হইয়া সবিষাদে চিৎকার করিয়া উঠিল, 'বনদেবতাগণ, রক্ষা কর। রক্ষা কর! নদীতে স্নানরতা মন্দারবতী অকস্মাৎ কুম্ভীর কর্তৃক ধৃত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিতা হইতেছে।' এই কথা শ্রবণ মাত্র সুন্দরসেন মনে মনে চিন্তা করিল, 'ইনিই কি আমার সেই প্রিয়তমা?' তৎক্ষণাৎ ধাবিত হইয়া সত্বর ছুরিকা দ্বারা কুম্ভীরটিকে নিহত করিল। মৃত্যুমুখস্বরূপ কুম্ভীর মুখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলে সুন্দরসেন তাহাকে তীরে লইয়া গিয়া আশ্বস্ত করিল।

বিগতভয়া সে সৌম্যদর্শন পুরুষকে দেখিয়া মনে মনে বলিল, 'আমার জীবন রক্ষার্থ আমার সৌভাগ্যবশতঃ যে উদারচেতা পুরুষ আগমন করিয়াছেন তিনি কে? আশ্চর্যের বিষয় আমার প্রিয়তম, অলকাধিপতির উচ্চবংশজাত পুত্রের যে আলেখ্য আমি দর্শন করিয়াছিলাম, তাহার সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে। ইনি কি তিনিই হইবেন? ধিক্ আমাদের কল্পনা! ভগবান না করুন, তিনি

কেন স্বদেশ হইতে নির্বাসিত হইবেন। অপরিচিত পুরুষের সহিত আমার আর দীর্ঘ কাল যাপন করা উচিত হইবে না। সুতরাং আমাকে এই স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই মহাত্মার মঙ্গল হউক।' এইরূপ চিন্তা করিয়া মন্দারবতী তাহার সখীদিগকে বলিল, 'এই মহাত্মার নিকট হইতে সবিনয়ে বিদায় গ্রহণকরতঃ চল, আমরা প্রস্থান করি।' (২৩৫-২৪৫)

সন্দেহাকুলিত রাজকুমার সুন্দরসেন নিজের নাম শ্রবণ করিয়া আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া তাহার জনৈকা সখীকে শুধাইল, 'শুভে, তোমার এই সখী কে এবং কাহার কন্যা, জানিতে আমার অতিশয় আগ্রহ হইতেছে।' ঋষিকন্যাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, 'ইনি হংসদ্বীপাধিপতি মন্দারদেবের কন্যা মন্দারবতী। রাজকুমার সুন্দরসেনের সহিত বিবাহিতা হইবার নিমিত্ত ইনি অলকায় নীত হইবার সময় উহার অর্ণবপোত সমুদ্রে বিধ্বস্ত হইলে তরঙ্গবেগে উনি তীরে নিক্ষিপ্তা হন এবং উহাকে তথায় দর্শন করিয়া ঋষি মতঙ্গ স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করিয়াছিলেন।'

সুন্দরসেনের সখা দৃঢ়বুদ্ধি তাহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষে ও বিষাদে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে করিতে সুন্দরসেনকে বলিল, 'রাজকুমারী মন্দারবতীকে প্রাপ্ত হইবার সফলতা লাভ করিয়াছ দেখিয়া আমি তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি। আমরা এই ললনার কথাই কি চিন্তা করিতেছিলাম না?' সে এই কথা বলিলে মন্দারবতীর মুনিকন্যা-সখীবৃন্দ কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া সে তাহার বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া উহাদিগের তৃপ্তি বিধান করিল এবং মন্দারবতী 'হায় আর্যপুত্র!' বলিয়া বিলাপ করিতে করিতে সুন্দরসেনের পদতলে লুণ্ঠিত হইল। সুন্দরসেন তাহাকে ক্রন্দন করিতে করিতে আলিঙ্গন করিলে উহাদের উভয়কে বিলাপ করিতে দেখিয়া তথাকার কাষ্ঠতৃণাদিও করুণার্দ্র হইল।

মুনিকন্যাগণ মতঙ্গ ঋষিকে এই বার্তা প্রদান করিলে তিনি কন্যা যমুনাসহ সত্বর তথায় আগমন করিয়া সুন্দরসেনকে আশ্রয় প্রদান করিলে সে তাঁহার পদাবলুণ্ঠিত হইল এবং তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া মন্দারবতীসহ স্বীয় আশ্রমে আগমন করিলেন। সেই দিবস তিনি অতিথিসৎকার দ্বারা তাহার চিত্তবিনোদন করিলে পরদিবস মহর্ষি রাজপুত্রকে বলিলেন, 'বৎস, অদ্য কার্যব্যপদেশে আমাকে শ্বেতদ্বীপে গমন করিতে হইতেছে। তুমি মন্দারবতীসহ অলকানগরীতে গমনপূর্বক রাজপুত্রীকে বিবাহ করিয়া তাহাকে পালন কর। উহাকে আমি আমার কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছি, আমিই উহাকে তোমার হস্তে সম্প্রদান করিলাম। তুমি বহুকালবধি উহার সহিত পৃথিবীতে রাজত্ব করিবে। সত্বরই তোমার মন্ত্রিবর্গকে প্রাপ্ত হইবে।' রাজকুমার ও তাহার বধূকে এই কথা বলিয়া তিনি তাহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্বক সমক্ষমতাশালিনী কন্যা যমুনাসহ নভোমার্গে প্রস্থান করিলেন। (২৪৬-২৬২)

তখন সুন্দরসেন মন্দারবতী এবং দৃঢ়বুদ্ধিসহ আশ্রম হইতে যাত্রা করিয়া সমুদ্র-তীরে উপনীত হইলে কোন বণিকের যুবকপুত্রের একটি লঘু অর্ণবযান তাহার সমীপে

আগমন করিল। অনায়াসে ভ্রমণ সমাপ্ত করিবার নিমিত্ত সুন্দরসেন দৃঢ়বুদ্ধি কর্তৃক দূর হইতে আহূত পোতাধ্যক্ষ ঐ বণিকযুবার নিকট ঐ অর্ণবযানে স্থান প্রার্থনা করিল। মন্দারবতী দর্শনে কামমোহিত ঐ শঠ-বণিকযুবক সম্মত হইয়া অর্ণবপোত তীরের সন্নিকটে আনয়ন করিলে সুন্দরসেন অগ্রে প্রিয়তমাকে পোতে আরোহণ করাইয়া স্বয়ং তথায় দণ্ডায়মান ছিল। তীরস্থ সেই স্থান হইতে পোতে আরোহণ করিতে উদ্যত হইলে পরস্ত্রীলোলুপ শঠ বণিক কর্ণধারকে ইশারা করিয়া পোত ভাসাইয়া দিল। পোতারূঢ়া রাজকুমারী করুণভাবে বিলাপ করিতে থাকিলে অচিরে পোত সুন্দরসেনের দৃষ্টি বহির্ভূত হইল। সুন্দরসেন সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল।

সে ভূপতিত হইয়া, 'হায়! চৌর আমার সর্বস্বাপহরণ করিয়াছে' বলিয়া বহুক্ষণ যাবৎ ক্রন্দন করিতে থাকিলে দৃঢ়বুদ্ধি তাহাকে বলিল, 'বৈক্লব্য পরিত্যাগকরতঃ উত্থিত হও। ইহা বীরোচিত কার্য হইতেছে না। চল, আমরা চৌরের অনুসন্ধানে ঐ দিকেই প্রস্থান করি। অতিমাত্রায় বিপদে পতিত হইয়াও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ধৈর্যচ্যুত হয় না।' (এই স্থানে ২৭২ সংখ্যক শ্লোকের অর্দ্ধাংশ খণ্ডিত)। দৃঢ়-বুদ্ধি কর্তৃক এইরূপে প্রবুদ্ধ হইয়া সে সমুদ্রতীর হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক যাত্রা করিল। (২৬৩—২৭৩)

'হায় রাজপুত্রি! হায় মন্দারবতি!' ক্রমাগতঃ এইরূপ ক্রন্দনকরতঃ পথ পর্যটন করিতে করিতে সে বিরহানলে দগ্ধ হইয়া দৃঢ়বুদ্ধির সাহচর্যে উন্মাদবৎ মহারণ্যে প্রবেশ করিল। তথায় সে সখার সদুপদেশে কর্ণপাত না করিয়া কেবলমাত্র দয়িতার কথা চিন্তা করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল। পুষ্পিত বল্লরীকে দেখিয়া সে বলিতে লাগিল, 'আমার প্রিয়তমা কি পুষ্পে সজ্জিতা হইয়া বণিক-চৌরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া হেথায় আগমন করিয়াছে?' ফুল্ল নলিনী সন্দর্শনে সে বলিত, 'মন্দারবতী কি ভীত হইয়া সরসীতে আশ্রয় গ্রহণপূর্বক আনন বহির্গত করিয়া তাহার দীর্ঘ পদ্মনয়ন দ্বারা আমাকে অবলোকন করিতেছে?' লতাগুল্মান্তরস্থিত কোকিলের কূজনধ্বনি শ্রবণ করিয়া সে বলিত, 'মুগ্ধা মঞ্জুভাষিণী কি আমাকে কিছু বলিতেছে?' চন্দ্র তাহার নিকট তপ্ত সূর্য বলিয়া মনে হওয়ায় রাত্র তাহার নিকট দিবস বলিয়া প্রতিভাত হইত এবং সে প্রতি পদক্ষেপে এইরূপ উন্মাদবৎ আচরণ করিতে লাগিল।

এইরূপে রাজকুমার দৃঢ়বুদ্ধির সহিত পথ ভুল করিয়া অতিকষ্টে সেই অরণ্য হইতে নির্গত হইয়া অন্য একটি মহাটবীতে প্রবেশ করিল। দুর্দান্ত গণ্ডার এবং ভয়ঙ্কর সিংহ অধ্যুষিত এই অরণ্য সৈন্যবেষ্টিত স্থানের ন্যায় বিপদসঙ্কুল ছিল। অধিকন্তু, বহু দস্যু হেথায় বাস করিত। আশ্রয়হীন দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া এই অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সে তথাকার অধিবাসী পুলিন্দাধিপতি বিন্ধ্যকেতু কর্তৃক আদিষ্ট দেবী দুর্গার নিকট নরবলি প্রদানার্থ মনুষ্য অন্বেষণরত উদ্যত অস্ত্রহস্ত পুলিন্দগণের সম্মুখীন হইল। যখন রাজকুমার নির্বাসন, বিরহ ক্লেশ, নীচ জন কর্তৃক অবমাননা,

অনাহার এবং পথশ্রম-ক্লেশ এই পঞ্চাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিল তখন ষষ্ঠাগ্নির ন্যায় দস্যুদিগের আক্রমণ যেন তাহাকে ধৈর্যচ্যুত করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইল। (২৭৪-২৮৬)

যখন শরজাল নিক্ষেপকরতঃ কতিপয় দস্যু তাহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত তাহার দিকে ধাবিত হইল তখন সে একমাত্র সঙ্গীর সহায়তায় উহাদিগকে খড়্গাঘাতে হত্যা করিল। এতদ্দৃষ্টে নৃপতি বিন্ধ্যকেতু অপর সৈন্যদল প্রেরণ করিলে রণদক্ষ সুন্দরসেন তাহাদিগের মধ্যেও অনেক দস্যুকে নিহত করিল। অবশেষে সে এবং তাহার সাথী আহত স্থান হইতে রক্তপাতে ক্লান্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে শবরগণ উভয়কে বন্ধনকরতঃ কারাগারে নিক্ষেপ করিল। কারাগৃহ নানাপ্রকার কীটে এবং মাকড়সার জালে পূর্ণ ছিল। কণ্ঠসংলগ্ন বহু পরিত্যক্ত নির্মোক দেখিয়া প্রতীত হইল যে উহাতে বহু সর্প বাস করে। উহা ধূলিপূর্ণ এবং মূষিকবিবরাকীর্ণ ছিল। বহু ভীত আপন্ন জনগণ উহাতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। নরকের উৎস সেই স্থানে সুন্দরসেন তাহার মন্ত্রিদ্বয় ভীমভুজ এবং বিক্রমশক্তির সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিল। সমুদ্রের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া তাহারাও প্রভুর অন্বেষণে উহাদের মত অরণ্যে প্রবেশ করিলে ধৃত ও শৃঙ্খলিত হইয়া ইতোমধ্যেই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তাহারা কুমারকে চিনিতে পারিয়া তাহার পদতলে লুণ্ঠিত হইল এবং রাজপুত্রও চিনিতে পারিয়া সাশ্রুনয়নে তাহাদিগকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিল।

পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তাহাদের কষ্ট শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। অন্যান্য বন্দীগণ তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিবার নিমিত্ত বলিল, 'দুঃখ করিয়া আর কি হইবে? পূর্বজন্মের কর্মফল হইতে কি আর নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায়? তোমরা কি দেখিতে পাইতেছ না আমাদের সকলের যুগপৎ মৃত্যু নিকটবর্তী? এই মাসের আগামী চতুর্দশী তিথিতে দুর্গাদেবীর নিকট বলি প্রদান করিবার নিমিত্ত পুলিন্দরাজ আমাদিগকে আহরণ করিয়াছে। অতএব শোক করিয়া কি ফল হইবে? জীবিত প্রাণীদিগের সহিত ভাগ্যদেবী অদ্ভুত ক্রীড়া করেন। তিনি যেমন দুর্দশা আনয়ন করিয়াছেন তদ্রূপ সমৃদ্ধিও আনয়ন করিতে সমর্থ।' অন্যান্য বন্দীরা এইরূপ বলিলে তাহারা উহাদিগের সহিত শৃঙ্খলিত হইয়া রহিল। আপৎ কালে সুমহৎদিগের জন্য কোন প্রকার বিবেচনা করা হয় না দেখিয়া কষ্ট হয়। (২৮৭-২৯৯)

চতুর্দশী তিথি আগত হইলে তাহারা সকলে বলি হইবার নিমিত্ত রাজাজ্ঞায় দুর্গাদেবীর মন্দিরে নীত হইল। উহা মৃত্যুর মুখের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। প্রদীপ শিখা ছিল উহার লোলজিহ্বা এবং ঘণ্টাসমূহ ছিল যেন মনুষ্যশিরসংযুক্ত দন্তপাটি। সুন্দরসেন দেবীকে দর্শন করিয়া তাহার সম্মুখে নত হইয়া ভক্তিভরে স্তব করিতে লাগিল, 'দর্পিত দৈত্যনিধনজাত রুধিরাপ্লুত ত্রিশূলধারিণি অসুরভয়-নিবারণি ভক্তদিগের রক্ষাকারিণি দেবী দুঃখদাবাগ্নিদগ্ধ আমার প্রতি তোমার সুধাবর্ষী প্রসন্ন নয়নে দৃষ্টিপাত কর। তোমার জয় হউক।'

সুন্দরসেন যখন এইরূপ স্তব করিতেছিল তখন পুলিন্দাধিপতি বিন্ধ্যকেতু দুর্গাদেবীর অর্চনা করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিল। রাজপুত্র ভিল্লরাজকে দেখিবামাত্র চিনিতে পরিয়া বয়স্যাদিগকে বলিল, 'এই যে পুলিন্দাধিপ বিন্ধ্যকেতু, এই অরণ্যপ্রদেশের রাজা, যে পিতার সেবার্থে তাহার সভায় যাতায়াত করে। যাহা ঘটুক না কেন, এই স্থানে আমাদের কিছু বলা যুক্তিযুক্ত হইবে না, কারণ এই অবস্থায় পতিত হইয়া সম্মানিত ব্যক্তির পরিচিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।' (৩০০-৩০৮)

রাজকুমার যখন তাহার মন্ত্রীদিগকে এই কথা বলিতেছিল তখন নৃপতি বিন্ধ্যকেতু তাহার ভৃত্যদিগকে বলিল, 'বলিপ্রদানার্থ আনীত যে পুরুষ ধৃত হইবার সময় আমার বহু যোদ্ধাকে নিহত করিয়াছিল তাহাকে প্রদর্শন করাও।' ভৃত্যবর্গ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শুষ্ক রুধিরাপ্লুত বহু আঘাতে জর্জরিত সুন্দরসেনকে নৃপতির সমক্ষে আনয়ন করিলে তাহাকে অল্প অল্প চিনিতে পারিয়া নৃপতি সভয়ে তাহাকে বলিল, 'আমাকে বল তুমি কে এবং কোথা হইতে আগমন করিয়াছ?' সুন্দরসেন ভিল্লরাজকে প্রত্যুত্তর করিল, 'আমি কে এবং কোথা হইতে আগমন করিয়াছি জানিয়া তোমার কি লাভ হইবে? তুমি যাহা করিতে উদ্যত হইয়াছ তাহা কর।'

তাহার কণ্ঠস্বরে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে চিনিতে পারিয়া বিন্ধ্যকেতু অতিশয় উত্তেজিত হইয়া 'হায়! হায়!' বলিয়া ভূলুণ্ঠিত হইল। অতঃপর সুন্দরসেনকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া বলিতে লাগিল, 'হায়! মহান্ নৃপতি মহাসেন! আমি পাষণ্ড, তোমার বহু উপকারের কি প্রতিদান দিয়াছি, অবলোকন কর। কোন স্থান হইতে অভ্যাগত তোমার প্রাণসম পুত্র কুমার সুন্দরসেনের আমি কি অবস্থা করিয়াছি!' এইরূপ বাক্যাদি উচ্চারণ করিয়া সে এত বিলাপ করিতে লাগিল যে তত্রস্থ সকলে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু সুন্দরসেনের হৃষ্ট সঙ্গিগণ ভিল্লরাজকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিল, 'কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিবার পূর্বেই তুমি যে উহাকে চিনিতে পারিয়াছ উহাই কি যথেষ্ট নহে? ঐ দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেলে তুমি কি করিতে? এই আনন্দের মধ্যে শোকে তুমি এত মুহ্যমান হইয়াছ কেন?'

তখন নৃপতি সুন্দরসেনের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া তাহাকে সাদর আপ্যায়ন করিলে বলিদানার্থ আনীত সকল ব্যক্তিদিগকে সুন্দরসেনের কথায় মুক্তি প্রদান করা হইল। সুন্দরসেনের প্রতি যথাবিধি সম্মানপ্রদর্শনান্তে সে তাহাকে এবং তাহার বয়স্যাদিগকে স্বীয় গ্রামে আনয়ন করিয়া তাহার আঘাতস্থল পট্টিবদ্ধ-করতঃ ঔষধ লেপন করিয়া তাহাকে বলিল, 'রাজকুমার, আমাকে বল তুমি কি প্রকারে এই স্থানে আগমন করিলে, আমার শ্রবণ করিতে অতিশয় কুতূহল হইতেছে।' (৩০৯-৩২২) সুন্দরসেন সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে শবররাজ বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাহাকে বলিল, 'কি আশ্চর্য ঘটনা পরম্পরা! মন্দারবতীকে বিবাহ করিতে যাত্রা করিয়া তোমার অর্ণবযান সমুদ্রে ভগ্ন হইল, তুমি মতঙ্গ

মুনির আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া তথায় তোমার প্রিয়তমার সহিত মিলিত হইলে, যে বণিকের উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছিলে সে তাহাকে তোমার নিকট হইতে হরণ করিল, অরণ্যে প্রবেশ করিয়া তুমি বলিদানের নিমিত্ত ধৃত হইয়া কারাবন্দী হইলে, মৎ কর্তৃক পরিচিত হইয়া মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত হইলে—এই সমস্ত ঘটনাবলীই কি প্রকারে একসূত্রে গ্রথিত! বিচিত্রবিধানকর্তা বিধিকে নমস্কার করি। তোমার প্রিয়তমার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইও না, কারণ ভাগ্যদেবী, যিনি এই সমস্ত কর্মসাধন করিয়াছেন, তিনি তোমার এই কার্যও অচিরে সম্পাদিত করিবেন।'

পুলিন্দাধিপ যখন এই কথা বলিতেছিল তখন তাহার সেনাপতি অতিশয় হর্ষান্বিত হইয়া অচিরে তথায় প্রবেশ করিয়া তাহাকে বলিল, 'প্রভো, কোন বণিক সানুচর এই অরণ্যে বহু বিত্ত এবং অপরূপা নারীরত্ন এক সুন্দরী রমণীসহ প্রবেশ করিয়াছে জ্ঞাত হইয়া আমি সসৈন্যে গমনকরতঃ তাহাকে, তাহার অনুচরদিগকে এবং সেই রমণীরত্নকে হেথায় আনয়ন করিয়াছি। তাহারা বহির্দেশে অপেক্ষা করিতেছে।' সুন্দরসেন এবং বিন্ধ্যকেতু এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিল, 'উহারা কি সেই বণিক এবং মন্দারবতী?' তাহারা বলিল, 'সেই বণিক এবং রমণীকে শীঘ্র এই স্থানে আনয়ন কর।' সেনাপতি তৎক্ষণাৎ বণিক এবং সেই নারীকে তথায় আনয়ন করিলে দৃঢ়বুদ্ধি তাহাদিগকে দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, 'এই যে দেবী মন্দারবতী এবং সেই দুরাত্মা বণিক। হায় দেবি! কি প্রকারে আপনার এইরূপ তাপদগ্ধ বল্লরীর দশা হইয়াছে? আপনার অধরপল্লব বিশুষ্ক এবং আপনি পুষ্পাভরণ-হীনা।' দৃঢ়বুদ্ধি যখন এইরূপ বিলাপ করিতেছিল তখন সুন্দরসেন ধাবিত হইয়া সোদ্বেগে প্রিয়তমার কণ্ঠালিঙ্গন করিল। পরস্পরের বিরহপাপ অশ্রুনির্ঝরে স্খালন করিবার নিমিত্তই যেন প্রেমিকযুগল বহুক্ষণ বিলাপরত রহিল। (৩২৩-৩৩৬) তখন বিন্ধ্যকেতু উভয়কে সান্ত্বনা প্রদানপূর্বক ঐ বণিককে শুধাইল, 'তোমাকে যে বিশ্বাস করিয়াছিল তাহার পত্নীকে তুমি কি প্রকারে হরণ করিতে পারিলে?' তখন ভীত বণিক গদগদ স্বরে বলিল, 'আমি বৃথাই নিজের বিনাশ আনয়ন করিয়াছি, নিজের ধর্মই এই মনস্বিনীকে রক্ষা করিয়াছে। এই রমণী যেন জ্বলন্ত অগ্নিশিখা, আমি ইহাকে স্পর্শ করিতেও সক্ষম হই নাই। আমি পাপাত্মা, আমার ইচ্ছা ছিল ইহাকে স্বদেশে লইয়া যাইব এবং ইহার ক্রোধ প্রশমিত হইয়া আমার প্রতি বিরূপতা দূর হইলে আমি ইহাকে বিবাহ করিব।' বণিক এই কথা বলিলে শবররাজ তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করিল এবং সুন্দরসেন তাহাকে রক্ষা করিল। কিন্তু প্রাণনাশ অপেক্ষাও উচ্চতর শাস্তিস্বরূপ তাহার সমস্ত বিত্ত বাজেয়াপ্ত করা হইল। যাহারা চিত্তভ্রষ্ট হয় তাহাদের প্রত্যহই মরণ হয়, কিন্তু যে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহার আর ঐ প্রকার দুর্ভোগ হয় না।

এই প্রকারে সুন্দরসেন তাহার মুক্তি বিধান করিলে সেই দুরাত্মা প্রাণনাশ না হওয়াতে প্রীত হইয়া যথেচ্ছ প্রস্থান করিল এবং ভূপতি বিন্ধ্যকেতু মন্দার-

বতী ও সুন্দরসেনকে প্রাসাদে স্বীয় ভার্যার নিকট আনয়ন করিল। নৃপতির আদেশে রাজ্ঞী মন্দারবতীকে স্নান করাইয়া আলেপন এবং পরিচ্ছদাদি দ্বারা সজ্জিত করিল এবং সুন্দরসেনও তদ্রূপ স্নানান্তে পরিচ্ছদে সজ্জিত হইলে তাহাকে একটি উত্তম সিংহাসনে উপবিষ্ট করান হইল এবং তাহাকে বহু উপহার, মুক্তারাজি এবং মৃগমদাদি প্রদান করিয়া সম্মানিত করা হইল। দম্পতি পুনর্মিলিত হওয়াতে নৃপতি মহোৎসবের আয়োজন করিল এবং শবর রমণীগণ হৃষ্টচিত্তে নৃত্য করিতে লাগিল।

পরদিবস সুন্দরসেন রাজাকে বলিল, 'আমার ব্রণসমূহ উপশম হইয়াছে এবং আমার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব এখন আমি স্বনগরীতে প্রত্যাবর্তন করিব। আমাদের সমস্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া পত্রসহ আমার পিতার নিকট আমাদের আগমন সংবাদসহ একটি দূত প্রেরণ করা হউক।' শবররাজ এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজকুমারের নির্দেশমত লিপিকাসহ একটি দূত প্রেরণ করিল। (৩৩৭-৩৫০)

পত্রবাহক যখন অলকায় উপস্থিত হইতেছিল তখন সুন্দরসেনের কোন সংবাদ প্রাপ্ত না হইয়া নৃপতি মহাসেন এবং রাজ্ঞী শোকান্বিত হইয়া শিব-মন্দিরের সম্মুখে অগ্নিপ্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। পৌরজনেরা এই নিদারুণ ক্ষতিতে শোক-বিহ্বল হইয়া তাহাদিগকে বেষ্টিত করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। (এইস্থানে ৩৫৩ সংখ্যক শ্লোকের অর্দ্ধাংশ লুপ্ত)। তখন পত্রবাহক শবর মহাসেনের দর্শন-প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় পরিচয় প্রদানকরতঃ সত্বর তাহার সমীপে আগমন করিল। ভিল্লরাজের পত্রবাহক তাহাকে বলিল, 'রাজন, অদ্য আপনার সৌভাগ্যের দিন। আপনার পুত্র সুন্দরসেন দেবী মন্দারবতীসহ সমুদ্র হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া আমাদের নৃপতি বিন্ধ্যকেতুর সভায় উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাঁহার সহিত হেথায় আগমন করিতেছেন। আমি অগ্রভাগে প্রেরিত হইয়াছি।' এই কথা বলিয়া নির্দিষ্ট কর্ম সমাপনান্তে ভিল্লরাজের পত্রবাহক নৃপতি মহাসেনের পদপ্রান্তে সেই লিপিকা স্থাপিত করিল। জনগণ সহর্ষে কোলাহল আরম্ভ করিল, পত্র পঠিত হইল এবং সমস্ত অদ্ভুত বৃত্তান্ত সকলে অবগত হইল। ভূপতি মহাসেন পত্রবাহককে পুরস্কৃত করিয়া শোক পরিত্যাগপূর্বক অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া সপরিজন প্রাসাদে প্রবেশ করিল। পরদিবস হংসদ্বীপরাজের সহিত পুত্রের আগমন আশা করিয়া অধৈর্য হইয়া পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ মানসে যাত্রা করিল। অসংখ্য চতুরঙ্গ বলসহ ভারবাহনে অশক্ত মেদিনী কম্পিত করিয়া সে চলিতে লাগিল। (৩৫১-৩৬২)।

ইতোমধ্যে সুন্দরসেন ভিল্লপল্লী হইতে মন্দারবতীসহ স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিল। কারাগৃহে মিলিত বয়স্য বিক্রমশক্তি ও ভীমভুজ এবং দৃঢ়বুদ্ধিও তাহার সহিত ছিল। বায়ুসমবেগশালী অশ্বারূঢ় হইয়া সুন্দরসেন বিন্ধ্যকেতুর পার্শ্বে গমন করিতেছিল এবং অসংখ্য পুলিন্দ তাহাদের অনুসরণকরতঃ মনে হইল যেন পৃথিবী তাহারাই অধিকার করিয়া রহিয়াছে। পর্যটন করিতে করিতে কতিপয় দিবসান্তে সপরিজন ও সানুচর পিতা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আগমন

করিতেছেন দেখিয়া সে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলে জনগণ তাহাকে সানন্দে অবলোকন করিল এবং সে ও তাহার বয়স্যগণ পিতার পদতলে লুণ্ঠিত হইল। পূর্ণচন্দ্রাকৃতি পুত্রের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া মহাসেন হর্ষোল্লাসে বন্ধনমুক্ত সমুদ্রের ন্যায় উদ্বেলিত হইল এবং তাহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। শ্বশুর মন্দারবতীকে পাদে প্রণতাদৃষ্টে নিজেকে এবং বংশকে কৃতী জ্ঞান করিয়া আনন্দ লাভ করিল। দৃঢ়বুদ্ধি এবং পুত্রের অন্য মন্ত্রিদ্বয় নৃপতির চরণে প্রণত হইলে সে তাহাদিগকে সংবর্ধনা করিল এবং বিন্ধ্যকেতুকে তদপেক্ষা সাদরে আপ্যায়িত করিল। (৩৬৩-৩৭০)।

অতঃপর পিতা সুন্দরসেনের সহিত শ্বশুর মন্দারদেবকে পরিচিত করাইয়া দিলে সে সহর্ষে তাহাকে প্রণাম করিল এবং পূর্বাগত তাহার মন্ত্রিদ্বয় চন্দ্রপ্রভ ও ব্যাঘ্র-পরাক্রমকে পিতার পাদপদ্মলগ্ন দৃষ্টে তাহার মনে হইল তাহার সমস্ত মনস্কামনাই পূর্ণ হইয়াছে। অতঃপর কুমার সুন্দরসেন উত্তম অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক প্রিয়তমাকে লইয়া সকল সমৃদ্ধির নিকেতন বহুসাধুজনের আবাসস্থল, স্বনগরী অলকাতে স্বীয় গৃহে তত্রস্থ সকলের সহিত যাত্রা করিল। বাতায়নস্থিত পৌরস্ত্রীগণের নেত্রোৎপল-দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া সে কান্তাসহ পিতার প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণ মাতার চরণে প্রণতঃ হইয়া স্বজন এবং ভৃত্যবর্গের সহিত পরমানন্দে সেই দিবস যাপন করিল।

পরদিবসে গণকগণ নিরূপিত আকাঙ্ক্ষিত পরম লগ্ন উপস্থিত হইলে কুমার পিতা-কর্তৃক সম্প্রদত্ত মন্দারবতীর পাণি গ্রহণ করিল। তাহার শ্বশুর মন্দারদেব অপুত্রক থাকায় শ্বশুরের মৃত্যুর পর তাহার রাজ্য উত্তরকালে সুন্দরসেনের অধিকারভুক্ত হইবে বলিয়া সানন্দে তাহাকে অমূল্য রত্নরাজি উপহার স্বরূপ প্রদান করিল। পিতা মহাসেন পৃথিবীকে রিক্ত না করিয়া স্বীয় সামর্থ্যানুযায়ী বিরাট উৎসবের আয়োজন করিল। বন্দীগণকে মুক্তি প্রদান করা হইল ও সুবর্ণ এবং বস্ত্রাদি বর্ষণ করা হইল। সুন্দরসেন ও মন্দারবতীর সমৃদ্ধ মিলন দর্শনকরতঃ এবং নিখিল রমণীবৃন্দের নৃত্যগীতে মুখরিত তাহাদের বিবাহোৎসবে অংশগ্রহণপূর্বক নৃপতি মহাসেন কর্তৃক সমাদৃত হইয়া ভূপতি মন্দারদেব. শশাঙ্কপুরে রাজবন্নামা নগরীতে এবং মহা অটবীর অধিপতি বিন্ধ্যকেতু স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিল।

কতিপয় দিবস গত হইলে নৃপতি মহাসেন স্বীয় পুত্র সুন্দরসেনকে ধর্মপরায়ণ এবং প্রমাদিগের প্রিয় দেখিয়া তাহাকে রাজসিংহাসনে স্থাপনপূর্বক স্বয়ং অরণ্যে প্রস্থান করিল। রাজপুত্র সুন্দরসেন এই প্রকারে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় বাহুবলে নিখিল শত্রু জয় করিয়া ঐ মন্ত্রিগণের সহিত পৃথিবীতে রাজত্ব করিতে লাগিল এবং মন্দারবতীর প্রতি তাহার প্রেম উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া আনন্দ লাভ করিল।' (৩৭১-৩৮৪)

সরোবরতীরে মৃগাঙ্কদত্তের নিকট এই আখ্যায়িকা নিবেদন করিয়া মন্ত্রী ব্যাঘ্রসেন বলিতে লাগিল, 'কুমার, কণ্ব মুনি তাঁহার আশ্রমে আমাদিগের নিকট এই অদ্ভুত কাহিনী বর্ণনা করিয়া অবশেষে দয়াপরবশ হইয়া আমাদিগকে

আশ্বাস প্রদান করিবার নিমিত্ত কহিলেন, 'যে দৃঢ়চেতা ব্যক্তিগণ দুস্তর দুঃখ সহ্য করে তাহারা এই প্রকারে তাহাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করে, কিন্তু যাহারা অধ্যবসায় পরিত্যাগপূর্বক বৈক্লব্য প্রাপ্ত হয় তাহারা সফল-কাম হয় না। সুতরাং এই নৈরাশ্য পরিত্যাগপূর্বক পথ চলিতে থাক। তোমাদের প্রভু কুমার মৃগাঙ্কদত্ত তাহার মন্ত্রীদিগকে প্রাপ্ত হইবে এবং শশাঙ্কবতীর সহিত মিলিত হইয়া বহুকাল পৃথিবী শাসন করিবে।' মহর্ষি এই কথা বলিলে আমরা মনে সাহস পাইলাম এবং তথায় রজনী যাপনকরতঃ আশ্রম হইতে যাত্রা করিয়া পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া এই অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছি। অতিশয় তৃষ্ণার্ত এবং ক্ষুধার্ত হইয়া এই বিনায়কপূত বৃক্ষে ফল আহরণার্থ আরোহণ করিয়া নিজেরাই ফলরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং অধুনা তোমার তপশ্চর্যা-প্রভাবে ফলরূপ হইতে মুক্ত হইয়াছি। তোমার সঙ্গচ্যুত হইবার পর আমাদের চারিজনের ভাগ্যে নাগশাপে ইহাই ঘটিয়াছিল। এখন শাপমুক্ত হওয়াতে আমাদের সকলের সহিত মিলিত হইয়া স্বীয় অভীষ্ট লাভার্থে অগ্রসর হও।'

মন্ত্রী ব্যাঘ্রসেনের নিকট হইতে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শশাঙ্কবতীকে প্রাপ্তির আশা তাহার হৃদয়ে মুকুলিত হইল এবং সেই রজনী সে তথায় অতিবাহিত করিল। (৩৮৫-৩৯২)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের চতুস্ত্রিংশ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—৩৯২
ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা—১৭, ৪৪৪।

পঞ্চত্রিংশ তরঙ্গ

পরদিবস প্রাতঃকালে মৃগাঙ্কদত্ত মনোরম সরোবরের তীর হইতে উত্থিত হইয়া পুনর্মিলিত সমস্ত মন্ত্রীদিগের সহিত এবং বিপ্র শ্রুতধিসহ গণেশপাদপের অর্চনান্তে শশাঙ্কবতীকে লাভ করিবার নিমিত্ত উজ্জয়িনী যাত্রা করিল।

বীর রাজকুমার মন্ত্রীদিগের সহিত শত শত সরোবরপূর্ণ তমাল ও বহু অরণ্যপ্রদেশ অতিক্রম করিল। কতক অরণ্য প্রাবৃটকালের মেঘাবৃত রজনীর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিল। কতকগুলি মদমত্ত গজ কর্তৃক ভঙ্গ কীচকে পূর্ণ ছিল এবং ঐ অরণ্যানী বিপরীত বর্ণের অর্জুন বৃক্ষ এবং তমাল বৃক্ষে আবৃত থাকায় বিরাটরাজের অসংখ্য নগরীর ন্যায় মনে হইতেছিল। এইরূপে অবশেষে তাহারা উজ্জয়িনী নগরীর সমীপবর্তী হইল।

অতঃপর গন্ধবতী নদীতে স্নান করিয়া শ্রান্তি অপনোদনকরতঃ উহা অতিক্রম-পূর্বক সে সঙ্গীদিগের সহিত মহাকালের শ্মশানে উপনীত হইল। তথায় সে প্রবল প্রতাপান্বিত, বীরপূজিত, ক্রীড়ারতা ডাকিনীদিগের প্রিয় ভূতসমূহ এবং ভগ্নাস্থি ও নরকঙ্কালবেষ্টিত ভয়ঙ্কর মহাভৈরবের মূর্তি দর্শন করিল। উহা সমীপস্থ চিতারাশির ধূমে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছিল এবং উহার হস্তমুষ্টিতে নরকঙ্কাল ধৃত ছিল।

শ্মশান অতিক্রম করিয়া সে নৃপতি কর্মসেন শাসিত যুগপুরাতন উজ্জয়িনী নগরীর সাক্ষাৎ লাভ করিল। উচ্চ কুলোদ্ভব সাহসী রাজপুত পরিবেষ্টিত সশস্ত্র প্রহরীবৃন্দ উহার পথসমূহ রক্ষা করিতেছিল এবং উহা পর্বতশিখরের ন্যায় প্রাকার দ্বারা বেষ্টিতে ছিল। গজ, অশ্ব, এবং রথপূর্ণ হওয়ায় বিদেশীদিগের পক্ষে নগরীতে প্রবেশ করা দুরূহ ছিল।

চতুর্দিক হইতে নগরীকে এই প্রকার দুষ্প্রবেশ্য দর্শন করিয়া হতাশ মৃগাঙ্কদত্ত মুখ ফিরাইয়া তাহার মন্ত্রীদিগকে বলিল 'শতপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া এই নগরীতে উপনীত হইয়া এখন প্রবেশ করিতেই পারিতেছি না। প্রিয়তমাকে প্রাপ্ত হইবার আর কি কোন সুযোগ আছে?' এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহারা মৃগাঙ্কদত্তকে বলিল 'রাজকুমার, আমরা সংখ্যায় মাত্র কয়েকজন, আমাদের কি সাধ্য আছে যে বলপূর্বক এই নগরী অধিকার করি? আমাদের কোন কৌশল চিন্তা করিতে হইবে। নিশ্চয়ই এই প্রকার কোন উপায় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। তুমি কি বিস্মৃত হইয়াছ যে দেবতারাও প্রায়শঃ আমাদের এই কার্যের অনুমোদন করিয়াছেন?'

মন্ত্রিগণ এই কথা বলিলে মৃগাঙ্কদত্ত কিয়দ্দিবস নগরীর বহির্দেশে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। (১—১৭)

তদনন্তর তাহার মন্ত্রী বিক্রমকেশরী কর্তৃক বিজিত বেতালের কথা স্মরণ হইলে রাজকুমারের প্রিয়তমাকে তাহার আবাসস্থল হইতে আনয়ন করিবার নিমিত্ত সে ঐ বেতালকে নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিল। তখন সেই দীর্ঘাকার, কৃষ্ণবর্ণ, উষ্ট্রগ্রীব,

গজমুখ, মহিষপাদ, পেচকাক্ষ, গর্দভকর্ণ বেতাল উপস্থিত হইয়া নগরীতে প্রবেশ করিতে অশক্ত হইয়া প্রস্থান করিল। শিবের প্রসাদে এইরূপ প্রাণী এই নগরীতে প্রবেশ করিতে অপারগ ছিল। তখন নীতিজ্ঞ দ্বিজ শ্রুতধি নগরীপ্রবেশেচ্ছু মৃগাঙ্কদত্তকে মন্ত্রিবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া মনঃকষ্টে উপবিষ্ট দর্শন করিয়া তাহাকে বলিল, 'কুমার, তুমি ত নীতিবিদ্, তবে বিহ্বল চিত্তে মোহাবিষ্ট হইয়া রহিয়াছ কেন? শত্রুপক্ষ এবং নিজের মধ্যে প্রভেদ গ্রাহ্য করিয়া কে এই পৃথিবীতে কখনও জয়ী হইতে সমর্থ হয়? এই নগরীর চতুর্দ্বারের প্রত্যেক দ্বারদেশে দ্বিসহস্র গজ, পঞ্চবিংশ সহস্র অশ্ব, দশ সহস্র রথ এবং একলক্ষ পদাতিক সুসজ্জিত হইয়া দিবানিশি প্রহরা দিতে প্রস্তুত থাকে। বীর কর্তৃক পরিচালিত হওয়াতে তাহারা দুর্জেয়। আমাদের মত কতিপয় ব্যক্তির বলপূর্বক এই নগরীতে প্রবেশ করা অমূলক কল্পনা মাত্র, সফলতার কোন উপায় নহে। ক্ষুদ্র সৈন্যবল দ্বারা এই নগরী অধিকার করা অসম্ভব। এই প্রবল সৈন্যবলের সহিত যুদ্ধ করা পদাতিকের হস্তীর সহিত যুদ্ধ করিবার ন্যায় হইবে। অতএব নর্মদা নদীতে জলজন্তুদিগের প্রচণ্ড আক্রমণ হইতে তোমার যে মিত্র পুলিন্দরাজ মায়াবটুকে উদ্ধার করিয়াছিলে এবং তোমার সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ প্রবলপ্রতাপান্বিত মাতঙ্গরাজ দুর্গপিশাচ ও আবাল্য ব্রহ্মচারী শৌর্যের জন্য প্রখ্যাত কিরাতরাজ শক্তিরক্ষিত, ইহারা সকলে তাহাদের সৈন্যবল আনয়ন করুক। মিত্রদিগের কর্তৃক এই প্রকারে বলীয়ান্ হইয়া তুমি তোমার সৈন্য দ্বারা সমস্ত দিক পরিপূরিত করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন কর। তোমার সহিত শর্তানুযায়ী কিরাতরাজ দূর হইতে তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। তুমি ইহা কি প্রকারে বিস্মৃত হইয়াছ? তোমার সহিত শর্তানুসারে মাতঙ্গ রাজ্যে মায়াবটুও নিশ্চয়ই তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। অতএব চল আমরা বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে সানুদেশে মাতঙ্গরাজের আবাসস্থলে করভগ্রীব দুর্গে গমন করি। তথায় কিরাতরাজ শক্তিরক্ষিতকে আহ্বান-পূর্বক তাহাদের সকলের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের শুভ উদ্যোগ সাধনার্থ অভিযান পরিচালনা করি।' (১৮—৩৪)

প্রাজ্ঞজন কর্তৃক অনুমোদিত শ্রুতধির এই অর্থপূর্ণ বাক্য শ্রবণপূর্বক তাহারা 'তাহাই করা হউক' বলিয়া এই প্রস্তাব সাগ্রহে সমর্থন করিল। পরদিবস নিত্য নভশ্চারী সজ্জন বন্ধু রবি চতুর্দিক প্রকাশ করিয়া উদিত হইবামাত্র তাহার আরাধনা করিয়া বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে স্থিত মাতঙ্গরাজ দুর্গপিশাচের আবাসস্থলের দিকে সে যাত্রা করিল। তাহার মন্ত্রিবর্গ ভীমপরাক্রম, ব্যাঘ্রসেন, গুণাকর, মেঘবল, বিমলবুদ্ধি, স্থূলবাহু, বিচিত্রকথ, বিক্রমকেশরী, প্রচণ্ডশক্তি, শ্রুতধি এবং দৃঢ়মুষ্টিও তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল। উহাদের সহিত সে পরপর স্বীয় কর্মের ন্যায়ই বিশাল অরণ্যানী, স্বীয় উদ্দেশ্যের ন্যায় বিস্তৃত বনপ্রদেশ, সরস্বতীতীরস্থ বৃক্ষমূল, রাত্রির আশ্রয়স্থল অতিক্রম করিয়া আত্মবৎ উচ্চ বিন্ধ্যপর্বতে সমাগত হইয়া উহাতে আরোহণ করিল।

অতঃপর রাজকুমার ঐ পর্বতশিখর হইতে দক্ষিণ সানুদেশে অবতরণপূর্বক

দূর হইতে হস্তীদন্ত এবং মৃগচর্মপূর্ণ ভিল্লপল্লীসমূহ দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিল, 'ইহার কোন্ পল্লীতে মাতঙ্গরাজ বাস করে কি প্রকারে জ্ঞাত হইব?' যখন সে এইরূপ চিন্তা করিতেছিল তখন সে ও তাহার মন্ত্রিগণ জনৈক মুনি-বালককে তাহাদের দিকে আগমন করিতে দেখিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া শুধাইল, 'সৌম্য, আপনি কি বলিতে পারেন এই স্থানের কোথায় মাতঙ্গরাজ দুর্গপিশাচের প্রাসাদ অবস্থিত? আমরা তাহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে ইচ্ছা করি।' (৩৫-৪৫)

সাধু তাপসবালক ইহা শ্রবণ করিয়া বলিল, 'এই স্থান হইতে ক্রোশমাত্র দূরে পঞ্চবটী অবস্থিত। যে অগস্ত্য মুনি স্বল্প প্রচেষ্টায় উদ্ধত নৃপতি নহুষকে স্বর্গ হইতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন সেই মুনির আশ্রম তাহার নাতিদূরে অবস্থিত ছিল। তথায় পিত্রাদেশে রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং ভার্যা সীতাসহ অরণ্যে বাসপূর্বক বহুকাল সেই মুনির সেবা করিয়াছিলেন। রাহু যেরূপ সূর্য চন্দ্রকে গ্রাস করে রামকে রাক্ষস বধের পথপ্রদর্শনকরতঃ কবন্ধ তথায় রাম লক্ষ্মণকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। অগস্ত্য মুনিকে আরাধনা করিতে আগত অজগররূপী নহুষের ন্যায় কবন্ধের যোজনবিস্তৃত বাহু রাম তথায় ছেদন করিয়াছিলেন। বর্ষা ঋতু সমাগমে তথায় এখনও রাক্ষসগণ মেঘগর্জন শ্রবণে রামের ধনুষ্টঙ্কার ধ্বনি স্মরণ করে। তথায় জানকীপালিত বৃদ্ধ মৃগগণ চতুর্দিক রিক্ত দর্শন করিয়া সাশ্রুনয়নে শষ্পমুষ্টি গ্রহণ করে না। তখন পর্যন্ত যে সমস্ত মৃগ জাত হয় নাই তাহাদিগকে রক্ষণ করিবার নিমিত্তই যেন মারীচ স্বর্ণমৃগরূপ ধারণপূর্বক রাঘবের সহিত সীতার বিরহ সৃষ্টি করিয়াছিল। তথায় কাবেরী নদী-পৃষ্ঠে বহু হ্রদ দেখিয়া মনে হয় যেন অগস্ত্য মুনি যে অম্বুধি পান করিয়াছিলেন তাহা ক্রমে ক্রমে বমন করিয়া নির্গত করিয়াছিলেন। সেই আশ্রম হইতে অনতিদূরে বিন্ধ্যপর্বতের অধিত্যকায় করভগ্রীব নামক দুর্গম দুর্গ আছে। অপরাজেয় মাতঙ্গরাজ প্রচণ্ড শৌর্যশালী দুর্গপিশাচ তথায় বাস করে। লক্ষ ধনুর্ধর তাহার আজ্ঞাবহ এবং প্রত্যেক ধনুর্ধরের পঞ্চশত অনুচর আছে। এই দস্যুদিগের সাহচর্যে সে কোনও নৃপতিকে ভয় না করিয়া সার্থবাহসমূহ লুণ্ঠন করে এবং শত্রু বিনাশপূর্বক এই মহাটবী ভোগ করে।' (৪৬-৫৮)

মৃগাঙ্কদত্ত মুনিপুত্রের বাক্য শ্রবণপূর্বক তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সত্বর অনুচরবর্গের সহিত মুনিপুত্র প্রদর্শিত মার্গে গমন করিয়া যথাকালে ভিল্ল পল্লী সমাকুল মাতঙ্গরাজের দুর্গ করভগ্রীবের নিকটবর্তী হইল। তথায় সে সর্বত্র ময়ূরপক্ষ এবং গজদন্তে সজ্জিত ব্যাঘ্র চর্মধারী মৃগমাংসাশী শবরকুলের সাক্ষাৎ লাভ করিল। মৃগাঙ্কদত্ত সেই ভিল্লদিগকে দেখিয়া তাহার মন্ত্রীদিগকে বলিল, 'আশ্চর্যের বিষয় পশুর ন্যায় বন্যজীবন যাপন করা সত্ত্বেও ইহারা দুর্গ-পিশাচকে তাহাদের নরপতি বলিয়া মান্য করে। পৃথিবীতে কোন জাতিই নৃপতিবিহীন নহে। আমার মনে হয় মাৎস্যন্যায়ের আশঙ্কায় দেবতারা 'রাজা' শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন।' যখন সে এই কথা বলিয়া করভগ্রীব দুর্গে গমন করিবার পথ অন্বেষণ করিতেছিল তখন তথায় আগত শবররাজ মায়াবটুর অনুচর-

বর্গ, যাহারা পূর্বেই তাহাকে দেখিয়াছিল, তাহাকে চিনিতে পারিল। তাহারা অচিরে মায়াবটুর নিকট গমনপূর্বক মৃগাঙ্কদত্তের আগমনবার্তা নিবেদন করিলে সে সসৈন্যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিল। পুলিন্দরাজ রাজকুমারের সমীপে আগমনকরতঃ অশ্ব হইতে অবতরণপূর্বক ধাবিত হইয়া তাহার পাদমূলে প্রণত হইল। সে রাজকুমারকে আলিঙ্গন করিয়া কুশল প্রশ্ন পৃষ্ট হইয়া তাহাকে এবং তাহার মন্ত্রীদিগকে অশ্বারূঢ়করতঃ স্বীয় শিবিরে আনয়ন করিল। সেই শবররাজ স্বীয় প্রতিহারীকে রাজকুমারের আগমনবার্তা নিবেদন করিবার নিমিত্ত মাতঙ্গ-রাজের নিকট প্রেরণ করিল। (৫৯-৬৯)

যথার্থনামা মাতঙ্গরাজ দুর্গপিশাচ অচিরে স্বীয় আবাসস্থল হইতে তথায় আগমন করিল। প্রস্তর চূড়ার ন্যায় দৃঢ়দেহধারী, তমালকৃষ্ণ পুলিন্দপাদাশ্রয়দাতা তাহাকে দ্বিতীয় বিন্ধ্যাচলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। ত্রিবলীসংযুক্ত ভ্রূকুটি তাহার আননকে স্বতঃই ভয়ঙ্কর রূপ প্রদান করিয়াছিল এবং মনে হইল বিন্ধ্যবাসিনী দুর্গা যেন তাহাকে ত্রিশূলদ্বারা চিহ্নিত করিয়া স্বকীয় অনুচর করিয়া লইয়াছেন। বয়সে তরুণ হওয়া সত্ত্বেও সে বহু পার্থিব বায়সের মৃত্যু সন্দর্শন করিয়াছিল, কৃষ্ণ-বর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সে সুদর্শন ছিল না। পর্বতের পাদদেশ কম্পিত করা সত্ত্বেও সে কাহারও বশ্যতা স্বীকার করে নাই এবং নবীন জলধরের ন্যায় সে ময়ূরপুচ্ছ এবং বিচিত্রধনু ধারণ করিত। হিরণাক্ষ্যের ন্যায় তাহার দেহ হিংস্র শূকর দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল এবং ঘটোৎকচের ন্যায় সে ভীমরূপধারী ছিল। কলির ন্যায় সে তাহার অধীনস্থ প্রজাদিগকে ধর্মহীন এবং উচ্ছৃঙ্খল দেখিয়া হৃষ্ট হইত। অর্জুন আলিঙ্গনমুক্ত নর্মদানদীর ন্যায় তাহার অনুচরবর্গ ভূতল পরিপূর্ণ করিয়াছিল। সমবেত চণ্ডাল অনীকিনী দিঙমণ্ডল অন্ধকার করিয়া অগ্রসর হইলে দর্শকবৃন্দ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল, 'পর্বত হইতে শিলারাশি পতিত হইতেছে কি অথবা প্রলয়কালের কল্পান্ত মেঘ অকালে পৃথিবীতে পতিত হইল ?'

দূর হইতে ভূমিতে শির আনত করিয়া তাহাদের রাজা দুর্গপিশাচ প্রণাম করিয়া বলিল, 'অদ্য দুর্গাদেবী আমার প্রতি প্রসন্না হইয়াছেন। আমার গৃহে আপনার ন্যায় উচ্চকুলোদ্ভব মহাপুরুষের আগমন হইয়াছে। নিজেকে ভাগ্যবান ও সফলকাম বলিয়া ধারণা করিতেছি।' মাতঙ্গাধিপতি এই কথা বলিয়া তাহাকে মুক্তা, মৃগমদ এবং অন্যান্য অমূল্য বস্তু প্রদান করিল এবং রাজকুমার যথাবিধি ভদ্রতাসহকারে ঐ সমুদয় গ্রহণ করিলে তাহারা সকলে তথায় শিবির স্থাপন করিল। সেই মহাটবী গজবন্ধনস্তম্ভে গজসমূহে, অশ্বালয়ে অশ্বসমূহে এবং শিবিরে পদাতিক সৈন্যে পরিপূর্ণ হইলে অভূতপূর্ব অবস্থায় নিজেকে নগরীর ন্যায় অবলোকন করিয়া স্বীয় সৌভাগ্যে আনন্দবিহ্বল হইল। (৭০-৮৪)

অনন্তর সেই অরণ্যে স্নানমঙ্গল সমাপনপূর্বক আহারান্তে তাহার মন্ত্রিবর্গ পরিবৃত হইয়া মৃগাঙ্কদত্ত একান্তে সমাসীন হইলে মায়াবটুর সমক্ষে দুর্গপিশাচ মৃগাঙ্কদত্তকে কথাপ্রসঙ্গে স্নেহপ্রীতিপূর্ণ বচনে বলিল, 'বহুপূর্ব হইতেই এই নৃপতি

মায়াবটু আপনার আদেশ পালনার্থ আমার সহিত হেথায় অবস্থান করিতেছে। প্রভো! এতকাল পর্যন্ত আপনারা কোথায় অবস্থান করিতেছিলেন? আপনারা কতদূর কি করিয়াছেন এবং কি নিমিত্ত আপনাদের বিলম্ব হইয়াছে আমাকে বলুন।' তাহার বচন শ্রবণ করিয়া রাজকুমার বলিল, 'পুনর্মিলিত বিমলবুদ্ধি, গুণাকর, শ্রুতধি এবং ভীমপরাক্রম, মিত্র মায়াবটুর প্রাসাদ পরিত্যাগ করিবার পর পথিমধ্যে প্রচণ্ডশক্তি, বিচিত্রশক্তি এবং কালক্রমে বিক্রমকেশরীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। অতঃপর ইহারা একটি সুরম্য সরোবর তীরে গণেশপূত বৃক্ষে আরোহণপূর্বক উহার ফল সংগ্রহে উদ্যত হইলে নিজেরাই দেবতার অভিশাপে ফলে পরিণত হইয়াছিল। আমি গণপতির অর্চনাপূর্বক বহুকষ্টে উহাদিগকে মুক্ত করিলে পূর্বে অনুরূপভাবে ফলে পরিণত আমার অপর মন্ত্রি চতুষ্টয় দৃঢ়মুষ্টি, ব্যাঘ্রসেন, মেঘবল এবং স্থূলবাহুকেও মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এইরূপে সকলকে উদ্ধার করিয়া উজ্জয়িনীতে গমনপূর্বক তথায় সমস্ত দ্বার প্রহরী দ্বারা সুরক্ষিত থাকায় আমরা শশাঙ্কবতীকে কোন কৌশলে হরণ করা দূরে থাকুক, নগরীতেই প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলাম না। আমার সহিত সৈন্যবল না থাকায় দূত প্রেরণ করিবার অবস্থাও আমার ছিল না। অতএব পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া আমরা তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। অধুনা সখে, তুমি এবং তোমার মিত্রবর্গই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি না তাহা নিরূপণ করিবে।'

মৃগাঙ্কদত্ত এই প্রকারে তাহাদের অভিযানকাহিনী বর্ণনা করিলে দুর্গাপিশাচ এবং মায়াবটু বলিল, 'সাহস অবলম্বন করুন। ইহা আমাদের পক্ষে অতিশয় সহজসাধ্য। আপনার সেবার নিমিত্তই আমাদের জীবন। ঐ নৃপতি কর্মসেনকে আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় হেথায় আনয়ন করিব এবং তাহার দুহিতা শশাঙ্কবতীকে বলপূর্বক অপহরণ করিব।' (৮৫-১০০)

মাতঙ্গরাজ এবং মায়াবটু এই কথা বলিলে মৃগাঙ্কদত্ত বলিল, 'তোমাদের এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞাতেই অনুমিত হইতেছে যে তোমরা তোমাদের সখার কার্য সম্পাদনে সফলতা লাভ করিবে। বিধাতা যখন তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন তখন তিনি তোমাদের পরিবেশ হইতে বিন্ধ্য পর্বতের দার্ঢ্য, ব্যাঘ্রদিগের সৌন্দর্য এবং বনকমলের সুহৃদপ্রীতি গ্রহণ করিয়া তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অতএব চিন্তাপূর্বক উপযুক্ত কর্ম সম্পাদন কর।' মৃগাঙ্কদত্ত যখন এই কথা বলিতেছিল তখন অস্তাচল শিখরে সূর্যদেব প্রস্থান করিলেন। অতঃপর তাহারাও শ্রমজীবিদিগের নির্মিত কক্ষে সেই স্কন্ধাবারে রজনী যাপন করিলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে মৃগাঙ্কদত্ত তাহার মিত্র কিরাতরাজ শক্তিরক্ষিতকে আনয়ন করিতে গুণাকরকে প্রেরণ করিল। গুণাকর সেই নৃপতির নিকট কার্যক্রম বর্ণনা করিলে কতিপয় দিবসের মধ্যেই কিরাতরাজ বহুসংখ্যক সৈন্যসহ তাহার সহিত প্রত্যাগমন করিল। দশলক্ষ পদাতিক, দুইলক্ষ অশ্ব, অযুত গজারূঢ় এবং অষ্টাশীতি সহস্র রথ, নৃপতির সহিত ধ্বজ এবং ছত্র সমভিব্যাহারে নভোদেশ

আবৃত করিয়া আগমন করিয়াছিল। মৃগাঙ্কদত্ত সমিত্র এবং সমন্ত্রী সহর্ষে তাহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনাকরতঃ স্বীয় শিবিরে আনয়ন করিল। বারিধির ন্যায় বিশাল শিবির দৃষ্টে মৃগাঙ্কদত্তের হৃদয় হর্ষাপ্লুত হইল। শত শত বাহিনী সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে নদীপ্রবাহের মত আগমন করিতে লাগিল। দুর্গপিশাচ সমাগত নৃপতিবৃন্দকে মৃগমদ, পরিচ্ছদ, মাংস এবং ফলাসব দ্বারা সম্মানিত করিল। শবররাজ তাহাদিগকে উত্তমরূপে স্নান করাইয়া আলেপনাদি প্রদানপূর্বক ভোজ্য, পানীয় এবং শয্যার ব্যবস্থা করিল। মৃগাঙ্কদত্ত যথাস্থানে উপবিষ্ট নৃপতিদিগের সহিত ভোজন করিতে লাগিল। এমন কি সে মাতঙ্গরাজকে তাহার সমক্ষে নাতিদূরে উপবিষ্ট করাইয়া ভোজন করাইল। প্রকৃত ব্যাপার হইতেছে এই যে মানুষকে নহে ; কার্য, দেশ এবং কালকেই প্রাধান্য দিতে হইবে। (১০১-১১৯)

পরদিবস কিরাতাদির নবাগত কটকেরা বিশ্রাম করিলে মৃগাঙ্কদত্ত মাতঙ্গাধিপ প্রভৃতি মিত্রদিগকে বলিল, 'এখন আমাদের বিলম্বের আর কি প্রয়োজন আছে? সৈন্যবাহিনীসহ সত্বর উজ্জয়িনীতে গমন করি না কেন?' দ্বিজ শ্রুতধি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজকুমারকে বলিল, 'কুমার, আমি নীতি-বিদ্দিগের কথামত কিছু বলিতেছি শ্রবণ কর। বিজয়েচ্ছু নৃপতি প্রথমে দেখিবে কোন কার্য সম্ভবপর এবং কোন কার্য সম্ভবপর নহে। কৌশলে যে কার্য সাধন করা যাইবে না তাহা অসাধ্যবোধে পরিত্যাগ করিবে। উপায় অবলম্বনপূর্বক যে কার্য সংসাধিত করা যায় তাহাই সুসাধ্য, কার্য সাধনের চারিটি মাত্র উপায় আছে —সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ড। ক্রমানুযায়ী উহাদের নাম করা হইল। প্রথমটি দ্বিতীয় অপেক্ষা শ্রেয়ঃতর। সুতরাং কুমার, প্রথমে এই ব্যাপারে সাম প্রয়োগ করিতে হইবে। নৃপতি কর্মসেন ধনলোভী নহে, সুতরাং দান তথায় কৃতকার্য হইবে না। ভেদ দ্বারাও কিছু করা যাইবে না, কারণ তাহার কোন ভৃত্যই অপমানিত হইয়া ক্রুদ্ধ অথবা গৃধ্নু হয় নাই। বল প্রয়োগে বিপদ আছে, কারণ সেই নরপতি দুর্গম স্থানে অজেয় সৈন্যদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকেন। কোন ভূপতি এ পর্যন্ত তাহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় নাই। উপরন্তু, বলশালী পরাক্রান্ত ব্যক্তিও সর্বকালে রণে বিজয়লক্ষ্মীর প্রসাদ প্রাপ্ত নাও হইতে পারে। অধিকন্তু কন্যার পাণিপ্রার্থীর পক্ষে বান্ধবদিগকে হত্যা করা বিধেয় নহে। সুতরাং সামনীতি অবলম্বনপূর্বক সেই ভূপতির নিকট দূত প্রেরণ করা হউক। তাহাতে যদি কার্যসিদ্ধি না হয় তবে নিরুপায় হইয়া দণ্ডনীতি অবলম্বন করিতে হইবে।' তত্রস্থ সকলে শ্রুতধির এই বাক্য অনুমোদনপূর্বক তাহার রজনীতির প্রশংসা করিতে লাগিল। (১২০-১২৮)

অতঃপর মৃগাঙ্কদত্ত সকলের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কিরাতরাজের কর্মচারী সুবিগ্রহ নামক সর্বদূতগুণসমন্বিত এক দ্বিজোত্তমকে ভূপতি কর্মসেনের নিকট বার্তাসহ প্রেরণ করিল। সে লিপি এবং মৌখিক বার্তাও বহন করিয়াছিল। সেই দূত উজ্জয়িনীতে গমনপূর্বক প্রতিহারী কর্তৃক ঘোষিত হইয়া নৃপতির প্রাসাদে প্রবেশ করিল। অশ্ব এবং গজ দ্বারা সুসজ্জিত প্রাসাদ অতিশয় মনোরম

দেখাইতেছিল। তথায় সে মন্ত্রীপরিবৃত সিংহাসনে উপবিষ্ট নৃপতি কর্মসেনের সাক্ষাৎ লাভ করিল। নৃপতিকে প্রণাম করিলে সে সংবর্ধিত হইয়া কুশল প্রশ্নাদি পৃষ্ট হইবার পর আসন গ্রহণ করিল। সে নৃপতিকে লিপিকা প্রদান করিলে প্রজ্ঞাকোষ নামক রাজমন্ত্রী উহা গ্রহণকরতঃ মুদ্রাভঙ্গ করিয়া উহা উন্মোচন করিয়া পাঠ করিতে লাগিল, 'স্বস্তি, মহীমমণ্ডল অযোধ্যাপতি সৌভাগ্যশালী রাজ-রাজ অমরদত্তের পুত্র শ্রীমান মৃগাঙ্কদত্ত সম্প্রতি অরণ্যের সানুপ্রদেশে অবস্থিত করভগ্রীব দুর্গে অধীনস্থ নৃপতিগণের সহিত অবস্থানকরতঃ স্ববংশীয় অম্বুধি ইন্দুপম উজ্জয়িনীর মহারাজ কর্মসেনকে সসম্মানে এই সুস্পষ্ট বার্তা প্রেরণ করিতেছেন, 'আপনার একটি দুহিতা আছে যাহাকে অন্যের হস্তে সম্প্রদান করিতেই হইবে। উহাকে আপনি আমাকেই প্রদান করুন, কারণ দেবতাগণ তাহাকে আমার উপযুক্ত ভার্যা বলিয়া মনোনীত করিয়াছেন। এই প্রকারে আমরা মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হইব এবং আমাদের পূর্ব বৈরিতা দূর হইবে। যদি ইহাতে সম্মত না হন তবে আমি আমার প্রার্থিত বস্তু লাভার্থে স্বীয় ভুজবলের উপর নির্ভর করিব।' মন্ত্রী প্রজ্ঞাকোষ কর্তৃক পত্র পঠিত হইলে নৃপতি কর্মসেন সকোপে স্বীয় মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, 'তথাকার জনগণ সর্বদা আমাদের শত্রুতা আচরণ করে। দেখ, এই ব্যক্তির স্থান জ্ঞান নাই। সে একটি অবজ্ঞাসূচক বার্তা প্রেরণ করিয়াছে। সে নিজের নাম প্রথমে করিয়াছে এবং পশ্চাতে অবজ্ঞাভরে আমার নাম করিয়া এই দর্পিত পুরুষ তাহার বাহুবীর্যের গর্ব করিয়াছে। উহাকে কোন প্রত্যুত্তর প্রেরণ করিব না, কন্যা সম্প্রদান করা তো দূরের কথা! দূত তুমি প্রস্থান করিতে পার। তোমার প্রভু যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে।' (১২৯-১৫৩)

নৃপতি কর্মসেন এই কথা বলিলে সেই তেজস্বী বিপ্রদূত সুবিগ্রহ তাহাকে কালোচিত উত্তর প্রদান করিল, 'মূঢ়, রাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায় এখন গর্ব করিতেছ। প্রস্তুত হও, সে আগমন করিলে তোমার এবং তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে কি ব্যবধান তাহা প্রত্যক্ষ করিও।' দূত এই কথা বলিলে সমস্ত রাজসভা ক্ষুব্ধ হইল, কিন্তু ক্রোধান্বিত হওয়া সত্ত্বেও রাজা বলিল, 'তুমি শীঘ্র দূর হও, তুমি অবধ্য, সুতরাং আমি আর কি করিতে পারি?' তথায় উপস্থিত কেহ কেহ তাহাদের অধরোষ্ঠ দংশনকরতঃ হস্ত দ্বারা হস্ত ঘর্ষণ করিয়া একে অন্যকে বলিতে লাগিল, 'ইহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া এই মুহূর্তেই ইহাকে হত্যা করি না কেন?' কিন্তু আত্মসমাহিত অপর ব্যক্তিগণ বলিল, 'এই মূর্খ বিপ্রকে গমন করিতে দাও। একটি শিশুর বাক্যে তোমরা কেন অধীর হইতেছ? আমরা কি করিতে সমর্থ তাহা উহাদিগকে দেখাইব।' অপর কেহ কেহ ভ্রূকুটি-করতঃ আশু ধনুকযুদ্ধের প্রতীক্ষা করিয়া ক্রুদ্ধ রক্তারুণ আননে নীরব হইয়া রহিল।

সমস্ত রাজসভা এইরূপে বিরূপ হইলে দূত সুবিগ্রহ বহির্গমনপূর্বক মৃগাঙ্কদত্তের শিবিরে উপস্থিত হইয়া তাহার এবং তাহার মিত্রদিগের সমীপে কর্মসেন যাহা যাহা বলিয়াছিল তৎসমুদায় নিবেদন করিলে মৃগাঙ্কদত্ত উহা শ্রবণ করিয়া সৈন্যদলকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিল। তখন সেনাপতির আদেশে যেন প্রবল ঝঞ্ঝার

দ্বারা চালিত হইয়া সেই সৈন্যবারিধিতে উন্মত্ত জলজন্তুর ন্যায় নর, অশ্ব এবং গজ মিত্র রাজন্যবর্গের হৃদয়ে হর্ষ উৎপাদন করিল এবং কাতর মানবদিগের মনে প্রবল শঙ্কার উদ্রেক করিল। তেজস্বী অশ্বদিগের ফেনায় এবং গজদিগের মদস্রাবে ধরণী কর্দমাক্ত করিয়া তূর্যনাদে ভুবন বধিরকরতঃ মৃগাঙ্কদত্ত উজ্জয়িনী জয় করিবার নিমিত্ত শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। (১৪৪-১৫৩)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের পঞ্চত্রিংশ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—১৫৩
ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা—১৭,৫৯৭।

ষট্‌ত্রিংশ তরঙ্গ

অতঃপর মৃগাঙ্কদত্ত সুহৃদ্‌বর্গ সহিত বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রমকরতঃ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত সৈন্যবাহিনী সমভিব্যাহারে উজ্জয়িনী সীমান্তে আগমন করিল। এই বার্তা প্রাপ্ত হইয়া বীর নৃপতি কর্মসেনও যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎকার মানসে সসৈন্যে নগরীর বহির্দেশে আগমন করিল। দুই সৈন্যবাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া একে অন্যকে দর্শন করিতে যখন সমর্থ হইল তখন বীরগণের হর্ষোৎপাদক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নৃসিংহের গর্জনে ইতস্ততঃ পলায়মান ভয়ত্রস্ত দানবদিগকে দেখিয়া রণক্ষেত্রকে হিরণ্যকশিপুর আবাসস্থল বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। নিরন্তর আকাশপথে নিক্ষিপ্ত শরজাল পরস্পরকে ছেদনকরতঃ পঙ্গপাল যেরূপ কোমল শস্যোপরি পতিত হয় তদ্রূপ বীর যোদ্ধাদের উপর পতিত হইতে লাগিল। খড়্গাহত গজমস্তকের মুক্তাফলরাজি ছিন্ন হারের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। মনে হইল সেই রণভূমি যেন মৃত্যুর মুখ এবং নর, অশ্ব ও গজদিগের আঘাতকারী তীক্ষ্ণ বার্শাফলকসমূহ যেন তাহার দশন। অস্ত্রধারী যোদ্ধাদিগের শিরসমূহ অর্দ্ধচন্দ্রশরে ছিন্ন হইয়া যেন দিব্যাঙ্গনাগণকে চুম্বন করিবার নিমিত্ত আকাশে উত্থিত হইতেছিল। সাহসী বীরগণের কবন্ধ তাহাদের প্রভুদিগকে রণসমুল্লাসিত দেখিয়া যেন পদে পদে নৃত্য করিতেছিল। এই প্রকারে ঐ শূরান্তকর শোণিতস্রোতোবাহী নরমুণ্ডসমৃদ্ধ রণ পঞ্চ দিবস চলিয়াছিল। (১-১০)

পঞ্চম দিবসে সায়ংকালে মৃগাঙ্কদত্ত যখন মন্ত্রীদিগের সহিত অবস্থান করিতেছিল তখন বিপ্র শ্রুতধি, গোপনে তাহার সমীপে আগমনকরতঃ বলিল, 'আপনারা যখন যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন তখন উজ্জয়িনীর দ্বারসমূহ প্রায় জনশূন্য ছিল এবং আমি ঐ নগরীতে প্রবেশ করিয়া নিকটে অবস্থান সত্ত্বেও মন্ত্রবলে অদৃশ্য রহিয়া যাহা অবলোকন করিয়াছিলাম আপনার নিকট তাহা যথাযথ বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন। নৃপতি কর্মসেন যুদ্ধে নিষ্ক্রান্ত হওয়ামাত্রই শশাঙ্কবতী মাতার অনুমতি গ্রহণপূর্বক প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া নগরীস্থ গৌরী মন্দিরে পিতার রণে জয়লাভ করিবার নিমিত্ত দেবীকে অর্চনা করিতে গমন করিয়াছিল। তথায় সে জনৈকা বিশ্বস্তা সখীকে একান্তে বলিয়াছিল, 'সখি, আমার নিমিত্তই পিতা যুদ্ধে ব্রতী হইয়াছেন এবং যদি পরাজিত হন তবে আমাকে সেই রাজকুমারের হস্তে সম্প্রদান করিবেন। রাজ্যের সর্বনাশ সমুৎপন্ন হইলে নৃপতিবর্গ অপত্যস্নেহ গণনা করেন না। রূপে সেই রাজপুত্র আমার উপযুক্ত কি না আমি জ্ঞাত নহি। কুরূপ পতির সহিত বিবাহিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। পৃথিবীর রাজ-চক্রবর্তী কুরূপ পতি অপেক্ষা সুরূপ দরিদ্র স্বামীকেও আমি পছন্দ করি। সুতরাং তুমি সৈন্যবাহিনী সমীপে গমনকরতঃ সে কিরূপ তাহা দেখিয়া আইস। সখি, তোমার নাম চতুরিকা এবং তুমি চতুরিকারই ন্যায় কার্য সম্পাদন কর।'

রাজকুমারী সখীকে এই আদেশ প্রদান করিলে সেই রমণী আমাদের

শিবিরে আগমনপূর্বক আপনাকে দেখিয়া রাজকুমারীকে বলিয়াছিল, 'সখি, কেবলমাত্র ইহাই বলিতে পারি যে, স্বয়ং বাসুকির এত রসনা নাই যাহা দ্বারা সেই রাজপুত্রের রূপ বর্ণনা করিতে সমর্থ হয়। আমি কেবলমাত্র ইহাই বলিতে ইচ্ছা করি যে তোমার তুল্য রূপসী এই জগতে যেমন নাই, তদ্রূপ তাহার তুল্যও কোন মনুষ্য নাই। ইহাতে তাহার সম্বন্ধে অল্পই বলা হইল। আমার ধারণা এই ত্রিজগতে উহার তুল্য কোন সিদ্ধ, গন্ধর্ব অথবা দিব্যপুরুষ নাই।' সখীর এই বচনে শশাঙ্কবতীর হৃদয় তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং কন্দর্পদেবও যুগপৎ উহা শরদ্বারা নিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই সময় হইতে সে তোমার এবং তাহার পিতৃদেবেরও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিয়া তোমার বিরহে, চিন্তায় চিন্তায়, ক্রমশঃ কৃশ হইয়াছে। (১১-২৬)

সুতরাং অদ্য রজনীতেই গোপনে সেই রাজকুমারীকে বিজন গৌরীদেবীর মন্দির হইতে অলক্ষ্যে হরণকরতঃ মায়াবটুর প্রাসাদে আনয়ন করুন। তখন এই নৃপতিবর্গ আপনার পশ্চাদ্দেশ শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে করিতে আমার সহিত তথায় গমন করিবে। এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটুক। আর সৈন্যক্ষয় হইতে দিবেন না। নিজের এবং আপনার শ্বশুর রাজা কর্মসেনের নিরাপত্তা বিধান করুন। প্রভূত জনজীবনক্ষয়কারী যুদ্ধ অতিমাত্রায় অনুপযোগী এবং প্রাজ্ঞদিগের মতে উহা জঘন্যতম উপায়।'

শ্রুতধি মৃগাঙ্কদত্তকে এই কথা বলিলে সেই রাজকুমার তাহার মন্ত্রিবর্গ সহ অশ্বারোহণে রজনীতে গোপনে যাত্রা করিয়া উজ্জয়িনী নগরীতে আগমন করিল। তখন তথায় কেবলমাত্র সুপ্ত নরনারী ও বালকেরা ছিল এবং দ্বারসমূহে কতিপয় নিদ্রালু রক্ষী অবস্থান করিতেছিল। শ্রুতধিবর্ণিত বর্ণনার সাহায্যে গৌরীদেবীর মন্দির সহজেই তাহারা চিনিতে পারিল। সেই মুহূর্তে পূর্ব গগন আলোকিত করিয়া চন্দ্র উদিত হইলে পুষ্পকরণ্ড নামক বৃহৎ উদ্যানস্থিত ঐ দেবায়তন চন্দ্রের রশ্মিতে ঝলমল করিতে লাগিল।

ইতোমধ্যে পরিচার্যাদি কর্মে শ্রান্ত সখীগণ শশাঙ্কবতীর চতুর্দিকে নিদ্রিত হইয়া শায়িত ছিল, কিন্তু সে বিনিদ্র অবস্থায় মনে মনে চিন্তা করিতেছিল 'হায়! হায়! আমার নিমিত্ত উভয় পক্ষে বহু বীর রাজা এবং রাজকুমারেরা প্রত্যহ যুদ্ধে নিহত হইতেছে। অধিকন্তু ঐ রাজপুত্র বহু পূর্বেই দুর্গাদেবী কর্তৃক স্বপ্নে আমার পতিরূপে নিরূপিত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত এখন যুদ্ধের পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। আমার হৃদয়ও কামদেবের অব্যর্থ শরজাল পরম্পরা দ্বারা ছিন্ন হইয়া তাহার নিকট নীত হইয়াছে, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে আমার পিতা পূর্ববৈরিতা এবং দর্পবশতঃ আমাকে রাজকুমারের হস্তে সম্প্রদান করিবেন না। পিতৃদেবের পত্র হইতে আমার এই প্রকারই অনুমান হয়। ভাগ্যদেবী যখন বিরূপ তখন স্বপ্নাদেশের আর কি মূল্য আছে? প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইবার আর কোন উপায়ই দেখিতেছি না। সুতরাং রণে পিতা অথবা প্রিয়তমের কোন প্রকার দুর্দৈব ঘটিয়াছে শ্রুত হইবার পূর্বেই আমার

এই আশাহত জীবন পরিত্যাগ করি না কেন?' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে সবিষাদে গৌরীমূর্তির সম্মুখে গমনপূর্বক উত্তরীয় দ্বারা পাশ নির্মাণকরতঃ উহা অশোকতরুতে সংলগ্ন করিল। (২৭-৪২)

ইতোমধ্যে মৃগাঙ্কদত্ত তাহার সঙ্গীদিগের সহিত উদ্যানে প্রবেশকরতঃ মন্দিরের সম্মুখে একটি বৃক্ষে অশ্ববন্ধনপূর্বক গৌরীদেবীর আয়তনে প্রবেশ করিল। তখন মৃগাঙ্কদত্তের মন্ত্রী বিমলবুদ্ধি রাজকন্যা সমীপবর্তী দৃষ্টে রাজকুমারকে স্বেচ্ছায় বলিল, 'কুমার, দেখ, হেথার কোন সুন্দরী নারী পাশে আবদ্ধ হইতে উদ্যত হইয়াছে। এই নারী কে?' এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজকুমার রমণীর দিকে দৃষ্টিপাতকরতঃ বলিল, 'কি আশ্চর্য! এই রমণী কে? ইনি কি রতিদেবী অথবা মূর্তিমতী প্রীতি, অথবা সাকারা চন্দ্রদ্যুতি, অথবা কামদেবের জীবন্ত ও চলন্ত আদেশ, অথবা কোন দিব্যাঙ্গনা? না তাহা হইতে পারে না। দিব্যাঙ্গনা কেন পাশে আবদ্ধ হইয়া মৃত্যু আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করিবে? অতএব আমরা এই স্থানে বৃক্ষান্তরালে কিয়ৎকাল লুক্কায়িত রহিয়া কোনপ্রকারে নিশ্চিত হইয়া জানিয়া লই, ইনি কে?' এই কথা বলিয়া সে মন্ত্রীদিগের সহিত গোপন রহিলে হতাশ শশাঙ্কবতী দেবীর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল, 'দুর্গতদিগের ক্লেশহারিণী গৌরী দেবি! পূর্বজন্মের পাপের ফলে এই জন্মে মৃগাঙ্কদত্তকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইলাম না। পরজন্মে যেন সে আমার পতি হয়!' এই কথা বলিয়া সে দেবীকে প্রণাম করিয়া সাশ্রুনয়নে গলদেশে পাশ আবদ্ধ করিল। (৪৩-৫২)

সেই মুহূর্তে তাহার সখীবৃন্দ জাগ্রত হইয়া তাহাকে দেখিতে না পাইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে সে যেথায় অবস্থান করিতেছিল তথায় অচিরে আগমন করিয়া বলিল, 'হায় সখি! কি করিতেছ? ক্ষান্ত হও।' এই কথা বলিয়া তাহারা তাহাকে পাশমুক্ত করিলে যখন সেই তরুণী লজ্জিতা এবং নিরাশ হইয়া তথায় দণ্ডায়মান ছিল তখন গৌরী মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে বাণী শ্রুত হইল, 'বৎসে শশাঙ্কবতি, হতাশ হইও না। সুন্দরি, তোমাকে স্বপ্নে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা মিথ্যা হইবার নহে। এই স্থানে তোমার পার্শ্বে তোমার পূর্বজন্মের পতি মৃগাঙ্কদত্ত উপস্থিত। যাও, তাহার সহিত নিখিল পৃথিবী ভোগ কর।'

অকস্মাৎ এই বাক্য শ্রবণকরতঃ সে বিহ্বলা হইয়া পার্শ্বদেশে অবলোকন করিতে থাকিলে তন্মুহূর্তে বিক্রমদত্তের মন্ত্রী বিক্রমকেশরী তাহার নিকটে গমন করিয়া অঙ্গুলী দ্বারা রাজপুত্রকে নির্দেশ করিয়া বলিল, 'রাজপুত্রি, দেবী ভবানী আপনাকে সত্যই বলিয়াছেন। প্রণয়পাশে আকৃষ্ট হইয়া আপনার ভাবী স্বামী এই রাজকুমার আপনার নিকট আগমন করিয়াছেন।' রাজকুমারী এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তির্যক দৃষ্টিতে দেখিতে পাইল যে, তাহার তেজস্বী প্রেমাস্পদ অনুচরদিগের মধ্যে গগন হইতে অবতীর্ণ গ্রহগণ পরিবৃত চন্দ্রের ন্যায় অতুলনীয় অনুপম সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়া নেত্রে সুধাবর্ষণ করিতেছে। (৫৩-৬২)

রাজকুমারী আনন্দে সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চিত হইয়া স্তম্ভের ন্যায় নিশ্চল হইয়া তথায় দণ্ডায়মান থাকিলে মনে হইল, যেন কামদেবের শরাস্তেস্থিত পুষ্পসমূহ তাহার উপর বর্ষিত হইতেছে এবং তন্মুহূর্তে তাহার লজ্জা নিবারণার্থ মৃগাঙ্কদত্ত তাহার সমীপে আগমন করিয়া কালোপযোগী প্রেমসুধাপূর্ণ বাক্যে বলিল, ‘সুন্দরি, তোমার গুণশৃঙ্খলে আবদ্ধকরতঃ আমাকে আমার দেশ, রাজ্য এবং আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্যুত করিয়া দূর হইতে তোমার দাস করিয়া হেথায় আনয়ন করিয়াছ। অরণ্যবাস, ভূমিশয্যায় নিদ্রা, বন্যফল ভক্ষণ, আতপতাপ-ক্লেশ এবং তপশ্চর্যা দ্বারা কৃশতা লাভের ফল, আমার নেত্রে সুধাবর্ষণকারী তোমার রূপ সন্দর্শনকরতঃ প্রাপ্ত হইলাম। যদি আমার প্রতি তোমার যথেষ্ট অনুরাগ থাকে তবে আমার প্রীত্যর্থে হে হরিণনয়নি, তোমার নেত্রসুধা মদীয় নগরীর পুরস্ত্রীদিগের উপর বর্ষণ কর। যুদ্ধ থামুক, উভয়পক্ষীয় সৈন্যদিগের শ্রীবৃদ্ধি লাভ হউক, আমার জন্ম সফল হউক এবং আমিও যুগপৎ গুরুজনের অশীর্বাদ প্রাপ্ত হই।’

মৃগাঙ্কদত্ত শশাঙ্কবতীকে এই কথা বলিলে সে ভূমিতে নয়ন আনত করিয়া প্রত্যুত্তর করিল, ‘আর্যপুত্র, আমি তোমার গুণে দাসীরূপে ক্রীত হইয়াছি। আমাদের মঙ্গলার্থে যাহা কর্তব্য তাহা করিও।’ তাহার অমৃত বচনে তৃপ্ত হইয়া তাহার মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে দৃষ্টে সে গৌরীদেবীকে অর্চনাকরতঃ তাহাকে প্রণাম করিয়া রাজকুমারীকে তাহার পশ্চাতে অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপন করিল এবং তাহার বীর মন্ত্রী দশজনও সখীদিগকে তাহাদের পশ্চাতে আরূঢ় করাইল। অতঃপর তাহাদের সহিত মুক্ত অসি হস্তে রাজকুমার রজনীতে নগরী হইতে বহির্গত হইল। নগররক্ষিগণ ঐ ক্রুদ্ধ রুদ্রসম একাদশ জনকে প্রতিরোধ করিতে সাহস করিল না। শ্রুতধির উপদেশানুসারে তাহারা উজ্জয়িনী পরিত্যাগকরতঃ শশাঙ্ক-বতীসহ মায়াবটুর প্রাসাদে গমন করিল।

উদ্ভ্রান্ত পুররক্ষিগণ যখন ‘উহারা কে এবং কোথায় গমন করিল’ এইরূপ আলোচনা করিতেছিল তখন উজ্জয়িনীতে ক্রমে ক্রমে সকলে জানিতে পারিল যে রাজকুমারী অপহৃতা হইয়াছেন। (৬৩—৭৭) মহিষী অচিরে পুরাধ্যক্ষকে কর্মসেনের নিকট এই বার্তা প্রদান করিবার নিমিত্ত শিবিরে প্রেরণ করিল। কিন্তু ইতোমধ্যে গুপ্তচরদিগের প্রধান রাজনীতে নৃপতি কর্মসেনের নিকট শিবিরে আগমনকরতঃ তাহাকে বলিল, ‘প্রভো! মৃগাঙ্কদত্ত এবং তাহার মন্ত্রিবর্গ অদ্য রাত্রির প্রথম যামে গোপনে শিবির পরিত্যাগপূর্বক গৌরীদেবীর মন্দির হইতে শশাঙ্কবতীকে হরণ করিবার নিমিত্ত অশ্বপৃষ্ঠে উজ্জয়িনীতে প্রস্থান করিয়াছে। আমি ইহা নিশ্চিত ভাবেই অবগত হইয়াছি। এখন মহারাজই নির্দ্ধারণ করুন কি করা কর্তব্য।’

এই কথা শ্রবণ করিয়া নৃপতি কর্মসেন তাহার সেনাপতিকে আহ্বানকরতঃ গোপনে প্রাপ্ত বার্তা তাহাকে প্রদান করিয়া বলিল, ‘পঞ্চশত দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে শূরগণকে আরূঢ় করাইয়া তুমি গোপনে দ্রুতবেগে উজ্জয়িনীতে গমনপূর্বক সেই

পাপাত্মা মৃগাঙ্কদত্তকে বধ কর অথবা বন্দী কর। সৈন্যদিগকে পশ্চাতে স্থাপনকরতঃ আমিও সত্বর তোমাকে অনুসরণ করিব।' সেনপতি নৃপতির এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া 'তাহাই করা হইবে' এই কথা বলিয়া রজনীতে নির্দিষ্ট বাহিনীসহ উজ্জয়িনীর দিকে যাত্রা করিল। পথিমধ্যে পুরাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ হইলে জানিতে পারিল যে কতিপয় সাহসী ব্যক্তি রাজকুমারীকে হরণ করিয়া অন্য দিকে প্রস্থান করিয়াছে। তখন নগরাধ্যক্ষের সহিত প্রত্যাগমনপূর্বক ভূপতি কর্মসেনকে যাহা ঘটিয়াছে তাহা বলিল। এই বার্তা শ্রবণকরতঃ কর্মসেন ইহা অসম্ভব মনে করিয়া আক্রমণ না করিয়া সেই রজনী নীরবে অতিবাহিত করিল। শ্রুতধির উপদেশানুসারে মৃগাঙ্কদত্তের শিবিরে মায়াবটু এবং অন্যান্য রাজন্যবর্গ সশস্ত্র অবস্থায় সেই রজনী যাপন করিল। (৭৮-৮৯)

পরদিবস প্রাতঃকালে সুধী নৃপতি কর্মসেন মৃগাঙ্কদত্তের শিবিরে রাজন্যবর্গের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া তাহাকে মুখে মুখে এই বার্তা প্রদান করিতে আদেশ করিল, 'মৃগাঙ্কদত্ত কৌশলপূর্বক আমার কন্যাকে হরণ করিয়াছে। সেই জন্য আমি কিছু মনে করি নাই। কারণ দুহিতার নিমিত্ত তাহার তুল্য সুযোগ্য বর কোথায় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে? মৃগাঙ্কদত্ত আমার প্রাসাদে আগমন করুক এবং আপনারাও উপস্থিত হউন। তথায় যথাবিধি আমার কন্যার উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদন করা হইবে।' নৃপতিবর্গ এবং শ্রুতিধি এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া দূতকে বলিল, 'তবে তোমার প্রভু স্বনগরীতে প্রত্যাবর্তন করুন, আমরা রাজকুমারকে তথায় লইয়া যাইব।' দূত ইহা শ্রবণকরতঃ তাহার প্রভুর নিকট এই প্রস্তাব নিবেদন করিলে কর্মসেন সম্মত হইয়া সসৈন্যে উজ্জয়িনীর দিকে যাত্রা করিল। এতদৃষ্টে মায়াবটু প্রমুখ ভূপতিবর্গ শ্রুতধির সহিত মৃগাঙ্কদত্তের নিকট প্রস্থান করিল।

ইতোমধ্যে শশাঙ্কবতীসহ মৃগাঙ্কদত্ত কাঞ্চনপুর নগরীতে মায়াবটুর প্রাসাদে গমন করিলে মায়াবটুর পত্নীগণ তাহাকে, তাহার অনুচরদিগকে এবং তাহার প্রিয়তমাকে আতিথ্যসহকারে সাদরে আপ্যায়িত করিলে সফলতার সহিত স্বীয় কর্ম সমাপনান্তে তাহাদের সহিত মৃগাঙ্কদত্ত তথায় বিশ্রাম করিল। পরদিবস নৃপতিরা শ্রুতধির সহিত তথায় আগমন করিল। সসৈন্য কিরাতরাজ শক্তিরক্ষিত, শবরাধিনায়ক প্রবল পরাক্রান্ত মায়াবটু, মাতঙ্গরাজ বীর দুর্গপিশাচ মৃগাঙ্কদত্তকে রজনীর সহিত শ্বেতোৎপলের ন্যায় শশাঙ্কবতীর সহিত মিলিত দেখিয়া হৃষ্ট হইয়া মৃগাঙ্কদত্তকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিল। তাহার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনকরতঃ তাহারা কর্মসেনের বার্তা প্রদান করিল এবং কি প্রকারে সে স্বপ্রাসাদে [illegible] করিয়াছে তাহাও নিবেদন করিল। (৯০-১০২)

মৃগাঙ্কদত্ত চলমান নগরীর ন্যায় তথায় শিবির স্থাপনপূর্বক সকলের সহিত মন্ত্রণা করিতে বসিল। সে তাহার মন্ত্রীদিগকে এবং ভূপতিদিগকে কহিল, 'আমাকে বল, আমি বিবাহার্থে উজ্জয়িনী গমন করিব কিনা?' তাহারা সকলে একবাক্যে উত্তর প্রদান করিল, 'ঐ নরপতি অতিশয় দুরাত্মা। তাহার

প্রাসাদে গমন করা শুভকর হইবে কি? অধিকন্তু, তাহার দুহিতা যখন হেথায় আগত তখন তথায় গমন করিবার কোন প্রয়োজন নাই।' মৃগাঙ্কদত্ত তখন দ্বিজ শ্রুতধিকে বলিল, 'হে বিপ্র, তুমি আলোচনায় কোন প্রকার আগ্রহ প্রদর্শন না করিয়া নীরব হইয়া রহিয়াছ কেন? তুমি কি এই প্রস্তাব অনুমোদন কর?'

তখন শ্রুতধি বলিল, 'আমার কথা যদি শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক থাকেন তবে আমার মতে আপনার কর্মসেনের প্রাসাদে গমন করা উচিত। বিপদমুক্ত হইবার কোন প্রকার উপায় না দেখিয়া সে আপনাকে এই বার্তা প্রেরণ করিয়াছে। নতুবা তাহার মত প্রতাপশালী নরপতি দুহিতা হৃত হওয়া সত্ত্বেও কেন যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিল? অধিকন্তু, আপনি যখন সসৈন্যে তাহার সভায় প্রবেশ করিবেন তখন সে আপনার কি অনিষ্ট করিতে সক্ষম হইবে? পক্ষান্তরে আপনি যদি তথায় গমন করেন তবে দুহিতার প্রতি স্নেহবশতঃ সে পুনরায় আপনার প্রধান মিত্রদিগের মধ্যে একজন হইবে। তাহার পক্ষে এইরূপ প্রস্তাব করা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত, কারণ সে অবিধিমতে তাহার কন্যার উদ্বাহকার্য সম্পাদন করিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং আমার মতে আপনার উজ্জয়িনী গমন করা বিধেয়।' শ্রুতধি এই কথা বলিলে তত্রস্থ সকলে 'সাধু, সাধু' বলিয়া এই প্রস্তাব অনুমোদন করিল।

তখন মৃগাঙ্কদত্ত তাহাদিগকে বলিল, 'আমি ইহার সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত। কিন্তু পিতামাতার অনুপস্থিতিতে আমি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক নহি। সুতরাং আমার পিতামাতাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত এই স্থান হইতে কাহাকেও প্রেরণ করা হউক। তাঁহাদের মতামত জ্ঞাত হইয়া আমি যথাযথ কার্য করিব।' বীর এই কথা বলিয়া সখাদিগের উপদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ তাহার মন্ত্রী ভীমপরাক্রমকে পিতৃমাতৃ সকাশে প্রেরণ করিল। (১০৩-১১৫)

ইতোমধ্যে তাহার পিতা নৃপতি অমরদত্ত অযোধ্যা নগরীতে তাহার প্রজাদিগের নিকট হইতে জ্ঞাত হইল যে রাজকুমারের বিরুদ্ধে বিনীতমতি যে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিল এবং যাহার জন্য সে নির্বাসিত হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ অমূলক ছিল। সে অতঃপর ক্রোধান্বিত হইয়া সেই মন্ত্রীকে সপরিবারে হত্যাকরতঃ নির্বাসিত পুত্রের শোকে অতিশয় বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল; সে তাহার রাজধানী পরিত্যাগপূর্বক নগরের বাহিরে নন্দীগ্রামে পত্নীদিগের সহিত কঠোরভাবে তপশ্চর্যায় নিরত ছিল।

তথায় কিয়ৎকাল অবস্থানান্তে সে চরমুখে দ্রুত অশ্বারোহণে আগত ভীমপরাক্রমের অযোধ্যা নগরীতে আগমন সংবাদ জ্ঞাত হইল। সেখানে সে দেখিতে পাইল রামের নির্বাসনে সেই নগরী যেরূপ উদ্বিগ্ন হইয়াছিল পুনরায় সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজকুমারের সংবাদ জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত উৎসুক পৌরজন শোকাবৃত হইয়াছে। তাহাদের নিকট হইতে নৃপতির বার্তা জ্ঞাত হইয়া ভীমপরাক্রম নন্দীগ্রামে উপনীত হইল। তথায় সে রাজ্ঞীবৃন্দ পরিবৃত প্রিয় পুত্রের সংবাদ-প্রত্যাশী তপঃক্ষীণদেহ নরপতির সাক্ষাৎ লাভ করিল।

ভীমপরাক্রম তাহার সন্নিকটে গমনপূর্বক তাহার পদপ্রান্তে পতিত হইলে নৃপতি তাহার কণ্ঠালিঙ্গনপূর্বক পুত্রের সংবাদ জানিতে চাহিলে ভীমপরাক্রম সাশ্রুনয়নে তাহাকে বলিল, 'আপনার পুত্র মৃগাঙ্কদত্ত স্বীয় পরাক্রমে ভূপতি কর্মসেনদুহিতা শশাঙ্কবতীকে লাভ করিয়াছে। কিন্তু পিতৃমাতৃভক্ত পুত্র রাজা এবং রাজ্ঞীর অনুপস্থিতিতে অশোভন হইবে বলিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক। আপনার পুত্র ভূমিতে মস্তক নত করিয়া আপনাকে তাহার নিকট গমন করিবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছে এবং সে শবরাধিপতি মায়াবটুর প্রাসাদে কাঞ্চনপুরে মহারাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। এখন আমাদের অভিযান বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।' তখন ভীমপরাক্রম তাহার প্রভুর নির্বাসন হইতে আরম্ভ করিয়া দীর্ঘ অরণ্য ভ্রমণজনিত কষ্ট, পরস্পরের ছাড়াছাড়ি, যুদ্ধ ইত্যাদি অদ্ভুত বৃত্তান্ত এবং অবশেষে রাজকুমারের কর্মসেনের সহিত সন্ধি স্থাপন পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিল। (১১৬-১৩০)

ভূপতি অমরদত্ত উহা শ্রবণকরতঃ পুত্র মঙ্গলমতই আছে জ্ঞাত হইয়া সুস্থির মনে তৎক্ষণাৎ সানন্দে যাত্রা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। গজারোহণে মহিষী, সামন্ত নৃপতিবর্গ এবং মন্ত্রীদিগের সহিত সোৎসুকে পুত্রসহ মিলিত হইবার নিমিত্ত সে যাত্রা করিল এবং গজ ও অশ্ববাহিনী তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল। কোন প্রকার প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন না হইয়া সে কতিপয় দিবসান্তে শবরাধিপতির রাজ্যে পুত্রের শিবিরে উপনীত হইল।

বহুকাল যাবৎ পিতৃদর্শনাকাঙ্ক্ষী মৃগাঙ্কদত্ত তাহার আগমন বার্তা প্রাপ্ত হইয়া নিখিল নৃপতিবর্গের সহিত তাহার সাক্ষাৎলাভের নিমিত্ত বহির্গত হইয়া দূর হইতে পিতাকে দর্শন করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণপূর্বক গজারূঢ় পিতার এবং মাতার চরণে পতিত হইল। পিতা কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া সে সাশ্রুনয়নে তাহার হস্ত বক্ষে ধারণ করিল। মাতাও তাহাকে বহুক্ষণ যাবৎ আলিঙ্গনাবদ্ধকরতঃ মুহুর্মুহুঃ তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পুনরায় বিরহ ভয়ে যেন তাহাকে আলিঙ্গনমুক্ত করিলেন না। মৃগাঙ্কদত্ত পিতা অমরদত্তকে রাজন্যবর্গ এবং মিত্রদের সহিত পরিচিত করাইয়া দিলে তাহারা রাজাকে এবং রাজ্ঞীকে প্রণাম করিল। তাহার একমাত্র পুত্রের বিপদের সময় তাহার পার্শ্বে উপস্থিত থাকিবার নিমিত্ত সেই নৃপতি ও মহিষী পুত্রের মিত্রদিগকে সাদরে আপ্যায়িত করিল।

অতঃপর অমরদত্ত মায়াবটুর প্রাসাদে প্রবেশকরতঃ তাহার চরণে প্রণতা ভাবী পুত্রবধূ শশাঙ্কবতীর সাক্ষাৎ লাভ করিল। উপঢৌকনাদি গ্রহণান্তে সে মহিষী এবং পুত্রবধূর সহিত স্বীয় শিবিরে প্রস্থান করিল। পুত্র এবং নৃপতিবর্গের সহিত ভোজনান্তে সে সেই দিবস সুখে নৃত্য, গীত এবং বাদ্যে অতিবাহিত করিয়া মনে করিল যে ভাবী রাজচক্রবর্তী যশস্বী পুত্র মৃগাঙ্কদত্তের প্রভাবে তাহার জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। (১৩১-১৪৩)

ইতোমধ্যে সুধী নৃপতি কর্মসেন মন্ত্রণাপূর্বক মৃগাঙ্কদত্তের নিকট লিপিকাবদ্ধ-করতঃ এবং দূতমুখে বক্ষ্যমাণ বার্তা প্রেরণ করিল, 'আমি জ্ঞাত আছি যে তুমি

উজ্জয়িনীতে আগমন করিবে না। অতএব হে অনঘ, যদি আমার মিত্রাতাকে মূল্য প্রদান করিতে ইচ্ছুক থাক তবে যাহাতে অন্যায্য মতে উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদিত না হয় তন্নিমিত্ত আমি আমার পুত্র সুষেণকে তোমার নিকট প্রেরণ করিব। সে যথাবিধি তাহার ভগিনীকে তোমার হস্তে সম্প্রদান করিবে।'

রাজসভায় রাজকুমারের নিকট এই বার্তা প্রদত্ত হইলে তাহার পিতা নৃপতি স্বয়ং দূতকে এই উত্তর প্রদান করিল, 'নৃপতি কর্মসেন ব্যতীত আর কে এই প্রকার মহৎ বার্তা প্রেরণ করিতে পারে! সেই উত্তম নরপতি যথার্থই আমাদের প্রতি অনুরক্ত। তাঁহার পুত্র সুষেণকে তিনি হেথায় প্রেরণ করুন। তাঁহার যাহাতে তুষ্টিবিধান হয় আমরা সেই মত ব্যবস্থা করিয়াই তাঁহার কন্যার উদ্বাহ কার্য সম্পাদন করিব।' যথাবিধি সম্মানান্তে দূতকে এই প্রতিবার্তা প্রেরণকরতঃ রাজা তাহার পুত্র, শ্রুতধি এবং রাজন্যবর্গকে বলিল, 'আমাদের সম্প্রতি অযোধ্যায় গমন করাই শ্রেয়ঃ, কারণ তথায় যথাবিধি সমারোহে বিবাহকার্য সম্পাদন করা সম্ভবপর হইবে এবং সুষেণকেও আমরা তথায় উপযুক্ত আদর আপ্যায়ন করিতে পারিব। নৃপতি মায়াবটু এই স্থানেই সুষেণের নিমিত্ত অপেক্ষা করুক। সেই রাজপুত্র হেথায় আগমন করিলে মায়াবটু তাহার সমভিব্যাহারে অযোধ্যায় আগমন করিবে। অগ্রে আমরা তথায় গমনপূর্বক বিবাহের উপযুক্ত আয়োজন করিব।' তত্রস্থ উপস্থিত সকলে নৃপতির এই বাক্য অনুমোদন করিল। (১৪৪-১৫৪)

সাফল্যে আনন্দিত হইয়া পর দিবস মায়াবটুকে সুষেণের নিমিত্ত তথায় রাখিয়া রাজা সসৈন্যে মহিষীসহ এবং মৃগাঙ্কদত্ত ও রাজন্যবৃন্দ ও মন্ত্রিদিগের সহিত শশাঙ্কবতীকে লইয়া যাত্রা করিল। গভীর ভয়ঙ্কর তরঙ্গসঙ্কুল জলধির ন্যায় ধ্বনি দ্বারা অন্য সমস্ত শব্দ প্রতিহত করিয়া অসংখ্য পদাতিক এবং অশ্ব-বাহিনীসহ দিঙমণ্ডল মুখরিত করিয়া তাহারা গমন করিতেছিল। গর্জনকারী গজসমূহ কর্তৃক আকীর্ণ ধূলি দ্বারা বসুধা আবৃত হওয়াতে উহা গগন বলিয়া ভ্রম হইতেছিল। ক্রমে ক্রমে পিতা এবং পুত্র পথিমধ্যে অবস্থিত কিরাতরাজ শক্তিরক্ষিতের প্রাসাদে উপনীত হইল।

তাহারা এবং তাহাদিগের অনুচরবর্গ তথায় মূল্যবান রত্নরাজি সুবর্ণ এবং উত্তম পরিচ্ছদাদি দ্বারা সাদরে অভ্যর্থিত হইলে সসৈন্যে একদিবস ভোজন ও বিশ্রামান্তে যাত্রাকরতঃ তাহারা যথাকালে তাহাদের অযোধ্যা নগরীতে আগমন করিল। নগরীতে প্রবেশ করিলে উহা ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ হ্রদের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। হর্ম্যসমূহের বাতায়নে আরূঢ়া ইতস্ততঃ সঞ্চরমাণা পুরস্ত্রীগণকে ফুল্ল বিলোল কমলের ন্যায় বোধ হইতেছিল। বহুকাল অনুপস্থিতির পর বধূসহ আগত রাজপুত্রকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তাহাদের নীলোৎপল নয়নসমূহ নৃত্য করিতেছিল। নগরী রাজহংসে পরিপূর্ণ হইয়াছিল এবং বাত্যাবিক্ষুব্ধ সরসীর ন্যায় পতাকা-সমূহ তরঙ্গায়িত হইতেছিল। চারণদিগের সঙ্গীতে এবং বন্দিগণের স্তুতিতে অভিনন্দিত হইয়া সিংহাসনাধিষ্ঠিত পিতা এবং পুত্রকে পৌরজনেরা অভিনন্দিত করিতেছিল এবং বিপ্রগণ আশীর্বাদ করিতেছিল। (১৫৫-১৬৬)

শশাঙ্কবতীর লাবণ্য লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত জনগণ বলিতে লাগিল, 'কর্মসেন দুহিতার দর্শন লাভ করিলে অম্বুধি তাঁহার কন্যা লক্ষ্মীর এবং হিমালয় তাঁহার সুতা গৌরীর রূপের গর্ব করিবেন না।' উৎসবদিবস সমাগত হইলে শুভ তূর্যনাদে সমস্ত দিক মুখরিত করিয়া নৃপতিবৃন্দকে বিজ্ঞাপিত করা হইল। সিন্দুর রাগে রঞ্জিত নগরী যেন বহির্দেশে উৎসবময় অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিল।

পরদিবস গণকেরা রাজপুত্রের বিবাহের শুভ লগ্ন ধার্য করিলে তাহার পিতা রাজা অমরদত্ত বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিল। নগরী নানাদিগাগত এত ধনরত্নপূর্ণ হইল যে কুবেরের পুরী উহাতে লজ্জিত হইল।

অচিরে নৃপতি মায়াটুর এক ভৃত্য হৃষ্টচিত্তে দ্বারী কর্তৃক ঘোষিত হইয়া ভূপতির নিকট আগত হইয়া তাহাকে বলিল, 'প্রভো, রাজকুমার সুষেণ এবং রাজা মায়াবটু উভয়ে অযোধ্যার সীমান্তে অপেক্ষা করিতেছেন।' ইহা শ্রবণ করিয়া অমরদত্ত তাহার সেনাপতিকে সসৈন্যে সুষেণের নিকট প্রেরণ করিলে মৃগাঙ্কদত্তও সখ্যতাবশতঃ সেনাপতির সহিত অযোধ্যা হইতে রাজকুমারের দর্শন মানসে গমন করিল। বহুদূর হইতেই উভয় রাজপুত্র অশ্ব হইতে অবতরণপূর্বক কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসান্তে পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হইল। পৌরবধূদিগের নয়নের প্রচুর আনন্দ উৎপাদন করিয়া উভয়ে প্রীতিবশতঃ একই রথে নগরীতে প্রবেশ করিল। (১৬৭-১৭৮)

তথায় সুষেণ নৃপতির সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তৎ কর্তৃক সসম্মানে অভ্যর্থিত হইয়া ভগিনী শশাঙ্কবতীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বিলাপ করিতে করিতে উত্থিত হইয়া সে ভ্রাতাকে ব্রীড়াবশতঃ আলিঙ্গন করিলে সুষেণ রাজকুমারীকে বলিল, 'পিতা তোমাকে বলিতে আদেশ করিয়াছেন যে, তুমি কোন অশোভন কার্য কর নাই, কারণ তিনি সম্প্রতি অবগত হইয়াছেন যে স্বপ্নে গৌরীদেবী মৃগাঙ্কদত্তকে তোমার পতিরূপে নির্বাচিত করিয়াছেন। পতির পন্থা অনুসরণ করা রমণীদিগের পরম ব্রত।' এই কথা বলিলে সেই বালা লজ্জা পরিহারপূর্বক অধোমুখে বক্ষের দিকে দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া যেন বলিতে চাহিল যে, তাহার মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে।

অতঃপর সুষেণ নৃপতির সমক্ষে শশাঙ্কবতীকে তাহার নিজের সঞ্চিত বিত্ত-রাজি প্রদান করিল। যথা—দ্বিসহস্র ভার সুবর্ণ, পঞ্চ উষ্ট্রবাহিত রত্নময় অলঙ্কারাদি এবং আরও কিয়ৎ পরিমাণ সুবর্ণ। সে বলিল, 'ইহা উহার নিজের সঞ্চিত বিত্ত। পিতা যাহা প্রেরণ করিয়াছেন আমি তাহা যথাকালে বিবাহ বেদীতে স্থাপন করিব।' অতঃপর তাহারা মৃগাঙ্কদত্ত এবং তাহার অনুচরদিগের সহিত নৃপতির সমক্ষে পানভোজনান্তে সেই দিন মহাসুখে অতিবাহিত করিল।

পরদিবস শুভলগ্নকাল উপস্থিত হইল। মৃগাঙ্কদত্ত স্বীয় স্নান আহ্নিকাদি কর্ম সমাপ্ত করিল। নৃপতি স্বয়ং অতিশয় আহ্লাদিত হইল। শশাঙ্কবতীর স্বীয় সৌন্দর্যই বধূবেশের পর্যাপ্ত অলঙ্কার হইলেও প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও দেশাচারবশতঃ পুরনারীগণ তাহাকে সুসজ্জিত করিল। সুষেণ কর্তৃক বিবাহপূর্ব

আচারাদি সম্পন্ন হইলে বর ও বধূ অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইয়া যজ্ঞবেদীতে আরোহণ করিল। তথায় অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছিল। তদুপরি রাজকুমার বিষ্ণু যেরূপ লক্ষ্মীর হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন সেইরূপ রাজকুমারীর পদ্মরাগরক্ত হস্ত ধারণ করিল, যখন তাহারা অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতেছিল তখন ধূম ও তাপে শশাঙ্কবতীর আনন অশ্রুপূর্ণ এবং আরক্ত হইয়াছিল। যখন অঞ্জলি হইতে লাজ অগ্নিতে পতিত হইতেছিল তখন মনে হইল কামদেব যেন তাহার প্রযত্ন সফল হইয়াছে দৃষ্টে হাস্য করিতেছিলেন। প্রথম লাজাঞ্জলি নিক্ষিপ্ত হইলে সুষেণ পঞ্চ সহস্র অশ্ব, একশত হস্তী, দুইশত ভার সুবর্ণ এবং বিংশতি উষ্ট্রভার পরিমাণ উত্তম পরিচ্ছদ, মূল্যমান রত্ন এবং মুক্তালঙ্কার প্রদান করিয়াছিল। পরবর্তী প্রত্যেক লাজক্ষেপের সময় ভ্রাতা কর্তৃক পৃথিবী জয়লব্ধ বিত্তাংশ প্রদত্ত হইয়াছিল। (১৭৯-১৯৬)

উৎসবের তূর্যধ্বনি গগনে উত্থিত হইলে মৃগাঙ্কদত্ত শুভ বিবাহান্তে নব-পরিণীতা বধূ শশাঙ্কবতীসহ স্বীয় প্রাসাদে প্রবেশ করিল। অনুগত নৃপতিবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া শুকসারী পর্যন্ত মন্ত্রী এবং রাজধানীর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহাদের গুণানুসারে মৃগাঙ্কদত্তের পিতা হস্তী, অশ্ব, পরিচ্ছদ, আভরণ, খাদ্য এবং পানীয় প্রদান করিয়াছিল। নৃপতি এই উৎসবে এত অত্যধিক উদার হইয়াছিলেন যে বৃক্ষসকলও বস্ত্ররত্নালংকৃত হইয়া পৃথিবীর কল্পবৃক্ষের আকার ধারণ করিয়াছিল।

অতঃপর ভূপতি এবং মৃগাঙ্কদত্ত, রাজন্যবর্গ, শশাঙ্কবতী এবং সুষেণের সহিত দিবসের অবশিষ্টাংশ পানোৎসবে অতিবাহিত করিল। তদনন্তর প্রাসাদ-বাসিগণ উত্তম খাদ্য এবং পানীয় গ্রহণকরতঃ নৃত্যবাদ্যাদি সম্ভোগ করিলে মার্তণ্ডদেব পৃথিবীর রস পান করিয়া পর্যটনান্তে পশ্চিমাচলের কন্দরে প্রবেশ করিলেন। দিবসশ্রী তাহাকে রক্তরাগ সন্ধ্যার সহিত কোথাও অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া ঈর্ষা-কুপিত হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল এবং পক্ষিকুল ইতস্ততঃ উড্ডীন হইয়া তাহার মেখলার আকার ধারণ করিয়াছিল। অতঃপর যথাকালে অভিসারিকা রজনী তাহার মনোরম তিমির বসন আলোকিতপূর্বক বিলোল তারকানয়ন প্রদর্শনকরতঃ কামদেবকে প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল। আয়তাক্ষী নবসিন্দুররাগরঞ্জিত শশাঙ্ক উদয়াচল হস্তীর অঙ্কুশস্বরূপ উদিত হইল। তমসাপগমে পূর্বাকাশ সমুজ্জ্বল হইলে রতিবল্লরীর নবপল্লবসম ইন্দু তাহার সহাস্য বদনের কর্ণাভরণ রূপে প্রতীয়মান হইল। সান্ধ্যবিধি সমাপনান্তে মৃগাঙ্কদত্ত বধূ শশাঙ্কবতীসহ রজনীতে মহার্ঘ্য বস্তু দ্বারা সুসজ্জিত বাসরগৃহে প্রবেশ করিল। (১৯৭-২০৬) শশাঙ্কবতীর চন্দ্রানন কক্ষপ্রাচীরস্থ চিত্রসমূহ আলোকিত করিয়া অন্ধকার দূরীভূত করিলে তথাকার মণিপ্রদীপসমূহ অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। শয়নপূর্বক প্রিয়াকে আলিঙ্গনকরতঃ অধর চুম্বন দ্বারা তাহার লজ্জা অপনোদন করিয়া প্রিয়তমার মণিমেখলাবন্ধ শিথিল করিলে সে ক্ষীণস্বরে 'যথেষ্ট হইয়াছে, আর নহে' এই কামপূর্ণ নবমোহনবাণী উচ্চারণ করিল। সম্ভোগান্তে

শশাঙ্কবতীর অঙ্গবিলেপন লুপ্ত হইয়াছিল এবং সে আলুলায়িত কেশে শ্রমশিথিলদেহে অবস্থান করিতেছিল এবং তাহার মুখচন্দ্রে নয়ন অর্ধনিমীলিত ছিল। পরিভোগ লীলায় সেই রজনী ক্ষীণা হইলেও সম্ভোগসুখলালসা প্রীতি উৎপাদনপূর্বক বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছিল। পরদিবস প্রাতঃকালে মৃগাঙ্কদত্ত বন্দিদিগের এই সুমধুর সঙ্গীতে জাগরিত হইয়াছিল—'দেব, রজনী এখন অপগত! রতিসুখশয্যা পরিত্যাগ করুন। হরিণনয়নাদিগের সুগন্ধি চূর্ণালক কম্পিত করিয়া বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। দূর্বাঘাসের উপর চন্দ্রকে অনুসরণ করিয়া উষার শিশিরবিন্দু রজনীর কণ্ঠহার হইতে পতিত হইয়া মুক্তার ন্যায় ঝলমল করিতেছে। চন্দ্রকিরণ স্পর্শে উন্মীলিত শ্বেতোৎপলের অভ্যন্তরে যে অলিবৃন্দ বহুক্ষণ যাবৎ মধুপান করিতেছিল, দেব, অবলোকন করুন, এখন সেই কুমুদসমূহ মহিমা অপগত হওয়ায় নিমীলিত এবং অলিরাজি শ্বেতপদ্মসমূহ পরিত্যাগকরতঃ অন্য আশ্রয় অন্বেষণ করিতেছে। আপৎকালে যাহারা মলিন হইয়াছে তাহাদের উপর কে আস্থা স্থাপন করিতে পারে? কামদেব রজনীর অধরতিলকরূপ চন্দ্রকে তিমির কৃষ্ণাচ্ছাদন দ্বারা অপনোদিত করিয়াছেন।' উষাকালে এই সঙ্গীত তানে জাগরিত হইয়া মৃগাঙ্কদত্ত শশাঙ্কবতীকে পরিত্যাগপূর্বক অচিরে শয্যা হইতে উত্থিত হইল। পিতা অগ্রেই সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মৃগাঙ্কদত্ত দিবসের আহ্নিকাদি সম্পাদন করিল এবং দয়িতার সহিত বহু উৎসবে দিবস যাপন করিল। (২০৭-২১৭) অতঃপর পিতা অমরদত্ত মৃগাঙ্কদত্তের শ্যালক সুষেণকে পূতবারিতে অভিষিক্ত করিয়া তাহার মস্তকে পট্টবন্ধন করিয়া দিল এবং সম্মাননার প্রতীক স্বরূপ তাহাকে উপযুক্ত পরিমাণ ভূমি, গজ, অশ্ব, সুবর্ণ ভার এবং একশত সুন্দরী রমণী প্রদান করিল। অতঃপর শবররাজ এবং কিরাতরাজ, মায়াবটু এবং শক্তিরক্ষিতকে, তাহাদের ভার্যা এবং স্বজনবর্গকে, মাতঙ্গাধিপতি দুর্গপিশাচকে এবং মৃগাঙ্কদত্তের মন্ত্রিবর্গ ও ভৃত্যদিগকে ভূমি, গো, অশ্ব, স্বর্ণ এবং বস্ত্রাদি উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিয়া সে তাহাদিগকে সম্মানিত করিল। কিরাতরাজ প্রমুখ ভূপতিদিগকে এবং সুষেণকে তাহাদের নিজ রাজ্যে প্রেরণকরতঃ প্রখ্যাত শৌর্যশালী নৃপতি অমরদত্ত সুখে নিষ্কণ্টক হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিল। মৃগাঙ্কদত্তও শত্রুদিগকে জয় করিয়া ভীম-পরাক্রমপ্রমুখ মন্ত্রীদিগের সহিত বহু কষ্টার্জিত পত্নী শশাঙ্কবতীসহ সফল মনোরথ হইয়া সুখে বাস করিতে লাগিল। (২১৮-২২৩)

কালক্রমে নৃপতি অমরদত্তের কর্ণমূলে জরা ধীরে ধীরে আক্রমণ করিয়া যেন তাহাকে বলিল, 'তুমি সৌভাগ্যশ্রী ভোগ করিয়াছ, তোমার এখন পরিণত বয়স, সংসার ত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।' নৃপতি ভোগবাসনায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাহার মন্ত্রীদিগকে বলিল, 'আমার মানসে যাহা উদিত হইতেছে এখন তোমাদিগকে তাহা বলিব। আমার জীবনের শেষ পর্যায় উপস্থিত হইয়াছে। মৃত্যুর অগ্রদূত শ্বেতবর্ণ আমার অলকগুচ্ছ সদ্য আক্রমণ করিয়াছে। জরা আক্রমণ করিলে যখন সমস্ত বাসনা অন্তর্হিত হয় তখন আমার মত ব্যক্তির পক্ষে ভোগতৃষ্ণা, ব্যসন বিড়ম্বনা মাত্র। যদিও কাহারও কাহারও বয়োবৃদ্ধির

সহিত লোভ এবং কাম বর্দ্ধিত হয়, ইহা কুব্যক্তিদিগের স্বভাবজ। সদ্ব্যক্তিগণের ঐ রূপ প্রবৃত্তি হয় না। অবন্তীরাজ এবং তাহার মিত্রগণকে পরাজিত করিয়া সৎ পুত্র মৃগাঙ্কদত্ত খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। সদগুণাবলীর নিমিত্ত সে প্রমাদিগের নিকট প্রিয় এবং তাহার বহু সৎ সুহৃদ আছে। আমার এই প্রবল-পরাক্রমশালী রাজ্য তাহার হস্তে অর্পণ করিয়া আমি কোন তীর্থস্থানে তপশ্চর্যা করিতে গমন করিব। বয়সানুসারোচিত কর্মকে কেহ নিন্দা করিতে পারে না। মনস্বীদিগের ইহাই কাম্য।'

নৃপতির এই সুনিশ্চিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বীর ও দৃঢ়চেতা মন্ত্রিগণ এবং যথাকালে পৌরজন, রাজ্ঞী সকলেই 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া অনুমোদন করিলে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ নিরূপিত এক দিবসে গণকগণ নির্দ্ধারিত শুভলগ্নে রাজা মৃগাঙ্কদত্তের অভিষেকানন্দোৎসব সম্পন্ন করিল। সেই দিবস প্রতীহারীর আদেশে ইতস্ততঃ ধাবমান জনগণে রাজপ্রাসাদ পূর্ণ হইল, রাজকর্মচারিগণ কর্মব্যস্ত হইল এবং প্রখ্যাত চারণগণের সঙ্গীতে ও সুন্দরী রমণীগণের নৃত্যে রাজপ্রাসাদ মুখর হইল। মৃগাঙ্কদত্ত এবং তাহার ভার্যার শিরোপরি যখন তীর্থবারি সিঞ্চিত করা হইতেছিল তখন হৃষ্ট পিতামাতার নয়ন হইতে দ্বিতীয় জলপ্রবাহ নির্গত হইতেছিল। সিংহপরাক্রম নবনৃপতি যখন সিংহাসনে আরোহণ করিল তখন মনে হইল যেন শত্রুগণ তাহার কোপভয়ে নত হইয়া ভূমিসিংহাসন গ্রহণ করিল। (২২৪-২৩৪) তাহার পিতা রাজা অমরদত্ত সপ্তদিবস এই মহোৎসব প্রলম্বিত করিল। অষ্টম দিবসে নরপতি ভার্যার সহিত নগরী হইতে যাত্রা করিয়া অনুসরণকারী মৃগাঙ্কদত্ত এবং পৌরজনদিগকে নিবৃত্তকরতঃ মন্ত্রীদিগের সহিত বারাণসী প্রস্থান করিল। তথায় সে গঙ্গাবারিতে অবস্থানপূর্বক মুনির ন্যায় ত্রিসন্ধ্যা শিবের আরাধনায় রত থাকিয়া ভার্যার সহিত ফলমূল ভক্ষণপূর্বক তপশ্চর্যায় নিরত রহিল।

অম্বরসদৃশ বিস্তৃত এবং বিশুদ্ধ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সূর্যদেব যেমন তাঁহার ব্যবস্থা করেন, মৃগাঙ্কদত্তও তদ্রূপ নৃপতিদিগের উপর নানাপ্রকার কর আরোপ করিয়া তাহাদিগকে বশীভূতকরতঃ পর্বতোপরি রবিকরের ন্যায় স্বীয় প্রতাপ বর্দ্ধিত করিল। মায়াবটু এবং কর্মসেন প্রমুখ সাহায্যকারীদিগের সহিত এবং শ্রুতধি-প্রমুখ স্বীয় মন্ত্রিবর্গের সহায়তায় সে চতুর্দিগন্ত সদ্বীপাবলি অবনীবলয় এক ছত্রের তলে আনয়নকরতঃ শাসন করিতে লাগিল। তাহার রাজত্বকালে দুর্ভিক্ষ দস্যুভীতি, বিদেশী শত্রুর আক্রমণ প্রবাদে পর্যবসিত হইয়াছিল। পৃথিবীতে সকলে হর্ষে এবং আনন্দে অভূতপূর্ব সুখ ও সমৃদ্ধি ভোগ করিতে লাগিল এবং মনে হইল যেন পুনরায় রামভদ্রের সৌরাজ্য পৃথিবী ভোগ করিতেছে। এইরূপ মৃগাঙ্কদত্ত অযোধ্যাতে মন্ত্রীদিগের সহিত রাজত্ব করিতে লাগিল। নানাদিগ্দেশ হইতে নৃপতিবৃন্দ তাহার চরণকমল বন্দনা করিতে আগমন করিত এবং সে নিষ্কণ্টক হইয়া তাহার প্রিয়তমা শশাঙ্কবতীর সহিত বহুকাল আনন্দে বাস করিয়াছিল।

মলয় পর্বতে প্রিয়াবিরহিত নরবাহনদত্তের নিকট অরণ্যপ্রদেশে পিশঙ্গজট এই কাহিনী বর্ণনা করিয়া তাহাকে বলিল, 'বৎস, পুরাকালে মৃগাঙ্কদত্ত যেরূপ বহু কষ্ট সহ্য করিয়া শশাঙ্কবতীকে প্রাপ্ত হইয়াছিল তুমিও মদনমঞ্জুকাকে তদ্রূপ প্রাপ্ত হইবে।' মহর্ষি পিশঙ্গজটের এই অমৃতোপম বাণী শ্রবণ করিয়া নরবাহনদত্তের হৃদয়ে মদনমঞ্জুকাকে প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা পুনরায় অঙ্কুরিত হইল। তাহার উপর হৃদয় নিবদ্ধ করিয়া সে মুনির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্বক তথায় যে প্রথমে তাহাকে আনয়ন করিয়াছিল সেই হারানো ললিত লোচনার অন্বেষণে মলয় পর্বতে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। (২৩৫-২৪৫)

ইতি মহাকবি শ্রীসোমদেব ভট্ট বিরচিত
কথাসরিৎসাগরের শশাঙ্কবতী লম্বকের ষট্‌ত্রিংশ তরঙ্গ সমাপ্ত।
শ্লোক সংখ্যা—২৪৫
ক্রমিক শ্লোক সংখ্যা—১৭,৮৪২।

শশাঙ্কবতী নামক দ্বাদশ লম্বক সমাপ্ত।

নির্ঘণ্ট